CONTENTS

Wednesday March 14, 2001

SL NO	Subject Matter's	Page (s)
1.	QUESTIONS AND ANSWERS	1—17
2	THIRD REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE-Adopted	17—18.
3,	REFERENCE PERIOD	18—39
4.	CALLING ATTENTION	40—50
5.	LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE	50—51
6	PRESENTATION OF THE REPORT OF THE SELECT COMMITTEE.	51
7.	PRIVATE MEMBERS' MOTIONS	51—69
	a) Shri Jawhar Saha,	51—53
	Shri Ratan Lal Nath	53—58
	Shri Manik Sarkar, Hon'ble Chief Minister.	58—59
	b) Shri Shyama Charan Tripura	59—61
	Shri Rabindra Deb Barma	61—63
	Shri Ratan Lal Nath	63—64
	Shri Jawhar Saha,	64—65
	Shri Khagendra Jamatia.	65
	Shri Manik Sarkar, Hon'ble Chief Minister.	65—69
8.	GOVERNMENT BILLS—Introduced.	69
9.	GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2001—2002	70—117
	Shri Shyama Charan Tripura,	71—73
	Shri Anil Chakma.	73—75

Shri Basudeb Majumder, 75–76.

Shri Dipak Kr. Roy. 77–79

Shri Subodh Nath. 79—81.

Smt. Sandhya Rani Deb Barma 81—82.

Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl 82—84.

Shri Joygobinda Deb Roy. 85—86.

Shri Padma Kumar Deb Barma 86—88.

Shri Ratimohan Jamatia 88—90.

Shri Kajal Ch. Das. 90—92.

Shri Prakash Ch. Das. 9 —93.

Smt. Bijoy Laxmi Sinha. 93—95.

Shri Rabindra Deb Barma. 95—96.

Shri Ratan Lal Nath. 97–99.

Shri Badal Choudhury, Minister 100—108.

Shri Manik Sarkar. Hon'bie Chief Minister. 108—117.

10. PAPERS LAID ON THE TABLE 117—126.

(Questions and Answers)

i) Written replies to the Starred Questions. 117—121.

ANNEXURE—'A'

ii) Written replies to the Un-Starred Questions 122—126.

ANNEXURE—'B'

Thrusday. March 15, 2001

1. MATTER RAISED BY MEMBER'S 1—4 and 16—18.

2. QUESTION'S AND ANSWERS. 4—16

3. REFERENCE PERIOD. 19—36

4. CALLING ATTENTION 36—37

5. FORMATION OF ASSEMBLY COMMITSEES 37—44.
6 RESOLUTION 44—46.
7. GOVERNMENT BILLS—Considered and passed. 46—50.
8. SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT
PUBLIC IMPORTANCE. 50—58.
Shri Ratan Lal Nath. 50—54.
Shri Prakash Ch. Das. 54—55.
Shri Sudhir Das, Minister. 55—58.
9. CONGRATULATORY MOTION 81—82.
10. DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS
FOR THE YEAR 2001—2002—Passed. 59—123.
Shri Ratimohan Jamatia. 59—62.
Shri Shyama charan Tripura. 62—63.
Shri Kajal Ch. Das. 63—65.
Shri Ratan Lal Nath. 65—70
Shri Nagandra Jamatia. 70—72
Shri Bijoy Kr. Hramgkhawl. 72—73
Shri Balaram Reang. Minister, 73—75.
Shri Ramendra Ch. Debnath, Minister. 75—77.
Shri Sukumar Barman, Minister. 77—83
Shri Gopal Ch. Das. Minister. 83—86.
Shri Aghore Deb Barmma, Minister. 86—94
Shri Manik Sarkar. Hon'ble Chief Minister. 94—97.
11. CONDEMNATION MOTION 120—124.
12. PAPERS LAID ON THE TABLE 124—147.
(Questions and Answers)
i) Written replies to the starred questions 124—130.

ANNEXURE—'A'

ii) Written riplies to the Un-Starred Questions — 131—135.

ANNEXURE—'B'

iii) Written Statement on calling Attention notiecs — 136—147.

ANNEXURE—'C'

Friday March 16, 2001

1. ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR — 1.
2. QUESTIONS AND ANSWERS — 1—17.
3. MATTER RASED BY MEMBER — 17.
4. REFRENCE PERIOD — 18—32.
5. CALLING ATTENTION — 33—40.
6. LAYING OF REPLIES TO THE POST PONED QUESTIONS — 41.
7. PRESENTATION OF THE REPORT OF THE AD-HOC COMMITTEE ON QUESTIONS — 41—42
8. STATEMENT MADE BY CHIEF MINISTER — 42—46.
9. DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 2001—2002-Passed — 47—102
   - Shri Nagendra Jamatia — 47—48.
   - Shri Rabindra Deb Barma — 48—51.
   - Shri Kajal Ch, Das — 51.
   - Shri Shyama charan Tripura — 51—53.
   - Shri Ratan Lal Nath — 54—57.
   - Shri Sudhir Das, Minister. — 57—59.
   - Shri Jitendra Choudhury, Minister, — 59—65
   - Shri Keshab Majumder, Minister. — 65—71.
   - Shri Badal Choudhury, Minister. — 71—77.
   - Shri Anil Sarkar, Minister. — 78—84.

10. GOVERNMENT BILLS-Introduced, considered and passed. 102—107.

11. ASSENT TO BILLS 107—109

12. PRIVATE MEMBERS RESOLUTION-Adopted 109—126

13. PRIVATE MEMBERS RESOLUTION– Adopted in Amended form. 127—137

14. VALEDICTORY SPEECH MADE BY THE SPEAKER 137—138.

15. PAPERS LAID ON THE TABLE 1.8—152

(Questions and Answers)

i) Written replies to the Starred Quetions 1:8—140.
ANNEXURE—'A'

ii) Written replies to the Un-Starred Questions 140—144.
ANNEXURE—'B'

iii) Written Statement of Reference Period 144—145.
ANNEXURE—'C'

iv) Written Statement of Calling Attention 145—147.
ANNEXURE—'D'

v) Written replies to the Post poned starred Questions 147—148
ANNEXURE–'E'

vi) Written replies to the Post poned Un-starred Questions
ANNEXURE—'F' 148—152.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, Tripura on Wednesday, the 14th March, 2001 at 11.00 A.M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair, The Chief Minister, The Deputy Speaker, 16 Ministers & 33 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মি: স্পীকার : আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলো সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৮।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৮।

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরে হকার পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার সুনির্দিষ্টভাবে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ? এবং

২। আগরতলা শহরে পুরসভার অনুমোদনপ্রাপ্ত বৈধ হকারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। আগরতলা শহরে হকার পুনর্বাসনের জন্য রাজ্যসরকার এক উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছেন।

এই কমিটির সুপারিশক্রমে প্রাথমিকভাবে চিলড্রেন পার্কের সংলগ্ন এলাকায়, পোষ্ট অফিস থেকে কামান চৌমুহনী এলাকার হকারগণকে রাধানগর বাস স্ট্যাণ্ড, বিবেকানন্দ মার্কেট, লালমাটিয়া ও হকার্স কর্ণারের দালানের উপর তলায় পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে রাধানগর বাস স্ট্যাণ্ড বিবেকানন্দ মার্কেটে কিছু হকারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

২। আগরতলা শহরে ৪৪ জন বৈধ হকার আছে যারা পুরসভার অনুমোদন প্রাপ্ত।

শ্রীরতনলাল নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে সংখ্যাটা বলছেন ৪৪ জন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি হকারের সংখ্যা কিসের ভিত্তিতে এই তালিকা প্রণয়ন করেছেন। ভিত্তি কি এবং সংখ্যা কি ? কাকে প্রকৃত হকার বলা হয়। এবং কত বছর পর্যান্ত রাস্তার ধারে হকার বা ব্যবসা করলে হকার তালিকাভুক্ত করা হয়।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) : আগরতলা শহরে বিভিন্ন কর্ণারে এবং রাস্তার মধ্যে ব্যবসা করে যারা জীবিকা নির্বাহের জন্য রাস্তার পাশে যারা ব্যবসা করেন তাদের আমরা হকার বলে চিহ্নিত করছি এবং এই হকার চিহ্নিতকরণের জন্য রাজ্য সরকারের কতগুলো বিষয় ঠিক করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারী জমি যারা দখলদারী তাদের যে পরিবার-বর্গ তাদের স্থানান্তর করে তাদের অর্থনৈতিক পূনর্বাসন ব্যবস্থা করা। তাদের কোথায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এইগুলিকে ঠিক করে এবং কিভাবে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে ? এইগুলি ঠিক করা।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এখানে হকারের সংখ্যাটা কি এবং কত বছর পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে ব্যবসা করে থাকলে তাদেরকে হকার বলা হয়। এই কথাটা ক্লিয়ার করে বলতে হবে। নাম নথিভুক্ত করতে হলে এখন আগরতলা শহরে হকারের সংখ্যা না হলেও অন্তত ২০ হাজার। মিলন সংঘ, সার্কিট হাউস, মঠ চৌমুহনী, হরিগঙ্গা বসাক রোড ভায়া কামান চৌমুহনী মটরষ্ট্যাণ্ড এইগুলোতে আছে। এর সংখ্যা কত, আপনি বলছেন ৪৪ জন তাহলে কত বছর পর্য্যন্ত রাস্তার পারে হকারী করলে হকার তালিকাভুক্ত হয়।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ৪৪ জন হকার বৈধ। তার মানে লাইসেন্স দিয়েছেন বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট অনুযায়ী কলকাতায় ১১ বছর ধরে যদি রাস্তায় হকারী করে, তাহলে তাদের বৈধ লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই, আমি জানতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী যে সংখ্যার কথা বললেন তা কিসের ভিত্তিতে বলছেন ? এখানে আপনি কিছু কিছু জায়গার নাম বলেছেন যেমন, বিবেকানন্দ, হকার্স কর্ণার, গোলবাজারের জাল মাঠিয়া এবং রাধানগর বাস স্ট্যাণ্ডের হকার্স কর্ণার। আমরা জানি, হকার্স কর্ণারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের নিজেদের টাকায় হকার্স কর্ণার বানিয়েছিল। আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি, সরকারপক্ষ অর্থাৎ আগরতলা পৌরসভা থেকে এই হকার্স কর্ণারের ছাদে ঐ ৪৪ জন ব্যবসায়ীর ঘর করে দেওয়ার জন্য তার ক্যাডার বাহিনী এবং মাফিয়া বাহিনী নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যবসায়ীদের বাধা দানে সেটা সম্ভব হয় নি। কিন্তু সে সময় একজন সাংবাদিক ঐ ক্যাডার বাহিনীর হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে ঐ ক্যাডার বাহিনীর নেতাকে পুলিশ এ্যারেস্ট করেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, কেন এটা দখল করার চেষ্টা হয়েছিল ? আগরতলা শহরে তো প্রচুর জায়গা আছে, যেখানে ঐ ৪৪ জন হকারকে ঘর দেওয়া যেতে পারত।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (মন্ত্রী): - স্যার, আগরতলা পুর পরিষদের নিয়ম অনুযায়ী আগরতলা শহরের ৪৪ জন বৈধ হকার আছেন। আমাদের একটি উচ্চ পর্য্যায়ের কমিটি তদন্ত করে দেখেছে, তার বাইরে আরো ১৩৫৪ জন হকার এই আগরতলা টাউনে আছেন। তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে, হকার্স

কর্ণার, গোলবাজারের লাল মাটিয়া এবং রাধানগর বাস স্ট্যাণ্ডে। আগরতলার হকার্স কর্ণারের ছাদে ঘর তুলে ঐ ৪৪ জন বৈধ হকারকে পুনর্বাসন দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আগরতলা হকার্স কর্ণারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুরসভার যে চুক্তি হয়েছিল তাতে চুক্তি অনুযায়ী ঘরের মালিক ব্যবসায়ীরা কিন্তু ছাদের মালিক পৌরসভা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা চুক্তির মধ্যেই ছিল। সেই কারণেই পোষ্ট অফিস থেকে কামান চৌমুহনী রাস্তায় যে সব হকার আছেন তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্যই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— আগরতলা পৌর পরিষদ এলাকায় যে শেড নির্মাণ করা হয়েছিল সেই শেডগুলোতে হকারদের পুনর্বাসন না করে তাদের বঞ্চিত করে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কংগ্রেস পরিচালিত পুরসভার চেয়ারম্যান এবং মেম্বাররা নিজস্ব লোকদের বিলি বন্টন করেছেন তা সত্য কিনা ? এবং সত্য হয়ে থাকলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীদীপককুমার রায় (বড়জলা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত পৌরসভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হকারদের পুনর্বাসনের জন্য। এ জন্য কোন হকারের কাছ থেকে ৫,০০০ টাকা, আবার কেউ ২০ হাজার টাকাও দিয়েছেন। তাদের কাছে ঐ টাকা জমা দেবার পৌরসভার বৈধ রসিদও আছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, ঐ সব কেসগুলো বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ? এবং ঐসব হকারদের জন্য সরকার কী চিন্তা ভাবনা করছেন ?

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— সেখানে পুনর্বাসনের জন্য টাকা পয়সা দিয়েছেন এরকম তথ্য আমার জানা নেই। তবে সেখানে উপরের তলাতে ঘর করে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু হকারদের পক্ষ থেকে বাধার সৃষ্টি করা হয়। তাদের বক্তব্য যে হকার্সের দোতলাতে পুনর্বাসন দেওয়া যাবেনা দোতলার মালিক আমরাই। পরবর্ত্তী সময়ে প্রশ্ন উঠে যে দোতলা করতে গেলে যে ধরনের ফাউণ্ডেশান দরকার সেই ধরনের ফাউণ্ডেশান সেখানে তৈরী করা হয় নি। এ বিষয়টি তখন যে এজেন্সী ঘর তৈরী করেছিলেন তাদের উপর নির্ভর করে। তাদেরকে আমরা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য বলেছি। যদি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে সেখানে দোতলাতে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তাহলে তাদের সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, হকারদের পুনর্বাসন দেওযার জন্য কত টাকা ধরা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, হকারদের পুনর্বাসন দেবার জন্য আমরা কোন টাকা ধরি নি। আমরা যদি হকারদের পুনর্বাসনের জন্য জায়গা দিই তাহলে তারা নিজেরাই ঘর তৈরী করে নেবে।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত্তে হকারদের পুনর্বাসনের নামে মাননীয় বিধায়ক যে বিষয়টি তুলেছেন, সেখানে অর্থ নিয়ে হকারদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে এই ধরনের কিছু বিষয় তখন পত্র পত্রিকায় উঠেছিল এবং নির্বাচন কমিশনেও বিষয়টি নিয়ে ইন্টারফেয়ার করা হয়েছিল। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত্তে কতজনের কাছ থেকে পৌর পরিষদ টাকা নিয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি ?

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (মন্ত্রী):— স্যার, এ সম্পর্কে আমিও পত্রপত্রিকায় দেখেছি। কিন্তু টাকা পয়সা নেওয়া হয়েছে এ রকম সুনির্দ্দিষ্ট কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে খবর নিয়ে আমি জানাব।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (বামুটিয়া):—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রথমে ৪৪ জন এবং পরে ১০৫৪ জন হকারের মধ্যে কতজন এস. টি এবং কতজন এস. সি আছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি ?

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, এ রকম ক্যাটাগোরী এখানে দেওয়া হয়নি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তি কবে হয়েছিল এবং দোতলাতে ঘর করার জন্য যদি চুক্তি হয়েই থাকে, তাহলে দোতলাতে ঘর করা যাবে কিনা এরকম টেকনিক্যাল ভিউস নেওয়া হয়েছিল কিনা ? চুক্তিতে কি কি শর্তাবলী আছে ? এবং আগরতলা শহরে কামান চৌমুহনী থেকে পোষ্ট অফিস চৌমুহনী পর্য্যন্ত হকারের সংখ্যাটা কত ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিষয়টা আগরতলা শহর, রাজধানী শহর এবং খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। এখন লাষ্ট যে প্রশ্নটা মাননীয় সদস্য তুলেছেন, এই দোতলা ব্যাপারটা করা যাবে না এই প্রশ্ন আসবে কখন ? প্রথম থেকে এখানে এই প্রসঙ্গ ছিল না। এখানে অর্থাৎ হকার্স কর্ণারে একটা আগুন লেগেছে এবং সেই আগুনে ঘরগুলো যখন পুড়ে যায়, তখন সেখানে প্রশ্ন আসে ঘর তৈরী করবে কে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এবং হকার্স বন্ধুরা যারা হকার্স কর্ণারে আছেন তাদের মধ্যে এটা নিয়ে টানা-পোড়ান চলে। সম্ভবতঃ সেই জায়গায় তৃতীয় লেফট্ ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট সেই সময় এটা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং সেই জায়গায় একটা এগ্রিমেন্ট হয়। ঘর হকার্স বন্ধুরা করবেন কিন্তু তার উপরে যে অংশটা সেই অংশটা মিউনিসিপ্যালিটি একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গার কথা এখানে বলেছেন তাদেরকে সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, তারা সেটা এগ্রিমেন্ট করেছেন কারণ ঘর দেওয়া হবে কিনা এটা নিয়ে বিরোধ ছিল। এখন এই যে মিউনিসিপ্যালিটির যারা দায়িত্ব নিল তার আগে যারা ছিল আমরা নিজের উদ্যোগে তৈরী করেছি। এটা নিয়ে দুইবার কথা হয়েছে আমার সঙ্গে আমাদের আগের যিনি চেয়ার পারসন ছিলেন আশীষ সাহা উনার সঙ্গে। প্রথম যখন উ'ন কথা বলতে আসেন বিস্তৃত ভাবে তখনই বলি হকার্স সমস্যা একটা বড় সমস্যা। কাজেই এটা সমাধান কি ভাবে হতে পারে, তখন

ওনারই তরফ থেকে যে সমস্ত তথ্য তুলে দেওয়া হলো যে যে বিষয়গুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন এইগুলি উনারই দেওয়া তথ্য যে এই এই জায়গায় আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছি। সমস্যাটা কি হচ্ছে ফলে এটা তো ধরুণ অনেকের কতগুলি নির্দিষ্ট পছন্দের জায়গা আছে তারা এই জায়গাগুলি ছেড়ে যেতে চান না তাহলে এই সমস্যা কি ভাবে সমাধান হবে। সবাইকে তো একটা জায়গা দেওয়া যাবে না কারণ সবাই চাইবেন হকার্স কর্ণারের উপরের জায়গা অথবা সূর্যা ঘরের পাশে যে জায়গাটা সেখানে থাকতে চাইবেন বা বিবেকানন্দ মার্কেট যেটা এটা তো ফুল হয়ে গেছে আসলে এখন দোতলা বাড়ী করা যেত আগের থেকে সেটা এ ভাবে করা হলো না ফলে জায়গাটা নষ্ট হলো। যাই হোক আপনারা একটা কাজ করুন আপনারা বসুন আর আমরা গভর্ণমেণ্ট থেকে আপনাদের কি ভাবে সাহায্য করতে পারি এই প্রশ্নে আমাদের সাজেশান দিন। কোন স্তরেই এই প্রশ্নটা কখনও আসে নি যে উপরে দেওয়া যাবে না বা ফাউনডেশান সে ধরনের নয় এবং এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের যিনি রেভিনিউ মিনিষ্টার তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ওখানে আমাদের তংকালীন যে চেয়ার পারসন তাঁর প্রস্তাব মত মিউনিসিপ্যালিটিতে যারা থাকবেন যারা এ্যাক্সপার্ট তাদেরকে ডেকে নিয়ে তারা একটা সাজেশান দেবেন। এখন যে প্রশ্নটা মাননীয় সদস্য করেছেন আমি আপনার সঙ্গে একমত যে হকার্স কারা রিলেভেণ্ট প্রশ্ন এখন দেখা গেল যে, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি তারাই এইগুলি ব্যবহার করবে? ইট ইজ ইমপসিবল। আগরতলা শহরে সূর্যা চৌমুহনী থেকে কামান চৌমুহনী পর্য্যন্ত মোর দেন ৫০ জন হকার হবে কাজেই সংখ্যাটা গ্র্যাজুয়্যালি বাড়ছে। এটা কিছু করার নেই। বড় বড় শহর রাজধানী শহর দিল্লীর মধ্যেও এই সমস্যা আছে। তার অর্থ এই নয় যে এটা বাড়তে দেব, তার কোন ব্যবস্থা নেব না, এই প্রশ্ন আসে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখা গেল বিগত আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি তাঁরা দুই বার তিন বার চেষ্টা করেছে কিন্তু তারা এফেকটিভলি কিছু করতে পারে নি। লাষ্ট মোমেণ্টে ভোটের জাষ্ট আগে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হল। সেগুলি না নিলে হয়ত ভাল হত কারণ এটা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে এবং কোর্ট কাচারী হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির নতুন চেয়ার পারসন এসে কি করলেন। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন দীপকবাবু যখন ছিলেন পরবর্ত্তী সময়ে বললেন যে আমরা এখানে সিড়ি করব। তখন আমরা বললাম সিড়ি করার ক্ষেত্রে টাকা পয়সার কিছু সমস্যা আছে। তিনি অবশ্য তখন জোর করে সিঁড়ির ব্যাপারে কোন রকম সমস্যার কথা বলেন নি। তাই উনাকে আমরা অনুরোধ করছি প্লীজ ইউ সি, যদি সিড়ি-টিড়ি করার প্রশ্ন থাকে বলুন আমাদের যদি টাকা পয়সা দিয়ে সাহাযা করার থাকে তাহলে আমরা দেখব কিন্তু করা গেল না। মিউনিসিপ্যালিটি এসে যখন সিড়ি করতে গেলেন তখন ব্যাপারটা সমস্যা হল। কিন্তু প্রথম অবস্থায় এই সিড়ি করা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় যা উঠেছে যেগুলি আমি বলতে চাইছি না। তারপর হঠাৎ করে কোন এক সময় দেখা গেল কোন এক রাজনৈতিক নেতা বললেন যে, এটা তো দোতলা করা যাবে না। তখনই এটা আমাদের নজরে আসল এবং প্রশ্ন আসল

যে-ই বলুক না কেন আমরা কর্তৃপক্ষকে ডাকলাম, পারটিকুলারলি চীপ ইঞ্জিনীয়ারকে ডাকলাম, ইঞ্জিনীয়ার ইন চীফকে ডাকলাম যে এই রকম বলা হচ্ছে এটা কি ব্যাপার দেখুন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— তা যদি ঘটনা হয়, যদি না করা যায়, তবে-ত সমস্যা থেকে যাবে। তবে জেনারেলী যেটা বলেছেন, উপর দিকে ছাদ দিয়ে যদি করা হয় সমস্যা হতে পারে। টিন দিয়ে ৫ ইঞ্চি ওয়াল দিয়ে করা যেতে পারে। যদি তাও অসুবিধা হয় বাঁশের ঘেরাও দিয়ে করা যেতে পারে। যাইহোক আমরা বলেছি বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখতে। এখন যে প্রশ্নটা এসেছে, সেটা শুরুতে ছিলনা, শেষের দিকে প্রশ্নটা এসেছে এবং এটা আসার পর আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিকে আরবান ডেভেলাপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে অনুরোধ করা হয় এই বিষয়টা হিল্লে না করে চট করে এই জায়গাতে যাওয়া ঠিক হবে না। আপনারা বিকল্প কিছু করুন। আর এটাও মীমাংসা করুন এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে হকার্স কর্ণারের যে সমিতি আছে, সেই সমিতির যারা বন্ধুরা আছেন তাদের সংগে আপনারা কথা বলুন। সম্ভবত: নিউলি ইলেক্টেড যিনি চেয়ারম্যান, তার সঙ্গে দুই দফা আলাপ আলোচনা হয়েছে। তারা খুব কোপারেটিভলি এটিচুড নিয়েছে। বলেছে যে না এটা নিয়ে আমরা বিতর্কে যাব কেন? আমাদের কিছু সমস্যা আছে এবং তারা যেটা বলেছেন যে ঠিক আছে, আপনারা নিন সম্ভবত: চেয়ারম্যান বলেছেন যে ঠিক আছে, ব্যাপারটা হিল্লে হলে কেন আপনাদের দেওয়া যাবেনা। এখন আমরত মূল যে প্রশ্নটা এসেছে সেটা আগে দেখি। এখানে হকার কারা, ওয়েষ্টবেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্টের কথা বলেছেন আমার মনে হয় এটা সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। এখন দেখা যায় আগরতলা শহরে যেকোন জায়গায় হঠাৎ করে সন্ধ্যার সময় বাজার বসে পড়ে। এটাতো হওয়া উচিত না। তাতে শহর অপরিচ্ছন্ন হচ্ছে, টার্নিং এর মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হেজার্ড হয়ে যাচ্ছে। এটা আশীষবাবু থাকার সময় উনিও বলেছেন এটা বন্ধ করতে হবে। তখন আমি অনুরোধ করেছিলাম, জোর জবরদস্তি না করে কথাবার্তা বলে তাদের একটা বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়া কিনা। আমাদের এখানে চিলড্রেন্স পার্কের কাছে নেতাজী হকার্স বলে একটা বাজার আছে। এগুলি নিয়ে একটা সমস্যা। তারপর দেখা যায় অনেকের বড় বড় দোকান আছে, তারপর দেখা যায়, সেই দোকানের সামনে একটি ছোট ব্যবসায়ী কিছু নিয়ে বসে আছে। এটা-ত হওয়া উচিত না। এইরকম অভিযোগও আছে বড় দোকান যাদের আছে তাদের সামনে যে ছোট দোকান বসে তাদেরকে খাওয়ার লাইন দিতে হচ্ছে, এরা বলছে তাদেরকে আবার ভাড়া দিতে হচ্ছে। এটা-ত সমস্যা থেকে যাচ্ছে। ফলে আপনাদের সংগে একমত যে আজকে আগরতলার এটা একটা বড় সমস্যা, শহরের মধ্যে মানুষের চাপ বাড়ছে। এখন হকার কারা, কাদেরকে আমরা হকার বলে ঠিক করব, এটার একটা ক্রাইটেরিয়া ঠিক হওয়া উচিত। জমি দেওয়া দরকার, লাইসেন্স দেওয়া দরকার। শহরের বুকে যেকোন জায়গায় চট করে যার যেমন খুশী বসতে শুরু করল, এটা হওয়া উচিত না। এটা বলা দরকার, প্রথমত: তাদের চেতনায় এটা আনা দরকার, যারা এটা মানতে চাইবেন না, তখন আইনী

ব্যবস্থা নিতে হবে। আর হকারদের পুনর্বাসনের জন্য জবরদস্তি করে কোন কাজ করার সুযোগ নেই। হকার্স কর্ণারের যে সমস্যা, হকার্স কর্ণারের যারা বন্ধুরা আছেন, তাদের সংগে কথা বলে সবদিক থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গ্রহণযোগ্য একটা সমাধানে যাওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু):— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৩০।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং —১৩০।

প্রশ্ন

১। এ, ডি, সি এলাকায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি,

২। থাকলে কবে পর্যান্ত হতে পারে, এবং

৩। না থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। এ, ডি, সি এলাকায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বিষয়টি জেলা পরিষদের আওতাভুক্ত। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের তরফ থেকে কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকার পায়নি।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা এ, ডি, সি, র ব্যাপার না। এখানে মাননীয় মন্ত্রী হাউসকে মিসলীড করছেন। ইলেকশন পরিচালনাটা রাজ্য সরকারই করে থাকেন। তাদের সঙ্গে কনসাল্ট করতে হয় বা তাদের ইনটেনশনটা জানতে চাওয়া হয়। এখন তাদের যে মূল কথা, ভিলেজ কমিটি গঠন করার জন্য তারা রুলস্ ইন্ দ্যা লাইট অব পঞ্চায়েত, ১৯৯৩, এটা এখন ট্রাইবেল ওয়েলফয়ার ডিপার্টমেণ্টে আটকে আছে গভর্ণরের কনসেণ্ট এর জন্য। এটা সত্যি কি না ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মি স্পীকার, এ, ডি, সি, এলাকায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের একটা চেষ্টা অলরেডি করা হয়েছে। এবং এখানে এ, ডি, সি, এলাকায় ভিলেজ কমিটির সাধারণ নির্বাচন দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াজ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাণ্ড ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট, ১৯৯৬ এর অধীনে এবং দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াজ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট ভিলেজ কমিটি কণ্ডাক্ট অব্ ইলেকশন রুলস, ১৯৯৬ বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই ইলেকশন করার জন্য আর কোন আইন করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছিনা। এবং এখানে যে দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াজ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট ভিলেজ কমিটি কনড্রাক্ট ইলেকশন রুলস্, ১৯৯৬ সাব্ রুল-১ (৪) অনুযায়ী ভিলেজ কমিটি ফার্স্ট কনস্টিটিউশন এর সাধারণ নির্বাচনের দিন তারিখ

ঠিক করার ব্যাপারে জেলা পরিষদের এগ্‌জিকিউটিভ্ কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কাজেই এ, ডি, সি, অথরিটি উইল ডিসাইড করে নির্বাচনটা হবে। এই ক্ষেত্রে নির্বাচন যেহেতু-এ, ডি, সি, র নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা মেসিনারী নাই, খুবই দুর্বল, সেজন্য তারা স্টেট গভর্ণমেন্টের কাছে বলতে পারে যে, আমরা নির্বাচন করতে চাই-এই ক্ষেত্রে নির্বাচনের জন্য রাজ্য সরকার যেন সাহায্য দেন। তখন আমরা ইলেকশন কমিশন গঠন করা বা অন্যান্য যে সমস্ত প্রসেস্ রয়েছে সেগুলি করব। কাজেই এই সমস্ত বিষয়গুলি তাদের থেকে আমাদের কাছে এখনতো আসেনি তবে নন্ অফিসিয়েলী আমার সঙ্গে তাদের কথা হয়েছে যেহেতু এ, ডি, সি, র বাইরে জন-প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজেদের কাজ করার সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন, এ, ডি, সি, এলাকার জনগণ পাচ্ছেন না। কাজেই সেই এলাকার মানুষ যাতে ভিলেজ কমিটি গঠন করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে তাদের এলাকার উন্নয়নের দায়িত্ব দিতে পারেন তার ব্যবস্থা যাতে করা হয় সেটা ভাবেবেলী আমার সঙ্গে তাদের কথাবার্তা হয়েছে।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন রাজ্য সরকার এখানে আইনগতভাবে কিছুই করেননি। গত বাজেট সেশনের সেই প্রসঙ্গটা আমরা ডিসকাশনে এনেছিলাম। তখন সাম লাইট হাউজে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমরা ভেবেছিলাম যে এরমধ্যে ইলেকশন হবে এবং সেই ট্রাইবেলদের যে মিনিমাম রাইট মানে আমাদের নুন্যতম যে আশা আকাঙ্খা, নিজেদের মধ্যে যে আচার বিচার, বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা, এইগুলি আমরা পাব। কিন্তু এখানে আমরা দেখি এই সব ক্ষেত্রে সরকার সে রকমভাবে ইন্টারেস্টেড নয়। যার জন্য আমার দুইটা প্রশ্ন এখানে রাখছি।

১। রাজ্য সরকার এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তারা কবে এই ভিলেজ কমিটি হোক বা ভিলেজ কাউন্সিল হোক এই অ্যাক্টা উইদ্‌ড্র হোক বা এবোলিশ হোক এই ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

২। যদি না থাকে, তবে এটা এফেক্টিভ্লি ইলেকশান কবে হতে পারে?

এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তো বলেছেন যে, এটা এ, ডি, সি-র হাতে। কিন্তু গত ১৫-১৬ বছর যাবৎ আমরা দেখলাম এটার জন্য কেউ কোন ইনিশিয়েটিভ নেননি। কাজেই ওয়ান অব্ দ্যা রিজন ইজ-পিপল আর ডিপ্রাইভ্‌ড্ এ্যাণ্ড উই আর ফ্রাস্ট্রেটেড। কাজেই এখন আমাদের সরকারের কাছে জানার আছে যে এই আইনটা চালু হবে কিনা, অথবা এটা এবোলিশ করা হবে কি না? থ্যাংক্ ইউ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য পিপলস্ রিঅ্যাকশান্ সম্পর্কে বলেছেন এটাতে আমার কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে স্টেট গভর্ণমেন্ট এর কোন সদিচ্ছা নেই এটার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না-এই কারণে যে সরকার তাদের নিজেদের জুরিসডিকশনে

যে সমস্ত ক্ষেত্রে নির্বাচন করার সুযোগ রয়েছে যেমন পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, নগর পঞ্চায়েত এমন কি যে সমস্ত অটোনোমাস সোসাইটি রয়েছে সেসমস্ত গুলোতে ও যেমন, ল্যাম্পস, প্যাকস্ এই গুলোতেও নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালনা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই সদিচ্ছা আছে বলেই এইগুলোর নির্বাচন হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, সিক্সথ্ সিডিউলে কোন আইন উইদড্র করতে হবে? আইনটা তো অলরেডি চালু আছে। এই ধরনের কোন আইন উইদড্র করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে কোন প্রস্তাবও আসেনি। এখন এ. ডি, সি,-র যে এগ্‌জিকিউটিভ বডি আছে, তারাই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের জানাবেন যে আমরা ইলেকশন করতে চাই। এখানে সিক্সথ্ সিডিউলে তাদের সাংবিধানিক ক্ষমতা অটোনোমাস পাওয়ার দেওয়া আছে। এটাকে মিউনিসিপ্যালটি বা পঞ্চায়েত এটার সঙ্গে মেলানো যায় না। কাজেই, মাননীয় সদস্য যেহেতু এ, ডি, সি-র সঙ্গে যুক্তআছেন বিভিন্নভাবে যুক্ত আছেন আমি আশা করব মাননীয় সদস্যকে উনারা যাতে এ, ডি, সি এলাকায় নির্বাচন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এ, ডি, সি অথরিটিকে সাহায্য করেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : - সাপ্লিমেন্টারি স্যার, (ককবরক)

মানগীনাং সংহুক হামক্রাই মন্ত্রী-ন আং সীংনানি মুচুঙগ যে এ, ডি, সি, অ তাবুক যে সামুং চলিঅই তংমানি, সামুও রগন' রাজ্য সরকার বাহাইথে তাং রীগীই তং? এ, ডি, সি, এলাকা তো অনেক উন্নয়ন, পদেরা পদ সামুঙ তংগ, 'অ সামুং রগন' তাবুক বাহাইথে তাংরীগীই তং? বাহাইথে তাংরীথে আমতাই হাই সামুংরগন' বীসংকগ কাহামথে পাইরীমানাই, আবনি লামা দে তং?

বঙ্গানুবাদ

আমি মাননীয় উপজাতি কল্যান মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে, এ, ডি, সি, তে এখন যে কাজগুলি করানো হচ্ছে এই কাজগুলিকে রাজ্য সরকার কিভাবে করাচ্ছেন? এ, ডি, সি-তো অনেক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন রকম কাজ এখানে আছে। এই কাজগুলোকে কি ভাবে করানো হচ্ছে এবং কিভাবে করানো হলে কাজটি অতি সহজে শেষ করা যাবে। অতি সহজে এবং খুব ভাল ভাবে কাজটি দ্রুত শেষ করার জন্য সরকারের কাছে কি পন্থা বা পদ্ধতি আছে?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়। কাজেই আলাদা-ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি এ, ডি, সি র আইন কানুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ না। মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী বিভ্রান্ত করছেন। কারণ, চার মাস আগে রাজ্য সরকার এ, ডি, সি-র নির্বাচন করল। এ, ডি, সি-র শাখা সংগঠন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন কেন রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে না, তার ইনটেনশন কেন এখানে রিফ্লেক্ট নির্বাচন করা যাবে না এবং কমিশন যেহেতু রাজ্য সরকার গঠন করেন বি, ডি, ও যেহেতু রিটার্নিং অফিসার হন তাহলে কেন রাজ্য সরকারের কোন সে থাকবে না এই সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) স্যার, মিসগাইড করার প্রশ্ন না। এখানে যে আইন আছে এটাকে আমি শুধু তুললাম অন্য কিছু না। এখন এ, ডি, সি বডি নির্বাচন করার জন্য মাসে জেনারেল যে নির্বাচন হয় এটা আলাদা লাইন। সেখানে রাজ্য সরকারের কিছু বলার আছে। কিন্তু তাদের আইন করে এই পাওয়ারটা এমপাওয়ার হয়ে গেছে। প্রশ্ন এই জায়গাতে দুইরকম জিনিস। কাজেই, ওটা ঠিক আছে, এটাতে অলরেডি এমপাওয়ার আছে এই আইন মোতাবেক। কাজেই, এখানে তারাই করতে পারেন।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— স্যার, আমার একটা সাপ্লিমেণ্টারী আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, বর্তমানে এ, ডি, সি যারা চালাচ্ছেন তাদের পক্ষ থেকে এই ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের জন্য কোন প্রস্তাব রাজ্যসরকারকে দিয়েছে কিনা? না দিয়ে থাকলে রাজ্যসরকার তার যদি ইনটেনশন থাকে তাহলে পরে রাজ্যসরকারের তরফ থেকেই বা কি যোগাযোগ করা হয়েছে?

ার দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি ভারবেলি কথা বলেছি আইনগত ভাবে তোমাদের নির্বাচন করতে হবে। ঐ ডাইরেকশন দেওয়ার অধিকার রাজ্যসরকারের। এই জায়গায় সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ, যে তোমাদের নির্বাচন করতে হবে। কারণ, এটা একটা আলাদা পলিটিক্যাল পার্টির পরিচালিত একটা সংস্থা। এটা রাজনৈতিক পার্টি সিদ্ধান্ত করবে ঐ এলাকায় নির্বাচন করার জন্য তার ইলেকট্রল বডিকে দিয়ে কাজ করেন। কাজেই অফিসিয়ালি সেখানে এই সুযোগটা কম থাকে। তাই এই জায়গায় আমি বলব কোন প্রস্তাব আসে নাই। আর দ্বিতীয় হচ্ছে ভারবেলি কথা বলেছি এই হলো বিষয়টা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : –এ, ডি, সি তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য যদি পালন না করে তাহলে পরে প্যারা ১৬ অনুসারে রাজ্যপাল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন এটা করবেন না করতে হবে এই রকম কোন কথা বা ডাইরেকশন দিতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : স্যার, এটা আসলে প্যারা ৬-এ আছে। এটা প্রশাসনের ব্যাপার। এটা হলো নির্বাচনে এর সঙ্গে যুক্ত এই বিষয়গুলি রাজ্যপালের। এটা যেমন রাজ্যপালের ব্যাপার, প্রশাসনেরও ব্যাপার কাজেই সবটাই বলা হল, এই জায়গাতেই আটকে আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে বামফ্রন্ট একটিও সিট পাবে না। সেই জন্যই ওরা নির্বাচন চাইছে না।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা কিন্তু রিলেটেড্ নয় মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই।

শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই (টাকারজলা) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯১।

মি: স্পীকার : এডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৯১।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৯১।

প্রশ্ন

১। জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত বিধির বাজারের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু আছে কিনা?

২। যদি না থাকে তবে সেখানে একজন এম বি. বি. এস ডাক্তার নিযুক্ত করে কেন্দ্রটি সুষ্ঠ ভাবে চালু করার জন্য সরকার উদ্যোগ নেবেন কি?

উত্তর

১। জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত বিধির বাজারের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু আছে।

২। ভারত সরকারের নীতি নির্দেশিকা অনুসারে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন এম. বি. বি. এস ডাক্তারকে পোস্টিং দেওয়া হয় না।

শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জম্পুইজলা এবং আরো দূরের গ্রামগুলির লোকরা চিকিৎসার জন্য প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসেন। এতে সবারই খুব অসুবিধা হয়। এই জন্য জম্পুইজলা বিধির বাজারর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন এম. বি. এস ডাক্তার দেওয়া হলে খুব ভাল হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেখানে এম. বি. বি. এস ডাক্তারের ব্যবস্থা করবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্যা ঠিকই বলেছেন, ঐ সমস্ত এলাকাতে পি. এইচ. সি এগুলি সেখানে না থাকাতে কিছু অসুবিধা হতেই পারে। একটি পি. এইচ. সি সেখানে খোলা হলে আমাদের সরকারই সবচেয়ে বেশী খুশী হত। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্দেশিকা থাকার ফলে এবং আমাদের রাজ্যে ডাক্তারের অপ্রতুলতার কারণে ইচ্ছা থাকলেও সবটা করা যাচ্ছে না। কিছু কিছু অসুবিধা আমাদের রয়েছে। আমরা চেষ্টা করব, জম্পুইজলা ব্লকের বিধির বাজারের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে অন্তত: একজন ফার্মাসিস্ট নিযুক্ত করা যায় কিনা।

শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সেখানে প্রতিদিন সম্ভব না হলেও সপ্তাহে দু'দিন একজন এম. বি. বি. এস ডাক্তার গিয়ে যাতে রোগীদের দেখেন এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যা যে কথাটা বলেছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি সি এম ও-কে বলব যাতে শুরুতে সপ্তাহে অন্তত একদিন একজন এম. বি. এস চিকিৎসক সেখানে গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করতে পারেন এই ব্যাপারে যেন দপ্তর থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেডিক্যাল অফিসার দেওয়া হয় না। পূর্বে দেওয়া হয়েছিল কিনা? দেওয়া হলে কবে থেকে সেটা

বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং পুনরায় ঐসকল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, একটা সময় ডিস্পেন্সারী ছিল। সমস্ত ডিস্পেন্সরীতে পরিষেবার জন্য এক জন করে মেডিকাল অফিসার ছিল। কিন্তু ১৯৯৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটা সার্কুলার জারী করে সমস্ত ডিস্পেন্সারীগুলোকে নামাকরণ করে বলেন যে মেডিক্যাল সাব সেন্টার। তো আমাদের সেই গাইড লাইন মেনে চলতে হচ্ছে। এবং প্রতিটা সাব সেন্টারের জন্য দুইজন হেলথ ওয়ার্কার থাকে একজন ফিমেল আর একজন মেল প্রত্যেক সাব সেন্টারে মেডিক্যাল অফিসার দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না। কারণ আমাদের রাজ্যে সাব-সেন্টারের সংখ্যা ৫৩৪টি। যদি সেখানে একজন করেও মেডিকাল অফিসার দেওয়া হয় তাহলে আমাদের আর মেডিক্যাল অফিসার থাকবে না। কাজেই আমাদের চলতে হচ্ছে মেডিক্যাল অফিসার ছাড়া তাদের চলতে হচ্ছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ২৫ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের মধ্যে আছে আমরা ১০ টা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করে সেখানে মেডিক্যাল অফিসার দেওয়া যায় কি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন ১০টা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার খোলা হবে, সেটি কোথায় কোথায় খোলা হবে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্পীকার স্যার, যে-সব জায়গায় খোলা হবে তার মধ্যে যতটুকু আমার মনে আছে আমি বলছি-তুলাশিখর, অলয়ছড়া, দয়ারাম, গঙ্গানগর, থালছড়া, সালেমা মাছমারা, খেদাছড়া, গঙ্গানগর এবং জগবন্ধু পাড়া।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (র‍্যাইমাভ্যালী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩০৮।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বার-৩০৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের দশ ভাগ কর্মচারী ছাঁটাই ও সমস্ত শূন্য পদে নিয়োগ বন্ধের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ?

২। যদি সত্য হয়, তবে এখন পর্যন্ত এই নির্দেশ অনুযায়ী কত জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে ?

৩। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদগুলি পূরণ না করার নির্দেশ কবে নাগাদ প্রত্যাহার হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১৯৯৯ সনের আগস্ট মাসে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক একটি অফিস মেমোরেণ্ডাম জারী করেছেন যাতে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দপ্তর গুলোকে নিম্নের নির্দেশনামা প্রদান করা হয়েছে।

ক) যোজনা বহির্ভূত খাতে পদ সৃষ্টি না করার ব্যাপারটি কঠোরভাবে কার্য্যকরী করতে হবে।

খ) শূন্যপদগুলোর ব্যাপারে পর্য্যালোচনা সাপেক্ষে অর্থমন্ত্রকের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন শূন্যপদ পূরণ করা যাবে না।

গ) সকল মন্ত্রক, দপ্তরগুলোকে ১০ শতাংশ পদ কমিয়ে ফেলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

সকল রাজ্য সরকারগুলোকে এই অফিস মেমোরেণ্ডাম এর অনুলিপি এই অনুরোধসহ প্রেরণ করা হয়েছে যাতে তারা তাদের রাজ্যে সবধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২। এই নির্দেশাবলী অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কর্মচারী ছাঁটাই করা হয় নি।

৩। শূন্য পদ পূরণ না করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন নির্দেশনামা জারী করে নি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নির্দেশনামাতে পিছিয়ে পড়া এস-টি, এস সিদের চাকুরী নিয়োগ বন্ধ করার কোন নির্দেশ আছে কিনা? এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এখন পর্য্যন্ত ওদেরকে ছাঁটাই করা হয়নি। ভবিষ্যতে কোন চিন্তা ভাবনা আছে কিনা যে এদেরকে ছাঁটাই করা হবে এবং কর্মচারীদের অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমতঃ আমি তো যে নির্দেশ নামা আছে সেটার বাংলার তর্জমাটা পড়ে শুনিয়েছি, তাতে এস. সি., এস টি. এই ধরনের কিছু বলা নেই। এটা ওরেল জেনারেল ইনস্ট্রাকশান তবে এখানে প্রশ্নটা তুলেছেন তাতে সুবিধা হল হাউজে জানায় সুবিধার্থে। আমরা বর্তমান রাজ্যসরকার এই যে ২৫ দফা উপজাতি এলাকা উন্নয়নের প্রশ্নে এবং ৪৪ দফা এস. সি, এবং ও বি. সি. মাইনরিটি এলাকার জন্য যে মিনিমাম প্রোগ্রাম ঘোষণা করেছি তাতে চাকরী-বাকরীর প্রশ্নে সেখানে একটা জায়গায় বলা আছে যে, শূন্যপদগুলি পূরণ করা হবে। কত শূন্য পদ আছে এ বিষয়ে আমাদের কাছে সঠিক কোন তথ্য ছিল না। ফলে আমরা সরকারের তরফ থেকে বিশেষ কমিটি সেখানে গঠন করি, তাতে আমাদের সিনিয়র প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী চেয়ারম্যান ছিলেন এবং প্রায় ২-৩ মাস খেটে তার উপর এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে সরকারের কাছে তারা পেশ করেছেন সঙ্গে কিছু রিকমেনডেশান সহ। এটা এখন মন্ত্রীসভার বিবেচনার মধ্যে আছে। আমরা এগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমাদের পরবর্ত্তী মন্ত্রীসভার বৈঠকে হয়তো এটা নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব। ইনটেনশানটা হচ্ছে, এই শূন্য পদগুলি ফেলে রাখতে চাইনা। এই শূন্য পদগুলি পূরণ করতে চাই। এবং নিশ্চয় মাননীয় সদস্যরা এটা জানেন যে, ধরুন আমরা যদি কোন জায়গাতে অন্তরবর্ত্তী কালীন কিছু লোক নিয়োগ করি যদিও বা নিচ্ছিনা,

হয়তো খুব জরুরী প্রয়োজনে নিতে হয় সেই জায়গাতেও এই যে ১০০ শতাংশ রোস্টার সেটা অনুসরণ করার কথা বলছি। ইট ইজ এ এডমিনিস্ট্রেটিভ ইনস্ট্রাকশান। এটা মানতে হবে। ফলে আমাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যসরকারের সীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই শূন্য পদগুলি দ্রুত পূরণ করা। তাতে কতগুলি সমস্যা আছে, যে ব্যাকলগটা তৈরী করা হয়েছে এটার যে হিস্টোরিক্যাল বেকগ্রাউণ্ড তাতে নেশ্যানেল লেভেলে এস টি. এবং এস. সি.-দের যে পারসেন্টেজ ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য হওয়ার আগে সেই পারসেন্টেজই এখানে চালু ছিল। ফলে ব্যাকলগটা নিতে হচ্ছে যে তখনকার সময় থেকে যেটা কোন মতেই পূরণ করা সম্ভব না। এই কমিটির ওয়ান অব দি রিকমেনডেশান হচ্ছে আমি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যাকলগ হবেনা। এটা আনুনেসেসারী একটা নাম্বারের পেছনে ছুটব। এই কর্মচারীদের জায়গাগুলি যতক্ষণ খালি না হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু কোন সুযোগ নাই। এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রোপজিসান তাদের দিক থেকে আছে। হুইজ বিন কনসিডারড বাই দি কেবিনেট ডিসিশান। আর দ্বিতীয় যেটা বলেছেন যে যদিই বা কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে এই রকম কিছু আসে তাহলে আপনারা কিছু ভাবছেন কিনা। আমাদের সবচেয়ে দূর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট সেটা প্লেইস করেছেন তাতে লক্ষ্য করেছি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বৎসরে ২ পারসেন্ট কমাতে হবে। প্লেনিং কমিশনে গেলে বলে যে তোমাদের এখানে বেশী কর্মচারী, তোমাদের প্লেনে এক্সপেনডিচার বেশী হয়ে যাচ্ছে। ফিনান্স কমিশন তারাও বলছে যে তোমাদের এখানে পারসেন্টিস বেশী হয়ে যাচ্ছে। এত টাকা তো তোমাদেরকে দিতে পারবনা। এখন আমাদের যেটা প্রশ্ন হচ্ছে নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে চাইছে পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে এটার সঙ্গে আমারা এক মত না। ইভেন ব্যাংকিং সেক্টরে তারা যেটা বলেছে আমরা তার বিরোধীতা করছি। আমাদের রাজ্যে শিল্প কারখানা কিছুই নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না আসছে, বিকল্প কাজের একটা সমাধান আমরা দিতে না পারছি অথবা স্বনির্ভর করার মত কোন ধরনের ব্যবস্থা আমরা করতে পারছি না ততক্ষণে চট করে বন্ধ করা যায় না এমনিতে সুযোগ হয়তো কম, তার মধ্যে খালি জায়গাগুলি,যদি পূরণও বন্ধ করে দেই তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। তবে এই মুহূর্ত পর্যন্ত রাজ্য সরকারের এই অবস্থান নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, যে চাকুরী দেওয়া হবে। যে-সমস্ত ক্রাইটেরিয়া এখানে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে কিছু জায়গায় এইগুলি পূরণ করা যেতে পারে। তাহলে পরে ২০০১-২০০১ অর্থ বৎসরে মোট কত জনকে চাকুরী দেওয়া যাবে, সেটা জানাবেন কিনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী): স্যার, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে এই ভাবে নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে প্র্যাকটিক্যাল যেটা বলছি এস. টি., এস. সি বিষয়ে রিকমেনডেশান আমাদের কাছে আসলে এটা সম্পর্কে আমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেব। এর মধ্যে আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি তাতে এ, বি,

সি ক্যাটাগরি আছে, এ ক্যাটাগরি কিছু আছে ডাইরেক্ট আর কিছু আছে প্রমোশান। আমাদের প্রশ্ন আমরা কোয়ারী করছি কেন এগুলো তৈরী করছেন না এদের সংখ্যা তো খুব কম। বি ক্যাটাগরি থেকে কিন্তু সি এবং ডি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ক্যাবিনেটে এই রিকমেনডেশান পৌঁছল তখন বলা হয়েছে যে, বোধ হয় শূন্য জায়গাগুলো সবটা একসাথে না পারলেও একটি বড় অংশ আমাদের কভার সম্ভব হতে পারে। তবে একটু সময় লাগবে। আমরা অনেষ্টলি এই জিনসটি করার চেষ্টা করব। এ পার্ট ফ্রম এস. সি এবং এস. টি অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও কিছু শূন্যপদ আছে এটা হিসাব করে বের করা হয়েছে, এটা আরেকবার তথ্য দেখে চেষ্টা করব। কারণ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যে বার এখন কার্য্যকরী করতে চলেছে এটা তো নিঃসন্দেহে বলা যায় অসুবিধা হবে। কারণ আমাদের মত রাজ্যে উপায় নাই। আমাদের তো তাদের কাছে যেতেই হয় সাহায্যের জন্য। যখন এই সিদ্ধান্তটা আসে তখন তাতে অসুবিধা হয়। কোন জায়গায় তারা মেমোরেনডাম অব আণ্ডারস্টেনডিং সাইন করতে বাধ্য করেছে কোন কোন ষ্টেটকে। আমাদেরকে যদিও এখনও বলতে পারছে না এবং আমরা পরিস্কার বলে দিয়েছি ঐ সমস্ত মেমোরেনডামে সাইন করব না। কারণ ফিনানসিয়াল কোন ইররেগুলেটিসে আমরা ভুগছি না। আমাদের অনেক কিছু করা দরকার কাজেই আমরা করতে পারব না। কাজেই শৃঙ্খলার দিক থেকে আমরা উপর তলায় আছি। ফলে এই জায়গায় তারা প্রস্তাব করতে দ্বিধা বোধ হয়তো করেছেন। আমরা কতক্ষণ এই জিনিসটা ঠেকিয়ে রাখতে পারব আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের অনেষ্টি থাকবে যে চার পাঁচ করে হলেও যাতে আমাদের বেকার ছেলেমেয়েরা যেন চাকরি পায়।

মিঃ স্পীকার :— না না আর হবে না। আপনি তো বিরোধী দলনেতার প্রশ্ন, আপনি ছেড়ে দিলে তাহলে আপত্তি নেই। হ্যাঁ করুন।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা :— স্যার এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন চাকরির ক্ষেত্রে কিন্তু আমি দেখেছি, আমার কাছে তথ্য আছে বিভিন্ন দপ্তরে প্রমোশান-এর ক্ষেত্রে ও বেকলক বন্ধ হয়ে আছে, ডাক্তারের ক্ষেত্রে, অফিসারের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ পুলিশের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রেও এই নির্দেশ নামা আছে কিনা? কারণ এস সি এবং এস টি প্রমোশান-এর উপযুক্ত অনেক জায়গায় অনেক বৎসর ধরে তারা উপযুক্ত অথচ তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না কেন, যদি সুনিদিষ্ট বাধা না থাকে তাহলে তাদেরকে প্রমোশান দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করবেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় সদস্য আমি যে আগের রিপ্লাই তুলেছিলাম তাতে এই পয়েন্টটা টাচ করার চেষ্টা করেছি। এ ক্যাটাগরি, বি ক্যাটাগরি জায়গাগুলো খালি পড়ে আছে। এখন পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রমোশনের কিছু পোষ্ট আছে। আমাদের একই প্রশ্ন এগুলো কেন ফিলআপ করা হচ্ছে না। এবং আপনি যেটা বলেছেন এটা বেমালুম অস্বীকার করা যাবে না। এটা আছে কোন কোন জায়গায় এস, সিদের ক্ষেত্রে এস টিদের ক্ষেত্রে তাদের যে প্রমোশান এবোলিশগুলো

কারণ এগুলো তো মামলা হয়েছে। আমাদের তো হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার মেনে কাজ করছি, দেশের অনেক জায়গার নাই। আপনিও জানেন আমরা যখনই যাওয়ার চেষ্টা করছি কিছু কিছু মামলা হচ্ছে। আমরা সেখানে তবুও যাওয়ার চেষ্টা করছি। ফলে আপনি যেটা বলেছেন এটা ফেক্ট কোন কোন জায়গা নট ইন জেনারেল এই প্রমোশন ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত ভাবে কিছু বাধার সৃষ্টি করছে যে তা না। বাট উই হেভ বীন ট্রায়িং অল লেভেল বেষ্ট উইথ অল অনেষ্টি এ্যাণ্ড মডেষ্টি টু ভার কাম দিজ।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৩।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৩।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের কত জন দপ্তর প্রধানের বিরুদ্ধে বর্তমানে ভিজিল্যান্স আছে?

২। ভিজিল্যান্স কেস থাকাকালীন দপ্তর প্রধান হিসাবে কাজ করার কোন আইনগত অসুবিধা আছে কি?

১। বর্তমানে ১ (এক) জন দপ্তর প্রধানের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স কেস্ আছে।

২। না, অভিযুক্ত অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ যতক্ষণ পর্য্যন্ত তদন্তাধীন থাকে এবং সেই অফিসার দোষী সাব্যস্থ না হন, ততক্ষণ দপ্তর প্রধান হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে কোন প্রকার আইনগত বাধা নেই।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্যান্ত কত জন দপ্তর প্রধানের বিরুদ্ধে অনিয়ম এবং অর্থ নয়ছয় সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

দ্বিতীয়ত: স্যার এক জন দপ্তর প্রধানের বিরুদ্ধে তার দুর্নীতির ভিজিল্যান্স তদন্ত হচ্ছে এখন উনি যদি সেই পদে বসে থাকেন তাহলে কি করে তার এই দুর্নীতিগুলো সুষ্ঠ তদন্ত হবে, কারণ উনিতো চাইছেন যে তার দুর্নীতিগুলো সেখানে প্রকাশ না হোক এবং সেগুলোকে আড়াল করার জন্য উনি চেষ্টা করছেন ফলে সাময়িক কালের জন্য হলেও সেখান থেকে সরিয়ে রাখা। এটা নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হবে কিনা এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কিনা?

তার দুর্নীতিগুলি যাতে প্রকাশ না হয়, ফলে সাময়িক কালের জন্য হলেও যখন একজন দপ্তর প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে তখন তাকে সরিয়ে রাখা এটা নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে, ফলে এখানে যে ব্যবস্থাটা আছে, তদন্ত চলছে একজনের বিরুদ্ধে এবং অত্যন্ত গুরুতর

অভিযোগ এবং আগে সেখানে রেখে এই নিরপেক্ষ তদন্ত হতে গেলে সেখানে কতগুলি প্রস্তাব আসবে অসুবিধা হবে, এবং সেটা সঠিক তদন্ত হবে কি না এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি না?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম যে প্রশ্নের ব্যাপার এটা আসলে ডিটেইল তথ্যের ব্যাপার, এটা তো একটা আলাদা ব্যাপার আছে, এখানে প্রশ্নটা অন্যরকম ছিল যে ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০১ সালের ৩১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত তাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরি-তে যেটা আছে দো ইট ইজ আনস্টারড কোয়েশ্চন, তাতে যেটা দেখা যাচ্ছে ১৭০ জন গেজেটেড অফিসার এর বিরুদ্ধে তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেছে, আর ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর যেটা পাওয়া গেছে ১৫২ জন এবং তাদের কারোর বিরুদ্ধ কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে, আনস্টারড কোয়েশ্চানের বিরুদ্ধে আমি আলোচনায় যাচ্ছি না, প্রাথমিক যে প্রশ্নটা এটা আমি বলতে যাচ্ছি আর সেকেণ্ডলী যে বিষয়টা বললেন যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে রেখে দিয়ে যদি তদন্ত হয় তাহলে ঠিকই আছে এটা তো সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার, এটা কি করে হয়। এটার থেকে যদি বেরিয়ে আসার জন্য আলোচনা করে দেখতে হবে, এই জায়গায় আমার মনে হয় একটা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখা উচিৎ, প্রশাসনিক কাজেও তো কতগুলি ধরণ পদ্ধতি আছে, নরম্যালী আমি যেমন দেখছি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে গত তিন বছরে তাতে দেখা যাচ্ছে কেউ সাসপেনডেড হয়েছেন, এবং সাসপেনডেড হওয়ার পর ৬ মাসের মধ্যে যেসব চার্জ কন্টিনিউ করা যায় নি তাকে আবার নিতে হয়। তো আমরা যেটা এখন চেষ্টা করছি দ্রুততার সঙ্গে যাতে অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়। জাষ্টিস ডিলে, জাষ্টিস ডিনাই এটা আইনের কথা আছে ফলে যত দেরী হবে ভুলে যাবে, সমস্যা হবে, সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলবে, এটা হওয়া উচিৎ না। প্রশাসনিক দিক থেকে আমরা দ্রুততর করার চেষ্টা করা মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে প্রশ্নটা এনেছেন, উই উইল ডিসকাস। আমরা আলোচনা করে দেখব সংশোধনের যদি কোন সুযোগ থাকে নিশ্চয় করব।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি ANNEXURES —'A' and 'B'

CONSIDERATION AND ADOPTION THE THIRD REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটির ৩য় রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও গ্রহণ করা।

বর্তমান অধিবেশনের ১৪ই মার্চ বুধবার ২০০১ ইং তারিখ হইতে ১৬ মার্চ, শুক্রবার, ২০০১ইং তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি

যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছে সেই প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী তথা বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটির সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১৪ই মার্চ, বুধবার ২০০১ ইং তারিখ হইতে ১৬ই মার্চ শুক্রবার ২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য" বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছে তার তৃতীয় প্রতিবেদন এই সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রিপোর্টটা হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত"।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি এখন আমি দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো : "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা এক মত"।

অতঃএব, রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ ১ (একটি) নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি, সেই নোটিশটি পরীক্ষানিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্ন উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি, সদস্যের নাম শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— বিষয়-"সরকার কিছু না করলে নিজেরাই রুখবেন মা'য়িয়া রাজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ডাক, ঠিকাদার এসোসিয়েশনের রাজ্য সম্মেলনে, গত ৭ই মার্চ, ২০০১ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ১৬-০৩-২০০১ইং তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে ৪ (চারটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড)

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে এবং শ্রীপ্রণব দেববর্মা কর্তৃক যুগ্মভাবে গত ৭-০৩-২০০১ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "পি এম.আর. ওয়াই সহ অন্যান্য স্বনির্ভর প্রকল্পে ঋণদানের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ভূমিকা সম্পর্কে "

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী):— ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক বছর থেকে প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা প্রকল্পটি রাজ্যে রূপায়িত করে আসছে, ২০০১ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই প্রকল্পে ঋণ দানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো (১৯৯৩-৯৪ইং সন থেকে ২০০০-২০০১ সনের ফেব্রুয়ারী অব্দি : লক্ষ্যমাত্রা ৯৬৫০, সুপরিকল্পিত আবেদন, সংখ্যা ১২৯০৮, টাকা ৯৪৩৭.৩৪। মঞ্জুরীকৃত আবেদন সংখ্যা ৭৬৭৩, টাকা ৫৪১০'৪৭, প্রদেয় ঋণ সংখ্যা ৪৮৫২, টাকা ২৮৬৭.৭৬। প্রদেয় ঋণ লক্ষ্যমাত্রার ৫০'২৭ পারসেন্ট ঋণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে, তার লক্ষ মাত্রা পূরণ করা হয়েছে। বেনিফিসিয়ারী পিছু ঋণ সাধারণত ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে, ফেব্রুয়ারী ২০০১ইং সন পর্যান্ত ১৩০০ লক্ষ্যমাত্রার জন্য ১৭৯৯টি ঋণের আবেদন পত্র ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে, তন্মধ্যে ৫৩৭টি ঋণের আবেদন ব্যাংক মঞ্জুর করেছে এবং ১১ জনকে ঋণপ্রদান করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (আর বি আই) এর গাইড লাইন অনুযায়ী মার্চ ২০০১ অব্দি ব্যাঙ্কগুলিকে লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ অর্থাৎ ১৩০০টি ঋণ আবেদন মঞ্জুর করার কথা, অথচ ব্যাংক সমূহ ফেব্রুয়ারী ২০০১ অব্দি মাত্র ৫৩৭টি আবেদন মঞ্জুর করেছেন এবং দেখা যায় যে গাফিলতি এটার মধ্যে আমরা বের করছি, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ব্যাংক অফ্ বরোদা, এলাহাবাদ ব্যাংক কানাড়া ব্যাংক, ইণ্ডিয়ান ব্যাংক, ইউকো ব্যাংক এর তিনটি শাখা, ইউ বি আই-র পাঁচটি শাখা এখনও পর্য্যন্ত একটিও ঋণের আবেদন মঞ্জুর করে নি। অনুরূপ ভাবে দক্ষিণ ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ইউ বি আই-র চারটি শাখা এবং এস বি আই-র দুটি শাখা এখনও পর্যান্ত একটিও ঋণ মঞ্জুর করে নি।

ব্যাংকের তরফে একটি অভিযোগ করা হয়, ত্রিপুরা রাজ্যে ঋণ আদায় যাথোপযুক্ত নয়। আর বি আই থেকে প্রকাশিত পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যাবে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছে। এছাড়া ঋণ আদায়কে আরো সফল করে তোলার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে :—

ক) ত্রিপুরা পাব্লিক ডিমাণ্ড রিকোভারী এ্যাক্ট, ২০০০ চালু করা হয়েছে। এর ইমপ্লিমেণ্টেশন

খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে।

খ) ঋণ নিয়ে যে সকল বেনিফিসিয়ারী ঋণের যথোপযুক্ত ব্যবহার করেন নি বা আদৌ কোন প্রকল্প গড়ে তোলেন নি তাদের বিরুদ্ধে এফ. আই. আর করার জন্য ডি. জি. পি ত্রিপুরার নির্দেশনামা জারী করা হয়েছে ।

গ) এছাড়া ব্যাংক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুসারে ঋণ আদায়ে বেনিফিসিয়ারীর কাছে যাওয়া এবং রিকোভারী ক্যাম্পে সহযোগিতা করার জন্য জেলা শিল্প কেন্দ্রগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাংক সমূহের পারফরমেন্স উন্নতি করার জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়, মুখ্যসচিব এবং বিভাগীয় সচিবের পৌর'হতো পর্যালোচনা করা হচ্ছে। ব্যাংক সমূহ সহযোগিতা করলে পি এম. আর. ওয়াই প্রকল্পের আওতাধীন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন তারা ক্ষেত্রে যেটা ঠিক করা হয় বাৎসরিক নিশ্চয়ই ব্যাংকগুলিকে নিয়ে সরকার থেকে সভা করা হয়। সেই সভাতে ব্যাংকগুলির ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পরেই তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়। কোন ব্যাংক কোন স্কীমে কত টাকা ঋণ দেবে। এখানে পি এম. আর. ওয়াইর বিষয়টা মূলত বলেছেন খাদি বোর্ড বোর্ড বা অন্যান্য কনস্টিটিউশনাল আছে যেমন ব্লকেরও স্কীমের সঙ্গে যুক্ত আছে। দেখা যায় ব্যাংকে নাম যাওয়ার পর ব্যাংকগুলি হয়রানি করছে। সারা বছর ঘুরার পরও ঋণ পায় না। তারক্ষেত্রে যখন কনফার্ম করা হবে যে একজনকে ঋণ দেওয়া হবে সেই সংখ্যা অনুযায়ী ব্যংক যে দিচ্ছেন না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের দিক থেকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে নেওয়া হয়েছে কিনা। আর একটা বিষয় তিনি বলেছেন কথার মধ্য দিয়ে যেটা বুঝতে ভুল হয়নি সি. ডি. রেসিউ আমাদের স্টেটে দেখা যায় ঋণ আদায়ের পরিমানও খারাপ না ১৪ পারসেন্ট নর্থ-ইষ্ট রিজনের মধ্যে আমরা ভাল অবস্থার মধ্যে আছি। সি ডি রেসিউ অনুযায়ী যত টাকা আমাদের স্টেটে জমা আছে আর যে বাকি টাকাটা ঋণ দেওয়ার কথা সি. ডি রেসিউ অনুযায়ী সেই রেসিউ অনুযায়ী তারা আমাদের রাজ্যে ঋণ দিচ্ছেন না। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিতে নেওয়া হয়েছে কিনা। যদি নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে স্পষ্টভাবে উনারা কি বলেছেন এবং সেই বক্তব্যে রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট কিনা। যদি সন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন তাহলে তাদের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে বিষয়গুলি নেওয়া হয়েছে কিনা।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— এখানে এই পি. এম. আর ওয়াই-এর ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা টাস্ক ফোর্স আছে যেটা প্রত্যেক জেলাতে জেলা শিল্প কেন্দ্রের আমাদের যে ম্যানেজার তিনি তার চেয়ারম্যান হন এবং প্রধান সদস্য ব্যাংকের প্রতিনিধি। স্টেট ব্যাংকের সদস্য এখন আমরা বিভিন্ন প্রতিনিধি

তাদের যুক্ত করেছি আর আমাদের এমপ্লয়মেণ্ট অফিসার এই কমিটিতে আছেন এবং এই কমিটিই সুপারিশ করেন এবং নিয়ম আছে আর. বি. আই-র যে গাইড লাইন এই কমিটির সুপারিশের পরে ব্যাংকের আর প্রশ্নই তোলার কথা না। কিন্তু দেখা যায় এই সুপারিশ তারা বসে যেটা সিদ্ধান্ত করে এই সুপারিশটা আবার ব্যাংকে যায় তার পরেও তারা হানড্রেড কুয়ারিস হয়ে অর্থাৎ ঋণ না দেওয়ার যে ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করার সেটা করে ফলে এই ভূমিকাটা চলে আসছে এবং এটা মাননীয় সদস্যরা বলেছেন এটা ঠিক শুধু পি. এম. আর. ওয়াই না অন্য যে সব স্বরোজগার প্রকল্পগুলি আছে সেগুলিরও একই অবস্থা। আমাদের রাজ্যে আর একটা প্রকল্প এটাও সরকারেরই এটা খাদি কমিশন থেকে আসে মার্জিন মানি প্রকল্প। এটাতে একজন বেকারকে ১০ লক্ষ টাকা, কম্প্যারেটিভ্ সেক্টারের দিন থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যান্ত দেওয়া হয়। আমরা প্রচুর কেইস ব্যাংকগুলিতে পাঠিয়ে রেখেছি। সেইগুলোর ব্যাপারে ব্যাংকের কোন সার্থক ভূমিকা নেই সেখানে বলা চলে। আমি তো উত্তরের মধ্যে বলেছি ব্যাংকের যারা এখানে সিনিয়র লেবেলের অফিসার এবং ইউ. বি. আই-এর যিনি চেয়ারম্যান গত বছর উনাকে ডেকেও আমরা কথাবার্তা বলি এবং আমাদের চিফ সেক্রেটারী শুধু পি. এম. আর ওয়াই নিয়ে ২-৩ বছর মিটিং করেন। উচ্চ আদায়কারী যারা আছেন এবং আর. বি আই যারা প্রতিনিধি তাদেরকে নিয়ে মিটিং করেছেন। এই প্রোগ্রামে আমরা আমাদের সমস্ত বিষয়টা আর. বি. আই-কে জানিয়েছি। লিফট ব্যাংক এবং ইউ. বি. আই-য়ের প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছি আমরা। কিন্তু তার কোন সদর্থক ভূমিকা নেই। এটা ঘটনা। এইসবটা আরও কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। এই প্রোগ্রামটা কেন্দ্রীয় সরকারের এবং প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা। আর. বি. আই গাইড অনুযায়ী এইগুলি করতে বাধ্য, এটা সিদ্ধান্তে আছে। আমরা সব করবো যাতে পূর্বাঞ্চলে রূপায়িত হয়। এতে যে অনীহা ব্যাংকের তার কারণেই আমাদের এই সমস্যা।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— পি. এম. আর ওয়াই বা অন্যান্য প্রশ্নগুলি সেটা ফর্ম অনুযায়ী যেভাবে দেওয়ার কথা সেইভাবে তারা মেন্টেনান্স করছে না। এই ধরনের শেষ দিকে তাদের যে ভূমিকা অর্থাৎ রেখে দেওয়ার ইচ্ছা থাকে। পি. এম. আর ওয়াই-এর ক্ষেত্রে দেখছে যে আমাদের কোন শেংশান হয়েছে কিনা তারা বলছে এমপ্লয়ার গ্যারেন্টি লাগবে। কিন্তু এইগুলি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন যে না কোথাও উল্লেখ নেই। কিন্তু আমরা এইগুলি করছি। এই সমস্ত করছেন বেকার যুবকদের নিয়ে। এই তালবাহনায় বঞ্চিত করা হয়েছে। এই সমস্ত কারণ থেকে ল্যাণ্ড প্রপারটি, এমপ্লয়ার লাগবে। এইগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা।

শুধু এটা আমরা গ্রামাঞ্চলে কোন আই. আর. ডি. পি, আই. জি. এস. ওয়াই-এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি শুধুমাত্র সরকার সাবসিডি দিচ্ছেন। সেই প্রমাণ এস. সি. ও এস. টির ক্ষেত্রেও ১০ হাজার থেকে যাচ্ছে। বাদ পরে তাদের ৭৫ হাজার টাকা জেনারেল। সাবসিডি দিচ্ছে কিন্তু লোন দিচ্ছেনা। এই বছরে পঞ্চায়েত বেনিফিসিয়ারী আছে সবাইকে বলা হয়েছে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের এটা হয়েছে। এটা পরবর্তী সময় রিটার্ণ আসবে বা লোন ডিমাণ্ড করবে। তাদের যে চাহিদা, সেই চাহিদা এই স্কীমে পূরণ হচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে যেগুলি অসুবিধা হয়েছে সেইগুলি খতিয়ে দেখা হবে কিনা। তার জন্য শুধু সাবসিডি দেওয়া হবে, জে. আর. ওয়াই লোনগুলি দেওয়া হবে। সেইগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— এই পদ্ধতিতে আমাদের আগরতলা শহরের জন্য ১৩ হাজার টার্গেট আছে। এর জন্য স্টেট লেভেল কমিটি আছে। সেখানে ব্যাংক ওয়াইস টার্গেট। আরও একটা কমিটি আছে যেটা ডি. এল. সি. সি। সেখানে আমাদের জেলাশাসক চেয়ারম্যান। এখানে সব ব্যাপার নিয়ে প্রতিনিধিরা আসেন। সেখান থেকে ব্যাংক ব্রাঞ্চ ওয়াইস কোটা নির্দিষ্ট হয়। আমরা সেই কোটা অনুযায়ী ১০০-১২০ করে টার্গেট পাঠাই। সেখানে আমরা প্রেফারেন্স নিয়ে পাঠাতে হয়। এটা নাড়তে পারবেনা। এখানে মাননীয় সদস্য বলছেন যে নাড়া হয়। সেখানে আমরা কিছু কিছু নিয়েছি নেওয়ার পরে তারা কিছু কিছু জায়গায় ভুল স্বীকার করেছেন। আমরা এটা ফলো করার চেষ্টা করছি আপনি বাইপাস করার চেষ্টা করছেন। তার পর যে বিষয়টা আনতে চেয়েছেন সেইগুলি করা হয়েছে। এখানে করা হয়েছে কোন প্রশ্নটা আসে নাই। প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা করা আছে। যে সমস্ত বেকারদের চাকুরী দেওয়া যাচ্ছেনা। তাদের জন্য কিন্তু ব্যাংকগুলি ইমপোস করার চেষ্টা করছেন। এখানে যে অভিযোগ বিভিন্নভাবে এসেছে সেটা আমরা কিছু জায়গায় ইন্টারনেট করার পরেও ইমপোস করেনি। সেই দিক থেকে আমরা রেগুলার চেষ্টা করছি, রেগুলার বাছাই করছি। আইনের বাইরে আনার চেষ্টা করছে। ওরা মনে করছে আর. বি আই গাইড লাইন আছে এবং আমাদের অনেক সময় বাধা হয়। আমাদের প্রেফারেন্স আছে কিন্তু দেওয়ার ইচ্ছা নেই। এই হল কথাটা। ফলে যা হয়। যতখানি আমরা আদায় করতে পারছি সেটা করছি। আমি মাননীয় সদস্যদের বলছি, আমি ওপেনলি স্টেটমেন্ট করেছি বেকার যুবকরা নিজেরা যেতে পারছে না। কিছু কিছু জায়গায় ব্যাঙ্ক ঘেরাও হয়েছে, ধর্ণা হয়েছে। আমাদের এচিভমেন্ট খুব খারাপ। তবে ঋণ আদায় খুব ভাল না হলেও খারাপ নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক কণ্ডিশনের কারণেই এই অবস্থা। সেখানে আমাদের পারসুয়েশান আছে। যার ফলে আমরা এটা করার চেষ্টা করছি।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন এই ব্যাপারে আমি একটু বলছি। যেহেতু বিষয়টা ওয়াল্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের সঙ্গে রিলেটেড এবং আমি এর সঙ্গে যুক্ত বলে

বলছি। গত মাসের ২২ তারিখে এস. জি এস. ওয়াই. ষ্টেট লেভেলে অ্যাডভাইসারি যে কমিটি আছে সেই কমিটিতে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক মেম্বরে এচ. আর বি. আই. ও মেম্বার। সেই কমিটির মিটিংয়ে প্রশ্ন আনা হয়েছিল, ব্যাঙ্কগুলি বাধ্য করছে সাবসিডি পোরসন, সাবসিডি না, সাবসিডি যুক্ত পোরসান টাকা দিয়ে পুরো টাকা নিয়ে নিতে। যেটায় বেনিফিসারীরা ঠকছেন। এটা শুধু ডি. আর. ডি. এ. প্রজেক্টেই নয়, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি থেকেও যা আসছে সবারই একই অবস্থা। এই ব্যাপারে আমি আর. বি আই এর ব্যাখ্যা চেয়েছিলাম। আর.বি.আই-এর য'রা প্রতিনিধি ছিলেন, তারা এই ব্যাপারে খুবই সারপ্রাইজিং। বললেন যে, এটা মোটেই ঠিক নয়। যদি কোন ব্যাঙ্ক এই জাতীয় কিছু করে থাকে, তাহলে এটা অন্যায় করেছে। এটা হওয়া উচিত নয়। শুধু তা না. ত্রিপুরায় আর একটা সংকট দেখা য'চ্ছে যে, টি. জি বি. (ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক) রুগ্ন হয়ে য'চ্ছে। তার জন্য টি এস সি. ঠিক করেছে, লীড ব্যাঙ্ক ফাইন্যান্স করবে। নিয়ম অনুযায়ী তাই হওয়া উচিত। কিন্তু তার পরেও লীড ব্যাঙ্ক ইউ বি. আই. করছে না। আর বি. আই. বললেন, এটা ঠিক না, তাদের তা করতে হবে। এটা আর. বি. আই. এর সিদ্ধান্ত না। ব্যাঙ্কগুলি তাদের বঞ্চিত করতে পারে না। কিন্তু এখানে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কিংবা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ভূমিকা আশাপ্রদ নয়। খুবই উদ্বেগের ব্যাপার। এই যদি হয়, তাহলে শুধু পি. এম. আর. ওয়াই নয়, গ্রামীণ যে সমস্ত প্রকল্প আছে কিংবা বি পি. এল. ভুক্ত ১২৮২০ পরিবারকে স্ব-নির্ভর প্রকল্পে উপরে তোলার যে টারগেট তা এ'চিভ করা কঠিন হবে ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকার জন্য।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন। আপনার পারমিশনই নেননি। নিয়মটুকু মানবেন না? আমি বসে বসে শুনছিলাম কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়কে পারমিশান নিতে দেখি নি।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি পারমিশান নিয়েছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটা কাষ্টমস্ অ্যাণ্ড কনভেনসন প্রেসিডিউরও মানবেন না?

মি: স্পীকার :— আমি অনুমতি দিয়েছি। উনি অনুমতি চেয়েছেন।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) : – মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন, বৎসরের প্রথম থেকে পি এম. আর. ওয়াই, সহ অন্যান্য স্ব-নির্ভর প্রকল্পে ঋণ দানের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিদের নিয়েই আলোচনা করে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের টারগেট ঠিক করা হয়। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে সারা বৎসরের টারগেট তারা এখন পর্যান্ত ফিল আপ করতে পারে নি। সেই ক্ষেত্রে কি ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের উপর জোর করে টারগেট চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল? না, স্বেচ্ছায় তারা গ্রহণ করেছিলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো পি. এম আর. ওয়াই এবং বিভিন্ন স্ব-নির্ভর প্রকল্প বিভিন্ন ব্লক এলাকাতে রয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যাংকের সার্ভিস এলাকাও সেখানে রয়েছে। আমরা দেখেছি বিশেষ করে উপজাতি এলাকাতে যে সমস্ত বেনিফিসিয়ারী যারা পি. এম. আর. ওয়াই এবং অন্যান্য স্ব-নির্ভর প্রকল্পে সিলেকশান হয়েছেন বিভিন্ন ব্যাংকে, ব্যাংকে যাওয়ার পর তাদের বলা হয়েছে যে, তোমার স্কীমটা যে নেওয়া হয়ছে, এই স্কীমটা তোমার এলাকাতে না করে অমুক জায়গাতে যদি আনা হয় তাহলে তোমাকে ঋণ দেওয়া হবে, এই ধরনের কিছু অভিযোগ রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট এই ধরনের অভিযোগ আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় সর্বশেষ কথাটি বলেছেন এটা সত্য। উপজাতি এলাকাগুলোতে ওরা ঋণ দেবার জন্য যেতেই চান না। টাকারজলা এবং সদরের ওয়েষ্টার্ন সাইডে-হেজামারা ব্লক, মান্দাই ব্লকে, আমাদের কোটা দেবার পরও ওরা ঋণ দিতে যান না। কারণ তারা যেতে পারবেন না। আমরা বলেছি যে আমরা পুলিশের সিকিউরিটির ব্যবস্থা করব, কিন্তু তাদের যেতেই হবে। এই ব্লকগুলিকে যদি আমরা কভার না করি তাহলে উপজাতিদের কেউ ঋণ পাবেননা। আগরতলা শহরে যারা আছেন তারা অনেক বেশী ঋণ পাচ্ছেন, কারণ তারা অনেক বেশী সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন। বড়কাঁঠাল থেকে ব্রাঞ্চ উঠিয়ে নিয়ে এসে লিচুবাগানে করেছে ইউকো ব্যাংক, সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া। এই সমস্ত অসুবিধাগুলি আছে। আমরা পারশুয়েশান করছি। ব্যাংকগুলি কথাবার্ত্তার ভিত্তিতে টারগেট ফিকস-আপ করা হয়। কোন্ ব্যাঙ্ক কত নেবে সেটা তাদের সঙ্গে কথাবার্তার ভিত্তিতেই করা হয়, এটা আমাদের চাপানো না। তারপরও তারা এটা করছেন না।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় এবং শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা মহোদয় যুগ্মভাবে গত ৮-৩-২০০১ ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো—

"ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবেশ সুরক্ষায় শব্দ ও বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা সম্পর্কে।"

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় এবং শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে আনীত উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি—আগরতলা শহর সহ ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শহরের পরিবেশ দূষনের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি, মোটরগাড়ীর অপরিমিত হর্নের শব্দ, যথেচ্ছভাবে মাইকের ব্যবহার ইত্যাদির ফলে শহরের বায়ুদূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাইড্রোকার্বনের দহনের ফলে মুক্ত রাসায়নিক শক্তি থেকেই মোটরগাড়ী চলে। মোটরের ইঞ্জিন থেকে নির্গত ধোঁয়ায়

উপস্থিত প্রধান বায়ু দূষকরা হলো কার্বন মনোঅক্সাইড, অদগ্ধ বা আংশিক দগ্ধ হাইড্রোকার্বন, নাইট্রিক অক্সাইড এবং সীসাবাষ্প। এই সমস্ত দূষণ রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা নষ্ট করে।

সেন্ট্রাল মোটর ভেহিকেল রুলস, ১৯৮৯এর ১১৫ নং রুল ও ২ নং উপরুলে মোটর যান নির্গত বায়ুদূষণের সর্বোচ্চ নির্গমন সীমা নির্ধারিত হয়েছে। উক্ত আইনের ১৯০ ধারায় নির্দ্দিষ্ট সীমার বেশী বায়ুদূষক নির্গমনকারী গাড়ীগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধির উল্লেখ আছে। গাড়ীর ধোঁয়ায় বায়ু দূষণের পরিমান মাপার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ রাজ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে গাড়ীর ধোঁয়া মাপার পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত করেছে। এই সব শিবিরে পর্ষদ এ পর্যন্ত ১২৬৪টি গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষা করেছে। যে গাড়ীগুলি সীমার উপরে দূষক নির্গমন করছে তাদের মালিকদের গাড়ী মেরামতের নির্দেশও পর্ষদ থেকে দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে তৎকালীন মাননীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে গাড়ীর কালো ধোঁয়া নির্গমন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পরিবহন দপ্তর পর্যায় ক্রমিক ভাবে রাজ্যের সমস্ত গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষা করবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবহন দপ্তর গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষা শুরু করেছে এবং সর্ব্ব প্রকার মোটরযানের ক্ষেত্রে পি. ইউ. সি. বা পলিউশান আণ্ডার কন্ট্রোল সার্টিফিকেট নেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে। বেসরকারী গাড়ীর পাশাপাশি সরকারী গাড়ীগুলির ধোঁয়া পরীক্ষার কাজও পরিবহন দপ্তর হাতে নিয়েছে। এবং এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাস অবধি ১২৭টি পেট্রোল গাড়ী এবং ৩১৬টি ডিজেল গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষা করা হয়েছে। যানবাহনের তীব্র এয়ারহন', বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, বাজী পটকা, মাইকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে শব্দ দূষণ ঘটছে। পরিবেশবিদ ও চিকিৎসকদের মতে শব্দ দূষণের ফলে শ্রবণ ক্ষমতা বিলোপ হতে পারে এবং ইত্যাদি নানা রোগের কারণও হতে পারে। পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৮৬ এর ৩ নং তপশীলে এলাকা ভিত্তিক শব্দের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত আছে। (সংশোধনী-৫)এ এই নির্দেশ যথাযথ ভাবে বলবৎ করার জন্য জেলা শাসক ও পুলিশ প্রশাসনকে দায়িত্ব দেওয়া আছে। বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে গত ২০শে জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং তৎকালীন মুখ্যসচীবের পৌরহিত্যে এক উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠকেও শব্দ দূষণ রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ১৯৯৬, ১৯৯৯ ও ২০০০ইং এই তিন বছর দীপাবলীর সন্ধ্যায় সমস্ত আগরতলা শহরের শব্দসীমা সমীক্ষা করেছে। সেই অনুযায়ী শব্দ দূষণ রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং রাজ্য সরকার এই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। ১৯৯৮ সালে এয়ার (প্রিভেনশান এ্যাণ্ড কন্ট্রোল অব্ পলিউশান) এ্যাক্ট, ১৯৮১ এবং এনভারনমেন্ট (পলিউশান) এ্যাক্ট, ১৯৮৬ ও কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী এক আদেশক্রমে ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তৃক রাজ্যে চকলেট বোম, চেইন ক্র্যাকার, লুজ ক্র্যাকার, কালী পটকা, ধানি পটকা, দো-দমা, সেভেন শট, রকেট বোম ইত্যাদি বাজী পট্কা পোড়ানো নিষিদ্ধ করেছে।

তাছাড়াও শব্দ দূষণ রোধে রাজ্যে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আইন প্রণয়নের ব্যাপারও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এটা এখন সত্য যে, সাম্প্রতিককালে আগরতলা শহরসহ বিভিন্ন শহরের পরিবেশ দূষণের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের একার পক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণ বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এর জন্য সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সমস্ত নাগরিকদের সার্বিক সহযোগিতা কাম্য। দূষণ নিয়ন্ত্রণে যৌথ ভাবে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, পরিবেশ দপ্তর ইত্যাদি দপ্তর যে ভূমিকা নিচ্ছে এটা ইতিবাচক এবং এটাকে আমরা সুদৃঢ় করতে চাই। সবার মিলিত প্রয়াসেই দূষণ নিয়ন্ত্রণের আমাদের প্রয়াস সফল হতে পারে।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেব রায় (রাধাকিশোরপুর) :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, শব্দ দূষণের ফলে বিভিন্ন রকম রোগ-শোক হয়, মানুষ বধির হয়ে যায় এটা আমরা জানি এবং তার জন্য সঠিক আইনও আছে। কিন্তু সেই আইন অমান্য করে যে ভাবে অনবরত মাইক বাজছে এমনও দেখা যায় অনেক সময় তিন থেকে চার দিন ধরে অনবরত মাইক বাজছে। সেই মাইক বাজা বন্ধ করার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কত জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং উচ্চ যে শব্দগুলি আমাদের ক্ষতি করে সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমরা ধর্মের বিরোধী নই, কিন্তু যেভাবে মাইকগুলি বাজে, সেটা ধর্মের ক্ষেত্রে হয়, অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও হয়। এই শব্দ দূষণের মধ্যে আমরা পড়েছি। দ্বিতীয়ত: যেসমস্ত কালো ধোয়া নির্গত হচ্ছে, সেখানে বলা হয়েছে কালো ধোঁয়া নির্গত হওয়া গাড়ীগুলির জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেই ব্যবস্থা নেওয়ার পদ্ধতি কি ? যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই গাড়ীগুলি সারাই করার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, নাকি এখনও সেইভাবে চলছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী):— শব্দদূষণ সম্পর্কে, শব্দের সীমা সম্পর্কে, তার যে ডেসিবেল সেটা নির্ধারিত হয় শিল্পাঞ্চলে এটা দিনে থাকে ৭৫ রাত্রে থাকে ৭০, বাণিজ্যিক অঞ্চলে দিনে ৬৫, রাত্রে ৫৫, বসতি অঞ্চলে দিনে ৫৫, রাত্রে ৪৫ এবং নীরব অঞ্চলে দিনে ৫০ এবং রাতে ৪০ অবধি পারমিসিবল কিন্তু আমাদের এখানে যেটা আমরা পরিমাপ করেছি, বিশেষ করে মাইকের ব্যাপারে ডেসিবেলের হিসাবের চেয়ে অনেক বেশী বিষয়টা খুবই গুরত্বপূর্ণ এবং এটা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর এবং এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের রাজ্যে যে-আইন বলবৎ আছে এটা খুব বেশী যুৎসই না। বিহারে যেমন বিহার মাইক কনট্রোল অ্যাক্ট চালু আছে, ঠিক সেইরকমভাবে আমাদের এই রাজ্যে সেটা নাই। এগুলির জন্য আমরা কিভাবে নিজস্ব আইন তৈরী করে কঠোরভাবে বলবৎ করার জন্য পরীক্ষা নীরিক্ষা করছি। আর এটা শুধু আইনে বলবৎ করলে হবেনা, এটাকে মানার জন্য সকলকে সেইরকমভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসা দরকার। সেই ক্ষেত্রে একটা জনমত তৈরী করা দরকার নানারকমভাবে। যখন পরিবেশ দিবস হয়, তাছাড়া সারা বৎসর নানাভাবে বিভিন্ন এন. জি. ও. স্কুলকে দিয়ে এই সমস্ত বিষয়ে জনমত তৈরী করার চেষ্টা চলছে।

দ্বিতীয়ত: যেটা কালো ধোঁয়ার ব্যাপারে, রাজ্যে ধোঁয়া পরীক্ষা করার জন্য যেসব যন্ত্রপাতির দরকার বা ম্যান পাওয়ার দরকার সেইসব যন্ত্রপাতি যা আছে তা গাড়ীর পলিউশান-এর তুলনায় খুবই কম। সবগুলি চেক-আপ করার জন্য যে পরিমান যন্ত্রপাতির দরকার বা ম্যান পাওয়ার দরকার ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের হাতে এটা নেই। তবুও এখানে একটা সারপ্রাইজ চেক করা হচ্ছে। যাঁরা এই সীমা পার হতে পারছেন না, অর্থাৎ যাদের স্মোক ইমিশন লেবেল একটু বেশী তাদেরকে আমরা ধরিয়ে দিচ্ছি। তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা স্মোক ইমিশন লিমিট চেক করিয়ে বা সারাই করিয়ে নিয়ে আসছে। কাজেই এখন অবধি ঠিক সেইরকমভাবে এইরকম ধরা পড়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন কেইস হয়নি। বা কিছু এইরকম কিছু শাস্তি হয়নি।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন (আগরতলা) :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, ত্রিপুরা রাজ্যে গত ৩১-৩-২০০০ অব্দি ৪৫ হাজার ১৯৯টি গাড়ী, ট্রাক থেকে আরম্ভ করে বাস, প্রাইভেট কার, অটো রিক্সা সব মিলিয়ে ৪৫ হাজার ১৯৯। আর যে গাড়ীগুলি ১৫ বৎসর ধরে আগরতলা শহরে প্রতিনিয়ত চলছে তার সংখ্যা হচ্ছে ২০০০। আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি সুপ্রীম কোর্টের অর্ডারও আমরা জানি যে ১৫ বৎসর বা তার বেশী যে গাড়ীগুলি, টু চেক দি এয়ার পলিউশান সেই গাড়ীগুলিকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এই রাজ্যের সরকার এইরকম কোন ব্যবস্থা নেবে কিনা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? দ্বিতীয় হচ্ছে, এয়ার পলিউশান কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাসপেণ্ডড পারটিকেল্সের পরিসংখ্যান কত, কার্বন মনোক্সাইডের পারসেনটেজ কত, সালফার ডাই অক্সাইডের পারসেনটেজ কত এগুলি মেপে এই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করা হবে কিনা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তাছাড়া পি, ডব্লিউ, ডি থেকে যখন রাস্তায় পীচ করা হয়, সেই পুরানো জমানার সিস্টেম, টায়ার পুড়িয়ে করা হয়। এতে বিভিন্ন পলিউশানের মাত্রা বেড়ে যায়। হোয়েদার দ্যা সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলোজি ডিপার্টমেন্ট হ্যাজ টেকেন আপ দ্যা মেটার উইথ দ্যা পাবলিক ডিপার্টমেন্ট? আর সাউণ্ড পলিউশনের ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন এখনো দেখি বিভিন্ন পূজোপার্বনের সময় এই যে আপনি পরিসংখ্যান দিয়েছেন যে ৫০ ডেসিবল, এর বেশী দিনের বেলা আর রাত্রিবেলা তারচেয়ে কম থাকে। প্রচণ্ড শব্দে বাজি, পটকা ফাটানো হয়। কিন্তু সারপ্রাইজ চেক, হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে বা অন্য ডিপার্টমেন্ট এই বাজি এবং পটকাগুলি সিজ করার জন্য কোন পদক্ষেপ এখন অবধি আপনারা নেননি কেন ? এই দপ্তর থেকেও নেননি এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকেও নেওয়া হয়নি। কাজেই এই জিনিসগুলি এই পটকা, ফাটানোর ফলে অনেক হাই প্রেসারের রোগী বা হার্টের রোগী মারা যেতে পারে, এটা মাননীয় মন্ত্রীও স্বীকার করেছেন। কাজেই এই ব্যাপারে শুধু আইন করলেই চলবে না এ আইনকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন কি না ? তা জানাবেন কি ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এয়ার পলিউশনের যে কথা বলেছেন যে কোয়ালিটি টেস্ট সেটা হয়েছে। এখানে যেমন আগরতলা শহরের মধ্যে নীয়ার টি, আর, টি, সি,

বাসষ্ট্যাণ্ড বটতলা রেসিডেনশিয়েল এরিয়া, এখানে যেটা আমরা সেম্পাল সার্ভে করেছি তাতে দেখা গেছে যে ৬৮৪.৯৫ এম, জি, যেটা এস, পি, এম, (সাস্‌পেণ্ডেড্ পার্টিকুলার ম্যাটার) এটা থাকা উচিৎ ৫০০ এম, জি র নীচে কিন্তু সেটা ৫০০ এম, জি, র উপরে রয়েছে। ঠিক এই রকম মটরষ্ট্যাণ্ড, যেখানে মোটর ওয়ার্কাস ইউনিয়নের অফিস করা হয়েছে সেখানেও ৪২০ এম, জি,। তারপর মহারাজগঞ্জ বাজারে গোপাল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কাছে, সেখানেও ৫৯০ এম, জি তারপর আগরতলা শহরের হস্‌পিটাল গ্রাউণ্ড, আই, জি, এম এর পাশে সেখানে থাকা উচিৎ ২০০ মাইক্রো গ্রাম পার কিউবিক মিটার, যেহেতু হস্‌পিটাল এরিয়া অ্যাণ্ড রেসিডেন্‌শিয়েল এরিয়া সেই জায়গায় এটা হচ্ছে ২০৯ এম, জি,। সেদিক থেকে আমি বলতে চাইছি যে, আমাদের যে লেভেল থাকা উচিৎ তার চাইতে বেশী আছে। আর সাউণ্ডের ক্ষেত্রে বলেছেন সাউণ্ডের হিসেবটা এখন আমার কাছে নেই। তবে এখানে যেটা দেখা গেছে, আমাদের বটতলা এরিয়া এটা বাণিজ্যিক অঞ্চল, বা মহারাজগঞ্জ বাজার এখানে ৬৫ ডেসিব্‌ল্ থাকার কথা দিনের বেলায়, আর রাত্রিতে ৫৫ থাকার কথা। সেই জায়গায় এটা দিনের বেলায় অবশ্য বেশী। কিন্তু যখন কীর্ত্তন হয় তখন এটা ১০০ ডিসিব্‌ল্ এর উপরে হয়ে যায়। কাজেই এখানে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে-এটা সত্যি এবং ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ যেরকম থাকার কথা, তা হয়নি। আরেকটা প্রশ্ন যেটা করেছেন-এটা আগরতলা শহরের শুধু নয়, ত্রিপুরার সর্বত্র পূর্ত দপ্তর বা ইদানিং গ্রীফ্ কাজ করেছে। এই জায়গায় রোডে পীচ পোড়ানের জন্য নতুন যন্ত্র বেরিয়েছে-এটা ব্যবহার করা উচিৎ। এবং এই টায়ার বা লাকড়ী পুড়ানো উচিৎ না। অথচ এই জায়গায় টায়ার পুড়ানো হচ্ছে। আমি বরাবরই এই পূর্ত দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এটা ঠিক যে সে রকমভাবে তাদের থেকে আমরা সাড়া পাইনি। তারা বলেছেন যে পূর্ত দপ্তরের এইজন্য কোন বাজেট-এ সংস্থান নেই। তবে তারা ধীরে ধীরে এই সিষ্টেমটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করবেন ইন্ ফিউচারে, এই আশ্বাস তারা দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু আমাদের রাস্তাও হতে হবে, এখন টায়ার পুড়িয়ে পীচ গলানো যদি বন্ধ করা হয় তাহলে রাস্তা হবে না। তবে এটা ঠিক যে আগরতলা শহরে যেভাবে টায়ার পুড়িয়ে পীচ গলানো হচ্ছে তাতে পলিউশনের দিক থেকে খুবই মারাত্মক, হেলথে্র দিক থেকে মারাত্মক এবং এটা স্বাস্থ্য বিধি লংঘন করারই সামিল। এই বিষয়ে আমরা পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

আর পুরানো গাড়ী যেগুলি ১৫ বছর হয়ে গেছে, সেগুলি বাতিল করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের একটি নির্দেশ আছে যদিও সেটা ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট আমাদের কাছে নেই, তবে এটাকে ফলো আপ্ করে ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা ডিসিশন নিয়েছিলেন সেখানকার ট্রান্সপোর্ট দপ্তর। কিন্তু সেখানে ট্রান্সপোর্টার এবং ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কাস এর ভেনিমেন্ট অপোজিশনের ফলে তারা এটা কার্যকরী করতে পারেনি। তো আমাদের ক্ষেত্রে তো আরো অসুবিধা। কাজেই এই পলিউশন রোধ করার জন্য সত্যি আমরা তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারিনি।

শ্রীমানিক দে :— পয়ন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনেকগুলি বিষয়েই কম বেশী বলেছেন। কিন্তু যে বিষয়টি আমরা সবাই ভুক্তভোগী যখনই দেখা যায় কোন একটা পরীক্ষার সময় আসে যেমন নভেম্বর থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে প্রতি বছরই স্কুলে পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। ঠিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়গুলিতে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, কীর্তন সবই ঐ সময়টায় চলে বেশ জোরে মাইক ব্যবহার করে। কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হতে চলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাইক ব্যবহারের উৎপাতে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। পরীক্ষার্থীদের এর ফলে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। পড়াশুনার ব্যঘাত হলে পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে প্রচণ্ড হেনস্থার সম্মুখীন হতে হবে। রেজাল্ট ভাল না হলে ওরাই ভুগবে। কাজেই এই মাইক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে একটি নিয়ম-নীতি বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি বলব, প্রতিটি পলিটিক্যাল পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচীগুলিতেও মাইক ব্যবহারের উপর সুনির্দিষ্টভাবে কিছু নীতি নির্দেশিকা বলবৎ করার জন্য দপ্তর যেন যথাযথ উদ্যোগ নেয়। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন চিন্তা-ভাবনা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। গত ১৭-৯-১৯৯৮ ইং সালে এই ব্যাপারে আমাদের দপ্তর থেকে একটি নির্দেশিকার মাধ্যমে রাজ্য পুলিশকে বলা হয়েছিল, নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। বিষয়টি আমরা এস. পি এবং ডি. এম-এর দৃষ্টিতেও এনেছিলাম। কিন্তু তখন দেখা গেল, নীতি-নির্দেশিকা যাই থাকুক না কেন এ্যাক্ট অবশ্যই থাকতে হবে। না হলে পুলিশ কি করবে। ফলে এখনও সেই অসুবিধাটা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও এই নিয়ে যথেষ্ট কথা-বার্তা হওয়ার পর আইন করা হয়েছে। কোর্টের অর্ডার রয়েছে। পুরো বিষয়টি দেখার জন্য সেখানে গ্রীন বেঞ্চের উদ্যোগ রয়েছে। একজন বিচারপতি সম্ভবত সীতানাথ মুখোপাধ্যায় বিষয়টি দেখছেন। কিছু কাজও হয়েছে এবং বেশ কার্যকরী ব্যবস্থা ওখানকার পুলিশ নিচ্ছে। শব্দ দূষণ রোধে আমাদের রাজ্যেও এই ধরনের কোন আইন করা যায় কিনা এই ব্যাপারে আমাদের দপ্তর চিন্তা-ভাবনা করে দেখছে। তারপরও পুলিশকে আমরা বলে রেখেছি-যতটুকু সম্ভব আপনারাও বিষয়টার প্রতি নজর রাখবেন-যাতে অতিরিক্ত আওয়াজ সহকারে মাইক ব্যবহারের ফলে পড়াশুনা বা অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

মি: স্পীকার :-- আজ একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর স্বাস্থ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি উপর নোটিশটি এনেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত ও শ্রীসুধন দাস মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "ত্রিপুরা রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা সম্পর্কে।" এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ রাজ্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য সরকার গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। বেসরকারীভাবে মেডিক্যাল কলেজ খোলার সম্ভাবনা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এজন্য মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্য্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন-স্বাস্থ্য সচিব, শিক্ষা সচিব ও আইন সচিব। এরাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিক্যাল শিক্ষার সুযোগ সীমিত। বর্তমানে ভারত সরকার বছরে ২০-২২টি মেডিক্যাল আসন বিভিন্ন কলেজে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ করেন। এছাড়া ইম্ফলের মেডিক্যাল কলেজে অর্থের বিনিময়ে ১৯টি এম. বি. বি. এস সীট এবং ৩-৪টি পি. জি. সীট পাওয়া যায়। গত আর্থিক বছরে এবাবদ মোট ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে। আর এই বছর এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৫.০৭ লক্ষ টাকা। প্রতি বছরেই এই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ইম্ফলে ৯১ জন এম. বি. বি. এস স্টুডেন্ট এবং ১৪ জন পি. জি. স্টুডেন্ট পাঠরত। একজন ছাত্রকে ইম্ফল থেকে এম. বি বি. এস পাশ করিয়ে আনতে স্টাইপেণ্ড ও বুক গ্র্যান্ট ছাড়াই সরকারের ১২.৬০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। ভারত সরকার এবং ইম্ফল থেকে প্রতি বছর মোট ৪০-৪১টি এম. বি. বি. এস সীট পাওয়া যায়। যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যত সংখ্যায় মেডিক্যাল পড়বার জন্য আগ্রহ এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে তার তুলনায় যথেষ্ট কম। তাই ত্রিপুরায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সরকার গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। স্যার, মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে গেলে তিনটি অপশন আমাদের সরকারের আছে। একটি বেসরকারী উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা, দ্বিতীয় হচ্ছে জয়েন ভেনচার ইত্যাদিতে করা যায়, তৃতীয় হচ্ছে সরকারী উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা। সরকার বেসরকারী উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এই ব্যাপারে গত জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন অগ্রণী সংবাদপত্র মারফত বেসরকারী সংস্থা থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হয়। যদিও আবেদনের শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারী। এখন পর্য্যন্ত আর কোন পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র পাওয়া যায় নাই। তবে তিনটি সংস্থা তাদের ইনটেশন আমাদের জানিয়েছে, সরকারকে জনিয়েছে। এই তিনটি সংস্থা হচ্ছে :—

১। গকোলা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন, ব্যাঙ্গালোর।
২। শ্রী ভেনকোটাচলম এডুকেশন ট্রাস্ট, পণ্ডীচেরী।
৩। মিহির মিত্র এণ্ড অ্যাসোসিয়েট, কলকাতা।

এই তিনটি সংস্থা তাদের ইনটেনশন জানিয়েছে। বিস্তারিত আবেদনপত্র যাতে তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় সেইজন্য আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। এই সমস্ত ব্যাপারটাকে খতিয়ে দেখবার জন্য আমরা আমাদের মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে একটা উচ্চ পর্য্যায়ের কমিটি আমরা গঠন করে

দিয়েছি। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলো স্বাস্থ্য সচিব, শিক্ষা সচিব এবং আইন সচিব। তাদের কাছে সমস্ত বিষয়টাকে আমরা পাঠিয়েছি যাতে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কলেজ স্থাপনের সম্পর্কে খুব শীঘ্রই রাজ্যসরকারকে তারা যাতে এই ধরনের একটা রিপোর্ট দিতে পারেন বা রাজ্যসরকারকে সুপারিশ করতে পারেন। ওখান থেকে কমিটির সুপারিশ পেলেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, কোন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার বেসরকারী উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ? দ্বিতীয়ত, ইহা কি সত্য যে আগামী ২০০৩ইং সালের মধ্যে রাজ্যে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি, একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন এত ব্যয় বহুল, এত অর্থকড়ির বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত, এছাড়া পরিকাঠামোগত দিক থেকে আমাদের রাজ্যে কিছু অসুবিধা রয়েছে। সেইজন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্রাইভেটলি কেউ যাদের এই সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে কোন সংস্থা, তারা যদি আমাদের এখানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেন সেই উদ্দেশ্যে আমরা বেসরকারী উদ্যোগকে প্রশাসনিকভাবে প্রাধান্য দিচ্ছি।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা বলেছি ২০০৩ইং সালের প্রশ্ন নেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হলে এই বছরে যদি সেশন কেউ ধরতে চান তাহলে আমরা তাদের সেই সুযোগ দিতে পারি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের চেষ্টা সরকার করছে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়। গত ৮.৩.২০০১ ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। উল্লেখ্য বিষয়ের বিষয়বস্তু হলো— ত্রিপুরার প্রাচীন সংবাদপত্র "জাগরণ পত্রিকা বন্ধ হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার প্রাচীন সংবাদপত্র জাগরণ পত্রিকা বন্ধ হওয়া সম্পর্কে মাননীয় বিধায়ক শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় গত ৮ই মার্চ তারিখে যে নোটিশ দিয়েছে সে সম্পর্কে এই সভাকে আমি অবহিত করছি যে —গত ৫ই মার্চ, ২০০১ইং তারিখে তথ্য সংস্কৃতি পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তাকে এক পত্র মারফৎ জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক স্বত্বাধিকারী শ্রী পরিতোষ বিশ্বাস জানান যে, ৬ই মার্চ, ২০০১ইং থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাগরণ প্রকাশনা বন্ধ থাকছে। নানাবিধ কারণের মধ্যে সরকারী দপ্তর প্রদত্ত বিজ্ঞাপণের সংশ্লিষ্ট বিলের যথাসময়ে অপ্রাপ্যতা একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে জানুয়ারী থেকে মার্চ অবধি বিজ্ঞাপণের যে সমস্ত বিল জাগরণ পত্রিকা পেয়েছেন সেগুলি হল :—

বিল পেমেন্টের তারিখ	টাকার পরিমাণ
৬.১.২০০১	৯,৯৬০
১৮.১.২০০১	৭,৮০০
৩০.১.২০০১	১১,৩৬০
৯.২.২০০১	১,৮৮০
১৭.২.২০০১	১৬,৬৮০
৮.৩.২০০১	৪,১০০
	মোট ৫১,৭৮০ টাকা

এছাড়াও ৭৪,৪৩০ টাকার বিজ্ঞাপণ বিল প্রসেস্ করা হচ্ছে। উপরন্তু (জাগরণ) পত্রিকার সরবরাহ বাবদ ১০,৬১৫ টাকার বিল পেমেন্ট-এর জন্য দপ্তর প্রসেস্ করছে।

২। উক্ত ৫ই মার্চ চিঠিতে জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক স্বত্বাধিকারী উল্লেখ করেছেন যে নানাবিধ কারণে প্রকাশনা ৬ই মার্চ থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকছে। কিন্তু নানাবিধ কারণগুলি ঐ পত্রে তিনি উল্লেখ করেন নি। এ জাতীয় তথ্য পত্রিকায় ও সংবাদ পত্রের মালিকদের তরফ থেকে বিজ্ঞাপণ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন ইত্যাদিতে কিছু আশ্বাস পেলেও প্রকৃত তথ্য জানা বা সরবরাহ করার সুযোগ সরকারের হাতে নেই। কোন সংবাদপত্র আর্থিক সংকটে সম্মুখীন হলে বিজ্ঞাপণের বিল প্রদান সংক্রান্ত সমস্যাদি যথা সম্ভব দ্রুত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তার কোন পার্থক্য হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অনতিবিলম্বে আগাম অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিনিয়ত তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর তাগাদা দিচ্ছে এছাড়াও, বিভিন্ন দপ্তরের বিজ্ঞাপণ সংক্রান্ত বিষয়ে বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে সরাসরি তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরকে দেওয়া হয় সে ব্যাপারটি বিবেচনাধীন রয়েছে। এটা কার্যকরী হলে আশা করা যায় তহবিলের অভাবজনিত কারণে বিজ্ঞাপণের বিল প্রদানে বিলম্বিত হবে না। গত ১৯৯৮ সাল থেকে রাজ্য সরকার সিংগল উইণ্ডু সিস্টেম চালু করেছে। বিজ্ঞাপণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিল আই সি এ টি দপ্তরে প্রসেস্ করা হয়। এটা ঠিক মাঝে মধ্যে দপ্তরগুলি বিভিন্ন কোয়ার্টারে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করার ফলে পেমেন্টে কিছুটা কিছুটা বিলম্ব হয়।

৩। বিগত তিন বছরে জাগরণ পত্রিকা যে পরিমাণ বিজ্ঞাপণ ও বিজ্ঞাপণের বিল পেয়েছেন :—

১৯৯৮-৯৯	১২,৬৯২ কলম্ সে মি	২,৪১,২৪০ টাকা
১৯৯৯-২০০০	১১,৭০৭ ,, ,,	২,২৮,১৪৭ ,,
২০০০-২০০১ (ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত)	১০,০৮৫ ,, ,,	২,০১৭০০ ,,

এছাড়া ১৯৯৮-৯৯ সনে ৪৩,২৮০ টাকা ১৯৯৯-২০০০ সনে ২০,১৬০ টাকা এবং ২০০০-২০০১ সনে ২৫,৫৮৪ টাকা ডিস্‌প্লে বিজ্ঞাপণ পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে : —

সাল	মোট বিজ্ঞাপণ	সংবাদপত্রের সংখ্যা
১৯৯৮-১৯৯৯	২,২২,০০৩ কলম সেমি	৪৬
১৯৯৯-২০০০	২,৩০,৬০৯ ,, ,,	৫০
২০০০-২০০১	১,০৬,১৯৫ ,, ,,	৫০

(ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত)

৪। ১৯৯৭ সালে আর এন আই এর রিপোর্ট অনুযায়ী জাগরণ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ১২,৩৪৫। এর মধ্যে ১২,১৮৫ কপি বিক্রি হয় প্রতিটি ১ টাকা ৭০ পয়সা করে। তাহলে বছরে পত্রিকা বিক্রি থেকে জাগরণের সম্পাদক স্বত্বাধিকারীর আয় হয় ৭৯ লক্ষ, ৬ হাজার, ৫০২ টাকা মাত্র। এই হিসাবে বছরে ৩৪৫টি সংখ্যা ধরে করা হয়েছে।

৫। আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও রাজ্য সরকার একটি সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞাপণ নীতির মাধ্যমে রাজ্য থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র গুলিকে নিয়মিত বিজ্ঞাপণ দিয়ে যাচ্ছে। কারণ রাজ্য সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

৬। এমতাবস্থায় ১৯৬৪ সালের ২রা অক্টোবর তারিখ থেকে প্রকাশিত প্রাচীন এই জাগরণ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোন সংগত কারণ সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবহিত নন। বামফ্রন্ট সরকার আশা করে যে প্রাচীন এই জাগরণ পত্রিকা জন স্বার্থে প্রকাশিত হবে। এবং সম্পাদক-স্বত্বাধীকারী এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন।

রাজ্য সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় গভীর ভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাই সরকার মনে করে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা মানে শুধুমাত্র কিছু কাগজ ঝকঝক তক্‌তকে করে ছেপে বের হওয়া না। সেই সংবাদ পত্র দেশ ও রাজ্যের মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, সংগ্রাম ও লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি হবে। সাম্প্রদায়িকতা ধর্মান্ধতা, দেশদ্রোহীতা, দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল লীডারশীপ দেবে। সর্বোপরি দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষার উচ্চতম স্তম্ভের ভূমিকা পালনে অচল থাকবে। এই লক্ষ্যে 'জাগরণ' পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। তাই জাগরণ পত্রিকার প্রকাশ অনির্দিষ্ট কাল ধরে বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্যিই বেদনার। এই ক্ষেত্রে কিভাবে দ্রুত বিজ্ঞাপণের বিল মিটিয়ে দেওয়া যায় আমাদের তরফ থেকে সেই চেষ্টা করা হবে। তবে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়াটা আমাদের তরফ থেকে নিশ্চয়ই মনে করিনা ভাল হয়েছে। আমরা চেষ্টা করব।

ইতিমধ্যে জাগরণ সম্পাদকের সহিত একটা যোগাযোগ হয়েছে, বিশদ কথা বলব। এটাকে কি ভাবে চালু করা যায় আমাদের তরফ থেকে আরো কি সুবিধা দেওয়া যায় আমরা দেখব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি, রাজ্য, দেশ ও সমাজ গঠনের জন্য নিশ্চয় সংবাদপত্রের ভূমিকা দরকার। এখানে 'জাগরণ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবে, এই সংবাদ অন্যান্য পত্রিকায়ও বের হয়েছে, বিশেষ করে রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যিক অনেকে যেমন ব্রজগোপাল রায়, ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক।

মিঃ স্পীকার :— রবীন্দ্র বাবু ছোট করে বলুন, সময় কম।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, জিনিসটা তো বড়, কি করে ছোট করে বলব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এটা অনেক সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার :— ক্ল্যারিফিকেশানটা ছোট করে করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—স্যার, সময় লাগবে। জিনিসটা বড় কি করে ছোট করব। স্যার, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী অনিল সরকার, যুব সমিতির বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রতিমোহন জমাতিয়া, প্রশান্ত কাপালী, সত্য চক্রবর্ত্তী, সাংবাদিক, আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রীমতি করবী দেববর্মা তার পরে সুধীর মজুমদার, সমীররঞ্জন বর্মন সহ মোট ৩৪-৩৫ জনের বক্তব্য প্রকাশ করে। হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়নি। ধীরে ধীরে বন্ধ হবে এই রকম আভাস পাওয়া গেছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে বিজ্ঞাপণের টাকা না পাওয়াতে এটাও একটা কারণ। তাহলে দপ্তরের তরফ থেকে সেই রকম কোন ব্যবস্থা নেওয়া হলনা কেন? তিনি পর পর অনেকগুলি চিঠি দিয়েছেন, সেই চিঠির জবাব দপ্তর ঠিক মত দেয়নি এবং এই সকল সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করার একটা প্রচেষ্টা দপ্তর সব সময় চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং কি নীতিতে বিজ্ঞাপণ দেওয়া হয়, এই নীতিটা প্রকাশ করবেন কিনা? আমার কাছে তথ্য আছে একটা ক্রাইটেরিয়া তৈরী করা হয়েছে এটা ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়। সরকারের কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি আছে কিনা সেটা স্পষ্ট করে বলবেন কিনা?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগে বলেছি যে আমাদের এখানে বিজ্ঞাপণের বিল প্রদানে মাঝে মাঝে দেরী হয়। দপ্তরে সিংগল উইণ্ডোর প্রথা চালু হলেও সেই বিজ্ঞাপণের জন্য যে বরাদ্দ অর্থ সরাসরি আই সি টি-তে বৎসরের শুরুতে আসেনা। তারা যেমন এল ও সি পায় তেমনি কখনো কম কখনো বেশী হয়। অথচ দপ্তরের যে বিজ্ঞাপণের হার বা সেই টাকা অনেক বেশী হয়। সেই ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে একটু অসুবিধা হয়। কিন্তু এটা বৎসরের শেষে মোটামুটি দিয়ে দেওয়া হয়। পেমেন্ট যাতে টাইমলি হয় এটা যাতে রেগুলারাইজ করা যায় সেই চেষ্টা করছি। এই বৎসর থেকে যাতে শুরুতে ফার্স্ট এল ও সি-তে ফার্স্ট কোয়ার্টার

এই সব টাকা ডিপার্টমেন্টকে দেওয়া হয় তা হলে আগামী বৎসর থেকে এই সব অসুবিধা আর হবেনা।

যে কথাটা বলেছেন কোন নীতি নেই আমাদের সরকারই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে এই নীতি চালু করেছে। এখানে কাউকে বঞ্চিত করার কোন রকমের প্রশ্নই উঠে না, এবং এখানে কত কলামস্ এস্টিমেট আমরা দিচ্ছি, কত দিচ্ছি প্রতিটি পত্রিকা পাচ্ছে। হঁ্যা। এখন পত্রিকাগুলো স্বাভাবিক পত্রিকা, অর্থকরীর ব্যাপার এটা আরোও বেশী বিজ্ঞাপণ চাই। আরোও বেশী বিজ্ঞাপণ পেলে ভাল হয়, আরোও বেশী অর্থ যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু আমাদের সরকারের পক্ষে ঠিক সেই রকম ভাবে সমস্ত পত্রিকার চাহিদা মত সে রকম ভাবে তারা যত পরিমাণ বিজ্ঞাপণ চায় তা দেওয়া যায় না। কিন্তু আমরা প্রায় সমতা রক্ষা করে আমাদের যে এ, বি, সি গ্রেড করেছি সেই গ্রেড অনুযায়ী সব কটি পত্রিকাকে আমরা বিজ্ঞাপণ প্রদান করেছি। এবং বছরের শেষ দিন যদি মনে করা হয় কোন পত্রিকা কিছু কম পেয়েছে এটাকে কম্পিটেন্ট করার জন্য সেখানে উদ্যোগ দেওয়া হয়। এবং এই ক্ষেত্রে আরো বলতে চাইছি বিজ্ঞাপণের হার এটা সেখানে বাড়ানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ডিসকাসের সময় বলবেন। এই সভা দুটো পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি স্বল্প কথায় উত্তর দেওয়ার জন্য।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, যে কথাটা আমি বলছিলাম, যে বিজ্ঞাপণ প্রদানের ব্যাপারে আমরা যে নীতি অনুসরণ করেছি, সেই ভিত্তিতেই বিজ্ঞাপণ ইস্যু করা হয়েছে এই নীতি কার্য্যকরী করতে গিয়ে সামান্য জটিলতা রয়েছে তো সহসাই মিটে থাকে, ইত্যাদি বিজ্ঞাপণ বিল ডিসপোজাল্ নেক্সট্ অর্থ বছর থেকে দেরি হবে না। তেমনি বিজ্ঞাপণের রেইট্ বাড়ানোর ব্যাপারে পত্রিকার মালিক বা তত্বাবধায়কদের সহিত শুধু চিঠিপত্রের মাধ্যমেই নয় ব্যক্তিগত ভাবেও আমাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, ডিসেম্বর মাসে একবার তিনি দেখা করেছিলেন যে দ্রুত বিল পেমেন্টের জন্য দপ্তরের ভেতরে যা করণের তা করছি। দ্বিতীয়তঃ যে কেটাগোরিরাইজেশান্ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সংবাদ পত্রের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় রকম সহযোগিতা না পাওয়ার ফলে সুবিধা হচ্ছে না। আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরুণ আমরা একটা নীতি চালু করেছি এটাকে আরও সংশোধন করা যায় কি না দেখব। যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতেই বিল প্রদান ইত্যার্দি চলছে। কোন ধরণের বৈষম্য হচ্ছে না সুনির্দ্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে বিজ্ঞাপণ প্রদান করা হচ্ছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি এত বিতর্কে যাবনা, ১ম প্রশ্ন।

মিঃ স্পীকার :— না, রবীন্দ্রবাবুর আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে কিনা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, কিভাবে হয়েছে এটা, বিজ্ঞাপণের কারণে বন্ধ নাও হতে পারে, তাহলে যেহেতু উল্লেখ করেছেন এটাই অন্যতম। মালিককে ডেকে নিয়ে ভাল ভাবে উদ্যোগ নিয়ে আবার পত্রিকাটাকে চালু করা যায় কি না এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, কোন্ পত্রিকা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ ভাবে চালু করার দায়িত্ব সরকার নিতে পারে এবং পত্রিকারও নিজস্ব একটা ভূমিকা আছে। আমি সরকারের তরফ থেকে বলছি সিঙ্গল উইণ্ডো চালু হলেই তার যে সুফল যেভাবে পাওয়ার কথা এটা বিগত সালে হয় আমরা নিতে পারেনি। তবে একটা সুবিধা হয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে না গিয়ে একটা জায়গায় পাওয়ার সুবিধা হয়েছে কিন্তু টাইমলি যে ডিসবার্সম্যান্ট্ এটা হয়নি নেক্সট্ ফিনান্সিয়াল ইয়ার থেকে এটা হবে। আর মালিকের সঙ্গে যে কথা বলার ব্যাপারটা আমার সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা হয়েছে। আজকের পরে এনিটাইম আমরা বসব কিভাবে পত্রিকাটিকে সাহায্য করা যায় দেখব। এবং পত্রিকাটি বের হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টি নিয়ে দেখব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান আমি বিতর্কে যাব না স্যার, বিজ্ঞাপণ নীতি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে এবং বিভিন্ন রকম মোভমেন্টও এই রাজ্যে হয়ে গেছে। এর আগেও অনেক পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো মাননীয় মন্ত্রীর কাছে ১১.২.২০০০ইং তারিখের এই ধরনের রিপ্লাই এ যে প্রোভিশানাল গ্রেড দেওয়া হয়েছে, আবার পরবর্তী সময়ে ২.৩.২০০১ ইং উত্তর দিয়েছেন যে এই ধরনের প্রোভিশনাল সিসটেম নেই। এখানে এক ধরনের আপনারই উত্তর আমার কাছে আছে। প্রোভিশনাল গ্রেড অনুযায়ী কোন পত্রিকাকে কোন কোন রেট দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপণ নীতিতে কোন প্রোভিশনাল গ্রেড-এর সংস্থান নেই এখানে বলেছে। আবার বলেছে, প্রোভিশনাল গ্রেড দেওয়া হয়েছে। আমার বক্তব্য হলো এমন কোন বিজ্ঞাপণ নীতি তো হওয়া উচিৎ না ১৯৯৭-৯৮ সালে এই 'জাগরণ' পত্রিকা ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপণ পেয়েছে, ১৬ হাজার কলাম সেন্টিমিটার আর তখন ছিল লেটার প্রিন্টস, ১৯৯৮-৯৯ ইং অবসেট যা হওয়ার ছিল তখন পেয়েছে ১২ হাজার কলামস স্যার। এটা তো কোন নীতি হতে পারে না। এখন বলবেন যে রেইট বাড়ছে ১৬ হাজার × ১৬ টাকা হলে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। আর পরবর্তী সময় আপনি রেইট বাড়িয়ে করেছেন কি, ১২ থাউজেণ্ড × ২০ পয়সা হয়, ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। তাহলে এমন কোন বিজ্ঞাপণ নীতি হওয়া উচিত না। এটা বন্ধ হওয়ার কারণ শুধু সংবাদ পত্রের মালিক না, সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত সাংবাদিক, সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত শ্রমিক এবং কর্মচারী করেছেন। তাছাড়া পাঠক-বর্গ ও রয়েছে। এখানে রিঅ্যাকশন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অনিল সরকারের, উনি নিজে

দিয়েছেন, অন্যান্যরা দিয়েছে, বিভিন্ন ভাষাবিদরা দিয়েছে। সুতরাং এখানে আরও কয়েকটা পত্রিকা বন্ধ হওয়ার পথে। যেমন 'দৈনিক গণদূত' এবং 'মানুষ' এমন অনেক পত্রিকা বন্ধ হওয়ার পথে। স্যার, এই ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত। আমি বিতর্কে যাই না। প্রথম বামফ্রন্টের আমলে বন্ধ হয়ে যায় 'দৈনিক জাগরণ' এবং 'নাগরিক' এইসব পত্রিকাগুলি। আরও বন্ধ হয়েছিল অনেক আগে স্যার, এই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের কেউ থাকার দরকার নেই। স্যার, মালিক পক্ষ ডেকে আমাদেরও ডাকতে পারে, এবং এটা দুই চার দিনের মধ্যে বসে একটা কিছু সেটেল করা যায় কিনা। এই ব্যাপারটা আপনার কাছে সঠিক কিনা বলুন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, এটা বলা হয়েছে যে আগে কলাম সেন্টিমিটারটা বিজ্ঞাপণ বেশী পেয়েছে, একটা পত্রিকার ক্ষেত্রে নয়, এটা এভারেজ সকল পত্রিকার ক্ষেত্রেই হয়েছে। এখানে আগে বিজ্ঞাপণের জন্য যে রকম ভাবে বিভিন্ন দপ্তর করত, এইগুলি স্বাভাবিক ভাবে ফিনানসিয়াল কস্টের জন্য অনেকে দেন না। কাজেই এটা শুধু একটা পত্রিকার ক্ষেত্রে হয়েছে তা না। প্রত্যেক পত্রিকার ক্ষেত্রে এভারেজ এই রকম হয়েছে। দপ্তরগুলি বেশী বিজ্ঞাপণ করত, এখন ঠিক সেই ভাবে করার জন্য তার টাকা নেই এটা জাগরণের ক্ষেত্রে না এটা এ টু জেড সবার ক্ষেত্রে হয়েছে। প্রশ্ন স্বাভাবিক দপ্তর তার এই অনুযায়ীই দেবে। আর একটা দিক হলো মাননীয় সদস্য বলেছেন পত্রিকার মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। আমরা সেই জন্যই তো ত্রিপুরা রাজ্যের পত্রিকা এবং তার সাথে যুক্ত সাংবাদিক, অসাংবাদিক কর্মচারী তাদের স্বার্থ কিভাবে দেখা যায়, আমরা সেই জন্যই একটা স্টাডি কমিটি করেছি। এটা একটা দিক, দূর্ভাগ্য যেমন জাগরণ আপাতত প্রকাশন বন্ধ হয়েছে। আবার সৌভাগ্য জাগরণ পত্রিকার এই ক্ষেত্রেতে তাঁর সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস আমাদের সব ক্ষেত্রেই সাহায্য করেছেন। তিনি আমাদের স্টাডি কমিটির সদস্য, এই হাউসের বেশ কয়েকজন মাননীয় সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে কেন হচ্ছে না। যারা স্টাডি কমিটির মেম্বার তারাই সেই রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না। গত ২৪.০২.২০০১ ইং তারিখে জাগরণ পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদক সবাই মিলে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। এবং এই ক্ষেত্রেতে আমরা কিভাবে ত্রিপুরার এই সংবাদপত্রের মান উন্নয়ন, সব দিক থেকে এবং তার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের কিছু করা যায়। এটা জমা পরেছে এর মধ্যে তো বিধানসভা শুরু হয়ে গেল। সরকার সিরিয়াসলি বলছে এবং আরো সিরিয়াস্ হয়ে আমরা বিষয়টা দেখব কিভাবে এবং সামগ্রিকভাবে এই অবস্থার উন্নতি করা যায় এবং জাগরণ পত্রিকার প্রকাশ্য মুদ্রণে এগিয়ে আসতে পারেন আমাদের তরফ থেকে সহযোগিতার কোন ঘাটতি থাকবে না।

মিঃ স্পীকার :— আর না প্লীজ বসুন অনেক হয়েছে।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি বলছি তো কালকে আর একজন সাংবাদিক আমি যখন অমরপুরে যাই আমার কাছে ফোন করেছেন। আমি বললাম আজকে তো আমি থাকছি না টু নাইট টু টুমরো মর্নিং আজকে বিকেল বেলাও করতে পারি। কাজেই আমার তরফ থেকে কোন আপত্তি নেই। আমি আজকেও কথা বলতে পারি আবার কালকেও বলতে পারি। কবে প্রকাশ হবে ছাট আই কেন নট সে বাট ডিসিশান অফ দ্যা হাউস।

মি: স্পীকার :— আর না প্লীজ বসুন। এখন তো রেফারেন্স পিরিয়ড এই প্রসঙ্গ আর দিচ্ছি না। এই প্রসঙ্গ আর তুলবেন না।

শ্রী জওহর সাহা : এই প্রসঙ্গ নিয়েই আমার কথা। এটার যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে আমার কিছু বলাই হয়নি।

মি: স্পীকার :— আলোচনা হয়েছে অনেক।

শ্রীজওহর সাহা :— আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। প্রথম কথা হল মাননীয় তথ্যমন্ত্রী বলেছেন একটা স্টাডি কমিটি করা হয়েছে। আমি যতটুকু জানি মাননীয় তথ্যমন্ত্রী এই কথা বলেছেন কি স্টাডি কমিটিতে পরিতোষ বাবুও ছিলেন এবং এই যে স্টাডি কমিটির রিপোর্ট যেটা জমা পড়েছে বলেছেন যে, স্টাডি কমিটির রিপোর্টের সাথে পরিতোষ বাবু একমত হতে পারেন নি। যার ফলে উনি স্বাক্ষর দেন নি এটা সঠিক কিনা। এর পরে স্যার, গভর্ণমেন্ট যে ইলিজিবিলিটি কমিটি যেটা করেছে কেটাগরীর জন্যে এই কেটাগরী কিংবা এ ওয়ান কেটাগরী তাদের জন্যে। এখানে একটা ক্লজ আছে। এটাতে এ-ওয়ান পত্রিকা হতে গেলে সেখানে অবসেটে পত্রিকাটা ছাপাতে হবে এবং সেটা ছয় পাতার হতে হবে। তার সারকুলারটা কমপক্ষে ১০ হাজার হতে হবে। এটা আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাচে জানতে চাই যে এই সমস্ত ক্লজগুলি পূরণ করার পরেও যে কোন পত্রিকাকে এ-ওয়ান থেকে এ তে কিংবা অন্য কেটাগরীতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা। আর একটা প্রশ্ন হল যে, পত্রিকাগুলোর সাথে জড়িত আছে এই রাজ্যের ওয়ার্কিং জার্নালিস্টদের জীবন জীবিকা। এর আগে অনিল বাবু ছিলেন তথ্যমন্ত্রী এই সমস্যাটাতো হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি এবং আমরা দেখেছি গত কয়েক বছরে বিশেষ করে ৯৮ইং থেকে পত্রিকাগুলোর কণ্ঠরোধ করার জন্য একটা চেষ্টা চলছে এবং সেখানে যে পলিসির কথা বলা হয়েছে তা তো পলিসি নয়। পত্রিকাগুলো মন্ত্রী মহোদয়ের, গুণ-কীর্তন কম করছে হয়তো এই কারণেই এক এক করে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আজকে 'জাগরণ' বন্ধ হয়ে গেছে, আগামী দিনে 'গণদূত' বন্ধ হয়ে যাবে, অবজারবার বন্ধ হয়ে যাবে তারপরে বোধ হয় 'দৈনিক সংবাদ' এইগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে আনা হচ্ছে। এই রকম একটা পরিবেশ যে, যাতে পত্রিকাগুলো বন্ধ হয়ে যাক। স্যার, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সঠিক তথ্য দেবেন কিনা এবং মাননীয়,

মুখ্যমন্ত্রী যে সামগ্রিক পরিস্থিতি এটাকে ওভারকাম করা যায় তার জন্য উনি উদ্যোগী হয়ে এটা দেখবেন কি ? এটা মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতার মনের কথার উত্তর আমার জানা নেই। স্টাডি কমিটি গত ২৪ তারিখে পরিতোষ বাবু সহ আমার অফিসে এসে আরো অন্যান্য মেম্বার সহ রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। সবই আমরা নিয়েছি এবং কোন কোন পত্রিকাতে ছেপেছেও। আমি বললাম দিজ রিপোর্ট হেজ বিন্ সাব্‌মিটেড্ বাই দি কমিটি অন্ ২৪র্থ এট্ ৫.০০ পি. এম. ইন মাই চেম্বার।

সেখানে উনি স্বয়ং ছিলেন। এবং তিনি আগাগোড়াই বলেছেন যে এত দেরী হয়ে গেল। আমি বললাম দেখুন আমি ঠিকই বলেছি। আবার একটা শেসান আসছে। বিগত শেসানে বলেছি এটা ঠিক হয়নি। তবুও দেখুন। এটা বলে কি হবে। আমার কমিউনিটির লোক যারা তাদের কাছে আমি সহযোগিতা পাইনি। তবু আমরা দেখছি। কাজেই এই কথাটা বলে তিনি সই দেন নি এখানে তো কারোর সই নেই। এই রকমতো থাকার কথা নয়।

শ্রীজওহর সাহা :— কমিটি ঠিক হয়েছে কিনা ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— কমিটি একমত হয়নি এটা ঠিক এবং উনি কথা বলেছেন যে সমস্ত পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবে সরকার সব দায়িত্ব গ্রহন করতে পারেনা। আমরা তো রেফারেন্স নিয়ে আসলাম। কাজেই সেই জায়গায় সরকার তরফ থেকে একটা দায়িত্ব আছে। আমরা একটা নীতি তৈরী করছি। ন্যাশনেলী যদি সমস্ত পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বা বেনিফিটেড্ হয় তবে দ্যাট উই আর ট্রায়িং লাষ্ট লেভেল। কোথা থেকে শুরু করব নিশ্চয় নাম বলেনি। নিশ্চয় বলে থাকতে পারেন। এখানে কোন পত্রিকা কতবার চলবে। নিশ্চয় বলে থাকতে পারেন। সেই পত্রিকার নাম 'গণদূত'। এখানে হয়নি। এড্‌ভারটাইজ এর মাধ্যমে জনগণের চাহিদা অনুসারে গভর্ণমেণ্ট করছে। আমরা নিজেরাই বিভিন্ন ভাবে সারভে করছি। আমাদের রিগার্ডস ফোরাম আছে। ইনফরমেশন সেণ্টার আছে। সেই জায়গাগুলি থেকে রিপোর্ট চাইছি। কাটাখালের ওই পারে এবং জওহর ব্রিজের ওই পারে এই পত্রিকা এখানে অস্তিত্ব পাওয়া যায়না। ৭০ হাজার পত্রিকা ছাপেন।

শ্রীজওহর সাহা :— কিছু কিছু পত্রিকার ব্যাপারে বৈষম্য করা হয়েছে। পত্রিকা মারার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগরতলা শহরে থাকলে তো হবেনা, সারা রাজ্যে তো আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এখানে প্রস্তাব নিয়েছে। জাগরণের মালিকদের সাথে সেটা পুর্ণজীবন করা যাবে কিনা। উনি এটা এগ্রি করছেন।

CALLING ATTENTION

মি স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ও শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়দের কাছ থেকে এটি উল্লিখিত বিষয়ের উপর একটি নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্যরা উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে, "গত ৬ই মার্চ, ২০০১ইং স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রশাসনিক উৎকর্ষতার আর এক নিদর্শন। অবসরের পরও জি.বি.তে বিভাগীয় প্রধানের অবৈধ চেয়ার দখলের বিষয় সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে সময় চাইতে পারেন। আজ কখন অথবা পরে কবে উনি বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ১৬ই মার্চ, ২০০১ইং তারিখে এর উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৬ই মার্চ, ২০০১ইং তারিখে এর উপর বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার:— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত এবং শ্রীবাসুদেব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে পুনরায় সুদের হার কমিয়ে দেওয়া সম্পর্কে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত ও শ্রীবাসুদেব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি হচ্ছে, স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে পুনরায় সুদের হার কমিয়ে দেওয়ার উপরে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আজকের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি রাজ্য এবং রাজ্যবাসীর স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী যশবন্ত সিন্‌হা ২০০১-২০০২ সালের বাজেট পেশ করতে গিয়ে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলোতে ১ থেকে দেড় শতাংশ সুদ কমিয়ে দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণা আর্থিক উদারীকরণ, বিশ্বায়ন বা বাজার অর্থনীতির পক্ষে যতই সহায়ক হোক না কেন, রাজ্য এবং রাজ্যবাসীর, বিশেষ করে সমাজের খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের স্বার্থের প্রতিকূলে এবং সরাসরি আঘাত। অতীতে এ রকম ঘটনা আকছার ঘটেছে, তবে এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার গরীব মানুষ এবং গরীব রাজ্যগুলোর নিজস্ব সহায় সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সংসদের ভেতরে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানালেন। স্বল্প সঞ্চয়ে বিগত তিন দফায় যে ভাবে সুদের হার কমানো হয়েছে আমি তার একটি চিত্র তুলে ধরছি। স্যার, এখানে ১১টি আইটেম আছে। আমি সবগুলি বলছি না। ২/৩ টি বলছি।

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে। সবাইতো বিষয়টি জানে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, পোষ্ট অফিস, সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টস ১.১.৯৯ তারিখের আগে সুদের হার ছিল ৫ শতাংশ। ১.১.৯৯ থেকে হ্রাসকৃত সুদের হার, ৪.৫ শতাংশ। আর ১৫.১.২০০০ থেকে পুনরায় হ্রাসকৃত সুদের হার ৪'৫ শতাশ। এক বছর মেয়াদী পোষ্ট অফিস্ টাইম ডিপোজিট স্কীম-১.১.৯৯ তারিখের আগে সুদের হার ছিল ১০.৫ শতাংশ। ১.১.৯৯ থেকে হ্রাসকৃত সুদের হার-১০ শতাংশ এবং ১৫.১.২০০০ থেকে তা হয়েছে ৯ শতাংশ। স্যার, এই রকম ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে ১১টি আইটেমে কমিয়েছে এখন আবার বাজেটে এক থেকে দেড় শতাংশ সুদ কমান হল। তার বিশদ হিসেব (স্কীম ওয়াইজ) আমাদের কাছে এখনও আসে নি। তবুও স্বল্প সঞ্চয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত ক্রমাগত চিত্র বলা যায়। কাজেই এই কথা বলা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণায় পুঁজিপতি বণিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার সহায় হবে। বাজেটে অর্থমন্ত্রীর ঘোষণার সাথে সাথে পোষ্ট অফিস টাকা জমা নেওয়া ৭ (সাত) দিনের জন্য বন্ধ রাখে। সাত দিন পর থেকে পুরানোগুলি চালু করছে। নতুন কোন কেস্ করছে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভৌগোলিক প্রতিকূলতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, শিল্প বাণিজ্যের পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদির অপ্রতুলতা এবং সর্বোপরি ক্রমাগত কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ফলে গরীব মানুষ আরো গরীবি রেখার নিচে চলে যাবে। নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের পরিধি এরাজ্যে খুবই সীমিত। মানুষের ঘাড়ে করের বোঝা চাপিয়ে সম্পদ সংগ্রহের নীতিতে রাজ্য সরকার বিশ্বাসী নয়। অথচ কেন্দ্রীয় সহায়তার পরিমানও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। রাজ্য সরকারকে অগ্রাধিকার মূলক ক্ষেত্রগুলোতে আবশ্যিক ভাবেই অর্থ যোগাতে হচ্ছে। গ্রহণ করতে হচ্ছে, নতুন নতুন প্রকল্প। ২০১০ সালের মধ্যে রাজ্যকে খাদ্যোৎপাদনের স্বয়ম্ভর করা, সেচ, পানীয় জল, গ্রামোন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা স্বাস্থ্য এসব ক্ষেত্রের বর্দ্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য রাজ্যকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে স্বল্প সঞ্চয়, পরিকল্পনা রূপায়নের ক্ষেত্রে যে আর্থিক ঘাটতি থাকে, তা পূরণে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। দিনকে দিন ব্যাপক প্রচার এবং প্রচেষ্টার ফলে স্বল্প সঞ্চয় মানচিত্রে ত্রিপুরার স্থানও ক্রমশ: মজবুত হচ্ছে। ১৯৮৭-৮৮ সালে লক্ষ্যমাত্রা ৭ কোটি টাকার স্থলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল, ৯ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ১৯৯৭-৯৮ লক্ষ্যমাত্রা ৪৭ কোটি টাকার স্থলে অর্জিত হয়েছিল ৭১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালে দফায় দফায় সুদের হার কমানোর ফলে লক্ষ্যমাত্রা ৯০ কোটির স্থলে নীট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৭৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। এই আক্রমণের মুখে মরীয়া প্রচেষ্টা চালানোর ফলে ১৯৯৯-২০০০ সালে লক্ষ্যমাত্রা ৯৫ কোটির স্থলে সর্বকালীন রেকর্ড সংগ্রহ হয় ১১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২০০০-২০০১ সালে আমরা ১২০ কোটির লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে নিয়ে কাজ শুরু করি। জানুয়ারী, ২০০১ এর মধ্যে আমাদের নীট সংগ্রহের পরিমাণ ১১৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। প্রসঙ্গত: এখানে উল্লেখ্য

যে, এই স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের উপর রাজ্যের প্রায় ১৫ হাজার লোকের উপর ভাগ্য নির্ভরশীল। অনেকে এর মাধ্যমে মাসে প্রায় ১৫/২০ হাজার টাকা রোজগার করছেন। আজকে এই স্বল্প সঞ্চয়ের সুদের হার হ্রাসের ফলে এই সমস্ত এজেন্টদের জীবন ও জীবিকা ব্যহত হবে। আমি এই স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প সমূহকে নিরুৎসাহিত করার ক্রমাগত কেন্দ্রীয় প্রবণতা সম্পর্কে নিজের এবং রাজ্য সরকারের উদ্বেগের কথা জানিয়ে ত্রিপুরার জনগণের প্রতি আহ্বান রাখছি আপনারা ভুইফোড় নন ব্যাংকিং ফিনানসিয়াল ইনষ্টিটিউশানগুলোর প্রলোভনে পা না দিয়ে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প সমূহের উপরই আস্থা রাখুন এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহ রূপায়নের সক্রিয় সহযোগী হোন।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা ইতিমধ্যে বিধানসভার আলোচনায় জেনেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতিসহ বিভিন্ন নীতি সমূহ কিভাবে শিল্প বাণিজ্য থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে তারা বিপন্ন করছে গতকালও তারা প্রতিরক্ষা চুক্তি কেলেংকারী সম্পর্কে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন যা বফোর্সকেও হার মানায়। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশ বিরোধী চেহারা তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। আজকে আমাদের দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। এটা প্রাসঙ্গিক এই জন্য যে, আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের জন বিরোধী নীতির ফলে স্বল্প সঞ্চয়ের উপর আঘাত এসেছে। আজকে সারা দেশ কিভাবে আক্রান্ত হয়েছে এই স্বল্প সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে পঞ্চায়েতগুলিও গ্রামের গরীব মানুষগুলিকে স্বল্প সঞ্চয়ের প্রতি মোটিভেইট করেছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের ফলে স্বল্প সঞ্চয়ের লক্ষ্য মাত্রা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই এর লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ছড়িয়ে গেছে। এই স্বল্প সঞ্চয় শুধুমাত্র রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদকেই শক্তিশালী করছে না, রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। আজকে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বঞ্চনার কারণে আমাদের রাজ্যে শিল্প কারখানা গড়ে উঠে নি। এই ক্ষুদ্র সঞ্চার প্রকল্পকে ভিত্তি করে আমাদের রাজ্যের অনেক বেকার যুবক যুবতী তাদের বাঁচার ক্ষেত্র তৈরী করেছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে পুনরায় সুদের হার কমিয়ে দেবার ফলে একদিকে আমাদের রাজ্যের গরীব জনগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, অপরদিকে বেকার যুবক যুবতীরাও যারা এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন তারাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটাতো কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। যার মাধ্যমে পোষ্ট অফিসে এই স্কীমে টাকা জমা পড়ে তা থেকে শতকরা ৮ টাকা রাজ্য সরকারের কাছে ঋণ হিসাবে আসে। আজকে এই সুদের হার বাড়ানোর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এই স্কীমটা আক্রান্ত এবং মানুষ যারা এ স্কীমে অংশগ্রহণ করছেন তারাও ক্ষতিগ্রস্থ হবেন এবং টাকা সংগ্রহও কমে যাবে। আমাদের রাজ্যে শ্রমিক, ক্ষেতমজুর সবাই এই স্কীমে অংশগ্রহণ করেন। আর বাড়ী বাড়ী গিয়ে যে সমস্ত

এজেন্টরা এই স্বল্প সঞ্চয়ের টাকা সংগ্রহ করতেন আজকে তাদের জীবিকার উপরেও একটা আঘাত আসবে। আমাদের রাজ্যের স্বার্থও দারুণ ভাবে বিঘ্নিত হবে।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে একটা প্রশ্ন করতে চাই—এই যে সুদের হার কমলো তাতে কাদের স্বার্থ রক্ষিত হবে ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মানুষ যদি ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে না আসে তাহলে নন্ ব্যাংকিং ফিনান্স করপোরেশন যেগুলি আছে, সেগুলি আজ আছে, কাল নেই এগুলির কাছেই মানুষ যাবে এবং এক সময় এই চিট ফাণ্ডগুলি বাজার থেকে উধাও হয়ে যাবে। মানুষের কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়ে যাবে। ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প গরীব মানুষের জন্য একটা নিশ্চিত প্রকল্প। এখানে টাকা রাখলে কোন অসুবিধা নেই। কারণ সরকার নিজে এটার সাথে যুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার এটার সাথে যুক্ত এটার একটা গ্যারান্টি আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী এ সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন এগুলি ঠিক কিনা এবং এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আগে তো উনারা পার্লামেন্টে এই সব কথা বলতেন না। এখন নয়া অর্থনীতির পর ওদের সাহস এত বেড়ে গেছে যে, পার্লামেন্টে এসে এ সব কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার কমিয়ে দেবার ফলে গরীব মানুষের স্বার্থ যেমন বিঘ্নিত হয়েছে, অপর দিকে রাজ্য সরকারগুলির এখান থেকে টাকা সংগ্রহ করার যে সুযোগ তাদের সামনে ছিল তার উপর সরাসরি আঘাত করলেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :--- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে ক্ষুদ্র স্বল্প সঞ্চয় এবং প্রফিডেন্ট ফাণ্ড এই-দুটোর উপরে শোধ কমানো হয়েছে এই ব্যাপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কতগুলি কারণ তুলে ধরেছেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে উনি বলেছেন ব্যবসার ক্ষেত্রে সঞ্চিত অর্থ যেহেতু এইগুলির বিনিয়োগ হচ্ছে না, আমি টোটাল অর্থের কথা বলছি না। কাজেই আইডেল টাকা জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে এটাকে উনি বলছেন যে পরোক্ষ ভাবে আমরা ভর্তুকি দিচ্ছি, এই কারণেই সুদের হার কম হয়েছে। এটা আমার বক্তব্য বলে বলছি না। এই সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি সরাসরি বলছি, স্মল সেভিংস-এর টাকা বা প্রফিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা এইগুলি কোন দিন আইডেল পড়ে থাকে না। রাজ্য সরকারের সবটাই স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে তো আসেই কিন্তু, ১০০ টাকার মধ্যে আমাদের ৮০ টাকা দেয়। রাজ্য সরকার আমরা ১০০ পারসেন্ট চাই লোন হিসাবে কিন্তু আমাদের সেখানে ১০০ টাকার মধ্যে মাত্র ৮০ টাকা দেয়। সুতরাং আইডেল থাকার যে কথা বলেছেন এটা মোটেই ঠিক নয়। এই স্কীমগুলির সুযোগ নিয়ে টাকা সংগ্রহ

করছেন আসলে তাদের যে আর্থিক নীতি মালটিনেশন্যাল কর্পোরেশন যারা আছেন বা এখানকার পুঁজিপতি যারা আছেন এই জন্য রাজ্য সরকার এই স্কীমগুলি তারা কোন অবস্থাতেই পছন্দ করছেন না এবং রাজ্যগুলির হাতে যত ক্ষমতা আছে সব কেড়ে নাও। আর্থিক দিক থেকে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নূন্যতম ঋণের টাকা নেওয়া হবে, সুদের টাকা নেওয়া হবে এবং তাদের নূন্যতম যে সুযোগ সেটা এখন কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, রাজ্য সরকারগুলিকে পঙ্গু করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। এই টাকা ব্যবসায়ী বা অন্যান্য পুঁজিপতিদের পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এটা কোন দিন ঠিক নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী যেটা বলেছেন এটা সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা এবং দেশের মানুষকে তাঁরা বিভ্রান্ত করছেন।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার কমে যাওয়ার ফলে আমাদের রাজ্যে যে পরিমাণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল তাতে কত শতাংশ কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— কত শতাংশ কমে যাবে এটা এখন বলা কঠিন। কিন্তু আমরা সমস্ত রকম চেষ্টা করছি যাতে টাকা আরও বেশী সংগ্রহ করা যায়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— কারণ এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের পলিসির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু We can express our anguish for the decession of the Central Govt. and it should be communicated to Union Government.

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ বাবু যেটা বলেছেন এটা অত্যন্ত সঙ্গত। বিধানসভা থেকে আমাদের ক্ষোভের কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে নেওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকার হয়েছিলেন। এখন আমি ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— ' কাঞ্চনপুরে রিয়াং শরণার্থীদের নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯৭ইং সনের অক্টোবর মাস থেকে রিয়াং শরণার্থীরা ত্রিপুরা রাজ্যের কাঞ্চনপুর মহকুমাস্থিত ৬ (ছয়টি) শরণার্থী শিবিরে আছেন, বর্তমানে তাদের সংখ্যা ৩১,৮১১ জন (পুরুষ ১৬,৭০৮ জন এবং মহিলা ১৫,১০৩ জন), রিয়াং শরণার্থীরা এ রাজ্যে আশ্রয় নেবার পর থেকে কেন্দ্র, রাজ্য ও মিজোরাম সরকারের সাথে তাদের নিজ ভূমি মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের জন্য বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সঠিক

সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় নাই। মিজোরাম সরকার রিয়াং শরণার্থীদের পরিচয়পত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তোলায় ত্রিপুরা সরকার রিয়াং শরণার্থীদের সবিস্তৃত পরিসংখ্যান মিজোরাম সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের পৌরহিত্যে আগামী ১৫-৩-২০০১ইং নতুন দিল্লীতে ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচিব, মিজোরাম সরকারের মুখ্য সচিব ও অন্যান্য উচ্চ পর্য্যায়ের অফিসারদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং (কাঞ্চনপুর) :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে কাঞ্চনপুর মহকুমায় মিজোরাম থেকে আগত শরণার্থীরা ৯৭ সন থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ নানারকম যন্ত্রণার মধ্যে বাস করছেন। এক জায়গায় অনেক লোক হলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেখানেও সেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেটা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মিজোরাম সরকার এ ব্যাপারে সঠিক ভাবে সাড়া দিচ্ছেনা। কিন্তু এভাবে দীর্ঘদিন ধরে আছে, আর কতদিন থাকবে ? এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে, তাদেরকে নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আরও উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিষয়টি সম্পর্কে এখানে মাননীয় সদস্য মহোদয় জানতে চেয়েছে এটা-ত আসলে আমাদের রাজ্য সরকারের হাতে সবটা নয়। আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে এনেছি। আমি যেটা বলব, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন আলোচনা থেকে বোঝা গেছে কেন্দ্রীয় সরকারও এই প্রশ্নে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং তারা বিশ্বাস করেন এই রাজ্যে মিজোরাম থেকে আসা এবং তাদের ওখানে ফিরে যাওয়ার দরকার। এই মর্মে তারা মিজোরাম সরকারকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মিজোরাম সরকার থেকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। সর্বশেষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আহ্বানে যে মিটিং হয়েছিল, তাতে আমি ছিলাম। খুব সম্ভবত: আগষ্ট মাসে। এই সভাতে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী থাকার কথা ছিল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী কি কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তা আমার জানা নেই। কিন্তু মিজোরামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমরা যে হিসাবটা দিয়েছি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন, প্রথমে বললেন তাদের এখান থেকে কেউ আসেনি। এই মিটিং-এ তারা বলে ফেললেন যে, না আমাদের ধারণা এখানে ১৬ থেকে ১৭ হাজার আছে। ইমিডিয়েটলি হ্যাট ওয়াজ কট বাই হোম মিনিস্টার হিমসেলফ্ বলে দেয়, যদি তাই হয়, তাহলে তোমরা ১৬ হাজারকে আগে নিয়ে যাও, তোমরা যখন ১৬ হাজারকে আক্সেপ্ট করছ। আমি বললাম, অলরাইট, আমাদের তো কোন আপত্তি নাই তারাই যাকনা, বাকীটা পরে দেখা যাবে। হোম মিনিস্টার সেখানে 'টেইক দেম' বলেছিলেন উইদিন ৩১শে, অক্টোবর। মিটিংটা হয়েছিল আগষ্ট মাসে। অক্টোবরের ৩০ তারিখের মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে হবে। হোম মিনিস্টার পরিষ্কার

ভাবে বলেছেন এবং অফিসাররা পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে, তোমরা যাই বলনা কেন, এরা তো সবাই ত্রিপুরার লোক নয়, হতে পারে না। ওখানে যেহেতু সাহায্য সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু যেতে পারে না একথা হলফ করে বলা কঠিন। কিন্তু তার জন্য এটাও বলা যাবেনা। হোম ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে তোমরা যেটা বলছ, এটা ঠিক না। মিজোরামের হোম মিনিস্টার সেখানে একটা প্রশ্ন তুললেন যে রিয়াংদের মধ্যে আবার একটা নতুন করে সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ তৈরী হচ্ছে, বি, এন, এল, এফ। সম্ভবত এন, এল, এফ, টি-র সাথে তাদের যোগাযোগ থাকতেও পারে। এই বি, এন, এল, এফ বাহিনী মিজোরামের মধ্যে শান্তি বিঘ্নিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা নিচ্ছে অভিযোগের ভিত্তিতে এই মিটিং-এর মধ্যে শর্ত হিসাবে আরোপ করা হল বি, এন, এল, এফ যতক্ষণ না পর্যান্ত সারানডার করছে ততক্ষণ পর্যান্ত শরণার্থীদের আমরা ফিরিয়ে নেবনা। হোম মিনিস্টার সেখানে একটা পজিটিভলি রেসপণ্ড করলেন। দেখ, ওটার সঙ্গে এটা মিলানো ঠিক না। অ্যানি হাউ আমরা এই বিষয়টা সম্পর্কে আলোচনা করে হোম ডিপার্টমেন্ট টেইক-আপ করন। কিন্তু শরণার্থীদের তোমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। মিজোরামের হোম মিনিস্টার সেই জায়গায় স্ট্রংগ্লি কিছু বলতে পারলেন না।

আমি আবার হোম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করে বল্লাম যে, আপনিতো বলেছেন যে, অক্টোবর মাসের মধ্যে তারা ফিরে যাবে, কিন্তু আমার তাতে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। অ্যাণ্ড দ্যাট্ ইজ্ একচুয়েলী ফ্যাক্ট-অক্টোবর মাসের মধ্যে হয়নি। তারপর আমি আবার চিঠি লিখলাম। এবং এখানে শরণার্থী যারা আছেন তাদের মধ্যে ইয়ংস্টারস্দের একটা টীম আমার সাথে দেখা করে আমার হাতে তাদের দাবী দাওয়া সম্বলিত একটি কাগজ দিলেন। আমি সেটা যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হোম ডিপার্টমেণ্টে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং তাদের অনুরোধ করে লিখেছি যে, প্লীজ, টেক্ আপ্ দ্যা ম্যাটার সিরিয়াস্লি। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে আমার সঙ্গে যা আলাপ আলোচনা হয়েছে তাতে দেখা গেছে তাদের তরফে চেষ্টার কোন ঘাটতি নেই। এবং আমি যে চিঠি দিয়েছিলাম সেই চিঠির রেস্পনস্ করে তারা এই মিটিং ডেকেছে। আমি জানি না, এরপর মিজোরাম তারা আবার কি ভূমিকা নেবে। এখানে যারা আছেন শরণার্থী হয়ে তাদের নিশ্চয় খুব অসুবিধা হচ্ছে। বিরাট একটা সংখ্যা সেখানে দেখানো হয়েছিল। তারপর আমরা বল্লাম যে আইডেনটিটি কার্ড আমরা সেখানে চালু করব। এই নিয়ে তারা আপত্তি তোল্লেন যে-না, না, এটা করবেন না। এই নিয়ে সেখানে আমাদের এডমিনিস্ট্রেটিভ্ অফিসারের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে লেখালেখি হলো-যেগুলির ক্রসচেক্ আমরা করলাম। এবং এখানে যে হিসাবটা দেওয়া হয়েছে সেটা এই আইডেনটিটি কার্ডের ভিত্তিতেই দেওয়া হয়েছে। এখন আমাদের এখানে অনেক কাজ করতে হচ্ছে। হস্পিট্যাল না থাকলেও নিয়মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র রাখতে হচ্ছে। তারপর প্রতিনিয়তঃ আমাদের অফিসারদের সেখানে নিয়োগ করতে হচ্ছে। এই ক্যাম্পগুলি রান করার জন্য আমাদের স্টাফ দিতে হচ্ছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার

সাহায্য করছেন। কিন্তু আপটিমেট্'স এই এলাকার অর্থনীতির উপর বিরাট একটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং এখানকার এথ্‌নিক প্রোব্‌লেমস্‌ ডেভেলাপ করছে। এর আগে যে নন্‌ ট্রাইবেল মিস,ক্রিয়েন্টস্‌ গাড়ীতে বোমা ফেল্‌লো-তাতে কয়জন মারা গেলো গাড়ীর চালক এবং আরেকজন। সেই বড়হলদি এলাকায় আমি গেলাম-সেই ঘটনা একটা দুঃখজনক ঘটনা। সেই জায়গায় যাওয়ার পর সেখানে প্রশাসনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখা গেলো যে, ইট ইজ্‌ রিয়েলী এ প্রোবলেম্‌। ফলে আমি মাননীয় সদস্য যে প্রসঙ্গ তুলেছেন সেই প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে এই হাউসের পক্ষ থেকে আবারও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব-যদিও আমরা জানি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টার কোন ঘাটতি নেই এবং বিশেষ করে মিজোরাম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, আপনারা এই বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করুন। এবং তারা যে দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন এখন শুনলাম যে এটাও নাকি তারা মোডিফাই করছে। তারা যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চেয়েছিল তার থেকে সরে এসেছেন। তারা বলছেন যে, এখন তারা আর এই দাবীতে স্টিক্‌ করছে না- দ্যাট ডিমাণ্ড ইজ্‌ দেয়ার, বাট দে আর নট স্টিকেন টু ইট। তারা বলছেন-এখন আমাদের রিয়াং পরিবারগুলি যে এলাকায় বসবাস করছে সেখানে ডেভেলাপমেণ্টের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ করে দেওয়া হোক্‌। দিস্‌ ইজ্‌ রিয়েলী ভেরী লেজিটিমেট্‌। এবং এরা সত্যি পেছনে পরা ট্রাইব্‌স্‌। কেন, এটা করতে আপত্তি আছে। একটা ট্রাইবেল স্টেট-৯৯ পার্‌সেণ্ট ট্রাইবেল পপুলেশন-কেন এখানে তারা এটা করছেন না- বুঝতে পারছিনা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়ণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিধানসভা যখন গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বসে, তখন ২৪ এবং ২৫, ফেব্রুয়ারী আমি এই রিয়াং শরণার্থীদের শিবির পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা-যে, রিয়াং শরণার্থীরা খুব অমানবিক এবং করুণ অবস্থার মধ্যে আছে। প্রথম যা কিছু দেখলাম এর চেয়ে আরো বেশী করুণ অবস্থায় আছে। যে ঘরগুলি তাদের করে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ভেঙ্গে পড়েছে। এর মধ্যে যাদের সামর্থ আছে তারা নিজেরা সেগুলি আবার মেরামতি করছে। আর অনেকে পারেনা-কারণ তাদের ডেইলী লেবারী করে পেটের যোগাড় করতে হয়। তারপর স্যার, তাদের যে রেশন দেওয়া হয় তার পরিমাণও খুব কম এবং তাও সঠিকভাবে যোগান দিচ্ছেনা। সে কারণে তাদের বাইরে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। যারফলে এলাকার উপর একটা বিরাট চাপ পড়ছে।

তারপর আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি পানীয় জলের সাংঘাতিক সংকট, পানীয় জল একদম নাই। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য যেহেতু রয়েছে-সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে কি না? এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। আমি যখন গেলাম, তখন পেটের রোগে দুইজন শিশু মারা গিয়েছে। এবং এখন ড্রাই সিজনে হয়তো আরো বেশী মারা যেতে পারে যদি, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়া হয়। তারপর আরেকটা হলো-শিক্ষা। প্রচুর বাচ্চা ছেলে-মেয়ে শিশু এখানে

আছে। তারা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেনা, তারা অন্ধকারে চলে যাচ্ছে। শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে নাই। এর আগে যখন ৭০ হাজার চাকমা শরণার্থী তের বছর ধরে এখানে ছিল তাদেরকে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। কলেজে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। এবং তারা যারা এ টিচিং করবেন তাদেরকে অনারিয়াম দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখন তাদের বেলায় সেই সুযোগ দেওয়া হবে না কেন? যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করছেন। কাজেই এই ব্যাপারে তাদেরকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না? এবং মিজোরাম গভর্ণমেন্ট তো তাদের নিচ্ছেনা, তো জোর করে তাদের পাঠানোর জন্য সে রকম কন্ভিন্স করা হচ্ছে কি না? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? আর তাদের সংখ্যা নিয়ে যে বিতর্ক আছে-এস, ডি, ও, সাহেব বলেছেন এত নয়। সে সংখ্যা হবে-৩১, ৮১১ জন। এর মধ্যে কয়েক হাজার আছে যারা আত্মীয় স্বজনের কাছে রয়ে গেছে। তাদের কার্ড নেবার জন্য বার বার দাবী করেছে-প্রায় ৩০০০ এর মত বাইরে আছে। তাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা সেখানে করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য ঘরের যে সমস্যার কথাটা বলেছেন-সেটাতো কেন্দ্রীয় সরকারই দেখছেন। তারাই সেটা ঠিক করে। তারা আমাদের টাকা দেয় এবং আমরা তাদের কাছে ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট দেই। কিছু কিছু অসুবিধা ঠিকই হচ্ছে। যেমন, এবার শীত শেষ হওয়ার পর কম্বল পাঠানো হয়েছে। আমরা সেটা দিচ্ছি মাত্র। সেখানে পানীয় জলের ৫০টার মত ব্যবস্থা করতে পেরেছি। স্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তার, নার্স, ঔষধপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা আমাদের করতে হচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন যে, সেখানে একটি সাব-ডিভিশন কমিটি রয়েছে, যার ইনফ্রাস্ট্রাক্চার পর্যাপ্ত নয়। এরপর সেখানে এসেছে শরণার্থী সমস্যা। ফলে, এরই পাশাপাশি আইন-শৃংখলার বিষয়টাও চলে আসছে। এই রকম পরিস্থিতিতে তাদেরকে ফিরে যেতেই হবে। কাঞ্চনপুর শরণার্থী শিবিরটি পরিদর্শন করে এসে সেখান থেকে তুলে আনা একটি ভি. ডি. ও. ফিল্ম কেন্দ্রীয় সরকারের হোম মিনিস্টারের কাছে তুলে দিয়ে বলেছিলাম, এই ব্যাপারে আমি কিছু বলার আগে আপনি ফিল্মটাকে ভাল করে দেখুন। তখনও কার্ডের কথা কিছুই বললাম না। বললাম, আগে আপনি ঘরগুলি মার্ক করুন, পরিচয়পত্র দেওয়ার চেষ্টা করুন। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, সেটা অস্বীকার করবে কি করে? দুই বছর আগে তৈরী করা পলিথিনের ঘর এখন আর সেটা ঠিক থাকতে পারে না। যা যা বলেছেন সেগুলি আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলে এসেছি। তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চাইছেন। মিজোরামে আগে যিনি কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা-বার্তা হয়েছে আমার সামনেই। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যগুলি ঠিক না বলে হোম মিনিস্টার জানিয়ে দেন। মিটিং-এ উনাকে থাকতে বলা সত্বেও উনি ছিলেন না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— ঠিক আছে, আপনি চেষ্টা করেছেন সেটাতো ভাল কথা। যেহেতু সমস্যাটা মিজোরামে শরণার্থী পাঠানো নিয়ে, কাজেই এই ব্যাপারে মিজোরাম রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই বিধানসভা থেকে একটি সর্বদলীয় টিম সেখানে যেতে পারে। এটা আমার একটা প্রস্তাব।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—আপনি যাদের সঙ্গে কথা বলতে চান তাঁরা আপনার কথা শুনতে আদৌ রাজী আছে কিনা ? বিধানসভা থেকে একটি টিম যাবে, আর তারা এই টিমের সঙ্গে কথা বলবে না—এটাতো আমাদের সবারই লজ্জা হবে। এই বিধানসভাকে অবমাননা হয়ে যাবে। এটা কি ঠিক হবে ? যেখানে সমস্যাটার নিস্পত্তির ব্যাপারে হোম মিনিষ্টার মিটিং ডাকছেন সেখানে তারা কোন রেসপন্সই দিচ্ছে না সেখানে এটা ভাবা যায় কিনা ? হিউম্যান রাইট কমিশন বলছে, তারা তাদের কথাও শুনতে চাইছে না। ওরা এখন বলছে ওদের ওখানকার উগ্রপন্থী সারেণ্ডার করার ব্যাপারে কি যেন একটি বিষয়ে। কাজেই, এই ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব সবটা বিষয় আবার চিন্তা করে দেখুন। আমাদের কমিটি সেখানে গেলে তারপর ওরা বলবে, আপনাদের কথা আমাদের শুনতে হবে নাকি ? সেখান থেকে কিছু শরণার্থী নেতৃবৃন্দ রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপাল এবং আমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলে গিয়েছেন। ওরা যদি এই ধরনের কিছু একটা ব্যবস্থা করে করতেই পারে। আমরাও চাই ওরা ওদের রাজ্যে ফিরে চলে যাবে। তবে সমস্ত ব্যাপারটাতেই মিজোরাম সরকারের পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যেটা চাইছেন তাতে রেস্পনস্ করতে হবে। আমরা চাইব তাদের রাজ্যে তাদের ফিরিয়ে নেবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, এখানে ... ।

মিঃ স্পীকার :— অনেক হয়েছে শ্যামাবাবু।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— একটু বলছি। এখানে বাজেটে আছে ডিমাণ্ড নং-২২ মেজর হেড-২২৩৫ এর উপর প্রত্যেক বছর রিয়াংদের বাবদ খরচ হচ্ছে। এই বছরও দশ কোটি টাকা আগামী বছরের জন্যও দশ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হিসাব মতে ৩১ হাজার ৮১১ যদি হয় তাহলে পার হেড পার মানুষ আড়াইশ টাকা পাওয়ার কথা। আড়াইশ টাকা মিনিমাম স্টেনডারড মেইনটিন হওয়ার কথা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে মাননীয় বিধায়ক রবীন্দ্র দেববর্মা যেটা অভিযোগ করেছেন যে সেখানে একেক্ট কণ্ডিশন এটা হার্ড ইট হেজ অকারড এবং আড়াইশ টাকাতো মিনিমাম একটা স্টেনডারড একটা লোক থাকার কথা, এটাও ইনক্লুডিং মাইনর। সব মিলিয়ে আড়াইশ টাকা ইট ইজ নট এ নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট। তাহলে পরে কেন এইরকম কণ্ডিশন এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় খতিয়ে দেখবেন কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা খতিয়ে দেখার কি আছে। হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক আসছে, তারা ওখানে যাচ্ছেন সব জিনিষ দেখছেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমি বলছি সেখানকার ম্যানেজমেন্ট-এর কথা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এগজেকটলি, আমি যেটা বলছি আপনার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে যে এই টাকাতে যা যা করার ইত্যাদি কোন জায়গায় আমাদের তরফ থেকে লেপস থাকে তাহলে ইউনিয়ন হোম ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে নিশ্চয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বাট দে হেড নট অ্যাকচুয়েলি আইডেনটিফাইড এনি মিস্টেক উইথ রিগার্ডস টু রানিংস ক্যাম্পস। আমরা আমাদের তরফ থেকে বলেছি। শীতের সময় তাদের কাপড় দেওয়া হল। গত বছর পূজার সময় আমি নিজে বলেছি যে তাদের কাপড় চোপড় সব নোংরা হয়ে গেছে একটা গামছা দিতে হবে, মেয়েদের অতিরিক্ত একটা কাপড় দিতে হবে, ইউটেনসিল দিতে হবে। উই হেভ বিন ডুইং দিস এটেনশন উইথ রিগার্ড টু অল দিস প্রবলেম বিংগ ফেসড্ বাই দি ক্যাম্প। কিন্তু এটা ঠিক রিলিফ ক্যাম্প আমরা বলি না কেন কিছু সমস্যা থাকবে। যেমন ধরুন আমি হিসাব করে বলছি এখন পর্যান্ত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ২৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এরমধ্যে খরচ হয়ে গেছে ২৪ হাজার ৩০ লক্ষ টাকা এবং এটা নিয়মিত আমাদের তাদের হিসাব দিতে হয়। এবং তারা আসছেন এবং আমরা বলছি তোমরা যাও প্লিজ সি, প্লিজ চেকআপ। স্টিল আপনারা যেটা বলেছেন এখানে যেমন পানীয় জলের ব্যবস্থা সেনিটেশনের ব্যাপার তারপরে স্বাস্থ্য, শিক্ষার ব্যাপার যেটা বলেছেন নিশ্চয় দেখতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে আমরা কি স্কুল খুলব, যদি খুলি তাহলে কিভাবে আমরা রান করব তোমরা আমাদের বল। সেগুলি নিশ্চয় আমরা দেখার চেষ্টা করব।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE

Mr. Speaker :— Now the Business before the House— Laying of a copy of "The Accounts of the Tripura Jute Mills Ltd. for the year ended 31 st March, 1988 as required under sub-section 3 of section 619A of the Companies Act. 1956.

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries and Commmerce Deptt. to lay the above Accounts on the Table of the House.

Shri Pabitra Kar (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay a copy of the Accounts of the Tripura Jute Mills Ltd. for the year ended 31st March, 1988 on the table of the House.

Mr. Speaker :—Hon'ble Members are requested kindly to collect the copy of the aforesaid Accounts laid on the Table of the House, from Notice office.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE SELECT COMMITTEE.

Mr. Speaker :—Now the business before the House "Presentation of the Report of the Select Committee on the Tripura District Planning Committee Bill, 2000. "Now, I request the Hon'ble Chief Minister to present the Report of the Select Committee before the House.

Shri Manik Sarkar (Chif Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to present a copy of Report of the Select Committee on the Tripura District Planning Committee Bill, 2000 on the Table of the House.

PRIVATE MEMBERS' MOTION'S

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান'। আজকের কার্য্যসূচীতে দুইটি প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান আছে। প্রথম মোশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয় (বিরোধী দলনেতা)। মোশানটি সভায় উত্থাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। সভায় উত্থাপনের পর মোশানটির উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। এখন আমি মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে মোশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি করছি। এখানে দুইটি মোশান আছে, দুইটা আলোচনা হবে। দুইটা উত্থাপনের পর আপনারা আলোচনা করবেন।

শ্রীজওহর সাহা :—দুইটা এক সঙ্গে না স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে মাননীয় সদস্য, আপনি আপনারটা আগে উত্থাপন করুন।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী আমাদের এই সভার সদস্য কংগ্রেস দলের মধুসূদন সাহা তাঁর বাড়ীর কাছেই নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য জওহরবাবু, আগে মোশানটি পড়ে নিন তারপরে বলুন।

মিঃ স্পীকার :— মোশানটি আমি পড়ে দিচ্ছি। মোশানটা হল—

"Circumstances which led to and situation arising out of brucal murder of Madhusudan Saha on 20th February, 2001 at Agartala."

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী এই হাউসের সদস্য মধুসূদন

সাহা তার বাড়ীর কাছে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজ্যের সাধারণ নাগরিক এবং মানুষ আর আমাদের কংগ্রেসের তরফ থেকে বিরোধী সদস্যদের তরফ থেকে দাবী জানানো হয় যে, এই হত্যা-কাণ্ডের রহস্য উৎঘাটনের জন্য সি বি আই তদন্ত করা হউক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এখন পর্য্যন্ত সি বি আই দপ্তরে এই তদন্তের ভার অর্পণ করা হয় নি। জানি না সরকার কিভাবে সি বি আই এর হাতে অর্পণ করতে চান। এর মধ্যে হত্যার যে সমস্ত সাক্ষী সুকৌশলে বিলোপ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই হাউসের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সি বি আইকে প্রেরিত মুখ্য সচিবের স্বাক্ষরিত একটি চিঠি দেখিয়েছিলেন। এইভাবে চিঠি দিলে পরে সি বি আই এখানে তদন্ত করতে আসবে না। ডিউ লেটার দিয়ে তদন্তের ভার অর্পণ করলে হবে না। সি বি আইকে তদন্তের ভার অর্পণের ব্যাপারে ফর্মালিটি বজায় রেখে রাজ্য মন্ত্রী সভার অনুমোদন নেওয়া হয়েছে কি না সেখানে কি ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে? সেটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি না?

আর একটা অশুভ উদ্দেশ্য আমরা দেখতে পেয়েছি, মধুসূদন সাহার মৃত দেহ যখন জিবি হাসপাতাল থেকে আই জি এম হাসপাতালে আনা হয় পোস্ট মর্টেম করার জন্য তখন তাকে পোস্টমর্টেম না করেই তার আত্মীয়দের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়। আত্মীয়-স্বজন তো ডেড্ বডি দাবী করতেই পারে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এইভাবে একটা ডেড বডি দিয়ে দিতে পারে কি না। আর যদি দিতে না পারে তাহলে কেন দেওয়া হল। যারা সেই মৃত দেহ দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন একশন নেওয়া হয়েছে কিনা? সুকৌশলে সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য গুলো লুপ করে ফেলার একটা চক্রান্ত। স্যার, যে ঘরে মধুসূদন সাহা খুন হলো, পূর্ব থানার নাকের ডগার সেই ঘরটাকে সীল করা হলোনা কেন? তা হলে কি বলতে পারি ঐ হত্যাকারীকে তার সমস্ত কিছু লোপাট করার জন্য স্যার সীল করা হচ্ছেনা। স্যার, প্রথমেই পুলিশের দায়িত্ব ছিল যেখানে মধুসূদন সাহা খুন হয়েছে পুলিশ প্রথমে গিয়ে সেই ঘরটাকে সীল করা এবং পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করা উচিৎ ছিল কিন্তু সেটা কেন করা হলনা। স্যার, আমরা ঘটনার কয়েকদিন পরে গিয়ে দেখি, ঘরটা খোলা আছে, ঘরের মধ্যে কিছু টেবিল এইদিক সেইদিক করে পড়ে আছে, ঘরের মধ্যে রক্তের দাগ এবং ঘরের বেড়ার মধ্যেও রক্তের দাগ লেগে আছে। সেখান থেকে পুলিশ কি উদ্ধার করল? কেন সেটাকে রক্ষিত করা হলোনা। স্যার, আমরা তো জানি রাজ্যসরকার এখানে ডগ স্কোয়ার্ড ব্যবহার করেছে। ঘটনার অনেক পরে সেখানে পুলিশ কুকুর নিয়ে গেল। এটা একটা লোক দেখানো স্যার। ফলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আসলে মধুসূদন সাহা হত্যাকারীদের ধরার ব্যাপারে রাজ্যসরকারের বিন্দু মাত্র আগ্রহ আছে কিনা? এই রাজ্যের মানুষ মনে করে এই রাজ্যে মানুষের অভিযোগ এবং আমাদেরও অভিযোগ এই হত্যার সঙ্গে শাসক দলের কেউ কেউ জড়িত আছে, তারা জড়িত আছে বলেই এই সরকার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহস পাচ্ছেনা।

এই হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে এই সরকারের অনীহা কেন, এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, ৫ মিনিট।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটা তো আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। আরেকটা মোশান এটার সঙ্গে অনেকটা রিলেটেড। এটা উত্থাপন হয়ে গেলে অন্যান্য সদস্য যারা আলোচনা করতে চান করবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মোশান এক সঙ্গে হয় না।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটা মোশান হচ্ছে বিধায়কদের সিকিউরিটির প্রশ্ন। আমি ভাবছি দুইটা এক সঙ্গে করে আপনারা আলোচনা করতে পারবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুইটা যেহেতু আলাদা করে করতে বলেছেন, দরকার কি এক সঙ্গের, আলাদা করেই হোক।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে ঠিক আছে। এই দুটো মিলে মোট ১ ঘন্টা সময়। আধ ঘন্টা করে। ইতিমধ্যে ১০ মিনিট চলে গেছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি ৫ মিনিট বলব। আমাদের মধ্যে নেই বিধায়ক মধুসূদন সাহা। ঘটনা কি তাকে খুন করা হয়েছে ফেব্রুয়ারী মাসের ২০ তারিখ। এবং সেই দিনই পূর্ব থানাতে একটা এজাহার করা হয়েছে এটার নাম্বার ৩৯/২০০১। এখন পরবর্ত্তী সময় মুখ্য সচিবের একটা চিঠিতে দেখলাম পুলিশের কাছে তদন্তভার নেই, তদন্তভার দেওয়া হয়েছে সি. আই. ডি -র হাতে। তদন্ত কতটুকু হয়েছে এটা আমার জানার সুবিধা নেই। এটা বলবেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী। এখানে বিরোধী দল নেতা বলেছেন সারা রাজ্যে শুদ্ধ ৪৮ ঘন্টা স্ট্রাইক গেলেও স্বতঃ স্ফূর্তভাবে ৭২ ঘন্টা স্ট্রাইক হয়েছে। এটা দুঃখজনক এবং এটা আমার ভাষার মধ্যে ব্যক্ত করতে পারব না। এখন যে চলে গেছে, কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত এটা বের করা দরকার। অতীত অভিজ্ঞতা কি বলছে, দুলাল সূত্রধর মারা গেছে তার ঘটনার এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। তারপরে সদর এস. ডি ও. সুকরাম দেববর্মা, উনার ঘটনার সি. আই, ডি, তদন্ত করছে কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ক্লু পায়নি বা চার্জসীট দেয়নি। বিমল সিনহা এই রকম আরোও অনেক ঘটনা আছে। আমি স্যার বলব এখন রাজ্য সরকারের পত্রিকাতে দেখেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে চীফ সেক্রেটারী বা রাজ্য সরকার সি. বি. আই. তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বা রিকুয়েষ্ট করেছেন। এবং এটা সত্য। এখন আমার প্রশ্ন নিয়ম অনুযায়ী সি বি আইকে দিত হলে কোন কেইস-এর সেটা করবে দিল্লী। দিল্লী স্পেশাল পুলিশ এসটাব্লিশমেন্ট এ্যাকট্ ১৯৪৬ সেখানে শুধু আমাদের দিল্লী এবং ইউনিয়ন টেরিটরি যদি করে তাহলে অন্যান্য

সেক্শান ফাইভ-এ পড়বে। আর এর বাইরে যদি কোন রাজ্যের সি বি আই তদন্ত করে স্টেট গভঃমেণ্টের ও একসাইজ অব্ পাওয়ার এ্যাণ্ড জুরিসডিক্সান নাথিং কনটেইন ইন সেক্শান ফাইভ, মানে ইউনিয়ন টেরিটরি বা দিল্লী সেল বি টিমেড টু আনেব্যাল এটি নাম্বার অব দিল্লী স্পেশাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেণ্ট টু এগসাইজ পাওয়ারস এ্যাণ্ড জুরিসডিকশান ইন এনি এরিয়া ইন এ স্টেট নট বিং ইন ইউনিয়ন টেরিটরি অর ওরিয়েল এরিয়া উইথ ইন দ্যা কনসান' অব দ্যা গভঃমেণ্ট অব দ্যা স্টেট। রাজ্য সরকারের কনসান' ছাড়া হবে না। এখন প্রশ্ন হলো, কি ভাবে কনসান' করা যায়। আর্টিক্যাল ১৬৬ (১) কনডাক্ট অব বিসনেজ অব দ্যা গভঃ অব দ্যা স্টেট। দ্বিতীয়ত: অল এগজিকিউটিভ এ্যাকশান অব দ্যা গর্ভমেণ্ট অব এ স্টেট সেল বী এক্সপ্রেসড টু বী টেইকেন ইন দ্যা নেইম অব দ্যা গভর্ণমেণ্ট টু অর্ডারস্ এণ্ড আদারস ইনস্ট্রুমেণ্ট মেইড এ্যাণ্ড এগজিকিউটেড ইন দ্যা নেইম অব দ্যা গভর্ণর সেল বী অথেনটিকেটেড টু সাচ মেনার এজ মে বী স্পেসিফাইড ইন রুলস্ টু বী মেইড বাই দ্যা গভর্ণর। এখন প্রশ্ন হলো আমার কাছে একটি চীফ সেক্রেটারী ডিউ লেটার ডিও নং এফ-২১ (৪) পিডি/২০০১, ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০১ ইং তারিখে দিয়েছেন, ডেয়ার স্যার বলে। উনি একটি দিয়েছেন সি বি বি টেনডেণ্ট সেক্রেটারী গভমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া। সুতরাং একরডিং টু আর্টিকেল ১৬৬, এই চিঠিটা বৈধ নয়। এখন ধরুন উনার রিকুয়েষ্ট কোন কারণে গ্রহণ করলেও যদি কোন দোষী ক্রিমিনাল ব্রেইন থাকে আর যেহেতু এটা প্রোটেল মার্ডার কারা কারা জড়িত, কোন দল জড়িত। নট মেটার। মেটার ইজ দিজ, হাফ ডান অবস্থায় বা ইনভেসটিগেইট কম্প্লিট হওয়ার পর সি বি আই যদি মেটারটা চেলেঞ্জ করে তখন তো সমস্ত জিনিসটা লোপাট হয়ে যাবে। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কোন এক্সপার্ট এর সঙ্গে চীফ সেক্রেটারী ইজ নট এক্সপার্ট, সুতরাং আমি বলব এই বিষয়টা যথাযথ হয়নি। এখানে আমার বক্তব্য হলো, একরডিং যে রুলস কনডাকট অব বিসনেজ সেগুলো মেইনটেন না করলে ইন ফিউচারে আসামী পার পেয়ে যাবে। ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হলে ও পার পেয়ে যাবে। ইন দি মিন টাইম, এই ২৪ দিনের মাথায় একটি লোকও কি গ্রেফতার হলো না ? কতটুকু হয়েছে সব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারবেন। এখন এই যতগুলো বিষয় বললাম এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতাও বলেছেন, এই প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিলে খুশি হব এবং যথাসম্ভব প্রথা মেনে যাতে সি বি আই কেইসটা টেইকআপ করে এবং সেগুলো করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আদের এই হাউসের একজন সদস্য আমাদেরই একজন সহযোগী তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আলোচনা হচ্ছে। এই বিধানসভা যেদিন শুরু হয়েছে সেইদিনই আমরা শোক প্রস্তাব এনেছিলাম উইদাউট অবচিউরি রেফারেন্স এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাতে সেদিন এই সভা এড্জরনড্ হয়ে গিয়েছিল। আমি আবার এই হাউস থেকে আমাদের সহযোগী সদস্য, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তার পরিজনদের

প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তার যারা সহযোগী বিশেষ করে দলীয়, তাদের প্রতিও সহানুভূতি প্রকাশ করছি। আমি বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাইছি না। এখানে যে-প্রসঙ্গগুলি মাননীয় বিরোধী দলনেতা উত্থাপন করেছেন সেই সম্পর্কে, প্রথমত: পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে তদন্তের কাজ হাতে নিচ্ছে এবং এটা যাতে সব দিক থেকে দোষীদের চিহ্নিত করে এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে তার যে বিশেষ যে এজেন্সি দেরী না করে তাদের হাতেও দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে এখানে কিছু ঘর সিজ্ করা হয়েছে কিনা, কি কি জিনিষ পাওয়া গেছে এইগুলি যারা তদন্তের কাজে যুক্ত আছেন তারাই ভাল ভাবে বলতে পারবেন। এটা ঠিক যে, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অভিযুক্ত বলে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা জানা নেই। কিন্তু ২০ জনের মত লোককে জেরা করা হয়েছে। আমাদের পুলিশ এবং সি. আই ডি-র তরফ থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে দোষীদের দ্রুততার সঙ্গে গ্রেপ্তার করা যায়। এখানে আরেকটা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে মৃতদেহ পোষ্টমর্টেম করার আগে লাশ ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যদিও মাননীয় সদস্য এটাকে অন্য ভাবে নিয়েছেন, এটাকে মাননীয় বিরোধী দলনেতা অন্যভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। আমি বলব যে, আমরা চাইছি এই হত্যাকাণ্ডের কিনারা এবং রাজনৈতিক রং জড়িয়ে প্রকৃত অপরাধী যারা তারা যাতে রেহাই না পায় বা তার জন্য আমাদের সকলের দিক থেকে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। নরমেলী সকালবেলা ৮.৩০টা থেকে ৯ টার মধ্যে পোষ্টমর্টেম এর কাজ শুরু হয়েছে এবং আমিও খবর নিচ্ছিলাম যে খুব সম্ভবত ৯টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এবং পোষ্টমর্টেম এর পর মৃতদেহ আত্মীয় স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তাদের বাড়িতে যাবে, তারপর প্রোগ্রাম কোথায় কোথায় যাবে। হঠাৎ করে পরবর্তী সময় যেই খবর আসল পোষ্টমের্টম এর আগেই সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, প্রায় শতাধিক লোক সেখানে যে পুলিশ কর্মী দায়িত্বে ছিল তার উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন এবং তিনি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছিলেন, এই যে পোষ্টমর্টেম এর আগে তো মৃতদেহ দেওয়া যাবে না, এবং পোষ্টমর্টেম-এর সমস্ত রকম ব্যবস্থা আমরা দ্রুততার সঙ্গে দেখছি। এর পরে আমরা তুলে দেব। তার সমস্ত বাধা আগ্রাহ্য করে বলপূর্বক নিয়ে যাওয়া হয়। এবং এটা ঘটনা মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন আমার এটা জানা নেই, পুলিশ উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সেখানে যারা ছিলেন প্রিজেটেন্ড করেছিলেন তারাও সেই জায়গায় সহযোগীতা করেছেন, বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর আবার লাশ লাশঘরে আনা হয়, তার পরে আবার তুলে দেওয়া হয়। এই যে ঘটনা ঘটল ঠিকই সেখানে সেটা ঘটল, যারা বলপূর্বক করে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন এটা নরমেল কেইস না, সেখানে অফিসার ইচ্ছে করলে বল প্রয়োগ করতে পারতেন এবং আইনের দিক থেকে ডিফেন্স পেতেন, সেখানে না করাটা তার দিক থেকে দুর্বলতা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে এবং তদন্তাধীন মামলা মোকদ্দমার মধ্যে নেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ যেটা আমি বলব সি বি আই সম্পর্কে, মাননীয় প্রয়াত সদস্য যে দলের সদস্য ছিলেন, সেই দলের পক্ষ থেকে

ত্রিপুরায় বন্ধ ডাকা হয়েছিল ৪৮ ঘন্টা। ত্রিপুরায় এর আগে এই ভাবে বন্ধ ডাকা হয় নি। এবং তাতে যে কয়েকটা দাবী রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল সি বি আই কে দিয়ে তদন্ত করতে হবে। আমরা সিদ্ধান্ত নেই এবং সরকারের পক্ষ থেকে এই রাজ্যের মুখ্যসচিব, সি বি আই এর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানান এবং সমস্ত ঘটনা জানিয়ে এবং এই হাউসে ও আমাদের এই যে উদ্যোগ সেই সম্পর্কে সদস্যরা জানতে চেয়েছেন। কেউ কেউ সংশয়ও প্রকাশ করেছিলেন এবং সংশয় দূর করার জন্য আমরা যে চিঠি লিখেছি তার কপি এই হাউসে মধ্যাহ্ন বিরতির পর আমি উপস্থিত করি এবং মাননীয় সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখানে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত ফরম্যালি হয়েছে কিনা আমি রুলস অফ এক্জিকিউটিভ বিজনেস এক্জামিন করে দেখেছি সি বি আই এর কাছে তা পাঠানোর জন্য। রুলস অফ বিজনেস এর মধ্যে এই ধরনের কোন ক্লেয়ার কাট আলোচনা নেই। এটা প্রয়োজন নেই। মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা প্রশ্ন তুলেছিলেন ইফ আই মেমোরি, নোটিফিকেশন হয়েছে। সেটা আমার জানা ছিল না। আমি বলেছিলাম যে তদন্ত করে দেখব, যদি এটা আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পরে। এবং কিভাবে করতে হবে সেটা অবশ্য আমরা জানাবার চেষ্টা করব। এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি এই বিষয় জানার চেষ্টা করি, তখন আমাদের দিক থেকে বলা হয়েছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দিক থেকে এই সিগনাল না পাওয়া যাচ্ছে যে তারা এই মামলাটি তদন্ত করার দায়িত্ব নেবে। ততক্ষণ পর্যন্ত এই নোটিফিকেশান একতরফা, এর কোন অর্থ থাকবে না এবং সেই জায়গায় আমরা বললাম যে আমাদের যে ইগেরনেস এই কেইসটা তারা হাতে নিন। সেই সম্পর্কে আবারও তাদেরকে বলা দরকার এবং সি বি আই এর যে কর্তৃপক্ষ তারা পরবর্ত্তী সময় খুব সময় নিয়েছেন ঘটনা তা না। তারা সেখানে সেটা আমাদের জানিয়েছে, কমিউনিকেট করেছে। যাই হোক সি বি আই এই কেইসটা নিতে মোটামুটি সম্মতি প্রকাশ করেছেন। এবং এটা স্বার ডিপার্টমেন্টের কাছে যাবে। তারা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে আমাদের কাছে পাঠাবে। তারপরই আমরা ফর্ম্যালি আমাদের স্টেপগুলি নেব। তোমরা এখন তোমাদের নোটিফিকেশান করতে পার, একর্ডিংলি আমরা ১লা মার্চ সেই নোটিফিকেশান আমরা করি, সেই নোটিফিকেশানের পরে জানি যে যেটা মাননীয় সদস্য পড়ছিলেন ঠিকই আছে। সেই নোটিফিকেশান আমরা করি এবং সেটা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী সময় সি বি আই এর তরফ থেকে বলা হয় যে, 'হ্যাঁ এখন আমরা সিদ্ধান্ত করছি, এখন আমরা কেইস নেব।' এফ. আই. আর. যেটা করা হয়েছে, এই এফ. আই. আর আমাদের কাছে পাঠাও, যে এফ আই আর এর রেকর্ডের কথা এখানে বলা হয়েছিল, সেই এফ আই আর এর কপি সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুততার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয় এবং গতকাল সি বি আই ফর্মালি তাদের নোটিফিকেশান করেছে। কাজেই সন্দেহগুলি অহেতুক প্রকাশ করা হয়েছে। এইগুলির ভিত্তি নেই এবং সি বি আই এর নোটিফিকেশান এর কপি আমরা আজকে সকালে পেয়েছি। গতকাল ১৩ই মার্চ, সেখানে সি বি

আই তাদের যে নোটিফিকেশান তাদেরও করতে হয়। আমরা যেটা প্রথম করছি তারই রেসপন্স তারা সেটা করেছে। এই যে কাজগুলি, এই কাজগুলি মোটামুটি সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ সি বি আই ফর্ম্যালি এই কেইসটা তাদের হাতে নিয়ে গেছে। এই জায়গায় আমি শুধু এখন এটাই বলব, হাউসের কাছে বা সভার কাছে যে আমরা চাইছি, এই খুনের কিনারা হোক। এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে যেন আর না ঘটতে পারে। এটা আমরা চাইব। সমাজের যে অবক্ষয়, এটার সঙ্গে বিষয় গুলি যুক্ত হয়ে গেছে। আজকাল আমাদের সবারই কাছে আকুতি থাকবে, এটা যদি কারোর কাছে প্রকৃত অর্থে এই তথ্য থাকে, এই কেইসের কিনারা করার জন্য সি বি আই যখন নিচ্ছে এবং আমাদের যে কাজ সে কাজ আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সি আই ডি এই কাজটা দেখছে, এবং আমাদের সি আই ডি কে আমাদের পুলিশ তারা সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। এই সম্পর্কে আমাদের গাফিলতি নেই। তাদেরকে যদি কেউ, এই তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করেন, এটা আমার মনে হয় প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করার কাজে সহায়ক হবে। যেটা আমি এখানে বলব এটা ঠিক আগরতলা শহরে পর পর এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এটা দুঃখজনক। এবং আমি এই বিষয়গুলি নিয়ে পুলিশের যে উর্দ্ধতন মহল, তাদের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। তাতে এখানে আমাদের যে পুলিশ প্রশাসন এর যে দুর্বলতা সেটা হচ্ছে এই জাতীয় ক্রাইমগুলির উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করা। তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া, তার জন্য আমাদের যে মেশিনারী, সেই মেশিনারীটা আসলে সেই ভাবে বলা যায় যে পুরোপুরি একটা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় আছে, তা নয়। এখানে আমাদের কিছু ঘাটতি আছে। এটা দীর্ঘ দিন না হঠাৎ করে এই ঘটনার মুখোমুখি আমরা হয়েছি, ঘটনা তা না। ফলে বিশেষ করে আমরা এখন যেটা চাইছি, এই যে ইনভেস্টিগেশনের উইংটা কে আমরা শক্তিশালী করতে চাইছি এবং স্পেশালি আমরা যে অর্ডার করেছি, প্রথমে সেটা ওয়েষ্টে শুরু হোক এবং ওয়েষ্টের এস. পি-র অধীনে এটা থাকবে এবং আস্তে আস্তে আমরা অন্যান্য ডিসট্রিকট্-গুলিতে নিয়ে যাব। তারপরে আমরা মহকুমাগুলিতে নিয়ে যেতে পারি না আমাদের থেকে এই দোষটা আছে আমাদের ঠিকই আছে। যেমন ধরুন এখানে কুকুরের কথা বললেন, আমরা যখন দায়িত্বে আসি তখন তো কুকুরগুলো তো রুগ্ন সেগুলিকে কাজেই লাগানো যাচ্ছে না। পশ্চিমবাংলার সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সেখান থেকে কিছু কুকুরের ব্যবস্থা হয়। সেগুলো হচ্ছে স্নায়ু ফ্যাকট্ আসলে এটা আমরা উগ্রপন্থীদের মোকাবেলা করার জন্যই। তখন সেখানে পুলিশ গিয়ে বলল যে, আমাদের দরকার হচ্ছে স্নায়ুফ্যাক্ট ঠিকই আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টাকা ড্র করার দরকার আছে। আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং প্রপার ট্রেনিং এর জায়গা হচ্ছে একিনপুর বি. এস. এফ সবচেয়ে ভাল ট্রেনিং করে। তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, কুকুরের সংখ্যাটা আমরা বাড়াবার চেষ্টা করছি। এটা চট করে ওয়ান স্টক করা যাবে না, ফরেনসিক্ ল্যাবরেটারী ভেরী ইম্পটেন্ট এটা নাই। ইতিমধ্যে আমরা সম্পন্ন করেছি ভেরী রিসেন্টলি একজন দক্ষ অফিসার তিনি উড়িষ্যাতে কাজ করতেন তিনি এখন

রিটায়র্টমেন্টে গেছেন উনি একজন সায়েনটিষ্ট এবং তিনি এখানে এসেছেন, দেখে গেছেন আমরা এখানে এই কাজটা শুরু করতে যাচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি। এই সমস্ত জায়গায় কিছু যে আমাদের অসম্পূর্ণতা এটাতো অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এইগুলো ধীরে ধীরে আমাদের দূর করতে হবে এবং আমরা আশা করছি যে আগামী দিনে এই পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে এই যে বিষয়গুলো, ক্রাইম প্রিভেন করার জন্য আগাম এই ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে গেপ গুলি আছে, এইগুলি দূর করার ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে ও সম্ভবত আমরা এইগুলি কভার করে উঠতে পারব নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা দরকার এবং সহযোগিতা তারা করছেন, করছেন না তা না। হয়তো আমাদের যা প্রয়োজন সেগুলো পুরোপুরি স্বাভাবিক করতে পারছেন না পর্য্যায়ক্রমে তারা করছেন না তা না, তারা করছেন। কিন্তু দরকার যেটা সেটা হচ্ছে অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে সমস্ত অংশের মানুষের দিক থেকে যে একটা কনসাস্ এফর্ড, সেই এফর্ডটা নেওয়া দরকার। যে মা সন্তান হারালেন তাঁর কাছেতো আমাদের কোন বক্তব্য নাই। কাজেই যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য সবার দিক থেকে একটা সচেতন প্রয়াস গ্রহণ করা দরকার এই আমার বক্তব্য।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে মন্ত্রী সভা থেকে কেউ উনার বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। এখন সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে তখন গেলে পরে হয়তো বা খারাপ হতে পারত এবং বিভিন্ন টন্টিং করতে পারত। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিকুয়েষ্ট করব যে উনি উনার বাড়ীতে গিয়ে উনার মাকে কিছু একটা সমবেদনা এবং যদি মনে করেন যে কিছুটা অর্থনৈতিক সহায়তা গভর্ণমেন্ট করবে সেটাও যে বিবেচনা করেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি যেটা বলতে চাইছি ঘটনা শোনার পর আমি নিজেই কিন্তু রাস করার চেষ্টা করেছিলাম। হাসপাতালে আমার এমনিতেই যাওয়ার কথা ছিল কারণ আমাদের একজন প্রাক্তন এম. পি এবং প্রাক্তন মন্ত্রী দুইজন হাসপাতালে ছিলেন। একজনের অপারেশন হয়েছে (নারায়ণ কর) আর একজন হচ্ছেন পূর্ণমোহন ত্রিপুরা উনার ক্যানসার হয়েছে। তাদের দুইজনকেই দেখতে যাব। আর সেই সময়ে আমার একটা জরুরী মিটিং ছিল। সেই মিটিং শেষ করে আমি ফিরেছি একটু দেরী হয়ে গেছে। আসাম রাইফেলসের নতুন অফিসার তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমি বলেছি যে আপনার সঙ্গে বেশী সময় দিতে পারব না। আপনি তো আমাদের রাজ্যে থাকবেন জাষ্ট ফর ফাইভ মিনিট আমি পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব। ইন দ্যা মিন টাইম এই খবরটা এসেছে। আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারি নি কি করে এটা সম্ভব। যদি তাই হয়ে থাকে ঘটনা পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম যে আমরা এই রকম একটা খবর পেয়েছি আমরা সবটা খবর নিয়ে নিই এবং কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম যখন জানলাম যে হ্যাঁ উনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লেট বি প্রসিড সেখানে যেতে চাই নি। তখন হাসপাতালে যে ঘটনাগুলি ঘটতে শুরু করল তখন পুলিশ বলল যে এটাতো আমাদের পক্ষে অসুবিধা

হয়ে যাবে। একদিকে ঝামেলা হচ্ছে ডাক্তারবাবুদের এই নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে এখন মুখ্যমন্ত্রীকে। আমরা জানি মুখ্যমন্ত্রী গেলে পরে পুলিশ প্রসাশন আলাদাভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ফলে এই সময় আমার মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে চিফ সেক্রেটারীকে ডেকেছি। কিছুক্ষণ পরে আমাদের মিনিষ্টার এসে জয়েন্ট করেছে। উনি সম্ভবত আমার কাছে এসেছেন। আমি অফিসে উপস্থিত ছিলাম। কার আমাদের মিনিষ্টার ছিলেন। মানিক দে এই ব্যাপরে বার বার কাজের খবর নিচ্ছিলেন এবং ওই দিনে যেতে চেয়েছিলেন। আমি যেতে পারলাম না। পরিস্থিতির কারণে তখন হয়ত একটা মৃত্যুকে বা ঘটনাকে ভিত্তি করে জনগণকে বিভিন্ন রকমে সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমি শুনেছি যারা করছেন তারাও অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। কি করে যাবেন, না যাওয়ার তো কোন কারণ নেই। নিশ্চই যাবেন। এখানে যে প্রশ্ন করেছেন সাহায্য করার ব্যাপারে। সম্ভবত উনার পরিবারের তরফ থেকে উনার মা আছেন। উনার এক ভাই চাকুরী করতেন। আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল ট্রান্সফার নিয়ে। তখন আমাদের এডিসির উদয় দেববর্মা ছিলেন। আমাকে বলছিলেন, তখন আমি রঞ্জিৎ বাবুকে রিকুয়েষ্ট করেছিলাম। তখন উনাকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। এখানে আমি শুনেছি বিধায়ক মহোদয় বোধ হয় তাদের ব্যাপারে নিয়ে দায়িত্বে ছিলেন। আমরা নিশ্চয় আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে উনার সাথে কথা বলতে পারব। কিভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি, আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সেটা ছিলনা।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই বিষয়ে যে তথ্য দিয়েছেন সেটা আমরা জানতাম না, কিংবা তদন্ত কোন পর্যায়ে আছে, সেটা আমাদের জানা ছিলনা। আমি অনুরোধ করব উনি যে উত্তর দিয়েছেন কিংবা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নোটিফিকেশন আমরা পাইনি। এটা লে করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা সুবিধা হবে। উনার কোন আপত্তি নেই। এখানে সি. বি আই একস্পেট করেছে কিংবা আপনাদের তরফ থেকে নোটিফিকেশন দিয়েছেন। আমি অনুরোধ করছি যাতে এটা লে করা হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমরা চেষ্টা করব।

মি: স্পীকার :— দ্বিতীয় নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা। মোশানটি সভায় উৎথাপন-এর জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমার মোশানটা হচ্ছে সিকিউরিটি ম্যাজার'স্ ফর দি মেম্বার অব টি. এল. এ.। এখানে মাননীয় সদস্য মধুসুদনবাবু খুন হওয়ার পরে যে ব্রেক্ সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যেকটি নামে এবং নিরাপত্তাহীন ক্রাইসিস সৃষ্টি হয়েছে কিনা। আমরা যেখানে যাই সেখানেই বলছে পুলিশ নেই। এই সমস্ত এসকর্ট আমাদের সব সময় লাগেনা। মাঝে মাঝে দিতে হয়। এই প্রত্যন্ত এলাকায় আবার সলিউশন হয়ে যায়। আমার আগে হয়েছে কিনা, বলছে দুইজনকে দেওয়া যাবে। এটা আবার

কিরকম কথা ? একজন পেয়েছে। এটা কিসের জন্য, এটা অদ্ভুত কথা। এই ভাবে করা হচ্ছে। আছে নানা রকম ব্যাপার-স্যাপার আছে। তা আর এখানে বললাম না। টি. ইউ. জে. এস. একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল। কংগ্রেস, সি. পি আই (এম) এর প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারীরা যেমন এসকর্ট পেয়ে থাকেন, তেমনি নগেন্দ্র, রবীন্দ্র উপজাতি যুব সমিতির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, তাঁদেরও পাওয়া উচিত। বৈদ্যনাথ বাবু পান, বীরজিৎ বাবু পান তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের নগেন্দ্র, রবীন্দ্রকেও দেওয়া হউক এটা আমরা চাই। তাঁদের ক্ষেত্রে কেন ডিনাই করা হবে ? এটা করা উচিত নয়। কিছুদিন আগে আমি বাড়ী গিয়েছিলাম। আমার প্রোগ্রাম ছিল। এক দিন বেড়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতাদের প্রোগ্রামের হেরফের হয়েই থাকে এটা সবাই জানেন। সঠিক কর্মসূচী সব সময় রাখা সম্ভব হয় না। শুনলাম, সুরজিৎ দত্ত কদমতলায় যাবেন। তাঁকে এসকর্ট দেওয়া হয়নি। বলছে, শ্যামা বাবু নিয়ে গেছেন। উনি না আসলে দেওয়া যাবে না। শ্যামা বাবুর উপর ব্লেইম কেন ? এসকর্ট না থাকলে বলুন, এখন এসকর্ট নেই, তাই দেওয়া যাচ্ছে না। দু'দিন পরে যান। কিন্তু, শ্যামা বাবু নিয়ে গেছেন তাই আপনাকে দেওয়া গেল না এটা কেমন কথা ?

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এম. এল. এ. হোস্টেলে থাকতে চেয়েছিলাম। আমিই প্রথম মানুষ যিনি হোস্টেলে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মাননীয় স্পীকার আমাকে বললেন, ৯টি মাত্র কোয়ার্টার আছে। আপনারা ১৮ জন। আপনিই ভাগ করে দিন। আমাকে ভাগ করতে দেওয়ায় আমিই পেলাম না। কাকে দেব, কাকে রাখব করতে গিয়ে নিজে পেলাম না। বাদল বাবুকে ধরে একটি কোয়ার্টার ঠিক করেছি। কিন্তু স্যার, পাণ্ডব বর্জিত এলাকা। আগে আমি আর নগেন সারা রাত দাবা খেলতাম। এখন কে আর খেলবে আমার সঙ্গে।

স্যার, অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারী বলেছেন, এম. এল. এ. হোস্টেল থেকে গাড়ী দেওয়া হবে এর বাইরে দেওয়া হবে না। আমিতো কোয়ার্টার চাইনি। আর আমি আলাদা গাড়ীও চাই না। আমি বলেছি, ঐ গাড়ীই যেন আমাকে কোয়ার্টার থেকে নিয়ে আসে।

মিঃ স্পীকার :— আপনাকে তো গাড়ী দেওয়া হচ্ছে না, তা নয় শ্যামা বাবু ?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটা রিলেটেড এই কারণে বলছি। স্যার, আমি যে এলাকায় থাকি সবাই অফিসার। তাঁরাও কথা বলেন না, আমিও বলি না। নিরাপত্তার দিক থেকে আইসোলেটেড এলাকায় আছি। একদিন রাত্রে একজন কংগ্রেস নেতা আমাকে বলেছেন, শ্যামাবাবু, আজ রাতে আপনি কোয়ার্টারে থাকবেন না। সরে পড়ুন। আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে। আপনি নিরাপদ নন। আমার তখন অবস্থার কথা চিন্তা করুন। আমার মেয়ের বাড়ী, আমার ভাতিজীর বাড়ী আছে, আমি ওদের ওখানে গিয়ে কয়েকদিন থাকলাম। মুখ্যমন্ত্রীকে বলিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে বললেই বলবেন, ডি. জি. কে বলুন। ডি. জি, কি আমাকে চেনে ? আমার কি পজিশান সেটা.

সি, এম, হোম মিনিষ্ট'র জানবেন, ডি. জি. নন। আমি একদিন বিজয়লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাকে এসকর্ট দেওয়া হয়েছে কিনা? সে না বলল। উনার স্বামী একজন মন্ত্রী ছিলেন, উগ্রপন্থীর হাতে মারা গেলেন, তার পরিবারের নিরাপত্তার দিকটি দেখা হবে না? উনি আমাকে কিছু বলেন নি? আমারই মনে হল, চীফ মিনিষ্টারকে বলা উচিত তাই বললাম। আমি জানতে চাই, যে সব এম. এল.-রা আইসোলেটেড ভাবে আছেন তাঁদের হাউস গার্ড এবং এসকর্ট দেওয়া হবে কিনা তাঁরা যে দলের এম. এল. এ. ই হউন না কেন? অন্যান্য এম এল. এ যখন চান, তিনি যে দলেরই হোন না কেন-রুলিং পার্টি, বা অপোজিশান পার্টির তাঁদেরকে এসকর্ট প্রভাইড করার জন্য পারমানেন্ট নির্দেশ দেওয়া হবে কিনা এটাই আমি জানতে চাইছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক আনীত মোশানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এক জনসভায় বলেছিলেন যে, সারা ভারতবর্ষে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে এবং কাশ্মীরের পরেই ত্রিপুরার স্থান। ত্রিপুরা রাজ্যে মধুসূদন সাহার হত্যার কারণেই আমরা সিকিউরিটি চাইছি তা না, এর আগেও বিভিন্ন সময়ে এম. এল. এ-রা আক্রান্ত হয়েছে। আমরা যারা বিশেষ করে উপজাতি সংরক্ষিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে চলাফেরা করি সেগুলির সবগুলিই দুর্গম। তার মধ্যে ছাওমনু, কাঞ্চনবাড়ী এবং রাইমাভ্যালী অত্যন্ত দুর্গম এলাকা। এই তিনটা বিধানসভা এলাকাই সবচেয়ে দুর্গম এবং তার এরিয়া প্রায় ২৮৬ কি. মি.। এখানে বলা হয়েছে যে, ইন্দিরা-গান্ধীর তো সিকিউরিটি ছিল, তারপরও উনি মারা গেলেন। এই যুক্তিটা সবক্ষেত্রে ঘটে না। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উগ্রপন্থী রয়েছে। এখানে ২০ টা উগ্রপন্থীর দল আছে। তার মধ্যে ২টাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কার কিভাবে শত্রু আছে সেটা আগে থেকে বোঝা বড় মুস্কিল। উগ্রপন্থী কখন কাকে খুন করবে এটা আগে থেকে কি করে বোঝা যাবে। আমরা সব সময়েই সিকিউরটি চেয়েছি কিন্তু পাই নি। একটা গণতান্ত্রিক দলের জনপ্রতিনিধি হিসাবে জনগণের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হয়। আমার বিধানসভা এলাকায় নানা সুবিধা অসুবিধা আছে। সেগুলি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে হয় এবং এই সুবিধা অসুবিধাগুলি সম্পর্কে বিধানসভায় আলোচনা করতে পারি। কিন্তু এটা আমরা অনেক সময় করতে পারছি না সিকিউরিটির অভাবে। আজকে রইস্যাবাড়ীতে সেখানকার জনপ্রতিনিধি হিসাবে সেখানকার এলাকাবাসীদের খোঁজ-খবর আমাকে নিতে হয়, ছাওমনু, নাতিনমনু, পুতিনমনু, গোবিন্দবাড়ী প্রভৃতি এলাকাগুলি উগ্রপন্থী প্রবণ এরিয়া। সেখানে গিয়ে জনগণের খোঁজ খবর নেওয়া আমাদের দরকার, কিন্তু সেটা আমরা সব সময় করতে পারছি না। এলাকাবাসীর অসুবিধাগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে সেগুলির ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিতে নেওয়া দরকার এবং এটাই হচ্ছে বিরোধী দলের ভূমিকা। কিন্তু সিকিউরিটির অভাবে আমরা বিরোধী দল সেটা সঠিক ভাবে পালন করতে পারছি

না। এই বিধানসভায় বিরোধীরা যতটুকু ভূমিকা পালন করার কথা সেটা সিকিউটির অভাবে আমরা পালন করতে পারছি না। এই আগরতলা শহর তো ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী এবং রাজ্যের একটা প্রাণ কেন্দ্র। এখানেও তো সিকিউরিটির অভাবে বিধায়ক খুন হন, এস. ডি. ও. খুন হন। এখানেও তো বিধায়করা নিরাপদ নন। আমরাতো এই কথা বলছি না যে কাশ্মীরের মত লাইন করে আমাদেরকে সিকিউরিটি দেওয়া হোক। হয়তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন আমার এত ফোর্স নেই কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না। উনার কাছ থেকে আমরা এই ইতিহাসই শুনতে পাব। কিন্তু আমরা এই ইতিহাসের দিকে না গিয়ে যতটুকু আছে তার মধ্যেই যেন ব্যবস্থা করা হয়। একটা কথা আছে—জিনিষটা অল্প হতে পারে, এই অল্প জিনিষ দিয়েই ব্যবস্থা যেন ভাল করে করা হয়। একজন সব সময় সিকিউরিটি পাবে, আরেকজন কিছুই পাবে না এটা কিন্তু শোভনীয় না। আমাদের পার্টির ইলেকশান, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে চিঠি লিখেছিলাম, যেহেতু আমাদের দলটা স্বীকৃত দল ইলেকশান কমিশনের নির্দেশ যে তোমাকে বার বার টাইম দেওয়া হয়েছে, উই দিন্ দ্য পিরিয়ড। সময় শেষ হয়ে গেছে এখন যে কোন ভাবে এপ্রিলের ভেতরে আপনি পার্টির ডিভিশন অঞ্চলগুলি ইলেকশন করে আপনি নাম না পাঠালে তাহলে ফারদার আর কোন চিঠি দেওয়া হবে না। তাহলে একটা স্বীকৃতি রাজনৈতিক দলের পার্টির ইলেকশন করতে হয়। অডিট করে রিপোর্ট করতে হয় তাই এখান থেকে শুধু পাঠান হয়নি, হিসাব-নিকাশ দিতে হয়। যেমন আপনাদের পার্টির তো দিল্লী থেকে দেওয়া হয়, কংগ্রেসেরও তাই। কিন্তু আমাদের হাইকমাণ্ড নেই, দিল্লী নেই আমাদের এখানে সব কিছু অড্রিট করে জমা দিতে হয়। স্যার, এই সুযোগটা পর্যান্ত আমরা পাচ্ছি না। যার জন্য আমাদের সিকিউরিটির ব্যবস্থা আরও একটু প্রশস্ত করার প্রয়োজন। আমরা যেখানে যাই, সেখানে যেন সিকিউরিটি দেওয়া হয়। অনেক সময় জনসভা বাতিল করে দিতে হয়, কারণ আমাদের বলা হয় আজকে সিকিউরিটি দেওয়া যাবে না। এই সব বাতিল করতে করতে তাহলে তো আমরাও এক সময় বাতিল হয়ে যাব। কারণ জনসাধারণের কাছে আমরা যদি পৌঁছতে না পারি, জনসাধারণ আমাদের বক্তব্য ধরতে না পারে তাহলে এটা তো ওয়ান কাইণ্ড অব্ রিগিং এটা আমার ধারণা। স্যার, নিশ্চয়ই এটা করা হবে না কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব সুহৃদয়পূর্ণ ব্যক্তি। উনি আমাদের অনুতাপ বুঝবেন কারণ এটা সকলের জন্য কি বিরোধী কি অন্য সবার জন্য। সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবেন এটা আমি মনে করি। বিশেষ করে আমরা যারা অনেকেই আছি বাড়ী-ঘর ছাড়া এবং অনেক সি. পি. এম বিধায়কও আছেন বাড়ী-ঘর ছেড়ে। আমি নিজে ছোট ভাই সহ ১৭ জন আত্মীয়কে হারিয়েছি। তাই বাড়ী থেকে সব কিছু বাদ দিয়ে শহরে চলে আসলাম শুধু নিরাপত্তার কারনে। বছরে একবারও বাড়ীতে যেতে পারি না, গিয়ে এক রাত্রিও যাপন করতে পারি না এই অবস্থা কাহাতক চলবে? অন্ততপক্ষে যারা সরকারে থাকে তাদেরই দায়িত্ব সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা যাতে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা করা যায়। জনপ্রতিনিধিরা রক্ষা

পেলে জনসাধারণকে রক্ষা করার দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের রয়েছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সিকিউরিটি অবিলম্বে দেবেন কিনা, হাউস গার্ড এবং এসকর্ট দেওয়া হবে কিনা। এই সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার বক্তব্য রাখবেন আমি এই আশা রাখছি। ধন্যবাদ।

শ্রীরতনলাল নাথ:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় সময়োপযোগী একটা মোশান এনেছেন। এটা প্রথমেই এই অধিবেশনের শুরুতেই উঠার কথা। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না সে জন্য আমরা বার বার বলছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকলে যেন মোশানটা উত্থাপিত হয়। যাই হোক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না ৩ মিনিট বলব। প্রথম প্রশ্ন হলো এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং বেঁচে থাকার তাগিদেই আজকে রাজ্যে এই ইস্যুটা এসেছে। এখন কি প্রভিশান একর্ডিং টু হোম মিনিষ্ট্রী ফ্রম নিউ দিল্লী সারকুলার গভর্ণর এ্যাণ্ড চীফ মিনিষ্টার জেট ক্যাটাগরি, মিনিষ্টার, এম এল. এ ওয়াই ক্যাটাগরি। তাহলে মিনিষ্টাররা কি পাচ্ছেন একটু বলে রাখা দরকার। মিনিষ্টারদের থাকবেই কারণ উনাদের বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করতে হয় প্রতিদিন। সেজন্য ওরা পাচ্ছে হাউস গার্ড, পাইলট্ কার এবং এসকর্ট। তাহলে এম. এল. এ-রা কি পাচ্ছে? এখন পাচ্ছে এস. বি. ষ্টাফ দুইজন উইথ নাইন এম এম পিস্তল। দেখা যাচ্ছে, মিনিষ্টার এবং এম, এল. এ-দের মধ্যে ক্যাটাগরি ওয়াইজ আবার ভাগ। এখানে প্রোব্লেম আছে। এই পরিস্থিতিতে, এই জায়গায় এটা হতে পারে না। এস, বি স্টাফ কতক্ষণ ডিউটি করবে? ৮ ঘন্টা। যদি ২জন ৮ঘন্টা থাকে, তাহলে ২৪ ঘন্টায় ৬ জন লাগবে। আছে দুইজন। এটা পরিস্কার দুইজন এস, বি স্টাফ থাকতে পারছেনা, এরা চলে যাচ্ছে। সুধরাম দেববর্মা, এস, ডি, ও উনি মারা গেলেন, উনার সঙ্গেও কিন্তু এস, বি স্টাফ ছিল। ওদের কোমড়ে রিভলবার ছিল, কোমড়েই রিভলবার রাখতে হয়, প্রকাশ্যে তো আর রাখতে পারে না। অপারেশন করার আগেই, ওরা রিভলবার বের করার আগেই-ত গুলি করে দিয়েছে। এই আগরতলা শহরে। ইন্টেরিয়ার কথা বাদই দিলাম। ইন্টেরিয়ারে যাওয়া সম্ভব না উইদাউট এসকর্ট। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এখানে ওয়াই ক্যাটাগরি মেনটেন করা হোক এম, এল, এ-দের জন্য এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ওয়াই ক্যাটাগরি যেন আপ-গ্রেডেড করা হয়, মডিফাই করা হয়, অ্যামেণ্ড করা হয় এলংগ্ উইথ এস, এল, আর, কারবাইন মিনিমাম। এই পরিস্থিতিতে সফিসটিকেটেড উইপন দিয়ে যাতে অন্তত: এস, এল, আর, কারবাইন, এগুলি থাকে আমি অনুরোধ করব এই ব্যবস্থা করার জন্য। ইট ইজ এ রাইট অ্যাকরডিং টু হোম মিনিস্ট্রি। এখন প্রশ্ন হল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটাকে সেইভাবে না নেওয়ার জন্য বলছি। উনি দলের কাছে ডিক্টেটর হলেও, আমি মনে করি হাউসে উনি ডেমোক্রেটিক চিন্তাধারা করেন। মাননীয় বিধায়কের বাড়ীতে তিনদিন আগে একটা টেলিফোন চার্জ গিয়েছিল। আমাকে ফোন

করল যে ইম্‌মিডিয়েট টেক-আপ যেন করা হয় ওয়েস্ট আগরতলা পি, এস-র সংগে। ওয়েস্ট আগরতলা, পি, এস-এ আমি ফোন করেছি, আমি বললাম যে, মিনিমাম একজন লোক যান টু ভেরিফাই দি মেটার। উনি ভয়ে কাঁপছেন এবং উনার বাড়ীতে রাত্রি দুইটা নাগাদ ওয়েস্ট আগরতলা, পি, এস, থেকে লোক গেছে। উনার সাথে হাইকোর্টের একটা ডিরেক্‌শান মোতাবেক দুই-জন এস, বি স্টফের পরেও দুইজন ডি, এ, আর দেওয়া হয়েছে। তারা থাকে আবার চলে যায়, এস বি স্টাফ যেমন ডিউটি দেয়। সেই ৮ ঘণ্টা থেকে চলে যায়। কিন্তু দেওয়ার পর পরশুদিন, ওয়েস্ট আগরতলা পি, এস, উনাদের নির্দেশ দিয়েছেন এতদ্বারা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে আপনাদের আদেশ করা যাইতেছে যে, যেহেতু, আপনারা এম, এল, এ শ্রীসুরজিৎ দত্ত মহাশয়ের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসাবে নিয়োজিত ও কর্ত্তব্যরত আছেন, সেইহেতু এম, এল, এ সুরজিৎ দত্তের বাড়ীতে থাকিয়া সবসময় উনার দেহরক্ষীরা ডিউটি করিবেন এবং এম, এল, এ মশাই বাইরে যেখানেই যাইবেন আপনারাও উনার সংগে থাকিয়া উনার দেহরক্ষী হিসাবে ডিউটি করিবেন। আপনারা নিজ নিজ বেডিংপত্র নিয়া এম, এল, এ মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিবেন। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ব্যাতীত আপনারা আপনাদের কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না। অফিসার-ইনচার্জ, ওয়েস্ট আগরতলা পি, এস, আগরতলা, ত্রিপুরা। আমি জানিনা ওয়েস্ট আগরতলা, পি, এস-র ও, সি কিভাবে উনাদেরকে এমন আদেশ দেন। হোম মিনিষ্টার বুঝবেন। আমার কথা হল দুইজন রিভলবার নিয়ে এখানে থাকবে কি করে? এই-ত কিছু দিন আগে গোলচক্করের কাছে সঞ্জীব দেবনাথ মার্ডার হয়ে গেল, প্রকাশ্য দিনের বেলায়। উনার থ্রেট পারসেপশান আছে, বেশীরভাগ এম, এল, এ-র থ্রেট পারসেপশান আছে। আমি জানি আমার কথা শুনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু তাগিদে বলতে বাধা হচ্ছি, এমন একটা পরিস্থিতি, করার কিছু নাই। অন্য প্রসঙ্গে দরকার হলে কম বলব। এই পরিস্থিতিতে আমি অনুরোধ করব একটা স্পেশিফিক কমিটমেন্ট অন্তত: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাতে দেন। ঐদিন ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মাননীয় অনিল সরকার মহোদয়। কিন্তু আমি সেটিসফাইড না। আমি আবার নীচে গিয়ে বলেছি, যদি মাননীয় মুখমন্ত্রী থাকতেন তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তরটা এমন হতনা। যাহোক উনিও ভাল মন্ত্রী। সুতরাং আমি অনুরোধ করব ব্যাপারটার যাতে একটা স্পেশিফিক কমিটমেন্ট থাকে, নতুবা রিয়েলি প্রব্লেম।

সুতরাং আমাদের যে বিপুল আগ্রহ এটার গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেন এটা জানান, একটা সঠিক জবাব দেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীজওহর সাহা:— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব তুলেছেন, এবং মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, মাননীয় মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ যে বক্তব্য

রেখেছেন, এটা আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতি যে কত ভয়াবহ তা বলার আর অপেক্ষা রাখেনা। আগরতলা শহরও এইদিক থেকে বাদ নয়। এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র বাবু বলেছেন যে, কাশ্মীরের পরেই দেখা যাচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার স্থান। কাজেই আমাদের অনুরোধ থাকবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রতিটি এম, এল, এ, দের জন্য প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি এবং হোমগার্ড দেবার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, অনেক সময় আমরা যখন এস্কর্ট চাই তখন আমাদের বলা হয় যে আমাদের ম্যান পাওয়ার আছে, কিন্তু গাড়ী নাই। এখন আপনারা যদি গাড়ীর ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে এসকর্ট পাইতে পারেন। এটাও একটা সমস্যা স্যার। আবার দেখা যায় অনেক সময় এস্কর্ট দেওয়া হয় কিন্তু তাদের যে হাতিয়ার দেওয়া হয় সেগুলি খারাপ থাকে। হোমগার্ডদেরও আবার অনেক সময় ভাল ভাল হাতিয়ার যেমন এস. এল আর. ইত্যাদি দেওয়া হয়। কাজেই আমাদের সঙ্গে যে এস্কর্ট দেওয়া হয় তাদের হাতিয়ার আরেকটু উন্নত ধরণের হাতিয়ার দেওয়া হবে কিনা এবং এখন যে হাতিয়ার দেওয়া হয় সেগুলিকে মডিফিকেশান করা হবে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, যে মোশানটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, এটা নিয়ে তো বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। তবে একটা কথা আমি বলছি যে এবং বারবারই বলা হচ্ছে যে কাশ্মীরের পরেই ত্রিপুরার কথা বলেছেন, আমি জানি না আমার মুখ দিয়ে এ রকম কথা বের হয়নি।

শ্রীজওহর সাহা :— মি: স্পীকার স্যার, এটা আমরা পত্রিকায় দেখেছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য আমি করেছি তা আমার স্মরণাতীত কালেও মনে হচ্ছে না। আর যে কাশ্মীরের পরে বলা হয়েছে বলে যে এজেন্সী নিউজ করেছে তারা পরে আমাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। আমরা এনকোয়ারী করেছি যে, কোথা থেকে তারা এই কথা পেলো। পরে যারা নিউজ করেছিল তাদের এক্সপ্লেনেশন করা হয়েছিল এবং তারা এরপর ক্ষমা চেয়েছে। আর এখানে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন এটা ফেব্রিকেটেড্ বা কন্‌ককটেড কিছু আমার বক্তব্যে নেই। এই ব্যাপারে যখন তাদের মেইন এজেন্সীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তখন তারা পরিস্কার করে বলেছেন হ্যাঁ, এটা ঠিক এবং এজন্য তারা ক্ষমা চেয়েছে।

যাইহোক, প্রশ্ন যেটা যে পরিস্থিতি এই অঞ্চলে স্বাভাবিক সেটা আমরা বলছি না। তবে সিকিউরিটি পয়েন্টে এখানে যেটা বলা হয়েছে এক্স-ওয়াই জেড, অ্যাণ্ড জেড প্লাস্ (X Y Z and Z +) মাননীয় বিধায়করা 'Y' ওয়াই ক্যাটাগরীর হবেন। এবং আমার মেমোরী ইট্ ইজ্ নট্ ফেইলড,

সম্ভবতঃ সেই সময় মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ মহোদয় ছিলেন বিরোধী দলনেতা। তিনিও এই প্রসঙ্গটা কোন একটা আলোচনায় উত্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও এই ফর্মে নয়। এবং 'Y' (ওয়াই) ক্যাটাগরী, 'X' (একস্) ক্যাটাগরী এবং 'Z' (জেড্) ক্যাটাগরী, রয়েছে তারজন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যে সমস্ত প্যাটার্ন সাজেষ্ট করা আছে, তার সঙ্গে আমাদের যে ওয়াই ক্যাটাগরী সেই প্যাটার্নের সঙ্গে এটা টালি করে না। ইট্ ইজ্ ফ্যাক্ট্। সে সময় কি কি কারণে এটা করতে পারি নি, এবং কি কি আর্মস তাদের সঙ্গে থাকতে পারবে কয়জন লোক থাকতে পারবে, এবং কেন আমরা সেটা দিতে পারছি না সেটা বলার চেষ্টা করেছি। এটা ঠিক যে বছর দুয়েক আগে আমরা যে অবস্থার মধ্যে ছিলাম আজকে সেটা খানিকটা ইমপ্রোভ করেছে। তাতে কোন সন্দেহ নাই। বাট্ নট্ আপ্ টু দ্যা মার্ক বাট দেয়ার ইজ্ সাম ইমপ্রোভমেন্ট।

এখানে মাননীয় রবীন্দ্রবাবু যে কথাটা বলেছেন-সে কথাগুলি আমিই বলতাম, কিন্তু তিনি আগেই বলে দিয়েছেন এবং এতে আমাকে একটু সাহায্য করেছেন। তো বর্তমানে প্রশ্ন হচ্ছে যে আর্মস্-এর। এক্সট্রিমিস্টস্-রা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ, কে সিরিজের আর্মস্ ব্যবহার করে। এ, কে, সিরিজের আর্মস্ আমাদের দেশে তৈরী হয় না। এইগুলি বাইরে থেকে আনতে হয়। এবং গত প্রায় দুই বৎসর যাবৎ আমরা যে সংখ্যাটা চেয়েছিলাম, কেন্দ্রিয় সরকার তার মিনিমামটাও দিতে পারছেন না। এবং লাস্ট যে মিটিং সেই মিটিংএ আবার বলার পরে তারা এই সিরিজের কিছুটা দিলেন, যেটা আমাদের চাহিদার এক-দশমাংশ মাত্র। আর স্মল আর্মস্ মোটামুটি আমাদের কাছে আছে। আর মাননীয় সদস্যরা যেটা বলেছেন যে, স্মল আর্মস্ প্র্যাক্টিক্যালী যে প্রোব্লেমস্, এইগুলিতো সব জায়গায় এফেক্টিভলি প্রোটেকশনের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালনে অসুবিধা হচ্ছে এটা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তবে সময়ে এগুলি খুব এফেক্টিভ হয়, আবার সময়ে সময়ে এইগুলি কোন কাজে লাগেনা। এখানে আমাদের যে সিস্টেমটা আছে, সেই সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের এই বিষয়ে একটা কমিটি আছে। এখানে রাজ্যের ডি, আই, জি, (সি, আই, ডি,) হচ্ছেন চেয়ারম্যান। তারপর এস, বি, সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের তাদের একজন, দুইজন, অফিসার আছেন। আমাদের যে এস, বি, আছে তারও অফিসার আছেন সেই কমিটিতে। তারা মিটিং করে, হোম ডিপার্টমেন্টে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়। সেখানে এটা গৃহীত হওয়ার পরই ইমপ্লিমেন্ট হয়। আমাদের রাজ্যের বিধায়কদের জন্য দুইজন করে পি. জি. দেওয়া আছে। কয়েকজন বিধায়কের বাড়িতে হাউস গার্ডেরও ব্যবস্থা আছে। আপনি যা বলছেন, সেটা সবটা করা না গেলেও যতটুকু করা প্রয়োজন সেটা করতে গেলেও আমাদের কিছু সমস্যা আছে। আমাদের কাছে সেই রকম কোন ব্যবস্থাই নেই। এই ধরনের ভি. আই. পি. কোন দায়িত্বশীল সরকারের আমলে দুস্কৃতীদের দ্বারা মারা যাবেন, নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্বেও উদাসীনতার জন্য, সেটা বললেন না—এটা কি কোন সরকারের কাম্য হতে পারে? আমরা এটা করতে পারি না। এটা কেউ করবেন না। নিরাপত্তা থাকা সত্বেও ঘটনা যে ঘটছে না,

তা নয়। কাজেই, এই ব্যাপারে আমি এক্ষুনি চট করে কোন কমিটমেণ্ট দিতে পারছি না। বিধায়করা যখন বাইরে কোথায়ও যান, তখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বললে তখন এস. পি (অপারেশন) সেরকম ব্যবস্থা থাকলে সেটা দিচ্ছেন। যে এলাকায় আপনি যাবেন, সেই এলাকার থানাকেও আগে থেকেই ইনফর্ম করে রাখতে হয়। কিন্তু এটা ঘটনা যে যখন আমাদের হাতে ফোর্স থাকে না তখন আমাদের অসুবিধা হয়ে যায়। কদমতলা নির্বাচনের আগে সমস্যা হয়েছিল ঠিকই। এখন আমাদের যিনি দায়িত্বে আছেন তিনি বিধায়ক সুরজিৎবাবুকে এসকর্ট দিতে পারলেন না। কেন দিতে পারলেন না-এটার আর ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বলবেন, আমাদের তখন সমস্যা ছিল বলে দিতে পারি নাই। শ্যামাচরণ বাবুকে এসকর্ট করতে গিয়ে সুরজিৎ বাবুকে দেওয়া গেল না। এটা অর্থহীন কথা। এগুলির কোন অর্থ নেই কি বলার আছে? সুরজিৎবাবুর সঙ্গে কুমারঘাট ডাকবাংলোতে আমার কথা হল। উনার সমস্যাটা শুনলাম কদমতলা নির্বাচনে সবাই সেখানে যাচ্ছেন বলে সমস্যাটা হয়ে গেল। এরপর সেখান থেকে ফিরে এসে এস. পি-র কাছ থেকে এর সাত দিন আগে রিপোর্ট নেই। সমস্যাটা কেন হল, এটাতো হওয়ার কথা না। আমাদের গাড়ি এবং সিকিউরিটি পার্সোনালদের একটা সমস্যা থাকে। যাই হোক্ আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বলছি না। বিধায়কদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিশ্চয়ই আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। অল ইণ্ডিয়া লেভেলে 'ওয়াই' ক্যাটাগরিতে সিকিউরিটি সবগুলি দেওয়ার কথা আছে আমাদের। কিন্তু আমাদের বর্তমানে আর্মস এণ্ড ম্যান পাওয়ার স্ট্রেংথ যেটুকু রয়েছে, তার মধ্যে থেকে কতটুকু করতে পারি সেটা নিশ্চয়ই আমরা পরীক্ষা করে দেখব। যতটা সম্ভব ততটা নিশ্চয়ই আমাদের তরফ থেকে করতে হবে। এই প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি। কিন্তু ক্যাটাগরিক্যালি যে সব বলা হচ্ছে, সবটা সেভাবে বলা আমার পক্ষে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব, মাননীয় সদস্যরাও এই ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করবেন।

এমনিতে, প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ব্যবস্থা করা। মাঝে মাঝে মন্ত্রীদেরও সমস্যা হয়ে যায়। মিনিষ্টাররা সময় দিতে পারছে না এই সমস্যা হয়ে যায় মনে করার কোন কারণ নেই যে বিধায়করা বিশেষ করে বিরোধী দলের বিধায়কদের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে এটা মনে করলে ভুল করা হবে। আমি মুখ্যমন্ত্রী আমার ক্ষেত্রেও হয়েছিল একবার নর্থে যাওয়ার সময়। আটকানো, এটা ধরে নেওয়া ঠিক না যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন রকম সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এটা করা এইরকম ইনস্ট্রাকশন আমাদের দিক থেকে নেই। কারণ, আমি যদি এই ইনস্ট্রাকশন দিই, কালকে আমি যখন বিরোধী দলে বসব, আমার জন্য এটা অপেক্ষা করবে। এগুলি মাথায় রেখে তবে আমরা এই ধরনের কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত কোন নির্দেশ প্রশাসনের ভেতরে দেওয়ার চেষ্টা করি না। আমাদের হয়ত অসতর্ক মুহূর্তে কোন নির্দেশ-এ ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, এটা চিহ্নিত হলে পরে নিশ্চয় আমরা সেগুলি সংশোধন করার চেষ্টা

করব। এই জায়গায় কোন সন্দেহ নেই। কাজেই ইচ্ছাকৃত ত্রুটি ধরলে পরে, এটাকে ডিপেণ্ড করার কেউ চেষ্টা করেন যদি অসাবধানতাবশত হয়, সত্ত্তা যদি থাকে এটা ধরিয়ে দিলে পরে এটা গ্রহণ করা। কাজেই, আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করার চেষ্টা করছি। ফলে এই জায়গায় আমাদের যে গেপটা আছে এই গেপটা সবটা একসঙ্গে আমরা পূরণ করে উঠতে পারছি না। কিন্তু আমি এইটুকু বলছি আমরা সিরিয়াসলি বিষয়টা আর একবার পরীক্ষা করব। পরীক্ষা করে আমরা দেখব যে, কতটা এটাকে একস্‌টেণ্ড করা যায়। সবটা দেখব। আর হাউস গার্ড বা পি. জি. যেটা বলেছেন যে দুইজন সঠিক। আমি কালকে এস. পি (ওয়েস্ট) সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের এম. এল. এ দের সঙ্গে থাকার জন্য বলছে। আমি বলছি হাউ ইজ ইট পসিবল। আট ঘণ্টা তারা ডিউটি করেন। একজন আটঘণ্টা করলে আর এজন ৮ ঘণ্টা করবেন। মোট ষোল ঘণ্টা। তাহলে বাকি আরও আট ঘণ্টা বাকী থাকে। এট আট ঘণ্টা কি হবে ? আর অনেক এম. এল. এ-র বাড়ীতে দ্বিতীয় কোন ঘর নেই কি করে থাকবে, অসুবিধা। আমরাতো ঘর করে দিতে পারব না, এটা সম্ভব না। এই ব্যাপারে এস. পি-রও কোন জবাব নেই। আমার কাছে কোন বিকল্প নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ঠিক আছে, ওয়াই ক্যাটাগরি ইজ নট পসিবল। কিন্তু এ্যাজ পার রিকয়ারমেণ্ট, তার মুভমেণ্ট হল এ্যাজ পার রিকয়ারমেণ্ট রিকুইজিশান দিল আই অ্যাম গোয়িং টু গণ্ডাছড়া ও. কে। কিন্তু হাউস গার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— হাউস গার্ডের ব্যাপারেও আমি বলেছি এই সবটা মিলিয়ে পরীক্ষা করে যতটা আমরা করতে পারি সেটা করার জন্য আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না। এই বিশ্বাস এবং আস্থা যদি আমাদের উপর থাকে নিশ্চয় আমাদের এতে সততার কোন ঘাটতি থাকবে না। তারপরেও আমি বলব সমস্যা কিছু আছে এটা থাকবে সবটা হয়ত চট করে দূর করতে পারব না এটাই আমি বলেছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ব্যাপারটা হলো মোটামুটি দেখা যায় ৩৫-৪০ জনের মত তবে সবার বোধ হয় লাগবে না। আমার কথা হলো এটা কি বেশী সংখ্যা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য, আমি এটা বলার চেষ্টা করেছি ক্যাটাগরিক্যালি আপনারা যেসমস্ত প্রশ্নগুলি এখানে তুলেছেন আমিতো কোনটা রুলআউট করিনি। আপনাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এমন কোন কমিটমেণ্ট করতে পারব না যেটা আমার সাধ্যের বাইরে আর যদি বলি আপনারা তারপরে এসে বলবেন মুখ্যমন্ত্রী আপনি বললেন করলেন না তো, যত সরকার সেটা করার সাধ্য সামর্থ নেই। আপনি আমার কাছে দশ টাকা চেয়েছেন আমার কাছে দুই টাকা আছে আমি দুই টাকা দিতে

পারি আট টাকা কোথায় থেকে দেব। আমার সেই অ্যাভেইলিটি নেই। এটা আমি বলছি যে প্লিজ বিয়ার উইথ। যদি কেউ বেয়ার করতে না চান কিছু করার নেই। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা আমরা টেকআপ করার চেষ্টা করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটা ঠিক আছে এ্যান্ড পার প্রেকটিকেল যতটুকু করা যায় এটা দেখবেন ।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা যে আমাদের কংগ্রেস সভাপতির বাড়ীতে হাউস গার্ড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে তাদের আর্মস দেওয়া হয় নাই। শুধু চারটি লাঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। হাউস গার্ড লাঠি দিয়ে তারপর ওদের বয়স হয়েছে, অবসরের বয়স হয়েছে। এটা যদি নিরাপত্তার নমুনা হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা যদি এই রকম থাকে নিশ্চয় আমরা দেখব। সেখানে প্রথমে গার্ডই ছিল না। সেই যাই হউক, আসলে এইসমস্ত নিরাপত্তার ব্যাপারগুলিতে একটা বড় পার্ট হচ্ছে একটা সাইকোলজিকেল ব্যাপার। যাই হউক, আপনারা যেটা বলেছেন এটা আমার জানা ছিল না, কথা বলবার চেষ্টা করব।

GOVERNMENT BILLS—Introduced

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল : –Introduction of "The salary, Allownces and Pension of the Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Sixteenth Amendment) Bill 2001 (Tripura Bill No. 3 of 2001) "

এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি হাউসে উপ্থাপনের

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, I beg to move "Introduction of the Salary, Allownces and Pension of the Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Sixteenth Amendment) Bill 2001 (Tripura Bill No. 3 of 2001) " be passed.

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন প্রস্তাবিত বিলটি ভোটে দিচ্ছি। (বিলটি সংখ্যা ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, যদি রুলস্ তৈরী করা না হয় তাহলে বিল এনে কোন লাভ নেই। শুধু শুধু বিলটা এনে হাউসের সময় নষ্ট হচ্ছে।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2001-2002.

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে, ২০০১-২০০২ সালের আর্থিক বরাদ্দের উপর সাধারণ আলোচনা। এখন মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব তাদের নামের তালিকা দেওয়ার জন্য। আর তার সাথে সাথে অনুরোধ করব যেহেতু সময় খুব কম যাতে সকলেই সময় সম্পর্কে সচেতন থাকেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মি: স্পীকার স্যার, গতকাল ২ ঘণ্টা ৪০ মি: মধ্যে আপনিই ১ (এক) ঘণ্টা সময় নষ্ট করেছেন। এটা যাতে মেণ্টেইন করা হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — মি: স্পীকার স্যার, নির্ধারিত সময়ের বেশী যদি বলে থাকেন তাহলে ঐগুলি এক্‌পাঞ্জ করা হউক।

মি: স্পীকার :— মোট সময় ১৫০ মিনিট। এখানে ৫৯ জন সদস্য আছেন, প্রত্যেকেই বলার অধিকার আছে। আপনারা সময়টা ভাগ করে নিন।

(গণ্ডগোল)

মি স্পীকার :— প্রত্যেকের রাইট আছে বলার ।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধন দাস : - স্যার, সব মেম্বারের বলার অধিকার আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা কোন প্রশ্ন না। প্রশ্ন হচ্ছে যার যে টাইম এলট হবে সে সেই অনুযায়ী বলবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : — স্যার, টাইমটা যাতে এডজাস্ট হয়।

মি: স্পীকার :— আপনারা ৬০ মিনিট, বাকীটা ওদের।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, আমি আরম্ভ করি।

মি: স্পীকার :— আপনাদের নাম দিয়ে দিন। আপনাদের কতজন বক্তা আলোচনা করবেন। আপনাদের মোট সময় হচ্ছে ৬০ মিনিট।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, গতকাল আমাদেরকে সময় দেননি, আমরা বলতে পারিনি।

মি: স্পীকার :— মোট ৭ জন বক্তব্য রাখবেন। আপনারা প্রত্যেকে ৮ মিনিট করে সময় পাবেন। প্রত্যেক বক্তা ৮ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলছি আজকে জেনারেল ডিসকাশন এর শেষ দিন। এখানে ফিনান্স মিনিষ্টার এর রিপ্লাই দেবেন এবং মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। তার জন্য আমি বলছি টাইমটা যাতে সেইভাবে মেণ্টেইন করা হয়।

মি: স্পীকার : আমি তো বললাম বিরোধীরা পাবে ৬০ মিনিট আর রুলিং পার্টি পাবে ৯০ মিনিট।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— গতকালকে আমরা টাইম পাইনি। আমাদের কেন সময় কার্টেল হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এত কম সময়ের মধ্যে বক্তব্য রাখা যায়না। এটা কি করে হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, জেনারেল ডিসকাশনের আগে আমি একটা প্রাসঙ্গিক ব্যাপারে আপনার নজরে আনছি। সেটা হচ্ছে ঐ দিন ২৩ তারিখ বিধানসভা অধিবেশন-এর প্রারম্ভে রাজ্যপাল এখানে ভাষণ দিলেন। কিন্তু গণ্ডগোলের জন্য অনেক কিছু হয়ে গেল। যেটা নিয়ম যে রুলস সেটা মানা হয়নি। এটা হচ্ছে After deleveration of speech of the Governor shall have to sign in his own hand on the book and the book shall be delevered to the secretary by his ADC. এটা যে নিয়ম সেটা বোধ হয় পালন করা হয়নি।

এখানে আমি রুলস্ তুলে ধরছি, দি প্রেসিডেন্ট এড্রেস ডিওলি অথেনটিকেটেড বাই দ্যা প্রেসিডেন্ট ইজ লেইড অন দ্যা টেবিল বাই দ্যা সেক্রেটারী জেনারেল বা ওথেনটিকেটেড কপি ইজ ইউনাইটেড ওভার টু দ্যা সেক্রেটারী বাই দ্যা মিলিটারী সেক্রেটারী টু দ্যা প্রেসিডেন্ট অন দ্যা ডে উইথ দ্যা প্রেসিডেন্ট ডেলিভার্ড হিজ সাবজেক্ট। লোকসভায় এটা আমরা বার বার দেখেছি, আমার মনে হয় এখানে এই প্রসিডিওরটা মেনটেইন করা হয় নাই। এখনও সময় আছে রাজ্যপালের দস্তখত এনে এটাকে রিজারভেশান করা হোক। মি: স্পীকার স্যার, এখানে সি. এ. জি. রিপোর্ট ১৯৯৮-৯৯ইং একসাইজ এক্সপেনডিচার অভার গ্রেণ্টস, এপ্রোপ্রিয়েশান নট রেগুলারাইজড ফর পোষ্ট সেভারেল ইয়ারস্। দো ইট ইজ মেণ্ডেটরি ফর দ্যা গর্ভমেণ্ট টু গেট, এক্সপেনডিচার রেগুলার সাচ একসেস ইজ রুপিস ৬৪৯ কোটি ফ্রম ১৯৭৮-৮৬ ইং, ১৯৯৮-৯৯ ইং। পি এ সির ১৯৮৮-৯৩ ইং কোন মিটিং হয় নাই। যার ফলে এটা আসতে হয়েছে। এটা আলটিমেইটলি আপনার উপর গিয়ে পড়বে। এখানে প্রাইভেটাইজেশনের জন্য বিরোধীতা করে আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বলেছেন যে, এটা হচ্ছে জনস্বার্থ বিরোধী, জনগণের প্রতি প্রতারণা।

মিঃ স্পীকার স্যার, পাবলিক সেক্টার আণ্ডার টেকিং শিল্প, কারখানা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এবং ইণ্ডিয়াতে আছে আর পৃথিবীর কোথাও নাই। এটাও জওহরলাল নেহেরু জেলে থাকার সময় কমিউনিষ্ট বই পড়তে পড়তে মনে করতেন বোধহয় ভাল। একদিকে গান্ধীজীর মায়া ছাড়তে পারেন না আবার কমিউনিজমও হতে পারে না। কিন্তু নেহেরু কংগ্রেস হলেও মনে মনে কমিউনিষ্ট ছিলেন এই জন্য ১৯৫২ সালে মিশ্র অর্থনীতি আমদানী করা হয় সেটার নাম হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। এই অর্থনীতিকেই নির্ভর করেই পাঁচশালা পরিকল্পনা ভারতবর্ষে ইনট্রোডিউস্ করা হয়। এই বাজেটে অবশ্য কিছু বলার সুবিধা কম কারণ এখানে স্টেট্ রেভেনিউ মাত্র ২১৯ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা, বাকি সবই সেন্ট্রাল এসিসট্যান্স দিজ্ ওয়ে, ছাট্ ওয়ে প্ল্যান্। কাজেই রাজ্য সরকার যদি কোন কিছু বলার থাকে, তাহলে এই টাকার মধ্যেই তার সীমাবদ্ধতা। কিন্তু এই ২২৯ কোটি টাকার বাজেট কি হবে এটার আমি একটা প্রাচীন কথা বলছি, ১৮৭২ সালে প্রথম যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এজেণ্ট এ. ই. ডব্লুউ বি. পাওয়ার আই. আর গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া এর কাছে রিপোর্ট পাঠালেন, দ্যা ফর্ম অব গভ: অব ত্রিপুরা ইজ্ ডেসপুটিক্ এণ্ড পেট্রিয়ট্ সেল, দি রাজাস্ ওয়ার্ড ইজ ল, দেয়ার ইজ নো বাজেট্ হেজ পাসড্।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, কনক্লুড্ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এখানে চীফ মিনিষ্টার লিডার অব হাউস এবং ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার থাকেন আমরা উনাদের রিপ্লাই এইভাবে ধরে নেই না এবং হাউসের অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনা করা হয় না। লিডার অব্ দ্যা হাউস এবং আমাদেরও লিডার এই হিসাবে উনাকে নিশ্চয়ই সুযোগ দেবেন, উনি শুরুই করেননি এরমধ্যে আপনি বলবেন কনক্লুড্ করেন?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : - স্যার, আচ্ছা যাই হউক আমি অর্থ মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এম. এল. এ. লোক্যাল ডেভলপমেণ্ট ফাণ্ড ইনট্রোডিউস করার জন্য, এটা আমি গত বছর অনুরোধ করেছিলাম এবং সদস্য মানিক দে সমর্থন করছিলেন এবং অংকটা আরও বেশী হবে বলে আশা করেছিলাম। যাই হোক ইন্ কোর্স অব্ টাইম্ এটা নিশ্চয়ই উনি দেখবেন। তবে আমি দুঃখিত আমার আরেকটা প্রস্তাব ছিল যেটা হচ্ছে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এর জন্য ডিসক্রেশানারি ফাণ্ড এর জন্য ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক রাজ্যেই আছে। আসামে একজন স্পীকার ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ডিসক্রেশনারি পরে। এবং আমাদের ছোট এ. ডি. সি. তার চেয়ারম্যানের ডিসক্রেশানারি পাওয়ার আছে ছয় লক্ষ টাকা। কারণ তার কোন এক্সিকিউটিভ্ পাওয়ার নেই ঐটাতেই খুশি করতে হয়। কাজেই স্পীকারের পজিশান হাই, তাঁকে কোন অফিসে যেতে হয় না, উনার কাছেই লোক আসেন। আর ডেপুটি স্পীকার, তার তো প্র্যাকটিকেলী কোন ক্ষমতাই নেই।

মিঃ স্পীকার :— কনক্লুড করুন মাননীয় সদস্য।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, কাজেই আমি একান্ত অনুরোধ করব এখনো সুযোগ আছে পার্লামেন্টে বাজেট পেশ করার ৩ মাস পরে এটার এপ্রোভাল হয়। এই বছর স্পীকার ও ডেঃ স্পীকার ডিসক্রেশানারী ফাণ্ড এর টোকেন হলেও রাখুন, আগামী বছর এটা বাড়িয়ে দিন। আরেকটা আমার কৃষিমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ থাকবে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যত আনারস চাষ হয়, তার মধ্যে সর্বাধিক হচ্ছে দারচৈ এবং বেতছড়া। সেখানে বছরে ১০ থেকে ১২ লক্ষ হাই কোয়ালিটির পাইনআপেল উৎপাদন হয়। এটার জন্যই সেখানে জারামেক ৬ কোটি টাকা খরচ করে, তার কনসেনট্রেশন মেশিন বসানো হয়েছিল। গত বারে তো তারা আনারস কিনল না, এর মধ্যে এখানকার আমরা বাঙালী ই বি এল এফ প্রচার করে দিল যে আনারস এর ভিতর ইনজেকশান দিয়ে বিষ ঢোকানো হয়েছিল, এর জন্য কেউ আনারস কিনল না। এবং তার জন্য কেউ ভয়ে খেল না। তারপর অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅঘোর বাবু গেলেন এবং আরো করেকজন মন্ত্রী ও গেলেন, এবং তারা বাজারে গিয়ে নিজেরা খেয়েছেন এর ফলে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই। গাড়ীর ড্রাইভাররা তাদের বলল যে তোমরা কেউ ট্রান্সপোর্টেশনে যোগ দিতে পারবে না। গাড়ী চালাতে পারবে না। ফলে তাদের নিতে পারল না। তখন আমি গৌহাটী গিয়ে রতনমনি জমাতিয়া নামে এক জন আছেন তাকে অনুরোধ করে ঐখানে কিছু গাড়ী পাঠাই, এই করে কিছু ট্রান্সপোর্টেশন করা হল। এটা শেষ সময়, এরপর অঘোর বাবু পরিদর্শন করার পরে, একটা নির্দেশ দিয়েছেন জারামেকে যাতে আনারসগুলি ক্রয় করা হয়। তখন সময় শেষ জারামেক আর আনারস কিনল না। তখন কমপেনসেশন হলে পরেও কিছু দিয়ে ৩ টাকা বা ১ টাকা করে বেচতে পারল না। এটা কমপেনসেশন করা যায় কিনা, এই অনুরোধ করা হয়েছিল। যাতে এই ঘটনা আর পুনরাবৃত্তি না হয়। এবং তাদের আর্থিক ক্ষতি যাতে পুষিয়ে দেওয়া যায় কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করবেন কিনা?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৫ই মার্চ মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ত্রিপুরার জনগণের জন্য ২৯ হাজার ২৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে বক্তব্য রাখতে যাচ্ছি আমরা রাজ্যের জন্য যে বাজেট পেশ করেছি সেটা রাজ্যবাসীদের জন্য। অপর দিকে আমাদের দেশবাসীর জন্য বি জে. পি সরকারে কত বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেট দেখতে গিয়ে ৪৬ হাজার ৯৭ কোটি টাকা পরোক্ষ টেকস্ সহ দেশলাই, থেকে আরম্ভ করে চা, চিনি, পেট্রোল এবং ডিজেল সমস্ত জিনিষ পত্রের উপর টেকস্ নিয়ে ৪ হাজার, ৬শ ৭৭ কোটি টাকা তারা আদায় করবে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার রেলের বাজেট এর উপর পরিবহন ভাড়া

জানি যে, পৃথিবীর সভ্যতার বিকাশ নগর উন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নগর জীবন যেমন পারে গ্রামের মানুষকে অলৌকিকতার হাত থেকে রক্ষা করতে, তেমনি শহর পারে, উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে সচেতন করতে। এই অবস্থাগুলিকে মাথায় রেখে এই বাজেট রচিত হয়েছে বলে এই বাজেটকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কেহ কেহ বলতে চেয়েছেন, শহর মানে সাংঘাতিক ব্যাপার। শহরের সবাই বিরাট বিরাট বড়লোক। বড়লোক ছাড়া অন্য কোন মানুষ থাকে না। আসল ব্যাপার তা নয়। একটি পরিসংখ্যান থেকে লক্ষ্য করা যাবে, শহরের অবস্থা কোথায় ছিল, কোথায় আছে এবং কি হতে পারে। ৪০ বছর আগে শহরের এই পৃথিবীর ৪০ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করতেন। ২৫ বছর পরে ৬০ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করবে। ১৯৪৯ সালে আমাদের দেশে শহরে বাস করতেন উনিশ দশমিক দেড় শতাংশ মানুষ। ১৯৫১ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫.৭১ শতাংশ। এইভাবে বৃদ্ধির হার বাড়তে থাকলে ১৫ বছর পর আমাদের দেশের ৪০ শতাংশ লোক শহরে বাস করবে। এই হার বৃদ্ধির ফলে ৩৮ শতাংশ বড় বাড়ীতে বাস করেন, ৩৫ শতাংশ বাস করেন বস্তীতে, ৪৪ শতাংশ লোক একটি মাত্র ঘরে এবং ৭০ থেকে ৮০শতাংশ লোকের নিজের বাড়ী নেই পরিবেশের কারণে ৪০ হাজার শহরবাসীর প্রতি বছর মৃত্যু হয়। ৬ লক্ষ মানুষ পানীয় জল পায় না। এই অবস্থায় শহরকে রক্ষা করতে গেলে প্রতি বছর প্রয়োজন অতিরিক্ত ২০ হাজার কোটি টাকার। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের নগর উন্নয়নের বরাদ্দ ক্রম হ্রাসমান। ১৯৫১ সালে বরাদ্দ ছিল ৮ শতাংশ। আর চতুর্থ পরিকল্পনা কালে এসে দাঁড়িয়েছে ২.৬ শতাংশ। আয় দেখতে গেলে দেখব, সরকারের রাজস্বের ৯০ শতাংশ আয় হয়, এবং আভ্যন্তরীন মোট উৎপাদনের ৬০ শতাংশ শহর থেকে আসে। অথচ শহরের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন না। রাজ্য সরকার এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে বাজেট উপস্থাপিত করেছেন তা প্রায় ১৫৬৯ হাজার কোটি টাকা। এই বরাদ্দের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের শহর নগরগুলিতে উন্নতি করার জন্য, সভ্যতার বিকাশ করার জন্য যে বিষয়গুলির প্রতি বরাদ্দে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার তা করা হয়েছে বলে এই বাজেট অভিনন্দন যোগ্য বাজেট। আপনারা লক্ষ্য করেছেন, গৃহ নির্মাণ করা, পানীয় জল সরবরাহ, বাজার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, বস্তী উন্নয়ন, রাস্তা ও বাড়ীর আলোর ব্যবস্থা করা, স্যানিটারী-টয়লেটের ব্যবস্থা করা, আবাসিক পানীয় জল সম্প্রসারণের জন্য সংযাগ দেওয়ার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়েছে।

শ্রীবাসুদেব মজুমদার :— ঠিক আছে।

মিঃ চেয়ারম্যান :— থ্যাংক ইউ। মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক কুমার রায়। আপনার সময় ৭ মিনিট।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— সময় শেষ হবার ১ মিনিট আগে বাতি জ্বালিয়ে দেবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— বাতি জ্বালিয়ে সদস্যকে এলার্ট করে দেওয়াই নিয়ম

শ্রীদীপক কুমার রায় :— মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, এখানে আই. সি. এ. টি. মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত নেই। থাকলে ভাল হত। কারণ, কিছুক্ষণ আগে আলোচনা হয়েছে বিজ্ঞাপন নীতি এবং জাগরণ পত্রিকা বন্ধ হওয়া সম্পর্কে। আমার কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৮ তে এ সম্পর্কে কোয়েশ্চান ছিল। ডিপার্টমেন্ট ছিল, আই. সি. এ. টি.। এই প্রশ্নের সঙ্গে সেটা রিলেটেড ছিল। কিন্তু ডিসএলাউ হয়েছে। তবু আমি আমার প্রশ্নগুলি এখানে পড়ে শুনাচ্ছি। নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চান, ১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০১ ইং সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত রাজ্যে প্রকাশিত কোন্ কোন্ পত্রিকাকে কত কলম। সেন্টিমিটার বিজ্ঞাপণ দেওয়া হয়েছে (ক্লাসিফাইড ও ডিসপ্লে পৃথক ভাবে হিসাব), দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত সময়ে সরকারী বিজ্ঞাপণ বাবদ কোন্ কোন্ পত্রিকা কত টাকা রাজ্য সরকারের নিকট পাওনা হয়েছে। এবং তিন নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে, ২০০১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিজ্ঞাপণ বাবদ কোন্ কোন্ পত্রিকারের নিকট কত টাকা পাওনা আছে? কি কারণে ডিসএলাউ হয়েছে। না, The information wanted wil be very lengthy and run into too many details, স্যার, এটা লে করার জন্য বলতে পারতেন। কিন্তু তা না করে ডিসএলাউ করা হয়েছে। এখানে এর থেকে বড় বড় প্রশ্ন আলোচনা হয়েছে। এই ধরণের বহু কোয়শ্চান যা জনস্বার্থে আনা হয়েছে তা অফ করে দেওয়া হয়েছে।

এই ধরণের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বহু প্রশ্ন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট, ফুড ডিপার্টমেন্ট, এস সি. ওয়েলফেয়ার বিভিন্ন দপ্তর সম্পর্কে। জনস্বার্থ সম্বলিত প্রশ্নগুলি যদি এইভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়, এইভাবে বিরোধীদের যদি রাইটগুলি কাটেইল করে দেওয়া হয়, আমরা অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ করতে পারব না। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে তো আমরা বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। স্যার পরিবহন দপ্তরের উপর বলব, কিন্তু পরিবহন মন্ত্রী হাউসে উপস্থিত নেই। উনি এখানে তথ্য দিয়েছেন যে ক্রেন কেনা হয়েছে, এম্বুলেন্স কেনা হয়েছে। কোথায় ক্রেন? উনি বলেছেন আমবাসা টি, আর, টি, সি অফিসে নাকি আছে। স্যার, আমি আমার সহযোগী সুদীপ বাবুকে নিয়ে কদমতলা গিয়েছিলাম নির্বাচনের কাজে। ওখানে আমাদের একটা গাড়ীকে দেখতে পেলাম খারাপ হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। আমি নিজে আমবাসার নামলাম, পুলিশ স্টেশনে গেলাম, সুদীপ বাবু ছিলেন আমার সাথে, ঐ গাড়ীটাকে যাতে পিক আপ করে নিয়ে আসা যায়, ক্রেন খোঁজার জন্য। কিন্তু ওখানে কোন ক্রেন নেই। সুদীপ বাবু সাক্ষী আছেন। এই যে ক্রেনটা ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে সেটা কোথায় রাখা হয়েছে? এটা

কি কাজের জন্য রাখা হয়েছে? আজকে এটা একটা প্রশ্ন। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রাস্তায় কোন গাড়ী এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে এমন কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমার কাছে রিটেন অভিযোগ রয়েছে। ও. সি, তেলিয়ামুড়া থানায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে নেই। যদি তিনি এটার কপি চান, তাহলে আমি পাঠাতে পারি উনার দেখার জন্য। আর হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের কথা বলে তো লাভ নেই অনেক গুলি প্রশ্ন ছিল হেল্থ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে। কয়টা বলব? একটা ঘটনার কথাই বলি যে ৪ দিনের একটা শিশুকে আই, জি, এম, হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয়েছে। এটা রবীন্দ্র বাবুও জানেন, কাশী বাবুও জানেন। আমি বললাম যে ৪ দিনের একটা শিশুকে রেফার করা হয়েছে সঙ্গে একজন ডাক্তার দিন। আমরা উনার খরচ দেব, প্লেনের টিকিটের খরচ দেব। সুপারিটেনডেন্ট আমাকে রিপ্লাই দিলেন যে ডাক্তার কি করে দেব, ডাক্তারের শর্টেজ। একটা ৪ দিনের শিশু যাবে, তার সাথে একজন ডাক্তার যাবে না এটা কি করে হয়। এট লিষ্ট উনি পৌঁছে দিয়ে চলে আসবেন। দ্যান এ্যাণ্ড দ্যান আমি হেল্‌থ মিনিষ্টারকে ফোন করলাম, কিন্তু উনাকে পাইনি। তারপর আমি চীফ মিনিষ্টারকে ফোন করলাম এবং বিষয়টি বললাম। তখন চীফ মিনিষ্টার বললেন ডাক্তার যাবে। ৪ দিনের শিশুর সাথে ডাক্তার যাবে না এটা কি করে হয়। তিনি বলেছেন ডাক্তার অবশ্যই পাঠাবেন। এক দিনের জন্য ডাক্তার গিয়েছেন। উনার প্লেনের টিকিট আমরা কেটে দিয়েছি। আজকে সেই শিশুটি ২ মাসের উপর হলো ভালো আছে। এই হলো হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের চেহারা। সঙ্গে যদি ডাক্তার না যেত তাহলে হয়তো শিশুটির মৃত্যু হতে পারত। স্যার, হোম ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে একটা বলছি। কোন এক সময়ে একটা গাড়ী বিকল হয়ে গেছে। আমি আমার পরিচয় না দিয়ে তেলিয়ামুড়া পি, এস.-এ ইন্টারফেয়ার করেছিলাম। তেলিয়ামুড়া অক্ষমতা প্রকাশ করায় আমি এস. ডি. পি. ও-র তেলিয়ামুড়ার সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। এস. ডি. পি ও. বললেন আপনি সিণ্ডিকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমি বললাম কোথাকার সিণ্ডিকেট? তিনি বললেন তেলিয়ামুড়ার সিণ্ডিকেট। আমি বললাম কেন আমি সিণ্ডিকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করব? তিনি বললেন—দেখুন এই ভাবে বললে তো হবে না আমরা হয়তো জোর করে গাড়ীটা বের করে দিলাম, তারপর তো গাড়ীটাতে আগুন ধরিয়ে দেবে। আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তারপর আমি এস. পি-র সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি আমায় বললেন—আমি ব্যাপারটা টেইক আপ করছি। তারপর আমি মাননীয় সি. এম. কে ফোন করলাম এবং ঘটনাটা জানালাম। সি. এম. বিষয়টার উপর ইন্টারভীন করলেন। পি. এস. কেইস নেবে না, এস. ডি. পি. ও এই ধরণের কথা বলবে, আমি দেখছি ব্যাপারটা কি। বলেই তিনি এস পি.-কে ফোন করলেন—তুমি ব্যাপারটা টেইক আপ কর। তারপর পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং গাড়ীটাকে তুলে এনে সি. আর. পি. ক্যাম্পে রাখল। তার পরের দিন আমি যখন গাড়ীটা নিয়ে বেড়িয়ে যাই পুলিশের

সামনে দিয়ে তখন সেখানে অনেক লোক এসে দাঁড়ালো এবং বলল যে—আমাদের পয়সা দিয়ে যেতে হবে। কিসের পয়সা? এই গ্রামে যদি পাহারা দেওয়া হয়, গ্রামের যত লোক আছে সবাইকে ভাগ করে টাকা দিতে হবে, ৯ হাজার টাকা দিতে হবে। কি অদ্ভুদ ব্যাপার। পুলিশ বলছে—আমরা অসহায়। তখন আমি বললাম আমার সাথে তো পয়সা নেই, যাওয়ার সময় দিয়ে যাব। এটা কোন দেশের আইন যে ঘরে ঘরে পয়সা দিতে হবে। আমার কাছে স্পেসিফিক কমপ্লেইন আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বললে আমি দিতে পারব। আড়াই হাজার টাকা আমাকে দিতে হয়েছে। এই ধরনের দুর্নীতির বহু কেইস ছিল যেগুলি তোলা যায় নি। তারপর এডিসির প্রশ্নে দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় এ. ডি. সি.-র ক্ষমতা খর্ব।

স্যার, স্বাস্থ্যমন্ত্রী যাদের কাছে চিকিৎসা করা হবে তারাই অসুস্থ কারণ র'ক্তোর প্রধান হাসপাতালে মানসিক ভারসাম্য চিকিৎসক থাকলেও সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এটা কার বক্তব্য স্যন্দন পত্রিকার বক্তব্য। এ. ডি. সি-র ক্ষমতা খর্ব, কোণঠাসা করার চেষ্টা এটা কার বক্তব্য? দৈনিক সংবাদের। সরকার নয় ডাক্তারদের নিয়ে সমস্যা এটা কার প্রশ্ন? কার বক্তব্য? ডাক্তাররাই সুস্থ পরিবেশ দিতে ব্যর্থ এটা কার প্রশ্ন? দৈনিক সংবাদের।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রী অমিতাভ দত্ত) :— মাননীয় সদস্য দীপক বাবু আপনাকে ধন্যবাদ।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— ধন্যবাদ। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে যে, এ ধরণের জনস্বার্থ বিরোধী বাজেটকে সমর্থন করা যায় না বলে দুঃখিত এবং এই সব অন্যায় কাজ বন্ধের আবেদন রেখে এবং বাজেটকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানোর আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীঅমিতাভ দত্ত) :— মাননীয় সদস্য আপনাকে ধন্যবাদ। এখন আলোচনায় অংশ নেবেন বিধায়ক শ্রীসুবোধ নাথ। আপনার সময় আট (৮) মিনিট।

শ্রীসুবোধ নাথ :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি এই বিধান সভায় প্রথম পদার্পণ করেছি অভিজ্ঞতা অনেকটা নেই বললেই চলে। এর আগে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল পঞ্চায়েত স্তরে কাজ করার। গতকাল বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে বিরোধী দলের মাননীয় বিভিন্ন সদস্য বাজেটের বিরোধীতা করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে কথাগুলি বলেছেন আমি তা সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে সেহেতু আমি পঞ্চায়েত স্তরে কাজে লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে গ্রামোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত দপ্তর সারা রাজ্যে যে নুতন কর্মযোগ সৃষ্টি করেছেন এর আগে অতীতে কোথাও ঘটে নি। আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে আর. ডি. ডিপার্টমেন্ট

রাস্তাঘাট ইট সলিং করার জন্য, পাকা স্কুল বাড়ী নির্মাণ করার জন্য, অঙ্গনোয়াদী কেন্দ্র এবং বালুয়াড়ী স্কুল এইগুলি খোলার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন কিন্তু এর আগে এইগুলি কোথাও হয়নি। পঞ্চায়েত দপ্তর প্রতি বছর পূজার সময় শাড়ী, ধুতি ইত্যাদি যেমন দিচ্ছেন তেমনি পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে কাজও করছেন। অন্তত: পক্ষে দুই বেলা দুই মুঠো ভাত দেওয়ার জন্য কর্ম সংস্থানেরও ব্যবস্থা করেছেন এটা নজীর বিহীন ঘটনা। এখানে উল্লেখ করা দরকার রাজ্য সরকার ২০০২ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সে লক্ষ্যে পঞ্চায়েত ডেভলাপমেন্ট ফাণ্ড থেকে কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে সেখানে জমির উন্নয়ন করা হচ্ছে। জমি উন্নয়নের সাপেক্ষে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রাণী সম্পদকে তার বিকাশ ঘটানোর জন্য বিভিন্ন এলাকার মধ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অফিস খোলা হচ্ছে। হাঁস মুরগী যেমন বিলি করা হচ্ছে তেমনি ছাগল গবাদি পশু, দুগ্ধবতী গাভী এইগুলি সরবরাহ করা হচ্ছে গ্রামের মানুষের মধ্যে। গ্রামের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সেটা অতীতে নেই বললেই চলে। কারণ গত ৩০ বছর ধরে এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। বর্তমানের গ্রামের উন্নয়নের জন্য গ্রামের রাস্তাঘাট করা হচ্ছে তার জন্য এক দিকে যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করছে তেমনি কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করার ক্ষেত্রে এই নূতন রাস্তাঘাটগুলি এখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি আগে যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডাক্তাররা যেতে পারতেন না কিন্তু এখন তারা সপ্তাহে দুই দিন হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রকে আরও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে সদ্যজাত শিশুদের টিকাকরণের যে প্রক্রিয়া সেটা যেমন প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারে হচ্ছে, তেমনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতেও হচ্ছে। যেখানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেনি, সেখানে গাড়ীতে করে ডাক্তার বাবুরা এই পরিসেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে অঙ্গনাদি, বালোয়ারী কেন্দ্রে শিশুদের নিউট্রিশান প্রোগ্রাম চালু করার পর থেকে যেমন প্রাক্—প্রাথমিক শিক্ষার পর প্রাইমারী শিক্ষার জন্য আসার সুযোগ পেয়েছে, সেখানে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, ও, বি, সি এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রীরা গভীর আগ্রহের সংগে আসছে। এটা রাজ্যের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা দারুণ সাফল্য বলে আমি মনে করি। আমরা লক্ষ্য করেছি এখানে নিরক্ষরতার হার বেশি ছিল। গত পাঁচ-ছয় বৎসরে রাজ্যে বামফ্রণ্ট সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন সেই কর্মসূচীর ফলে তার যে সাফল্য তাতে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের এই কর্মসূচীকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমরা লক্ষ্য করছি, বিশেষ করে সমাজের দুর্বল অংশের মানুষ বিশেষ করে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি এবং ও, বি, সি, ভুক্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের মানুষ, আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি

সেই অংশেরই মানুষেরই আমি একজন প্রতিনিধি, সেখানে গত ৩০ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে, আমি তখন ছোট ছিলাম, আমার চাচা, আমার জ্যাঠা তারা বাজারে আসতেন, তারা ধর্মনগর শহরে আসতেন, কদমতলা বাজারে আসতেন পকেটে করে রেশন কার্ড নিয়ে আসতে হত সংখ্যালঘু এই অভিযোগে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সংখ্যালঘুদের কলংক মুক্ত করেছেন। এখন আসার সময় আর কার্ডগুলি নিয়ে আসতে হয় না। তারা বুক ফুলে আসছে। কদমতলা থেকে রাজধানী আগরতলা শহরে তারা চলাফেরা করতে পারেন। বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘু অংশের মানুষের জন্য আগরতলায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন আবুল কালাম আজাদ হোস্টেলের মাধ্যমে। এখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার স্বার্থে হোস্টেল খোলার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন এবং হোস্টেল চালুও করেছেন। এটা দারুণ সাফল্য বলে আমি মনে করি। অন্যদিকে ও, বি, সি অংশের মানুষ যারা বঞ্চিত ছিলেন আর্থিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সেই অংশের মানুষের জন্য রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, সেই কর্মসূচী গ্রহণের ফলে আজকে সামাজিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবক্ষেত্রে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্যদিকে তপশিলী জাতিগোষ্ঠীর মানুষ যারা আগে বঞ্চিত ছিলেন শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে আজকে সেখানে তাদের জন্য ১৭ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে, এই কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার ফলে আজকে তারা উপকৃত হচ্ছেন। এই উপকৃত হওয়া দেখে বিরোধী দলের বন্ধুরা বলছেন যে এই বাজেটে কোন দিশা নাই, লক্ষ্য নাই। আমি বলব যারা দিশাহীন হয়ে ঘুরছেন, তারাই বাজেটকে দিশাহীন করে বলেছেন। এই বাজেটের একটা লক্ষ্য আছে, এই বাজেট অত্যন্ত গণমুখী এবং জনস্বার্থে এই বাজেট করা হয়েছে। আমি আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে আবারও সমর্থন জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীঅমিতাভ দত্ত) :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী দেববর্মা।

শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী দেববর্মা :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, গত ৫ই মার্চ এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০০১-২০০২ সনের যে করহীন বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এবং তার মধ্যে নানা সমস্যার জর্জরিত আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা। এই পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের দীর্ঘকালীন বঞ্চনার মধ্য দিয়েও রাজ্যের সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর উন্নয়নের জন্য ৫৭.০৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বাজেট অভিনন্দনযোগ্য। এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এটা সত্য যে, এই রাজ্যের একমাত্র বামফ্রন্ট সরকারই সঠিকভাবে জনগণের

বরাদ্দের টাকাগুলি খরচ করে থাকেন। অন্য কোন সরকার বরাদ্দের টাকা সঠিকভাবে জনগণের কাজে লাগানোর জন্য খরচ করে না।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ইহা সত্য যে এই রাজ্যে একমাত্র বামফ্রন্ট সরকারই সঠিকভাবে জনগণের জন্য বরাদ্দকৃত টাকাগুলি খরচ করে থাকেন। অন্য কোন সরকার এইভাবে বরাদ্দকৃত টাকা জনগণের জন্য খরচ করেন নাই।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এই দপ্তরের ১'৩২ লক্ষ টাকা ৩৪,৮৫২ জন বৃদ্ধ এবং ৪২৪৮ জন অন্ধ ও বিকলাঙ্গদের ভাতা হিসেবে দিয়েছেন। এবং মোট ৬০,৪১২ জনকে বার্ধক্য ভাতার পরিকল্পনার আওতায় আনার জন্য চেষ্টা চলছে। তাছাড়া অনাথ শিশু ও অসহায় মহিলাদের জন্য দশটি আশ্রম পরিচালনা করছেন। বর্তমানে দৃষ্টিহীনদের জন্য দুইটি এবং মূক ও বধির জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও চালানো হচ্ছে।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, সারা রাজ্যে ৩,৫৩৭টি নিবিড় শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (আই, সি, ডি, এস), রয়েছে এবং অপরদিকে ৬১৬৮টি পরিবার বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় উপকৃত হয়েছে। এখানে দশটি অনাথ আশ্রমকে গ্রান্টস্-ইন্-এইডস্ পরিকল্পনায় সাহায্য করছেন এবং ইহা পরিচালনা করছেন মহিলা কমিশন, সমাজ কল্যান উপদেষ্টা পর্ষদ এবং আগরতলা পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েতগুলি দ্বারা। এইসব বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছে। আমি মাননীয় বিরোধীদলের বন্ধুদের বলছি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য বাজেটে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত টাকাগুলি সঠিকভাবে রূপায়নের জন্য সাহায্য করবেন। এই বলে আমার সংক্ষেপিত আলোচনা, বাজেটের উপর আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীঅমিতাভ দত্ত) :— আপনাকেও ধন্যবাদ। এখন আলোচনায় অংশ নেবেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী বি. কে, রাংখল মহোদয়। আপনার সময় সাত মিনিট।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল :—থ্যাং ইউ মিঃ চেয়ারম্যান। তো মুখস্তের মতো বলতে হবে।

স্যার, অল থিংস্ আর ল ফুল, বাট অল থিংস্ আর নট্ এক্স্পেডিয়েন্ট-সব কিছুই আইন কিন্তু এইগুলি হয় না। বাজেটগুলি যদি সঠিকভাবে হতো, আমার বিশ্বাস আমারা অপোজিশান থেকে নিঃশ্চয়ই সাপোর্ট জানাতাম। এখানে সবকিছু আমরা অপোজ করছি না। কিন্তু কয়েকটি রয়েছে যেগুলি আমরা সাপোর্ট করতে পারিনা। সেগুলি হচ্ছে প্রথমত; আর, ডি, রিলিজের টাকা পঞ্চায়েতে যায়। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমার কমলাছড়াতে আমবাসার অন্তর্গত কমলাছড়াতে পঞ্চায়েত অপারেট করছে ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কস্-এটা খুব একটা আশ্চর্য্য যে রিজার্ভ এরিয়াতে আঠারমুড়াতে তারা ল্যাণ্ড লেভেলিং করছে।

এখানে সর্ব্বমোট একটা টার্মে কমল'ছড়ার জন্য ৯৮,০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। সব টাকাটাই সেই ল্যাণ্ড লেভেলিং-এ এড্‌জাস্টমেন্ট করে দিলো। খুব আশ্চর্য্যর বিষয়। পরে পঞ্চায়েত মিটিং-এ আমি এটা রেইজ করলাম। কিন্তু আমরা তার জন্য কোন মর্য্যাদা পাইনি। কাজেই এই পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্টের কাজ করে সেটা যদি সঠিকভাবে পরিচালনা না হয়, তাহলে তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ এখানে জনসাধারণের টাকা ঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে না।

দ্বিতীয়তঃ হলো-পি, ডব্লিউ, ডি,-র ব্যাপারে রাস্তাঘাট একেবারে অচল অনেক জায়গাতে। বিশেষ করে বি, আর, ও, (বর্ডার রোড্‌ অরগেনাইজেশান) যেটা হাই লেভেলে মিটিং আগরতলাতে হয়ে থাকে এই বর্ডার রোড আরগেনাইজেশান এর অফিসাররা রাজ্যের চীফ ইঞ্জিনীয়াররা এই মিটিং-এ থাকেন। এখানে আমরা শুনেছি যে বি, আর, ও,-এর কাছে এই বর্ডার ফেন্সিংটা দেওয়া হলো। এটা হয়তো সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের সুপারভিশনে বা তার এক্তিয়ারে হচ্ছে, কিন্তু রাজ্য সরকার বলে দিয়েছে যে কোথায় কোথায় এই ফেন্সিং হবে। ফেন্সিংটা আমরা ভেবেছিলাম যে যেখানে মেক্সিমাম্ ইনফ্লাক্স্ হয় এই পাশে-ঐ পাশে বিভিন্ন ব্ল্যাক, স্মাগলিং এই সমস্ত হয়ে থাকে, সেই সমস্ত জায়গাতে এই ফেন্সিং হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু আমরা শুনেছি যে যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানে জঙ্গলে জঙ্গলে ফেন্সিং এর কাজ করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছে যেটা আমি যোগাযোগ করলাম গ্রীফ্‌ এর অফিসারদের সঙ্গে। তারা আমাকে বল্‌লো যে এটা আমাদের কোন যুক্তিতে আসেনা কেন জঙ্গলে করা হচ্ছে, যেখানে স্টেট গভার্ণমেন্ট চাচ্ছে অমুক অমুক জায়গাতে বর্তমানে ফেন্সিং আরম্ভ করা হবে। (নেপথ্যে শ্রী বাদল চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী-যেসব জায়গাতে এক্‌সট্রিমিস্টস্‌ চলাচল করছে সে সব জায়গাতে বর্তমানে ফেন্সিং করা হচ্ছে। তাদের চলাচল বন্ধ করার জন্য।) এক্‌স্‌ট্রিমিস্ট বন্ধ হোক, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে যে পপুলেশন ভেরিয়াস আছে। ওপার থেকে এখানে ব্ল্যাক্‌ করবে-এটা বন্ধ করা হবে না কেন? কাজেই প্রথমে প্লেইন জায়গাগুলি যেখানে রিফিউজি বেশী আসা যাওয়া করে স্মাগ্‌লিং হয়, যেখানে প্রথমে ফেন্সিং করা উচিৎ।

মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এখানে এই জন্য কোন গাইড-লাইন নেই। সেটা ঠিক হবে কিনা সেটাও জানি না। সেই জন্য ফেনসিং হউক্।

আমার নেকস্ট পয়েন্ট হচ্ছে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট। ত্রিপুরা রাজ্যের ৭০ পারসেন্ট এলাকাতে ওয়ান-থার্ড ট্রাইবেল থাকেন এ. ডি. সি এলাকায়। আমার আগে একজন মাননীয় বিধায়ক টাকার অংক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে এ. ডি. সি-কে ঠকানোর জন্য উপজাতি কল্যান দপ্তরের টাকা আগের বছরের তুলনায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি টাকার অংক টংক করতে পারি না। তবে আমি যে বুঝতে পেরেছি তাতে দেখা যাচ্ছে, রাজ্য সরকারের অন্য যে কোন

ডিপার্টমেন্টের তুলনায় এ. ডি. সি-কে কম টাকাই দেওয়া হয়। এডিসি ফাণ্ড সবচেয়ে কম দেওয়া হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য যে স্কীম রয়েছে সেটা অনেক পুরানো। এই ধরনের স্কীম চালু থাকার ফলে ৭৫ পারসেন্টও প্রগ্রেস হয় নাই জুমিয়াদের। ৭৫ পারসেন্টই ব্যর্থতা। কাজেই টোটাল স্কীমটাকেই রিভিউ করা দরকার। না হলে জুমিয়াদের কোন উপকার হবে না। অন্য কয়েকটি রাজ্যে ডিজেস্টার বোর্ড থাকলেও আমাদের রাজ্যে এই ধরনের বোর্ড আছে কিনা জানি না। এটা থাকা দরকার। যে কোন ধরনের বিপর্যয় বা ডিজেস্টার আসতে পারে আমাদের ত্রিপুরাতেও।

ন্যাশনেল সিকিউরিটি এ্যাক্টে আমাদের রাজ্যের অনেক লোককেই গ্রেফতার করা হচ্ছে যারা নিরীহ বা নির্দোষ। অনেক সময় তাদেরকে পলিটিক্যালি এরেস্ট করে জেলে ঢুকিয়ে রাখা হচ্ছে। উগ্রপন্থীদের যদি গ্রেফতার করতে হয় তাহলে গ্রামের-পাহাড়ের নিরীহ মানুষদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কেন ? জেনে শুনেই এরেস্ট করা হচ্ছে। কাজেই, যেহেতু এই আইন রাজ্যে উগ্রপন্থীদের পরিবর্তে সাধারণ নিরীহ লোকদের প্রয়োগ করা হচ্ছে সেজন্য এই রাজ্য থেকে এই ন্যাশনেল সিকিউরিটি অ্যাক্ট উইথড্র করা হউক্। এটা উইথড্র করে মানুষের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া হউক্। কারণ যাদেরকে এরেস্ট করা হচ্ছে তাদেরকে সোসাল এনিমি বা পলিটিক্যাল এনিমি বানিয়ে এরেস্ট করানো হচ্ছে।

আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে, এন ই. সি-তে ত্রিপুরার কোন অফিসার নেই, যদিও অন্য সবগুলি রাজ্যেরই অফিসার সেখানে আছেন। ত্রিপুরার অফিসার সেখানে থাকা দরকার কিন্তু সেখানে ত্রিপুরা থেকে কোন অফিসার পোস্টিং নেই। এটার কারণ কি সেটা আমার জানা নেই। আমরা জানি যে ওখানে প্রত্যেক নর্থ-ইস্টার্ণ স্টেট থেকে অফিসাররা বসেন। আমরা এখান থেকে আগরতলা থেকে গৌহাটি পর্য্যন্ত টি, আর. টি. সি-তে যাই দেখা যায় যাওয়া বা আসার পথে কোন স্টপেজ শিলংয়ে নেই। আমাদের রাজ্যের অনেক ছাত্রছাত্রী সেখানে আছে এবং সেখানে ব্যবসাও করেন, এইরকম ত্রিপুরা থেকে সেখানে অনেকেই আছেন কিন্তু দেখা যায় শিলংয়ে কোন গাড়ীর স্টপেজ দেওয়া হয় না। এটা আমি বুঝছি না। অথচ ত্রিপুরা এবং আসামের বিভিন্ন জায়গায় স্টপেজ দেওয়া হয় কিন্তু শুধুমাত্র শিলংয়ে দেওয়া হয়না। আমি বিষয়টি ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের কাছে জানতে চাই এবং সেখানে যাতে স্টপেজ দেওয়া হয়।

মি: চেয়ারম্যান :— মি: রাংখল শেষ করুন।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল :— স্যার, আর অল্প বলব। এই যে কৃষকদের লক্ষ লক্ষ টাকার আনারস নষ্ট হচ্ছে। ক্যারাম্যাক কিনতে পারছে না, এবং তারা এক্সপোর্ট করতে পারছে না। এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত কি আছে এটা আমার জানা প্রয়োজন। কারণ, প্রত্যেক গ্রামে আনারস খুবই অল্প খরচে উৎপাদন করা যায়। যার জন্য অনেকে উৎসাহিত হয়ে এই আনারস উৎপাদন করেন। কিন্তু এটার কোন মার্কেট নেই। মার্কেটের অভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— আপনাকে ধন্যবাদ। এখন আলোচনায় অংশ নেবেন বিধায়ক শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়। আপনার সময় ৮ মিনিট।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, সময় অত্যন্ত কম তবু বলতে হচ্ছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ৫ই মার্চ যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই বাজেট যখন কোন সরকার পেশ করেন সেই বাজেটের মধ্য দিয়ে সেই সরকারের সত্যিকারের যে প্রতিফলন সেই প্রতিফলনটা গনমুখী সরকারের প্রতিফলন না জন বিরোধী সরকার সেটা বুঝা যায়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে রাজ্যের মানুষের জন্য নিস্কর বাজেট পেশ করেছেন। অপর দিকে কেন্দ্র যে বাজেট পেশ করেছেন তার মধ্যে করের বোঝা চাপিয়ে সারা দেশের মানুষের উপরে যে দুর্ভোগ সেটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

ডিজেলের দাম বাড়ছে, রেশনে চিনির দাম বাড়ছে, রেডিমেড পোষাকের দাম বাড়ছে, ভোজ্য তেলের দাম বাড়ছে, নারকেল তেলের দাম বাড়ছে। আর অপর দিকে কমিয়েছে কম্পিউটার, ক্যামেরা, ছবি ফিল্ম, টেলিকমিনিউকেশনের সরঞ্জাম এবং স্বল্প সঞ্চয় সুদের হার। যেগুলি গরীব মানুষ ব্যবহার করে না দেশের ধনী শ্রেণী ব্যবহার করে, সেই সমস্ত জিনিষের দাম কমিয়েছে আর যেগুলি গরীব মানুষ ব্যবহার করে সেগুলির দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এহেন জন-বিরোধী সরকার কেন্দ্রে অবস্থিত। যারা দেশের অর্থনীতিটাকে বিদেশের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। এল. পি. জি-র নামে লিবারাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন এবং গ্লোবালাইজেশন এই উদারীকরণ বেসরকারী করণ এবং বিশ্বায়নের নামে এর মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্য সরকার যেভাবে রাজ্যে দরিদ্র গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য, কৃষি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য কৃষকদের অগ্রগতিকে বাড়ানোর জন্য কিভাবে তারা কাজ করছে গত আড়াই বছরের যে হিসাব আমরা এখানে দেখি যে, ধান উৎপাদন হয়েছে ১৯৯৬-৯৭ ইং সালে যে ফসল উৎপাদন সেটা বেড়ে হয়েছে ১৭০ শতাংশ, ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে এটা বেড়ে হয়েছে ১৭২ শতাংশ। হাইব্রিড ধান ১৯৯৭-৯৮ ইং সালে ৮৫ শতাংশ ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে হয়েছে ৮৭ শতাংশ। এই যে বৃদ্ধি সেটা এই সরকারের যে জনকল্যাণ মুখী কর্মসূচী তারই নজীর। জুমিয়াদের ফসল বৃদ্ধির জন্য ৬০০ কেজি থেকে এটা ১০০০ কেজি হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে ৩০০০ কেজি ধরা হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা—আজকে আমাদের রাজ্যে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সি. টি স্ক্যান, লেপরোস্কোপি অপারেশন, ই. সি. জি মেশিন যেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন এবং দামী ব্যাপার যেগুলির জন্য আমাদের রাজ্যের মানুষকে বাইরে যেতে হত আজকে এই সমস্ত জিনিসগুলি দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা সরকার নিয়েছে এবং বাজেটের মধ্যে আরও কিভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে তৈরী করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য

সুপার স্পেশালিটি ওয়ার্ড জি. বি. হাসপাতালে হচ্ছে সেটা নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য। আমাদের রাজ্যে তপশিলি জাতি উপজাতি, ও. বি. সি. অংশের মানুষ বাস করেন।

এই সমস্ত পিছিয়ে পরা মানুষ যারা কাজ পাচ্ছে না তারা যাহাতে বিভিন্ন ধরণের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তার জন্য মৎস্য চাষকে জীবিকা নির্বাহের পথ হিসাবে তারা বেছে নিয়েছে। তারা যাহাতে মৎস্য চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তার জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং মৎস্য চাষীদের বীমা প্রকল্পেরও হাতে নেওয়া হয়েছে। মৎস্য সমবায় সমিতিকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাহাতে তারা অধিক মাছ উৎপাদন করতে পারে এবং রাজ্যের চাহিদা পুরণ করতে সক্ষম হয় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। যেখানে রাজ্যে গরীব মৎস্যজীবিদের জাল দিয়ে, খাদ্য দিয়ে এবং মাছের পোনা দিয়ে সয়ংভর করার চেষ্টা করেছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বায়নের নামে আমাদের দেশটাকে বিদেশী পুজিবাদীদের হাতে বিকিয়ে দেওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে। ১৪২৯ টাকা দ্রব্য আজকে বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য অবগত আছে কিনা কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিক্ষেত্রকে প্রাইভেট টাইজেশান করার আগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাইভেটেশন করা হয়েছে।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— স্যার, মাননীয় সদস্যকে আমি এই কথা বলব এরা নিজেরা অনেকে গান্ধীজীর শিষ্য বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। আসলে তারা গান্ধীজীর তত্ত্বে না গিয়ে ওয়েলবসের তত্ত্বে তারা যাচ্ছেন। যে তত্ত্ব অসত্যকে সত্য বলে মানুষের কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য করেছে। এই তত্ত্বে উনারা বিশ্বাসী। আজকে আমাদের দেশে কৃষি অর্থনৈতিক সংকট যে ঘনিয়ে এসেছে এই সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য এবং বি, জে, পি, অর্থনৈতিক সেলের আহ্বায়ক জগদীশ শেটিয়া তিনিও কৃষি ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ফলে আমাদের দেশে যে ধরণের সংকট নেমে এসেছে সেই সম্পর্কে তিনি গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে কৃষি ক্ষেত্র দেশের মেরুদণ্ড, এটাকে ধ্বংস করার যে চেষ্টা চলছে সত্যিই এটা মর্মান্তিক। কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বায়নের ফলে দেশের অর্থনীতি এবং মাথাপিছু যে আয় সেটা ধ্বংসের মুখে। আমি আর বিশেষ কিছু বলব না বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— এখন আলোচনায় অংশ নেবেন মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা।

শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, গত ৫ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি প্রথমেই রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি এখানে বলব রাজ্যের

বামফ্রন্ট সরকারের সুদক্ষ পরিচালনায় আজকে রাজ্যের শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাখাতে মাত্র ২ (দুই) শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ ধরেছেন সেখানে রাজ্য সরকার ১৭ শতাংশ খরচ করছে।

অবশ্য আমাদের এ. ডি. সি. এলাকাতে আমাদের শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে উগ্রপন্থীর কারণে কিন্তু আমরা জানি এ. ডি. সি. নির্বাচনের প্রাক্-মূহূর্তে আই পি এফ টি মানুষের কাছে কথা দিয়েছিল যে আমরা সরকারে আসলে শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে না। বন্ধ স্কুল সব খোলা হবে। উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করার সুযোগ দেওয়া হবে কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখছি আরো অবনতি ঘটছে। আরো নূতন করে স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আশা করব যে আমাদের বিরোধী দলে যারা রয়েছেন উনারা নিশ্চয়ই এই বাজেট সম্পর্কে উনাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে বিরোধীতা না করে এই বাজেটকে সমর্থন করে যাবেন। অপরদিকে বিশ্বায়নের নামে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট খসড়া তৈরী করেছেন। এই রিপোর্ট যে তৈরী করেছেন দুইজন শিল্পপতি। এই রিপোর্টের নাম হচ্ছে সংক্ষেপে আম্বানি এবং বিড়লা বলা যেতে পারে। আগামী সংসদ অধিবেশনে আসবে এবং এটা আইনে পরিণত হবে। আমরা লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ শিক্ষা এই নীতির সংকোচনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এত আক্রমন, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে বামফ্রন্ট সরকার আজকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাজ্যের গ্রাম, পাহাড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। আমি এখানে ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি—১৯৯৮ইং সনের জানুয়ারী থেকে ২০০০ ইং সনে এ পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে মোট ৬৭টি প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, তার মধ্যে ২৯টি হচ্ছে এ ডি সি এলাকার মধ্যে এবং শিক্ষার উন্নতিকরনের জন্য এবং পরিকাঠামো পরিবর্তনের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বর্ষে শুধু শিক্ষা দপ্তর তার বাজেটে ২০৮টি প্রাইমারী স্কুল, ২৫টি এস. বি. স্কুল, ১টি হাই স্কুল এবং ১টি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলকে বিল্ডিং-এর রূপান্তরিত করার জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যের অনেক স্কুল আপ-গ্রেট হচ্ছে। প্রাইমারী এস বি. স্কুলে রূপান্তরিত হচ্ছে, এস. বি স্কুল হাইস্কুলে রূপান্তরিত হচ্ছে, হাইস্কুল হাইয়ার সেকেণ্ডারীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আজকে আমাদের রাজ্যে ১৪টি কলেজের মধ্যে ৮টি কলেজ হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। বামফ্রন্ট সরকারের আমল বাদ দিলে বাকী ২৫ বৎসরে মাত্র ৫টি কলেজ হয়েছে। কংগ্রেস বা টি. ইউ. জে. এস এখন বিরোধী বেঞ্চে তারা আছেন, উনারা এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে কি করে গেছেন উনাদের আমলে সেটা আমরা জানি এবং দীর্ঘ দিন ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের লালিত যে স্বপ্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য দাবী ছিল এটা বাস্তব রূপ দেওয়া হয়েছে।

মি: চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য, আপনার দুই মিনিট সময় আছে।

শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা :— আমি শুধু এই কথাই বলব যে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম, বাধারঘাট দশরথ স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স, এম. বি. বি কলেজ প্রাকৃতিক স্টেডিয়াম এবং আধুনিক উদয়পুরের সুমিং পুল থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি মহকুমাতে আজকে ক্রীড়ার মানকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হচ্ছে এই সরকার। এবং সার্বিক বিকাশের স্বার্থে বন্দুক নয় প্রয়োজন কলম, বোমা নয় দরকার এই রাজ্যের প্রতিটি মানুষের ফুটবল, ক্রিকেট এবং ভলিবল। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই বাংলাদেশ থেকে আই এস আই ট্রেনিং দিয়ে ঘাঁটি করলে এই ত্রিপুরা রাজ্যের অনিষ্ট করলে উগ্রপন্থী প্রবেশ করলে আমাদের বিরোধী বন্ধুরা খুশি হয়। সেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফুটবল টিম আসলে, সেই বাংলাদেশ থেকে নাটক দল আসলে এই রাজ্যের সমস্ত মাতিয়ে দিয়ে যায়। আমি বিরোধি দলের কাছে বলব আজকে যে বাজেট ২০০১-২০০২ ইং সালের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী উত্থাপন করেছিলেন আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং এখানে যে বিরোধীরা আছেন এবং সেটাকে সমর্থন করেন এই উপজাতিদের স্বার্থে, মৈত্রীর স্বার্থে আমরা একত্রিত ভাবে কাজ করতে পারব। এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: চেয়ারম্যান :— এখন আলোচনায় অংশ নেবেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া। সময় সাত মিনিট।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এই বাজেটে প্রচণ্ড ভুল। কাজেই এটাকে সংশোধন করে যদি আবার ফ্রেস করা হয় তাহলে সমর্থন যোগ্য মনে করি। কারণ এখানে প্রথম দেখা গেছে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ডিমাণ্ড নাম্বার ২১, ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই, এখানে বলা হয়েছে খাদ্যদপ্তরের ৫৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৭৬ হাজার এবং রিকভারী করার জন্য যে টাকা হয়েছিল যেটা সেটা বাদ দিয়ে যোগ করে এখানে প্রায় ১১৭ কোটি টাকা। কাজেই এই ভুলে ভরা বাজেট। এই রকম তো আরো আছে। ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার এখানে দেখানো হয়েছে ১০৫ কোটি টাকা। আর এই বইতে এটা আছে ৮০ কোটি ৬০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা কোথায় গেল এই টাকা, বুঝা যায় না। কতকগুলো ভুল সংশোধন আমরা পেয়েছি রাকেশ রঞ্জন, জয়েন্ট সেক্রেটারী অব গভর্ণর। গতকালকেও পাঠানো হয়েছে ভুল সংশোধন করার জন্য অথচ ১১৭ কোটি ৯০ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা এটাকে করা হয় নাই। কাজেই এটা করা হবে কি না? কাজেই আপনার এই ভাষণের মধ্যে প্রতিশ্রুতিতে ভরা এটা করছি, ওটা করব কিন্তু কোনটাই বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই। আরেকটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করছি মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার ভাষণে বলেছেন গত ৫ তারিখ, প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা ২২টি শিশু। ঐ দিনই আরেক মন্ত্রী বলেছেন যে ৪৯টি, কোনটি

ঠিক। এই যে সামঞ্জস্যহীন কথা এইটা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক। আরেকটা জিনিষ মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার নেই, উনারা যেভাবে টাকা কর্তন করছেন এবং বলছেন ট্রাইবেলরা অনেক পিছিয়ে গেছে। গত বছর এখানে দেওয়া হয়েছে ২২১ কোটি ৬২ লক্ষ। এইবার দেওয়া হয়েছে মাত্র ২১৩ কোটি ৪ লক্ষ মাত্র, কেন কমানো হলো, যার ফলে গ্রামাঞ্চলে স্কুল গুলি চলছে না, উন্নতি হচ্ছে না। গতবারের তুলনায় ৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা কম দেওয়া হয়েছে। আর এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন এ. ডি. সি-কে নাকি ৫১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, এটা দিয়ে কি হবে, এই উন্নয়নের নামে হাজার টাকা লুটপাট হচ্ছে। এ. সি-দের কি হল ঐ একই ব্যাপার। ও. বি সি-দের আরেকজন নেতা আছেন, এ. সি নেতা উনার চত্বরে কি হল, উনার চত্বরেও গতবারের তুলনায় ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা কম দেওয়া হয়েছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার, তারপরে ও. বি. সি. মন্ত্রী সমস্ত টাকা কাট্ ছাট্ করে ঐ অর্থমন্ত্রী তা নিয়ে গেছে। কাজেই এই জিনিষ হতে দেখবেন আবার বাহবা পাওয়ার জন্য বলছেন কর বিহীন।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় রতিমোহন বাবু আপনার দু'মিনিট সময় বাকী আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এই যে কর বিহীন এই ঘাটতি কিভাবে পূরণ করা হবে এটার কোন বক্তব্য নেই। আর যেখানে ৩ লক্ষাধিক বেকার তাদের জন্য একটা শব্দ ব্যবহার করল না। কি হবে এই বেকারদেরকে নিয়ে। চাকরি না হউক তাদেরকে একটা স্বনির্ভর হওয়ার ব্যবস্থা করুন। আর একটা কথা এখানে একটা জিনিষ চাওয়া হয়েছিল বর্তমানে এ. ডি. সি. এলাকাতে কয়টি হাই এবং দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় আছে? আমি সবটা বলছি না। এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন, হাই স্কুল ১৩২টা এ ডি সি এলাকায়। কিন্তু আমি উদয়পুরের কথা বলছি, শিক্ষামন্ত্রী তার আমলারা অসত্য তথ্য পরিবেশন করে হাউসকে বিভ্রান্ত করবেন না। কেননা আমার উদয়পুরে ৮টা স্কুল এ ডি সি এলাকাতে ছিল, এখানে উত্তরটা হয় নি কেন। এটা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এলাকা শীলঘাটি এ ডি সি এলাকা, এদের দেওয়া হয় নি। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আপনি জানেন, তারপর দেবরায় জানেন, এবং জয়গোবিন্দ বাবু জানেন দেবতা বাড়ী স্কুল এটাকে ঢোকানো হয় নি। এবং ১৩২ স্কুলের মধ্যে এটা ঢোকানো হয় নি। তারপর জলেমা হাই স্কুল এটাও নেই, শীলঘাটি নেই, সরকার পাড়া নেই, পি কে চৌধুরী পাড়া এটাও নেই। তারপর সাচীরাম পাড়া হাইস্কুল এটাও নেই। মীর্জা চানপুর এটাও নেই। এতগুলি হাই স্কুল বাদ দেওয়া হল। এইগুলি এ ডি সি-তে থাকার কথা। কোন্ স্কুলটা কোন্ জায়গায় আছে, এটার হিসাব দিতে পারবেন না তাহলে কিভাবে হবে। আমরা এর আগের সেশনেও চেয়েছিলাম যে কতজন মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছিল কোন্ স্কুলগুলি, ৪০টা স্কুল সেখানে বাদ যায়। ৪০টা হাই স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে নাই। ৭টা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পরীক্ষায় পাশ করে নাই।

আমি অনুরোধ করে এইটুকু বলতে চাই এই সমস্ত স্কুলগুলি যাতে ওরা সত্য ভাবে মূল্যায়ন করেন এবং আবার যাতে ফ্রেশ করা হয়। তাহলে হয়তো আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারব। কাজেই এইভাবে কতগুলি প্রতিশ্রুতি ভর্তি বাজেট এবং ভুল ভর্তি বাজেট, এই গুলি সমর্থন করা মানে ৩২ লক্ষ মানুষের কাছে বিশ্বাসঘাতক হওয়ার সামিল। সেই জন্যই আমরা বলছি আপনারা সংশোধন করুন বা সংশোধন চান, তাহলে আমরা সমর্থন করতে পারব। এর আগে আমরা সমর্থন করতে পারব না। এই বক্তব্য রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— এইবার আলোচনায় অংশ নেবেন মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল দাস। আপনার সময় ৭ মিনিট।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, ত্রিপুরার জনগণের জন্য বেশী টাকা বরাদ্দ হবে, আমি ত্রিপুরার একজন লোক হিসাবে বিরোধীতা করতে পারি না। কিন্তু অর্থমন্ত্রী কর্তৃক এখানে বাজেট পেশ করা হয়েছে, এটার বিরোধীতা না করে পারি না। এখানে উনি ২০০০ এবং ২০০১ সালে ১৩৪ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি দেখিয়েছেন, দেখা গেল ঘাটতি হয়েও আরও ৭৫.৭৫ কোটি টাকা একসেস হয়েছে ! এটা কোন খাতে খরচ হয়েছে, কিভাবে খরচ হয়েছে, এটা এখানে উল্লেখ নেই। এবারেও ঠিক ২০০১-২০০২ সালের বাজেট করেছেন, কোন খাতে খরচ হবে, কোথায় কত টাকা খরচ হবে, এটার কোন উল্লেখ নেই। এক কথায় দিশাহীন বাজেট। শুধু এখানে মাননীয় বাদল বাবু দীশাহীন বাজেটও পেশ করেননি, উনি এমন দীশাহীন হয়েছেন, এই বাজেট বই এর ৪টা দপ্তর কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে উনি উল্লেখ করেন নি। যেমন আইন দপ্তরে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে, এটারও উল্লেখ নেই। এখানে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর এর কত এটাও উল্লেখ করতে সময় পান নি। স্যার, লেবার ডিপার্টমেণ্ট, এই দপ্তর থেকে এই দপ্তর প্ল্যান থেকে নন প্লান এটার জন্য পাগল। সেই জন্যই স্যার, আমি বলব এই বাজেটে জনগণের আশা আকাঙ্খা পুরণের কোন সুস্পট ইঙ্গিত নেই। এই বাজেটে আইন শৃঙ্খলা উন্নতির বিষয়ে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও উল্লেখ নেই। রাজ্যের যে অস্থির পরিবেশ, সেই পরিস্থিতিতে সমস্ত উপজাতি এবং বাঙালী ভাইরা, বাড়ী ঘর হারিয়েছে, তাদেরকে কিভাবে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে, তার উল্লেখ নেই। এখানে স্যার, ল্, হোম ডিপার্টমেণ্টে ১৭.৯ অতিরিক্ত বরাদ্দ করেছেন টোটাল বাজেটে। কিন্তু স্যার, এখানে এই যে টাকা বাড়ানো হয়েছে আগেও বাড়ানো হয়েছে। কিভাবে খরচ হয়েছে আইন শৃংখলার কতটুকু উন্নতি হয়েছে সেটার কোন উল্লেখ নাই। আমরা কি দেখছি এখানে গাড়িগুলোর যে বিষয় হচ্ছে ওয়েল কস্ট সেটাও সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে বাড়ছে। কিন্তু এর পরেও কোন উন্নতি নাই। কি করবে অস্ত্র কিনে, অস্ত্র চালাবে কারা, এদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে রাজ্যে তিন লক্ষের মত বেকার,

বেকারদের চাকুরী দেওয়া হবে কিনা এই সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই বেকাররা স্বনির্ভর প্রকল্পে কতটুকু তারা কি টাকা পাবে কতটুকু তারা সফল হবে সে বিষয়ে কোন টার্গেট এখানে উল্লেখ নাই। বিশেষ করে আমরা যারা গ্রামে বসবাস করি, যারা বি. পি. এল. কার্ড হোল্ডার দরিদ্র সীমার নীচে যে আমরা বসবাস করি এখানে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে যেটা দেখে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ৭৪ পারসেন্ট হবে। কিন্তু এদেরকে বি. পি. এল কার্ড কিভাবে দেওয়া হবে এটা উল্লেখ করা হয় নি। কেন দেওয়া হয় নি তাও উল্লেখ করা হয় নি। এটা ভেতরকার বিষয় এখানে তুলে দিয়েছেন যে এখানে উনারা বার বার দাবী করা সত্বেও এটাকে মডিফাই করে ৫০০ এর উপরে বাড়ানো হচ্ছে না। আবার এখানে একটা স্টেটমেন্ট আছে স্যার, ১৯৯৭ সালে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের উনাদেরই মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন এখানে যে গভর্ণমেন্ট ছিল সেখানে ডাঃ লালকাতুয়ালা উনি একজন দিয়েছিলেন সেন্ট্রাল থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি পাঠিয়েছিলেন এখানে। উনার ষ্টেটমেন্টও দেওয়া হয়েছে ৪৫ পারসেন্ট এখানে যে ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে ৪৫ পারসেন্ট এর বেশী হতে পারে না। তখন উনাদের গভর্ণমেন্ট থাকা সত্বেও সেটাকে বাড়িয়ে সত্যিকারে যেটা দাবী করা হয়েছিল ৬০.৭১ সেটা কেন করা হল না আমি জানিনা। এরাও আজকে এইভাবে এই বাজেটের মধ্যে এর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। আর কৃষি দপ্তরে যে জিনিসটা উল্লেখ করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। স্যার, এই রকম একটা কথা ১৯৯১ সালেও বামফ্রন্টের সময় বলা হয়েছিল যে বিধানসভায় আমরা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রায় শেষে ত্রিপুরায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলব। কিন্তু আমরা কি দেখেছি এখানে যে তখন ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ছিল ২৩.৬৪ লক্ষ খাদ্যের পরিমান ছিল ৫ লক্ষ টন। যদি সেটা ১৯৯৬-৯৭ সালে কমে গেল ৫ হাজার টন। ৯৮-৯৯ইং-এ ৫ শত টন। স্যার, এটার কোন উল্লেখ নাই। কৃষির ব্যাপারে কিভাবে তারা পরিবর্তন হচ্ছে উন্নতি হচ্ছে না। এইভাবে তারা একের পর এক আর বিশেষ করে সোসাল এডুকেশান। সোসাল এডুকেশানের কথা স্যার এখানে সি. এ জি রিপোর্টে সোসাল এডুকেশানে ৩ হাজার ৫৫০টা অঙ্গনওয়াদী সেন্টার আছে। এর মধ্যে ২৮৭টা আঙ্গনওয়াদী সেন্টারে কোনরকম সুবিধা নেই। আই. জি. এম প্রোগ্রামের কারণে সেটা এখনও ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি এবং টিকাদান প্রকল্পে ২৭.৫০ পারসেন্টের মত কাজ হয়। এখানে দেখা যায় যারা গর্ভবতী মহিলা তাদের মধ্যে ৮৩ থেকে ৯০ পারসেন্ট তারা চিকিৎসার আওতায় আসে না এবং তাদের চিকিৎসা করা হয়নি এবং এটা কোন টিকা দান প্রকল্পে, এটা ডাক্তারের অভাবে। এই হচ্ছে সোসাল এডুকেশান। আর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের কথা বললে তো স্যার এখানে খরচ হয়েছে ২১.৫৪ কিন্তু দেখা যায় যারা ইরিজিবল পারসন যারা পাওয়ার উপযুক্ত তাদের কোন নাম নাই। সেখানে উল্টা পাল্টা নাম বিস্তার করে তাদের পকেট পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্যার, এই নয় ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই-এ সেখানে একটা প্রোগ্রাম আছে অন্নপূর্ণা যোজনা নতুন

হয়েছে। সেই অন্নপূর্ণা যোজনায় আমাদেরও কিছু কিছু পঞ্চায়েত আছে। কল্যানপুর ব্লকে সেখানে মারাত্বক ঘুসের ব্যাপার এবং সেখানে আর একটা প্রকল্প হয়েছে হনচু ওয়াদা। সেখানে স্যার পুরোপুরি বাড়ী কেনার জন্য পরিকল্পনা চলছে। সেই কারণে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে বলব আমাদের যে ডিমাণ্ডগুলি আছে এইগুলি পর্যালোচনা করে আবার নতুন করে বাজেট পেশ করুন তাহলে আমরা সমর্থন করব নতুবা এই বাজেটকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— আপনাকে ধন্যবাদ। এখন আলোচনায় অংশ নেবেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। এটার বিরোধীতা করছি এই কারণে যে এটার মধ্যে রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের কোন প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করছি না। এটা গদবাধা তোতা পাখির বুলির মত একটা ভাষণ এখানে বলা হয়েছে এটা আমরা লক্ষ্য করছি। কাজেই এটা জনমুখী নয় জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধী এই বাজেট। তাই আমরা সমর্থন করতে পারছি না। এই বাজেটের মধ্যে বিশেষ করে বেকারদের কর্ম নিযুক্তির কোন বক্তব্য বা কথা তার বিষয়ের মধ্যে নেই। আমরা লক্ষ্য করছি শ্রমিকদের কাজের কোন গ্যারান্টি নেই বা কাজের বিষয়ে কোন সাহায্যের কথা এর মধ্যে নেই। বিশেষ করে কৃষকদের সার-বীজ সময়ের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা বা সেচের পানীয় জলের ব্যবস্থা সেই কথা তাদের মধ্যে নেই। পানীয় জলের সংকট নিরসনে এর মধ্যে কোন ভূমিকা লক্ষ্য করছি না। বিশেষ করে শ্রমিকদের ভাতা প্রদান বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রদানের কোন গ্যারান্টির কথা উল্লেখ নেই তাহলে একদিকে শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারী অন্যদিকে বেকার কৃষক। অর্থাৎ রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের প্রতিফলন এর মধ্যে নেই বা লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা। এই জন্য বাজেট সমর্থন করা যায়না। অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করছি যে চতুর্থ বাম সরকার আসার পর বিভিন্ন দপ্তরের যেমন সারা রাজ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে প্রশ্ন করেছিলাম বামুটিয়া এলাকায় আইন শৃংখলাজনিত কারণে চুরি ডাকাতি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যেটা পুলিশ থানার প্রয়োজন। এটা ১৯৯৯-২০০০ সালে বলা হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন এটা সরকারের বিবেচনাধীনে রয়েছে। গত কয়েক মাস আগে চুরি ডাকাতির ঘটনায় একজন লোক নিহত হয়েছে। আমি গিয়েছিলাম। পবিত্র বাবুও সেখানে গিয়েছিলেন। ১১ জন লোক তখন হাসপাতালে আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ. এস. আই এর বাড়িতেও ডাকাতি হয়েছিল। কাজেই অস্বাভাবিক ভাবে এই চুরি ডাকাতি হওয়ার ফলে বিধানসভায় প্রশ্ন এনেছিলাম। গত এক বছর আগে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন বিবেচনাধীন। এইবার উনি উত্তর দিয়েছেন করা হবে না। তাহলে চিন্তা করে দেখুন আমাদের শিক্ষা দপ্তর। কামালঘাট দ্বাদশ

শ্রেণী বিদ্যালয় মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র গ্রহণের জন্য আমি প্রশ্ন করেছিলাম বলা হয়েছিল যে বিবেচনাধীন এই বছর আবার সেখানে প্রশ্ন করি তখন বলল যে করা হবে না। এই দুই বছর বিবেচনাধীন ছিল। দুই বছর পর বলা হয়েছে করা হবে না। লেফুঙ্গা, দামছড়া রবিকুমার হাই স্কুল এর ছাত্রছাত্রীরা আগরতলায় এসে পরীক্ষা দিতে কঠিন। থাকা খাওয়ার ব্যাপার। পরীক্ষার সময় নানা খুব অসুবিধা হয়। সেখান থেকে আসা যাওয়ার অসুবিধা। কাজেই এখানে না করে দেওয়া হয়েছে। পি. ডব্লিউ ডি-র কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেই রাস্তাঘাটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুতের ব্যাপারেও মাননীয় মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন আগামী আর্থিক বছরে সেটা করা হবে। অর্থনৈতিক বছর পেরিয়ে গেছে সেটা করা হয়নি। কাজেই এই ভাবে রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের দিকটিকে অবহেলা করা হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, পুলিশ এবং কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আপনারা এখানে সাম্যবাদের কথা বলে থাকেন। বি. জি. পি. -র কথা বলেছিলেন অনিলবাবু। কিন্তু একবারওতো বলেন নি, তালিবানদের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের কথা। আবার সাম্যবাদের কথা বলা হচ্ছে? স্যার, বামফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি অবশ্য তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন সে গরীবই হোক আর বড়লোকই হোক সবারই গলা কাটছেন। স্যার, আমি বলব, সাম্যবাদ নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন। আপনি তো আবার এখনই লাল বাতি জ্বালিয়ে দেবেন। বিরোধীদের লাল বাতি না জ্বালিয়ে সরকার যাতে কাজ করে সেটা দেখুন। স্যার, আমার আরো কিছু বলার ছিল। কিন্তু সময় মাত্র ৭ মিনিট। কাজেই সব বলতে পারছি না। স্যার, এই বাজেটে সরকার তাঁর দলীয় ক্যাডারদের পাইয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করেছেন। গত এক বৎসরে কোন কাজ হয়নি। (এট দিস স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট) মাননীয় সুবোধ বাবু নুতন নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন, বামফ্রন্ট পঞ্চায়েতে প্রচুর কাজ দিচ্ছে। কিন্তু পূজার কাজ ছাড়া পঞ্চায়েত আর কোন কাজ পায়নি। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার সময় শেষ। আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়্যারম্যান (শ্রীঅমিতাভ দত্ত) :— মাননীয় বিধায়িকা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিনহা। মাননীয়া সদস্যা আপনার সময় ৮ (আট) মিনিট।

শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী সিনহা :— মাননীয় চেয়ারম্যান, ২০০১-২০০২ সালের বাজেট গত ৫ই মার্চ আমাদের অর্থমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার আলোচনা রাখছি। স্যার, এইবার কেন্দ্রীয় বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার উদারীকরণ, বে-সরকারীকরণ এবং বিশ্বায়নের দিকটি যেভাবে শক্তিশালী করার কথা ঘোষণা করেছেন তাতে অন্য কিছু আর হবে না। যেমন, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, গ্রাম উন্নয়ন সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে গতবারের তুলনায় বরাদ্দ কমিয়ে

দিয়েছেন। একচেটিয়া পুঁজিপতি দালালদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গণবন্টন ব্যবস্থা ধ্বংস করা হয়েছে। মানুষের উৎপাদন সহায়ক মূল্য তুলে নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিক ছাঁটাই হবে এবং শিল্পের উপর আক্রমনে কর্ম সংস্থানের সুযোগ হ্রাস পাবে। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের এই ছোট ত্রিপুরার ৩০ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। এই বাজেট প্রত্যেক দপ্তরের মধ্যে গুরুত্ব দিয়েছে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছে। যারা এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন, অর্থাৎ মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তাঁদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম্ শহরে বাস করেন। কাজেই তাঁরা গ্রামের খবর কী করে রাখবেন ? কাজেই গ্রাম সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেন না। সেটা আপনারা বুঝতে পারেন না। সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন না। গ্রামের উন্নয়নের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করেছেন তা গ্রামের মানুষের কাছে গেলে সেটা প্রমাণ পাবেন।

রাজ্য সরকার গ্রামোন্নয়নের টাকা যেভাবে রাজ্যবাসীর স্বার্থে খরচ করছেন সেটা গ্রামের মানুষের কাছে গেলেই প্রমাণ হয়। আজকে উন্নয়নের যে জোয়ার রাজ্যে বইছে তাতে গ্রামের মানুষের কাছে নূতন করে আর আশ্বাস দেবার মতো কিছু থাকে না। আজকে পি. এম. আর. ওয়াই এবং বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্পে রাজ্য সরকার যে ভাবে ঋণ দিচ্ছেন তাতে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতী তথা উপজাতিদের মধ্যে একটা বিরাট উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পগুলি যেভাবে পরিচালনা করেছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রামের গরীব মানুষেরা অনেক বেশী খুশী। কারণ যারা গৃহহীন তারা কোনদিন ভাবতেও পারেন নি যে টিনের চালার নীচে তারা থাকবেন। সেই পরিবারগুলিকে সরকার টিনের চালার ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন এবং আরও উন্নত ধরনের ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রামে স্বনির্ভর প্রকল্প গুলিতে গ্রামের মহিলারা ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। তাদেরকে বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। আজকে গ্রামের হাজার হাজার মহিলা সেরিকালচার নিয়ে ব্যাস্ত। আজকে তারা নিজেরা নিজেদের আয়ের সংস্থান করছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে শ্রমিক মেহনতি মানুষ সবার অধিকার সমান। শিক্ষা ক্ষেত্রেও বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপক উন্নয়নসাধন করেছেন। আজকে গ্রামে যে সমস্ত দরিদ্র পরিবারগুলি তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ যোগাতে পারছে না আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। পড়াশুনা করতে গিয়ে অর্থের অভাবে যাতে ড্রপ আউট হতে না হয় বামফ্রন্ট সরকার সে ব্যবস্থা করেছেন। আজকে ম্যাক্সিমাম শ্রমজীবি মানুষ আজকে চা বাগানের মালিক স্বনির্ভর প্রকল্পে। সুতরাং বামফ্রন্ট সরকার আজকে গ্রামগুলিতে যেভাবে কর্মের জোয়ার এনেছেন, গ্রামগুলি যেভাবে উন্নত হচ্ছে তাতে বামফ্রন্ট সরকারের রচিত বাজেটকে সমর্থন না করে পারছি না। আমি বিরোধী সদস্য মহোদয়দের কাছে আবেদন রাখব তারাও যেন এই বাজেটকে সমর্থন করেন এবং বামফ্রন্ট সরকার পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক

কাজে অংশগ্রহণ করেন। এই আবেদন রেখে বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীঅমিতাভ দত্ত) :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা এখন বক্তব্য রাখবেন। আপনার সময় ৭ মিনিট।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার অনেক কিছু বলার ছিল কিন্তু সময় কম হওয়ার জন্য কিছুই তো বলতে পারব না। প্রথমেই আমি বাজেটের পূর্ণ বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এই বাজেট আলোচনায় আমি শুনতে চেয়েছিলাম ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা বা মাননীয় মন্ত্রীগণ যারা আছেন উনারা গত বছর বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট করেছিলেন সেই বাজেটের টাকা কোথায় কিভাবে উন্নয়ন মূলক কাজে খরচ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে উনারা বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু উনাদের ভাষণে গত বছর বাজেটের টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে এবং নূন্যতম কি কাজ করা হয়েছে উনাদের ভাষণে তার কোন উল্লেখ নেই। উনাদের ভাষণ হচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপাই, তালিবান, বি. জে. পি., চীন, জাপান প্রভৃতি রাজ্য সম্পর্কে। কিন্তু উনাদের ভাষণে ছামনুর কথা, রইস্যাবাড়ীর কথা, আগরতলা শহরের কথা অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে বলতে হবে উনাদের ভাষণে ত্রিপুরা রাজ্যের কথা উল্লেখ নেই। তাই এই হাউসে আসলে মনে হয় আমরা দিল্লীতেই আছে। বাজেট ভাষণে মাননীয় মন্ত্রীদের সদস্যদের বক্তব্য থাকবে যে, কি কি উন্নয়ন মূলক কাজ করা হলো এবং কি কি নূতন নূতন উন্নয়ন মূলক কাজ করা হবে, আর আমাদের মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বাজেট ভাষণের বক্তব্য হবে কোথায় কোন কাজ ঠিকভাবে হয় নি এবং কোথায় কোথায় আরও উন্নয়ন মূলক কাজ করা দরকার হাউসে তুলে ধরা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় মন্ত্রীরা দিল্লী দিল্লী নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে বেকারদের মারার বাজেট, গরীবদের মারার বাজেট, কেডারদের পোষণ করার বাজেট এবং উগ্রপন্থীদের উৎসাহিত করার বাজেট, যার কারণে এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এখানে আইন শৃঙ্খলার কথা বলা হচ্ছে এবং এই আইন-শৃংখলা খাতে প্রচুর টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে এবং গত বছরের তুলনায় অনেক বেশী। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে কিন্তু যে রাজ্য মন্ত্রীকে রক্ষা করতে পারে না, যে রাজ্য এম. এল. এ-কে রক্ষা করতে পারে না, এস. ডি. ও-কে রক্ষা করতে পারে না, গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজারকে রক্ষা করতে পারে না, সি. আর পি এবং পুলিশকে রক্ষা করতে পারে না সে রাজ্যের বাজেট ২০০ কোটি, ৩০০ কোটি কিংবা ৪০০ কোটি হলেও রাজ্যের লোককে রক্ষা করা যাবে না। তাহলে এই সরকার আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে কি করবেন? রাজ্যের বাহির থেকে যদি কোন মিনিষ্টার আসে বা অফিসার পর্য্যায়ের লোক আসে তাহলে তাদের সঙ্গে

১৫টা গাড়ী থেকে ২০টা সিকিউরিটির গাড়ী উনাদের সঙ্গে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলের থানাগুলিতে ওয়ারলেসের কোন ব্যবস্থা নেই সে কারণেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের থানাগুলি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

পুলিশের উপরের মহলের জন্য করতে হবে। এ, সি রুমে রাখতে হবে। ডি, এম-এর গাড়ী কনটেসার জায়গায় কানটাসা করতে হবে। শুধু প্রতিযোগীতা। তার জন্য বাজেট সমর্থন করা যায় না। আগরতলায় কয়েকদিন আগে মনে হয় সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। এটা যেমন পাকিস্তান। বিধানসভা চলাকালীন আগরতলায় ১০ হাজার পুলিশ আনা হল। কাদের জন্য? তখন কোথা থেকে পুলিশ আসল? আগরতলায় ১০ হাজার পুলিশ এনে রাখা হয়, ভাগ্য ভাল তখন ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থীরা ঘুমিয়ে ছিল কিনা, নাকি উনারা বন্ধ করে রেখেছিলেন জানিনা। যদি ভিতরে আক্রমণ হত, তখন ভিতরে পুলিশ পাহারা দেওয়ার ছিলনা। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সব কথায় বলে থাকেন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে, ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের ভাবতে হবে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব জায়গাটা একবার বদল করুন। এক জায়গায় না দাঁড়িয়ে একটু নড়ে চড়ে বসে আমাদেরকে রক্ষা করুন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে রক্ষা করুন। জায়গা থেকে একটু সরে যান। জায়গা থেকে সরে একটু চিন্তা করা দরকার। আর সব সময় না দাঁড়িয়ে মাঝে মধ্যে বসার দরকার এবং ঘুমানোরও দরকার আছে। তারপর স্বাস্থ্য তীর্থমুখের হাসপাতাল বন্ধ, রইস্যাবাড়ী বন্ধ, জগবন্ধুতে বন্ধ, জলাইয়াতে বন্ধ, শিলাছড়িতে বন্ধ। এইভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা চলছে। অ্যাম্বুলেন্স থাকলে নিয়ে আসা হয়, সেখানে আর ব্যবস্থা করা হয় না। ১ বৎসরে সেখানে ২০৩ জন ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়াতে এবং বিভিন্ন রোগে মারা গেছে। এটা আপনাদের তথ্য, বিভিন্ন তথ্য হিসাব করে দেখলাম এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকার কাটিং নিয়ে আসছিলাম। যেখানে অ্যাম্বুলেন্স আছে, যেমন গণ্ড ছড়াতে অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার না করে মানুষকে কাঁধে করে নিয়ে আসতে হয়। এটা হল প্রত্যক্ষ চিত্র। তারপর সমবায়, সমবায়ে কয় বার আছে জানিনা। নিরঞ্জনবাবু যে এক বার হয়ে বসে থাকেন, উনি কোন কথাবার্তা বলেননা। তীর্থমুখে ল্যাম্পস বন্ধ, রইস্যাবাড়ীতে বন্ধ, বড় কাঁঠাল-এ বন্ধ। সমবায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা মারিং হচ্ছে। এই মারিং এর জন্য এই বাজেট সমর্থন করতে পারি না। মৎস্য দপ্তরে মাছ-ত দূরের কথা, জল পর্যান্ত ওরা খেয়ে ফেলেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মাছ অন্ধ্র বা বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও চলেনা। ত্রিপুরা রাজ্যের মাচ উৎপাদনকেন্দ্র গুলি কেনায় ভর্ত্তি হয়ে আছে, সেখানে নৌকা চলতে পারে না, মাছ ধরতে পারে না, যেটা যৎসামান্য হয়, সেটাও ত্রিপুরার বাইরে চলে যায়। এই যে ব্যবস্থা, তার জন্য বাজেটকে সমর্থন করা যায়না। এই বাজেটের তীব্র বিরোধীতা করে বিরোধী দলের কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীঅমিতাভ দত্ত) :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ সময় ৭ মিনিট।

শ্রীরতন লাল নাথ :— মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, প্রথমেই আমি এই বাজেটকে বিরোধীতা করছি। কারণ এই বাজেট অসামঞ্জস্য, অবাস্তব এবং ভুলে ভরা কালকে একটা করিজেনডাম দিয়েছে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে এটাও ভুল। অ্যাসেমব্লি থেকে যেটা ফরওয়ার্ডিং করেছে এটা ঠিক আছে। করিজেনডাম বানানটাই ভুল। কাইগুলি ভেরিফাই ফ্রম দি ডিক্শন্যারি। বাজেটে ভুল করতে গিয়ে আর একটা ভুল স্যার। বাজেট কিসের জন্য? বাজেট ডিসকাশানের দরকার নাইতো! বাজেটতো পাশ করতে লাগে না। বাজেটের অনুমোদন ছাড়াই অনেক কাজ হয়ে যাচ্ছে। একটা নিরপেক্ষ সংস্থা রয়েছে সেখানে ওরা কি বলে? Expenditure incurred without any budget provision. Expenditure of Rs. 40·87 crores had taken incurred for execution various case works in 11 grants although no budget provision for them are available during the year. 99-এ বলেছে Expenditure of Rs. 111·81 crores was incurred in 15 cases under 8 grants appropriation although no budget provision for them was available during the year. কেন আন-নেসেসারী বাজেটের আলোচনা? কিসের জন্য? বাজেট-তো লাগবে না। এটাতো বলেই দিয়েছে বাজেট ছাড়াই কারবার করছে এরা। স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনি কি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী নাকি সাংসদ আমি বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে উনি সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেটের ডিসকাশান করছেন। উনি-তো এম, পি ছিলেন, তাই উনার পুরানো অভ্যাস উনি ভুলতে পারেননি। তার জন্য তো কেন্দ্রের অর্থনীতির সমালোচনা করছেন-অমুক-সমুক-সমস্ত কিছু বিদেশী পুঁজি, আমদানী এবং প্রাইভেটাইজেশন এই সমস্ত বলে তো অনেক সময় কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু ফর দ্যা ইন্টারেস্ট অব্ দ্যা পিপল অব্ ত্রিপুরা উনি কি বললেন? আসলে স্যার, এই সি, পি, এম, পার্টিটা অনেক পরে বুঝে। নেতাজী সম্পর্কে পরে বুঝেছে, কম্পুটারাইজেশন সম্পর্কে পরে বুঝেছে, সবকিছুই পরে বুঝেন। উনি জানেন না এই বছরের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে যে নির্বাচনী ইস্তাহার দিয়েছেন-সেই নির্বাচনী ইস্তাহারে বেসরকারী-করণের এবং বিদেশী পুঁজি আমদানীর জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটা তাদের নির্বাচনী ইস্তাহার। এবং কি বলেছেন—খুব কৌশল করেই বলেছেন-প্রাইভেটাইজেশান নয়, প্রাইভেট হেল্প। কৌশল করলে কি হবে—এটা মানুষ জানে, বুঝে। স্যার, উনি জানেন না-চীনে ১৯৯৭ সনে প্লেনারী অধিবেশনে চীনের পিপলস্ অব্ কমিউনিস্ট পার্টি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ২০০০ সাল থেকে ৩ লক্ষ সরকারী প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারীকরণ করবে এবং ২০০০ সাল থেকে এই ডিসিশন অল্‌রেডি টেকেন। তারপর ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। সেখানে ডেম্‌ওয়ে নাম দিয়ে বিদেশী পুঁজি আমদানী করছে এবং বেসরকারীকরণ পুরোদমে চলছে। কাজেই উনি কি কথা বলেন, কিসের কথা বলেন সেটা পরে বল্‌বেন খুকুকু, ভুল হয়েছে। কিন্তু ভুল হওয়ার তো আর সময় নাই। বি

প্র্যাক্টিক্যাল, বি প্র্যাক্টিক্যাল। পরে দেখা যাবে কি-সরকারের বিশ্বাস যে অগ্রগতি হয়েছে- তার চেয়ে অনেক বেশী পিছিয়ে রয়েছে। সুতরাং আমার অনুরোধ এখানে প্র্যাকটিক্যাল হওয়ার জন্য- ইম প্র্যাক্টিক্যাল কাজ করা উচিৎ নয়।

স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে নাই। তিনি গত দুইদিন ধরে হাউসে অনুপস্থিত রয়েছেন। উনি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে-আমরা ফাইনেন্‌শিয়েলী ইরেগুলারিটি করছি না। লজ্জা হওয়া উচিৎ, শরম থাকা উচিৎ, শেম্‌। স্যার, আপনি দেখুন এখানে ক্যাগ রিপোর্টে কি বলেছে যে, "The Public exchequer was deprived of forest royalty of Rs. 8·77 lakh as the Executive Enginer, Amarpur Public Works Division, did not insists on production of forest clearence certificates by the contractors who used forest products in the works."

Mr. Speaker Sir, then you will see

"There was a loss of Rs. 9·10 lakh incurred by Rural Development due to purchase of pineapple suckers at higher rates and also due to keeping JRY and EAS funds, against the provisions of scheme guidelines, in current deposit and personal ledger accounts and yielding any interest"

Then—"Finance Department caused irregular diversion of moncy from the Tripura State Illness Assistance Fund constituted in March 1997 and premature encashment of money from Term Deposit Account. This resulted in loss of interest amounting to Rs. 19·84 lakh."

Then again we see that—"There was a loss of interest of R. 3·45 lakh for keeping the funds for Training to Members of Parliament and local areas Development schemes in personal ledger accounts instead of Savings Bank Accounts as required by the Scheme."

স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে বাজেট ভাষণে পুলিশের জন্য বলেছে-২০০১-০২ অর্থ বছরের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ২১৯'৯৪ কোটি টাকা। দেখুন স্যার, কি বলেছেন-এইগুলি সব ভুল, তাহলে আমরা কি করে এটা সমর্থন করি? কারণ এখানে বাজেটে বলেছেন-২১৯'৯৩ আর বাজেট ভাষণে বলেছেন ২১৯'৯৪-এখন ৯৩ না ৯৪ এটা ক্লীয়ার করুন। এখানে আবার পূর্তমন্ত্রীর হিসেবে বলেছেন ৩০টা আবার এখানে বলেছেন ৬টা নলকূপ চালু রয়েছে। পক্ষান্তরে উনারই বাজেট ভাষণে আমরা দেখতে পেলাম ৩০টা নলকূপ চালু রয়েছে। ঠিক একইভাবে এই সভার আমাদের

রাজ্যের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানালেন যে রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪৯ জন। অপরদিকে আমাদের অর্থমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষণে আমাদের এই সভাকে জানালেন প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার মাত্র ৪২ জন। এই হচ্ছে অবস্থা।

মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, গতকাল মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায়বর্মন বলেছিলেন যে কনস্ট্রাকশানের টেণ্ডার নিয়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে না। ১৭৭ কোটি টাকার কেপিট্যাল কমপ্লেক্স নির্মাণের একটি পর্যায়ে কাজের জন্য আজকের পত্রিকায় একটি বিজ্ঞপ্তি রয়েছে বাইরের কোম্পানীকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন। খুশী হব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, শেষ করছি। ত্রিপুরা ভবনে এই সমস্ত কাজের বরাত কাকে দেওয়া হবে-সেটা ঠিক করা হবে। কাজের গুণগত মান নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা না থাকলেও চলবে। মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা খুবই প্রাসঙ্গিক ভাবেই বলেছিলেন যে আগামী দিনের নির্মাণ কাজের টেণ্ডারগুলিতে ভূমিকম্প প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি থাকা আবশ্যক এই ধরনের কোন ক্লজ যেন রাখা হয়। যদি টেণ্ডারে এই ধরনের কোন ক্লজ না থাকে তাহলে এগুলি অর্থাৎ টেণ্ডারগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক্।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— দুঃখিত স্যার, আমি এটুকু বলেই আমার অসমাপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ চেয়ারম্যান :— ধন্যবাদ। এখন আলোচনা শুরু করবেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলবেন। তাহলে আমার জন্য সময় কতটুকু বরাদ্দ করা হল ?

মি: চেয়ারম্যান : এমনিতে যে সময়টা ইতিপূর্বে বাড়ানো হয়েছিল সেটা ৬-৩০ ঘন্টা পর্য্যন্ত। প্রয়োজনে আবার সেটা বাড়ানো যেতে পারে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটা কি করে হয় ? আমাদের সময় নেই বলে বসিয়ে দেওয়া হয়। এখন কেন আবার সময় বাড়ানোর প্রশ্ন আসছে ? তবে এটাও ঠিক যে অর্থমন্ত্রীকে আমাদের বক্তব্যের জবাবও দিতে হবে। যা করার করুন। আমাদের এতে কোন আপত্তি নেই।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— অর্থমন্ত্রী বলতেই পারেন। আমাদের যেভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল আমরা সেটা করতে যাব না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, এখানে ফিনান্স মিনিস্টার বক্তব্য রাখবেন এবং তেমনি বক্তব্য রাখবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও। এতে বাধার প্রশ্ন আসছে কেন ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, আমাকে কি আট মিনিটের মধ্যেই শেষ করতে হবে ?

মিঃ চেয়ারম্যান :— আপনি শুরু করুন। হাউসের সম্মতি নিয়ে সময়টা আর একটু বাড়ানো যেতেই পারে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : — মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে গত দুইদিন যাবৎ জেনারেল বাজেটের উপর আলোচনা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। এবং তাতে অনেক কথাই বলেছেন এবং যারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন আমি প্রথমত তাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। যেসমস্ত প্রস্তাব তাঁরা দিয়েছেন বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করেছেন আমরা এটা বলতে পারি যখন এই বাজেট রূপায়ণ শুরু হবে ১লা এপ্রিল থেকে এই সভার অনুমোদন যখন পাবে আমাদের বাজেট রূপায়ণ করার দিক থেকে সেই বিষয়গুলির প্রতি আমরা নিশ্চয় নজর দেব এবং লক্ষ্য রাখব যাতে মাননীয় সদস্যরা যেসমস্ত পয়েন্টগুলি এখানে রেখেছেন সেগুলিকে লক্ষ্যের মধ্যে রেখে যাতে আমরা কাজ করতে পারি। এখানে মাননীয় সদস্যরা আলোচনার ভেতরে অনেকগুলি প্রশ্ন এনেছেন যেগুলি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে আমরা যখন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছি তারপরে বিস্তৃতভাবে সেগুলির উত্তর আমরা দিয়েছি। সেটা বিধানসভার রেকর্ডে আছে। কিন্তু কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন এই রিভাইজড বাজেট করতে গিয়ে কেন অরিজিন্যাল বাজেট থেকে টাকা কমে গেল ? কেউ এখানে তুলেছেন আজকেও আবার তুলেছেন যে এক্সেস মানি যেটা খরচ হয়েছে সেটা কেন বিধানসভায় আসল না। এটা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের মধ্যে আলোচনায় এসেছে। আমরা সেটা বলেছি এক্সেস যখন খরচ হয় রিভাইজড বাজেটের পরে সেটা নিশ্চয় বিধানসভাতে আসতে হবে। তবে এই বিধানসভায় আমরা আনতে পারি না। কিন্তু পরবর্তী বিধানসভায় এগুলি আসবে এবং এটা হঠাৎ করে একবছরে না বেশ কয়েক বছরের এসে এক সঙ্গে জমায়েত হয়েছে।

আমি সেই জায়গার মধ্যে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে সেই কথাগুলি এখানে খুব স্পষ্টভাবে বলেছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আলোচনার সময় যেটা বার বার বলার চেষ্টা করেছেন বাজেটটা দিশাহীন, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কি মুখে সেই সম্পর্কে কোন বক্তব্য বাজেটের মধ্যে নেই। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব এই ভাষণের ১৪নং পেরাগ্রাফটা দেখুন। সেই ১৪ নং পেরাগ্রাফটার মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে সেটা বলা হয়েছে। রাজ্যে পরিকল্পনায় প্রাথমিক ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে আগামী দশ বছরের জন্য খাদ্য-শস্যের উৎপাদনের স্বয়ংম্ভরতা অর্জন করা, সেচের সুযোগ সৃষ্টি করে এই লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে ব্যাপক

কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল বীজ ও সার যোগানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গৃহ নির্মাণ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সড়ক যোগাযোগ, শিক্ষা, বিদ্যুৎ সহ গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তফশিলি জাতি উপজাতি, পশ্চাদপদ শ্রেণী এবং সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে সরকারের একাগ্রতা রয়েছে। খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এই বাজেটের লক্ষ্যটা কি, উদ্দেশ্যটা কি, কোন কাজটাকে আমরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। মাননীয় সদস্যরা অনেকে বলেছেন এই যে বাজেট করা হয়েছে তিনটা বছর আমরা বাজেট করেছি, এই তৃতীয় যে বাজেট তার নেট রেজাল্ট কি? আমরা যখন বাজেট করছি আমাদের কাজের কর্মসূচী বলেছি আগামী বছরে কি করব, আমাদের কাজের নেট রেজাল্ট কি। এখানে বলব ইতিমধ্যে আমাদের আই. সি. এ. টি দপ্তর আমাদের এই চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত আড়াই বছরে আমরা কি কাজ করেছি দপ্তর ওয়াইজ এখানে সমস্ত তালিকা দেওয়া আছে। আমি আশা করছি মাননীয় সদস্যরা আগামী কিছুদিনের মধ্যে সবাই এই বই পেয়ে যাবেন সেই বইয়ের মধ্যে গত আড়াই বছরের এই বাজেট দরশনটা কি কি কাজটা আমরা করছি এইসমস্ত জিনিস তার মধ্যে উল্লেখ করা আছে। যদি এই কাজের কোন রকমের কোন বক্তব্য থাকে আড়াই বছরের যে অ্যাচিভমেন্ট নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারবেন। এগুলি পঞ্চায়েত পর্যন্ত দেওয়া হবে। আড়াই বছরের যে হিসাব তার মধ্যে আমরা দিয়েছি। এবং এখানে আমাদের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন আমাদের ভাষণের ৮ এবং ১১ নং ধারা এটা পরস্পর বিরোধী। আমি মাননীয় সদস্যদেরকে বলব ভাল করে পড়েন তারপরে স্পষ্ট করে বুঝতে পারবেন। আমরা একটা নীতি নিয়ে চলি একটা অর্থনৈতিক লক্ষ্য আছে নীতি আছে এই নীতিটার কথায় এখানে উল্লেখ আছে। এখানে মাননীয় বিরোধী দল নেতা কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে তারা এখন বে-সরকারীকরণের বিরোধী। কিন্তু সেখানে কিছুটা সন্দেহ আছে তাদের দলের যে নীতি সেই নীতির সঙ্গে তার মত এক কি না। অবশ্য তিনি বিরোধী দল নেতা দলের নীতি জানা না থাকার কথা না।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ছোট ছোট শিল্পগুলি পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়ার মত অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। সেটাকে রাজ্য সরকার অনুসরণ করছে সেই কথাটাই আমি বলেছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার একটা দলের নীতি যেটা আমরা জানি না সেটি উনি জানেন এটা মনে করার কোন কারণ নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এখন যেটা আমি বলতে চাই, পার্লামেন্টে যত বেসরকারী বিল পাশ হয়েছে সেটা যদি কংগ্রেস সমর্থন না করত তাহলে একটা বিলও পাশ হত না। কথা আছে ১৯৯১ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন যে আর্থিক নীতি ঘোষণা করেছেন বি জে পি

সেটাকে হাইজ্যোক করেছেন। বি জে পি যারা করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে পরে তারা বলে যে আমরা তো নূতন কিছুই করেনি কংগ্রেস যেটা করে গেছেন সেটাকে অনুসরণ করছি। সেটাকে আমরা এখানে রূপায়িত করছি না। আজকে কংগ্রেস এবং বি জে পি যে কত মিল এটা তো ভারতবর্ষে কারও অজানা নয়। এখানে মাননীয় সদস্য নগেনবাবু বার বার উষ্মা প্রকাশ করেছেন যে বিদ্যুৎ এবং সারের ভূর্তকী কত দিন চলবে। বলুন এর কথায় আমরা ভূর্তকী তুলে দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পায়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, আমি বলছিলাম যে রাজ্যে যারা ধনী তারাই ভূর্তকী পাবে কি না। উনার নিউক্লিয়াস বাজেটে যারা ধনী তারাই পাবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আজকে যদি সারের উপর ভূর্তকী তুলে দেয় যেখানে চার টাকা করে পাওয়া যায় সেখানে কালকে ৮ টাকা হবে। আমরা তুলে দিলে পারি। কিন্তু এখানের কৃষকের অবস্থা কি হবে। এই বিধানসভায় বলছি বিদ্যুৎ আমরা ২'৯১ পয়সা করে কিনে নিয়ে আসি। ১'২১ পয়সা করে আমরা বিক্রি করি। ১'৭০ পয়সা করে ভূর্তকী দিতে হচ্ছে। আমি যখন বিদ্যুতের দাম ঠিক করি তখন কি এটা ঠিক করা যায় যে ধনীদের জন্য এত পয়সা গরীবদের জন্য এত পয়সা আবার আর এক সদস্য বলেছেন আপনি এস আর সি করেছেন এটাতো বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর জন্য। আমরা কখনো এই কথাটা গোপন রেখেছি। এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের পলিসি। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে যে এই এস আর সি দাম ঠিক করে দিবে এই রাজ্যে বিদ্যুতের দাম কি হবে। আর যদি এইসব না করি তাহলে সেই সমস্ত রাজ্যে কেন্দ্রীয় সহায়তা বন্ধ হয়ে যাবে। আর এখানে নগেনবাবু বার বার বলতে চেষ্টা করেছেন যে গরীব ধনী। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার পিছিয়ে পরা মানুষের জন্য খুবই চিন্তাশীল। এখানে রাজ্যের উপজাতিদের বাদ দিয়ে কোন উন্নতি সম্ভব না। আজকে জুম চাষকে টেকনোলজী ডেভলাপ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। সেন চৌধুরীর কথা এখানে বলেছেন খাদ্যে স্বয়ংম্ভর হওয়ার কথা এখানে বলেছি আমরা ১০ বৎসরের কথা। হাঁ, এখানে সেন চৌধুরী যে রিপোর্ট তৈরী করেছে তাতে সেখানে বলা হচ্ছে ২০১০ সালের মধ্যে সেই কমিটির রিপোর্টে তিনি এ্যাকশান প্লেনের কথা বলেছেন। প্রথম দুই বৎসরে এ্যাকশান প্লেন এর ফাইণ্ড আউট করেছেন। এ্যাকশান প্লেন ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২। ২০০০-২০০১ এ তিনি বলছেন যে এটা রূপান্তরিত করতে গেলে ৫৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা রাখতে হবে আর ২০০১-২০০২ সেটা রূপান্তরিত করতে হলে ৬৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা লাগবে। মাননীয় সদস্য এখানে ২৪০ কোটি টাকার কথা বলেছেন। সামগ্রিকভাবে খাদ্যে স্বয়ংম্ভর হওয়ার জন্য আমাদের বাজেটটা পরীক্ষা করে দেখুন। কত কোটি টাকা আছে সেই বাজেটে। আমি তো দায়িত্ব নিয়ে বলছি। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে এলাইড যে সাবজেক্ট আছে খাদ্য উৎপাদনের জন্য শুধু তো বীজ আর সারই করেন না, তার জন্য বিদ্যুৎটাকে গ্রামে নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে, তার জন্য সেচের জলের দরকার আছে, তার জন্য তার ক্রেডিটের দরকার আছে। ব্যাংকে টাকা আসছে বিভিন্ন স্কীমের মধ্যে সেই টাকাগুলি যাচ্ছে। তার জন্য কো-পারেটিভ

ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে। আর. ডি. ডিপার্টমেন্ট তার জন্য কাজ করছে, তার জন্য তাদের যে কোটি কোটি টাকা খরচ সবটা মিলে হিসাব করলে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই ১০ বৎসরে খাদ্যে স্বয়ংভর হওয়ার জন্য আজকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা আছে। ২৪০ কোটি টাকা না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, উনি ভুল তথ্য দিচ্ছেন। সিকটিং কালটিভেশান-এ যে ওয়াটার সেড ৮০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল কিন্তু রিভাইজড বাজেটে একেবারে শূন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য একটা কথাই বার বার আনছেন ক্যাগ রিপোর্ট সম্পর্কে, আমি দেখলাম এটা যেন তাদের কাছে বেদ-বাক্য হয়ে গেছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, সময়টা বলে দিন।

মিঃ স্পীকার :— সময়টা তো আমার আগে ছিল ৬'৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত। ৪'১৫ তে আলোচনা শুরু হয়েছিল তাতে যদি ২'৩০ মিনিট আলোচনার সময় হয় তা হলে ৬'৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত। আগে এই সময়টা শেষ হউক।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, আপনি এলাউ করলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলবেন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত।

মিঃ স্পীকার :— অল্প অল্প করে বলবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বেশী সময় নেবনা। এখানে মাননীয় সদস্যরা ক্যাগ রিপোর্টের কথা বলছেন, এই রিপোর্ট হচ্ছে ৯৮-৯৯ সালের। ক্যাগ রিপোর্ট কোন দিনই চূড়ান্ত হয়না। ক্যাগ রিপোর্টটা এই বিধানসভাতে একটা কমিটি আছে পি. এ. সি. কমিটি, ক্যাগ রিপোর্ট কনট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল একতরফা বক্তব্য। পি. এ, সি. হচ্ছে তার সর্বউচ্চ তারা এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। পি. এ. সি. এর কাছে আসবে, সেই পি এ সি রিপোর্ট বিধানসভায় আসবে। ১৯৯৮-৯৯ সনের রিপোর্ট নিয়ে পি. এ. সি. নাড়াচাড়া করছেন। আপনারা পি এ সি-তে তো পর্যালোচনা করেছেন। আপনাদের পি এ সি যে রিপোর্ট বিধানসভায় রাখেন সেখানে আমাদের যে ডাইরেক্ট সিদ্ধান্ত সেগুলো কার্যকরি করার জন্য সেখানে তারা উদ্যোগ নেয়। এর আগেই আপনারাই বলেন আজকে না হয় কালকে সরকারে আসবেন, এর বাইরে কেগ রিপোর্ট কি সবার জানা আছে। সবাই কথায় কথায় কেগ রিপোর্টের কথা বলছে। কাজেই আমি বলব এগুলো একটি জেনে বলা ভাল। কেগ রিপোর্ট তার কতটুকু ভূমিকা আছে পি এ সি যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরীক্ষা না করছে।

শ্রীজওহর সাহা :—তাহলে কি কেগ রিপোর্টের দাম নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— দাম আছে কি নাই এটা তো আমি বলছি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি এদিকে তাকিয়ে বলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):— কালকেও একজন সদস্য এনেছেন এবং আজকেও এনেছেন যে পূর্ত্ত দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছেন। আমি এটা বলব আমি নিশ্চিৎ ভাবে বলতে পারি আমাদের যে আইন প্রযুক্তি আছে সেই আইন প্রযুক্তি মেনেই সমস্ত কাজ পূর্ত্ত দপ্তর দিয়ে থাকে। কোথাও আইন অমান্য করা হয়নি।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— পয়েণ্ট অর্ডার স্যার, আমি স্পেসিফিক যে কাজটার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম কালকে সেই ব্যাপারটা ক্লেয়ার করুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— কোথাও কোন আইন অমান্য হয়নি। কোন কণ্ট্রাকটরকে ডেকে এনে বিনা টেণ্ডারে কোন কাজ দেওয়া হয়নি। দরপত্র সরকারের বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে এবং এগুলো করেই সেখানে এই কাজকর্ম দেওয়া হয়। কিছু কাজ আছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রেসটিজিয়াস ওয়ার্ক হিসাবে যেগুলো চিহ্নিত এগুলো যারা অনুপযুক্ত বা কাজের কোন অভিজ্ঞতা নেই তাদের কোন অবস্থার মধ্যে দেওয়া যায় না। এখানে সি পি ডব্লিও ডি রুলসের কথা বার বার বলা হচ্ছে। আমি সেই প্রসঙ্গে একটু পরে আসব। আমি বলব এখানে আমাদের পি ডব্লিও ডি আমরা যে পদ্ধতিতে কাজ করি আমাদের একটি রুলস এখানে আছে। এটা আমি হঠাৎ পূর্ত্ত দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পরে চতুর্থ বামফ্রণ্ট সরকার এই রুলসটা তৈরী করেন। এই রুলস্‌-এ মাননীয় বিধায়কের পিতা, শ্রীসমীর বর্মন সাহেবও এই রুলসের উপরে কাজ করে গেছেন। আমাদের একটি নিজস্ব রুলস আছে তার জন্য কি কাজ করতে হবে, সেগুলো আছে। আমাদের রুলস্‌-এ যে বিষয়গুলো সে ক্ষেত্রে সি পি ডব্লিও ডি যে রুলস আমাদের রুলসের মধ্যে সব আছে বলছি না কিন্তু আমাদের রুলসের বাইরেও কিছু কিছু আছে সেগুলো যখন আমাদের সামনে আসে আমরা সেখানে সি পি ডব্লিও ডি যে রুলস আছে সেই রুলসটাকে আমরা অনুসরণ করি। আমাদের রুলস আছে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে এনলিষ্টমেণ্ট অব কনট্রাক্টরস্। এগজিকিউশান অব ফিনান্সসিয়াল পাওয়ারস টু ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার্স, এক্সসেপটেন্স অব টেণ্ডার রিগারডিং এণ্ড্ ডিগিশান অব ওয়ার্কস এটা পি ডব্লিও ডি রুলসের মধ্যে আছে। এবং সে সমস্ত রুলসগুলো মেনে আমরা কাজ করি। সি পি ডব্লিও ডি এর সঙ্গে আমাদের পি ডব্লিও ডি-র ক্লাস ওয়ান কনট্রাকটর তাদের ক্ষেত্রে আনলিমিটেড কাজ দেওয়ার কথা আছে। আর ক্লাস টু কনট্রাক্টরদের জন্য ১ কোটি টাকা টেণ্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমাদের পি ডব্লিও ডি ক্ষেত্রে তাই আছে, কিন্তু ক্লাস টু কনট্রাকটরদের তারা আমাদের রাজ্যে ৪০ লক্ষ টাকার কাজ পর্য্যন্ত করতে পারবে কনট্রাকটর এনলিষ্টমেণ্ট

করার ক্ষেত্রে সি পি ডব্লিও ডি এবং ত্রিপুরার পি ডব্লিও ডি-র যে নিয়ম আছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সি পি ডব্লিও ডি যারা চীফ ইঞ্জিনিয়ার তাদের যে ফিনান্সিয়াল পাওয়ার দেওয়া আছে ২'৫ কোটি টাকা আর আমাদের রাজ্যে যারা চীফ ইঞ্জিনিয়ার তার ক্ষমতা দেওয়া আছে ৫০ লক্ষ টাকা। এখানে রেসটেড কাজ দেওয়ার সম্পর্কে মাননীয় সদস্য তুলেছেন আমি সেই টাকার মধ্যে সি পি ডব্লিও ডি যে রুলস ভলিয়ম ২.৪ ওয়ান রেসটিকটেড টেণ্ডার কেন বী ফর অন দ্যা ফলয়িং গ্রাউন্স। দ্যা ওয়ার্ক ইজ রিগার্ড টু বী এগজিকিউটেড হুইচ বেরী গ্রেড স্পীড হুইচ নট অল কনট্রাকটরস আর ইন এ ডিসিশান টু জেনারেল।

Sri Badal Choudhury (Minister) :— 18 4.1 Restricted tenders can be called for on the following grounds :

i) The work is required to be executed with very great speed which not all contractors are in a position to generate ;

ii) Where the work is of special nature requiring specialised eqipment which is not likely to be available with all contractors and

iii) Where the work is of secret nature and public announcement is not desirable.

এই তিনটা কনডিশান মানে এই যে টেণ্ডার যা করছেন আমরা এখানে তা করছি না। এই জায়গার মধ্যে এই ১৮ ৪ ৩. সেই জায়গার মধ্যে এসে বলছে ওদের রিলিভেন্ট মেটেরিয়ালস্ আমি সেই জায়গাটা বলছি,

18.4.3 Instructions for Restricted Call of Tenders. In partial modification of provisions contained in para 18.4. of CPWD the manual vol.ii, 1988, reagarding restricted call of tenders and this directorate circular no. SE/SS/EE-ii/FRED/1151 dated 26 4.96 forwarding the standard pre-qualification document, the director General (works), CPWD in pursuance of the discussions held on 06.02. 1998 in the meeting of the Technical Board of CPWDm is pleased to decide that for all works costing more than Rs. 5 crores, restricted call of tenders shall be resortee to. খুব পরিষ্কার ভাবে বলা আছে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, কোন জায়গায় এই ক্লজটা এইটার মানেটা কি, দ্যাট্, এক্সপিরিয়েন্স ইন্ সিমিলার নেচার অব্ ওয়ার্ক অব ভেল্যু নট্ লেস দেন টেন্ ক্রোরস্ ফর

এ সিঙ্গল বিল্ডিং। ত্রিপুরার একটা বিল্ডিং ১০ কোটি টাকার মূল্যে ত্রিপুরা রাজ্যে কি হয়েছে, তা এই প্রস্তাবটা আমার উদ্দেশ্যটা কি, এইটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস এলিজিবল কনট্রাক্টরস অব ত্রিপুরা, দে কেন্ নট্ দেয়ার রেসট্রিকটেড্ অন্ দেয়ার প্রোহিবিটেড্ টু পারটিসিপেট্ ইন্ দ্যা টেণ্ডার।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমরা যেটা এখানে করছি আমরা বলেছি সি. পি. ডব্লিউ. ডি. এর যে রুল্ আছে স্পেশাল্ ডাইফোর্স, স্পেশাল্ নেচার অব ওয়ার্কস্ যেগুলি আছে সেগুলির মধ্যে সত্যি যারা অভিজ্ঞ যাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে, এই কাজের ক্ষেত্রে তাদেরই শুধু দেওয়া হচ্ছে। এটা আমাদের কোন ইচ্ছার ব্যাপার নয়।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— নেচার অব্ ওয়ার্কস্, হি সেইড্, স্পেশালী টুলস্ হুইচ্ আর রিকুয়ার্ড এ ভাইব্রেটার মেশিন্। এটা এক লক্ষ টাকার ও পাঁচ লক্ষ টাকার বিল্ডিং এর ভাইব্রেটার মেশিন, ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে একই মেশিন লাগে, হোয়ার ইজ দ্যা কোয়েশ্চান্ স্পেশালাইজড্ টুলস্ এরাইজ ওভার হেয়ার।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমরা যেটা বলছি এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলা আছে অভিজ্ঞ যারা আছে এবং সি. পি. ডব্লু. ডি. এর রুলস্ যা আছে সেটাকে বেইস করে এই টেণ্ডার কল্ টা তৈরী করা হয়। আমরা এখানে যে ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স এর কাজ করতে যাচ্ছি কি এসেম্বলী কি সেক্রেটারিয়েট্ বা অন্যান্য যে কাজ গুলি, এই রাজ্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত এবং সেখানে যাতে প্রকৃত উপযুক্তদের কাজ পরে তাদের ব্যবস্থা করা পাবলিক্ সেক্টার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এর যে সংস্থা গুলি আছে তারাই এই সুযোগ গুলি পাচ্ছে, তারা কেউ বাদ যাচ্ছেন না। স্যার, অধিকাংশ কাজ সেন্ট্রাল পাবলিক সেকটর অরগেনাইজেশান কাজ পেলে আপনাদের এত মাথা ব্যাথা কেন। আমাদের এখানে তো এন. পি. সি. সি. কাজ করেছে, মার্টিন আছে, আজকে তো তারাই কাজ করছে, নেহরু ব্র্ড এণ্ড ব্রীচ তারা কাজ করছে এবং অন্যান্য প্রত্যেককেই টেণ্ডার দিতে হয়, সুতরাং এখানে যাতে কাজটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উঠে আসতে পারে সেই কাজটা যাতে আমরা করতে পারি সেটা লক্ষ্য রেখে আমরা সেখানে কাজের মধ্যে যাচ্ছি কোন নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে কাজের সিদ্ধান্ত হয় না।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— এটা পুরো বেআইনি। আই রিকোয়েষ্ট দ্যা অনার‍্যাবল্ মিনিষ্টার টু কাইগুলি অব দ্যা ও চীফ মিনিষ্টার টু কাইগুলি ক্ল্যারিফাই ডেপুটি কালেকটার অফিস থেকে এই যে টেণ্ডারটা ডাকা হলো, সেটা বৈধ কিনা। আই চ্যালেঞ্জ ইট দ্যাট, ইট ইজ মোষ্ট ইলিগেল এ্যাণ্ড ফর হিজ পারসোনাল বেনিফিট দ্যাট নাউ মিজ কনডিশন প্রুভড দ্যাট হি ইজ এক্সটেণ্ডেড বেনিফিট আউট অফ্ ইট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, সময়টা বাড়ানোর জন্য বলছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলা পর্য্যন্তই সময়টা বাড়ানো হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্যরা দুর্নীতির কথা বলছেন, বামফ্রন্টের মধ্যে দুর্নীতি হচ্ছে, আমরা করছি। সেই দিক থেকে আমি শুধু এই কথাটাই বলব, মাননীয় শ্রীসমীর বর্মণ এবং তার যে পুত্র আছে ত্রিপুরা রাজ্যের সব মানুষ চেনে। আমি এই রাজ্যের জনগণের কাছে এই বিচারের দায়িত্ব দিলাম। এবং এই বর্মণ রাজত্বে কদর্য্য চেহারা এই রাজ্যের মানুষের কাছে আছে। এটা নিয়ে আমি বিধানসভাকে কলঙ্ক করতে চাই না। কথাগুলি বলবার আগে, তা'রা নিজের চেহারার দিকে থাকান, দর্পনে নিজের ছবিটা দেখুন, আপনাদের চেহারাটা দেখুন। আমি সেই জায়গায় বলব, আজকে যে অগ্রগতি হচ্ছে। এবং বিভিন্ন সোসে' যে সমস্ত টাকা পয়সা এনে যে পরিকল্পনায় যে কাজটা হচ্ছে, এটা আপনারা সহ্য করতে পারবেন না। এত আক্রমণ, এত রক্ত ঝড়ছে তার মধ্যেও উন্নয়ন মূলক কাজ করছে সরকার। এটাই আপনারা কোন অবস্থাতে মেনে নিতে পারছেন না। এখানে মাননীয় সদস্যরা দুয়েকটা দিক তুলার চেষ্টা করেছেন। ইনফেন্ট মর্টালিটি রেইট, ইনফেন্ট মর্টালিটির হার কমছে।

আমরা যখন পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছি, পরিকল্পনা কমিশন আমাদের কাছে যে সার্কোলেট করেছে, আমি সেটাই বাজেট ভাষণের মধ্যে দিয়েছি। যদি কোন ভাল বক্তব্য এই বাজেটের মধ্যে থাকে তাহলে এটা পরিকল্পনা কমিশনের। পরিকল্পনা কমিশনের সমস্ত কাগজ পত্র এখানে আছে। আমি এখানে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। বলছে যেটা দিয়েছি এটা পরিকল্পনা কমিশনের, সেটা ২০০০—২০০১ সালের আর এখানে যেটা বলছি, সেটা ১৯৯৮-৯৯ সালের। তার মানে গত ১, ২ বছরের মত সেই মোরালিটি নেই। যেটা ৪৯শে ছিল। গত বছর এসে এটা ৪২ দাঁড়িয়েছে। স্যার, এই সমস্ত দিক থেকে বিভ্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি সেই দিক থেকে বলব, যে প্রশ্নগুলি এখানে বিভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করছেন, আইন বা জেল দপ্তরের কোন বাজেট দেখানো হয়নি। এটা বাজেট বই এর মধ্যে দেখানো হয়েছে। ছোট ছোট দুয়েকটা দপ্তরের এমাউন্ট যেটা আছে, এই রকম আমরা উল্লেখ করেনি। কিন্তু বাজেটের যে ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডের মধ্যে কোন দপ্তর কত টাকা এটা উল্লেখ করা আছে। স্যার, এটার মধ্যে ভুল বুঝার কোন কারণ নেই। মাননীয় সদস্যরা এখানে কিছু কিছু কথা বলেছেন, সেইগুলি নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে হাউসের মধ্যে নিয়ে আসব। এই বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার আগেই সেইগুলি সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখব। কারণ এখানে অন্যান্য যে সমস্ত কথা বলেছেন, এই ভূমিকম্প সম্পর্কে, আলোচনা প্ল্যান এবং এ্যাসষ্টিমেট তৈরী করা হয় বা ডিবাইন তৈরী করা হয়, সেই গুলি সেই ভাবেই করা হয়। এটা টেণ্ডারের মধ্যে আলাদা ভাবে আর্থ-কোয়িক এই কথা বলে কোন টেণ্ডার দেখানো হয় না। সি পি ডব্লিউ ডি রুলের মধ্যে কোন

উল্লেখ নেই। আগামী দিনে বিল্ডিং গুলি রক্ষার জন্য বা কাজের জন্য অলরেডি একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। যে কমিটি তারা দেখছেন, এবং সেই কমিটির সুপারিশ এবং আইনকানুন করে সেই গুলিকে আমরা পরিবর্তন করে নেব। এখন আমাদের রুলসের মধ্যে এটা আনা হয়নি। আমাদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্ন আসে না। আমি সেই দিক থেকে বলব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ব্যাপারটা হলো গুজরাটের ঘটনা, এটা অনেক পরে হয়েছে। ইদানিং আরও অর্থ কোয়িক হয়েছে। এখন ফ্রেস টেণ্ডার করুন। দুটো বিষয় ঠিক করে দেন। আমাদের গভর্ণমেণ্টের টাকা যাতে ঠিক ভাবে কাজে লাগে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি তো বললাম স্যার, এটাতো ঘটনা। সেখানে ঘটনা ঘটেছে আগের থেকে আমরা একটা রুলসের মধ্যে রেখে কাজ করছি। সি. পি. ডব্লিউ না হলে ত্রিপুরার পি. ডব্লিউ ডি রুলস আমাদের রুলসের মধ্যে এইগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি, গভর্ণমেণ্টের মধ্যে একটা একস্পার্ট টিম আছে। আমরা দুটো টিম গঠন করেছি আমরা আশা করছি কিছু দিনের মধ্যে সেইগুলো তাদের একটা সুবিধা আসবে এই সুবিধাগুলো আসলে পরে না এখানে আজকে মাননীয় সদস্য বলেছেন এইগুলি আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেগুলি যদি কোথাও যুক্ত করার প্রশ্ন থাকে নিশ্চয়ই আমরা সেগুলি যুক্ত করে নেব। আমি বলব মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদেরকে তারা যে সমস্ত প্রশ্নগুলি তুলেছেন আমি এটা বলব সমস্তগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং এই বাজেটকে তারা পুরোপুরি সমর্থন করবেন। আগামীদিনের কর্মসূচী রূপায়নের দিক থেকে তারা সমস্ত রকমের সাহায্য করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আরেকটা প্রশ্ন যে আমরা দাবী করেছিলাম এ. ডি. সি-কে অন্ততঃ প্রতি হাজারে একশ টাকা করে দেওয়া হোক। এই বার ২৭০০ কোটি টাকা বাজেট করা হয়েছে। সেই হিসাবে ২৫০ কোটি টাকা এ. ডি সি পাবে। এটা কেন বলছেন না অত্যন্ত ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হোক।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট যেটা এখানে উপস্থিত করা হয়েছে এটা তো সবাইকে সেটিসফাই করতে পারবে না এই আমরা জানি। তা সত্বেও আমাদের এই বাজেটের যে প্রস্তাবনা তার উপর এই হাউসের প্রায় সব সদস্য অংশ গ্রহণ করেছেন পক্ষে বিপক্ষে কথায় আলোচনা এবং আলোচনার মধ্যে কিছু কিছু গঠনমূলক সমালোচনা আছে এবং প্রস্তাবও আছে। এই জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এখানে যে আলোচনাগুলি উত্থাপিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিশদভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন। বাজেট ভাষণেও যেমন বলেছেন এবং এই আলোচনা শোনার পর বলারও চেষ্টা করেছেন। মাননীয় সদস্য চাইলে সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইট্ ইজ্ কোয়েশ্চান

ইউর প্রিভিলেজ ইউ কেন্ রেজ্। যার উদ্দেশ্যে বলেছেন তিনি জবাব দেবেন এটা উনার বিষয়। আপনি তো আমার চেয়ে পুরানো সদস্য এটা তো ইন্‌সিষ্ট করে জবাব আদায় করা যায় না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বসেন আর উত্তেজনার কি। প্লীজ্ মাননীয় সদস্যরা ধৈর্য্য ধরুন। কি মশায় কথা শুনবেন না। মাননীয় সদস্যকে বলতে দিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি মাননীয় সদস্য একজন একটা প্রশ্ন করবেন দপ্তরের মন্ত্রী কি তার উত্তর দেবেন না। এখানে বাজেটের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে উনার আলোচনার মধ্য দিয়ে উনি প্রশ্ন করেছেন সেটা উত্তর হবে না। এটা কি বলছেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— বিষয়টা হল নরম্যাল কোর্সে কোন দিন স্যার, প্রত্যেক বছর বাজেটে টাকা বৃদ্ধি হয় দপ্তর ভিত্তিক। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য আপনার বাজেটে পরিস্কার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারে টাকা কমে গিয়েছে। এস সি-তে কমে গিয়েছে, কো-অপারেটিভে কমে গিয়েছে। এই প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা। একজনে বলছে যে প্রিভিলেজ নট্ অনলি প্রিভিলেজ। প্রিভিলেজ এখানে এপ্লাই করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বলেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা মোটেই ঠিক নয়। আমাদের যে প্ল্যান্স তার পিছনে পদ্ধতি দেওয়া আছে। সরকার থেকে গতবছর সেখানে ৬৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এইবার বাজেটে সেখানে ৮৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩১ হাজার বরাদ্দ আছে। নন্ প্ল্যান, অন্যান্য দপ্তর এবং এডিসি এলাকার জন্য। এডিসি সেখানে খরচ করেননি। রাজ্য সরকারও খরচ করেনা। এই বাজেট প্ল্যানস্-এ শেষের দিকে এ ডি সি-র এরিয়ার যে সমস্ত ব্লকগুলি আছে সেইগুলির ক্ষেত্রে সেটা কাভার করে, পঞ্চায়েতও কাভার করে। সুতরাং সেখানে লুকোনোর কোন ব্যাপার নেই।

মিঃ স্পীকার :— প্লিজ সাহায্য করুন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—আমি যে কথা বলতে চাইছি এবং যারা এই প্রশ্ন তুলেছেন তারা তো নেই। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া গতকালকে যে ভাষণ দিয়েছেন সেটা গ্রুপে আলোচনা ঠিক করেছেন। গতবার বাজেটে আমি ঠিক এটাই শুনেছিলাম। একই কথা বলেছিলেন। সেটা

হল ত্রিসা, 'ত্রিসা' বলতে উনি কি বুঝেন সেটা আমি বুঝতে পারিনা। যদি ত্রিসার খুঁজে ঘুরতে থাকেন তাহলে নির্ধারিত ত্রিসা খুঁজে পাবেন না। সমস্যা হচ্ছে এটা। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে গতবার বলার চেষ্টা করছি আবারও বলছি আমাদের বাজেটের মধ্যে দীশাহীন নেই। আমাদের বাজেটের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা দীশা আছে, উদ্দেশ্য আছে। বাৎসরিক বাজেট হল একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন। এক বছর বা রাজ্যের সব জিনিষ করে ফেলেনা। তা না হলে পরে ফাইভ্ ইয়াস্ কনসিপট্ আসেনা। আমাদের গভর্ণমেন্ট আসার পর থেকে একটা দৃষ্টিভঙ্গী আমরা নিয়েছি। আমরা পিছিয়ে পরা রাজ্যে দূর্বল অনবদ্য রাজ্য। এখানে থেকে আমাদের বেরোতে হবে। আমরা আমাদের রাজ্যকে সমৃদ্ধ করতে চাই। সমৃদ্ধ করা হচ্ছে মূলত তার পরিবর্তন করা। এখানে বিরাট অংশের মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে আছেন। তাদের জীবন যাত্রার মান ক্রমে ক্রমে উপরে তুলে আনার চেষ্টা করছে। মাননীয় সদস্য এস. রায় বর্মন কালকে তার যে ভাষণ সেই ভাষণ একটা নির্বাচন কেন্দ্রে 'দেশের কথা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। অন্য পত্রিকায় ছাপা হয়নি। যাইহোক ছবিও ছাপা হয়েছে। আমি জানিনা কারা ছেপেছেন। তাদের একদিকে সমৃদ্ধ হয়েছে কিনা। উনি যে ভাষণ পরে দিয়েছেন সেটা আমি ঠিক দিয়েছি এবং আমরা সেই লাইনে চলার চেষ্টা করছি। সেটা কি এই মানুষের জীবন-যাত্রার মান উপরে তোলা এবং ত্রিপুরা সমৃদ্ধ করা। একটার সঙ্গে আর একটা বিছিন্ন নয়? এটা ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। এখানে আমরা কি পদ্ধতি করতে চাইছি সেটাও আমরা ক্লিলিয়ারলি বলে দিয়েছি। সাতটা বিষয়কে অগ্রাধিকার মধ্যে এই মূহূর্তে বাছাই করে দিচ্ছি। এখানে আমরা কি পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে চাইছি সেটা বলছি। এর জন্য ৭টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সেটা কী? এমনি বলে দিলে অর্থ হবে না। কৃষির উন্নতির মানে হচ্ছে, জমির সদ্ব্যবহার। তার জন্য ৩/৪টি জিনিসের দরকার। এই তিনটি জিনিস হচ্ছে, জমি, ভাল বীজ সরবরাহ এবং জলসেচ। এইগুলি করতে গেলে টাকা চাই। কাজেই এই ৪টি জিনিসই হচ্ছে, মূল ফ্যাক্টর। আমরা এই ৪টি জিনিসের উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখানে কালকে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমরা সুদ দিয়ে টাকা আনছি। উনারা এও বলার চেষ্টা করেছেন, আমরা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সব কাগজ পত্র আছে। এ. আই. ডি পি স্কীমের কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ. আই. ডি. পি. স্কীমে আমাদের ২য় ফ্রন্টকে এক পয়সাও দেন নি। শুধু বলা হয়েছে. এই এ. আই. ডি. পি. স্কীমের মেজর প্রজেক্ট অর্থাৎ ইরিগেশনে পয়সা খরচ হবে। আমরা অনেক লড়াই করে এসেছি এর জন্য এবং বলেছি যে আমরা মাইনরগুলির জন্য খরচ করব। সেখানে কেন্দ্র আর একটি কন্ডিশন জুড়ে দিয়েছে যে গ্রাও ওয়াটার না সারফেইস ওয়াটার। এই জায়গায় আমরা বলছি তা হয় না। প্ল্যানিং কমিশন আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন। প্ল্যানিং কমিশনের যিনি সেক্রেটারী তিনি বলেছেন, তোমরা ঠিক বলছ না গ্রাউণ্ড ওয়াটারই হবে আমরা বলছি, না তা নয়, তুমি জেনে বল। ভাইস চেয়ারম্যানের

সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ফর্মাল মিটিংয়ে যাওয়ার আগে উনি বলেছেন, না, তোমরা রাইট। আমি বলেছি, তাই যদি হয়, তাহলে তোমরা রেকটিফাই কর। এইবার মিটিংয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলাম কি হল, বললেন আমরা করতে পারি নি। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা সুদে টাকা নিচ্ছি। শুধু এ. আই. ডি. পি. প্রকল্পেই নয়। আমরা নাবার্ড থেকে টাকা নিচ্ছি, অন্যান্য জায়গা থেকে টাকা আমাদের নিতে হচ্ছে। এইখানে বাজেট বক্তব্যের মধ্যে পরিস্কার বলে দেওয়া হয়েছে, লোন কমপোনেন্ট কত, প্ল্যান সাইডে কত টাকা যাচ্ছে সবগুলি দেওয়া আছে। গোপন করার কিছু নেই। এখন হয়ত মাননীয় সদস্যরা আমাদের নেওয়ার পদ্ধতির সঙ্গে একমত হতে পারছেন না। উনারা যদি কোন ভাল পদ্ধতির কথা বলতে পারেন এবং আমরা পরীক্ষা করে দেখি, ঐ পদ্ধতিতে সরকার চললে রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহলে আমাদের নিতে কোন আপত্তি থাকবে না। আর সেকেণ্ড হচ্ছে, সেচের ক্ষেত্র। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। এই বইটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। এটা শুধু এম. এল. এ.-দের হাতে থাকলেই হবে না। আমরা এটা গ্রাম রুট লেভেলে পঞ্চায়েতেও দিতে চাইছি। এবং আমরা ইন-প্লাইড করব। আমরা নিশ্চয়ই এটা দেখব। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলতে চাইছি, আমাদের এচিভমেন্ট কত, আমাদের টারগেট কত ছিল সবই বলা আছে। তারপর আসছি, সীডের কথায়। সীড মানে সার্টিফাইজ সীড। এটা আমাদের রাজ্যে তৈরী করছি। এবং আমি নিজে ঘুরে ঘুরে ৪/৫টা ফার্ম দেখেছি। যেমন ধরুন, টাকারজলা-জম্পুইজলার নাগীছড়াটা ডেসট্রয়েড হয়ে গিয়েছিল। সেটা আবার শুরু হয়েছে এবং সাফল্যও এসছে। এই রকম আই. সি. এ. আর. এ আমি গেছি। যদিও এটা কেন্দ্রের তবু আমি তাদের ওখানে গেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার রাজ্যের এগ্রি-সাইনটিষ্ট সচিব, পশু পালন দপ্তরের অধিকর্তারদের সঙ্গে নিয়ে গেছি। তারা কিভাবে কি করছেন সেটা তাদের দেখিয়েছি এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাঁরা বলেছেন, তোমরা আরো সাইনটিষ্ট নাও। আমি তাদের বলেছি, আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার রাজ্যের কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে আমি আলোচনা করব, এবং তাকে বলে আরো সাইনটিষ্ট নেওয়ার চেষ্টা করব। থার্ডলি, জুমিয়ার কথা বলেছেন। আমরা জুমের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি। এটার মধ্যে সাইন্টিফিক টেম্পার দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ফলে ডাবল প্রডাকশন হচ্ছে। এবার অবশ্য কম হয়েছে। কেন কম হয়েছে সেটা খুঁজে বার করার চেষ্টা হচ্ছে। জুমিয়াদের পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট দেওয়ার জন্য প্রসেস চলছে। হার্ডকোর হিসাব ঠিক হবে বলছেন। ৫০ হাজার সংখ্যাটা আমার কাছেও বেশীই মনে হচ্ছে। অনেকে হয়ত অন্য পেশায় চলে গেছেন। কিন্তু মনে করছেন, জুমিয়া বললে বেশী সুযোগ পাওয়া যাবে। এটাও কারণ হতে পারে। কিন্তু রিপোর্ট এসেছে, ৫০ হাজার। হাও-এবার, আমরা এর দিকে নজর রাখব।

তৃতীয় যেটা হচ্ছে সেটা হলো ফারটিলাইজার। এটা এতদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্টের কন্ট্রোলে ছিল। মাননীয় সদস্য এক সময় জোট সরকারের আমলে এগ্রিকালচার মিনিস্টার ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন-এটা বেসরকারী হাতে দেওয়া হচ্ছে কিনা? গভর্ণমেন্টের রেইটে দিচ্ছেন, বাইরে তো এটার অনেক অনেক বেশী দাম। সারা দেশে তো এটা চালু আছে। আমাদের রাজ্যে আমরা এটা কন্ট্রোল করেছিলাম এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এবং হরটিকালচার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে। বিভিন্ন জায়গায় কৃষকদের দাবী হচ্ছে—দাম বেশী হলেও সময়মত আমরা সার চাই। আগে টাকা জমা দিয়ে রাখলেও, সার তো আমরা তৈরী করি না, আমাদের পেতে অসুবিধা হয়ে যায়। সেই জায়গায় আমরা এবার অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি। সেটা হচ্ছে, ল্যাম্পস, প্যাক্স এবং সমবায়ের মাধ্যমে আমরা দেবার চেষ্টা করছি। এবং তাতে ভাল রেজাল্ট আসছে। আমরা বলেছি ইন্টেরিয়রে যেখানে যেখানে জমি আছে, জনপদ আছে সেখানে দেওয়ার চেষ্টা করব। চতুর্থ হচ্ছে ব্যাংককে রুদ্ধ করা। এই জায়গায় আমরা তেমন কোন সাফল্য আনতে পারিনি। ব্যাংককে আমরা বলার চেষ্টা করছি যে—তোমরা এদেরকে টাকা দাও। এগ্রি সেক্টরে টাকা দাও। পঞ্চম, আফটার প্রডাকশান সাপেটিং প্রাইস এবং প্রডাক্ট যেটা সেটাকে সময়মত রক্ষা করা এবং বিক্রি করতে না পারলেও যেন নষ্ট না হয় অথবা স্টোরেজের অসুবিধার জন্য যাতে অল্প দামে বিক্রি করতে না হয়। এই জায়গায় সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সাহায্য নিয়ে আমরা আমাদের প্রপারটিকে কাজে লাগিয়ে স্টোরেজের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি। কাজেই এই যে আপনারা বলছেন—দিশা নাই, এই ছাড়া আর কি দিশা হতে পারে? আপনারাই বলুন এর বিকল্প কি আর কিছু হতে পারে? গত আড়াই বছরে ইরিগেশানের ক্ষেত্রে ভাল সাফল্য এসেছে। কিন্তু এটাতে আমরা সেটিসফাইড নই। আমরা চাই ইরিগেশান আরও বাড়াতে হবে এবং তার জন্য চেষ্টা চলছে। এবারও আমরা এগ্রি এবং বিভিন্ন সেক্টরে ভাল টাকা পয়সা রাখার সংস্থান রেখেছি। এরপর হচ্ছে-রোড কানেকটিভিটি, বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া এবং এর সাথে হাউসিং-এর ব্যাপার। হাউসিং এর ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে গত আড়াই বছরে যা হয়েছে, এর আগে গত ৮ বছরে রেকর্ডকেও অতিক্রম করেছে। আমরা হিসাব নিচ্ছি একচ্যায়েলী হাউস লেস কারা। একটু জমি আছে কিন্তু ঘর করতে পারছে না, এই সংখ্যাটার আমরা হিসাব নেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন স্কীমে যে টাকা পাচ্ছি তাতে সবটা আমরা কভার করতে পারছি না। আমরা অন্য জায়গা থেকে লোন করে হলেও এগুলি শর্ট টাইমের মধ্যে করার চেষ্টা করছি। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যে স্পেসে আমাদের টাকা দিচ্ছে তাতে করে সবটা কাভার করতে পারব না, অনেক সময় লেগে যাবে। এর সঙ্গে নিজেরা যুক্ত করে একটা অল্প সময়ের মধ্যে সবাইকে ভাল ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় কিনা সেটা আমাদের মাথায় আছে। এক্ষুনি সেটা আমরা ঘোষণা করতে পারছি না। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যে প্রজেক্ট আছে এবং ভি এইচ্ এম এল এই দুটো মিলিয়ে আমরা ম্যাকসিমাম নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

পানীয় জল। স্যার, পানীয় জলের হিসাবে আমরা সেদিন দেখেছি সাড়ে সাত শত-এর মত জনপদ আছে যেখানে জলের সোর্স আছে। এগুলি আমরা টারগেট করেছি। আমাদের ধারণা যে ২০০২ সালের মধ্যে এগুলি আমরা কাভার করতে পারব। এই আড়াই বছরে আমাদের কিছু সংখ্যক গ্রাম আছে আমরা কাভার করতে পেরেছি। আগে যেখানে কাভার করা হয়েছিল সেখানে কিছু কিছু জায়গায় অকেজো হয়ে গেছে সেগুলির ম্যাণ্টেনান্সের জন্য আমরা নজর দেওয়ার চেষ্টা করছি। তারপর, প্রাইমারী হেলথ এবং প্রাইমারী এডুকেশন এই দুটো সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। কাজেই এগুলির ব্যাপারে আমি বেশী সময় নিতে চাই না। প্রাইমারী হেলথ এবং প্রাইমারী এডুকেশনের প্রবলেম হচ্ছে কিছু কিছু জায়গা আছে এ্যাকষ্টিমিষ্টপ্রবন এরিয়া। সেখানে কিছু কিছু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যে জিনিষটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে-আমাদের টাকা কম, আমরা কোন ট্যাক্স ধরতে পারি না। সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের উপর নির্ভর করতে হয়। অনেক রাজ্য আছে যেমন মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ তারা আমাদের থেকে অনেক বেশী এডভান্স। কিন্তু তারাও সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের হেল্প ছাড়া দারীদ্র দূরীকরণ ইত্যাদি সমস্যাগুলি দূর করতে পারে না। তাদের পক্ষেও নিজের পায়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। সেখানে আমাদের মত রাজ্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মত স্টেট, কাশ্মীর বা হিমাচল প্রদেশের মত স্টেটগুলি কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারে না। সেই জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট, সে বাজেটে উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির জন্য অনেক টাকা কম বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে কেউ কেউ উষ্মা প্রকাশ করেছেন যে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাংসদ ছিলেন, কেন্দ্রীয় বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি যে গুলি বলেছেন রাজ্য বাজেটে ওগুলি বলে তিনি তিন পাতা নষ্ট করে দিয়েছেন। আমাদের রাজ্য যে কনস্ট্রেইন এটাতো বলতে হবে। আমাদের দেশের যে সেট আপ, কেন্দ্র রাজ্য যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ক আমাদের রাজ্য গুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী শাখারিয়া কমিশন গঠন করেছিলেন। রাজ্যের হাতে অধিক আর্থিক ক্ষমতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার দেবার জন্য তিনিই কিন্তু এটা করেছিলেন। সেই রিকমণ্ডেশান গুলি কিন্তু কার্য্যকরী হচ্ছে না। আজকে কংগ্রেস্, কমুনিষ্ট, বি. জে. পি নির্বিশেষে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাই কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছেন এই রিকমণ্ডেশান গুলির যে গুলি এখনও রেলিভেণ্ট আছে এগুলি কার্য্যকরী করুন। আর যে গুলি রেলিভেণ্ট নয় সেগুলি বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করুন। তার জন্য দুটো সাব কমিটি আছে। একটার চেয়ারম্যান হচ্ছেন-হোম মিনিষ্টার এবং অপরটির চেয়ারম্যান হচ্ছে ডিফেন্স মিনিষ্টার। কিন্তু তাঁরা কিছুই করছেন না। আমরা জানি না অতিসত্বর এন. ডি. সি-র মিটিং ডাকা হবে কিনা? এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যদি কেন্দ্রের সাহায্য না পাই তাহলে আমরা রাজ্যগুলি যতই চেষ্টা করি না কেন আমরা কিন্তু মূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারব না বা পৌঁছুতে অনেক সময় লেগে যাবে।

এই জায়গায় যেটা আমি বলব আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার আগে সেটা হচ্ছে আমরা যে কাজটাই করতে যাচ্ছি সেই কাজটার মধ্যে সন্ত্রাসবাদীরা একটা বড় ধরনের বাধার সৃষ্টি করছে। আমি বিস্মিত যে এখানে মাননীয় সদস্য নেই, তিনি বলেছেন কাটা তারের বেড়ার কোন দরকার নেই। এটা নিয়ে আমরা সবাই মিলে আলোচনা করলাম, টিম পাঠালাম এবং তারা এসে রিকমাণ্ড করলেন কিন্তু তিনি বলচেন কাটা তারের বেড়ার কোন দরকার নেই। আর্মি বলছে, বি. এস. এফ. বলছে, আমরা বলছি এবং হাউস বলছে। কিন্তু এই হাউসের মাননীয় সদস্য বলচেন কাটা তারের বেড়ার দরকার নেই, এটা কার ভয়েস এখানে কমিউনিকেটড্ হয়েছে এটা তো বুঝতে পারছি না। আমরা যে ভিলেজ ডিফেন্স পার্টির কথা বলছি সেটাও বলছেন করার দরকার নেই। নাসার কথাও বলচেন দরকার নেই, কিন্তু আমাদের কোন উপায় নেই কম্পালশান করে করতেই হয়েছে। এই যে কথাগুলির অর্থ কি? সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে আমরা রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা বা তাদের যে বক্তব্য তাকে অনার দিয়ে আমরা যে কাজ করার চেষ্টা করছি, তার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারও এক মত কিন্তু এটারও তারা বিরোধিতা করছেন। তার অর্থ হচ্ছে উন্নয়ন মূলক কাজগুলি এই সন্ত্রাসবাদীরা যেভাবে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে, সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থাগুলি আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি তাতে সন্ত্রাসবাদীরা যে অসুবিধায় পড়ছে তাদেরকে সেখানে থেকে টেনে তুলবার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের কণ্ঠস্বর কোন কোন সদস্যের কণ্ঠের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদও হচ্ছে। এটা তো বিপদজনক ব্যাপার, এটা তো মারাত্মক ব্যাপার। এ. ডি. সি-তে যে ভাবে ভোট হলো এটা আমরা সবাই জানি এবং তার পরিণতিতে এ. ডি সি-তে আজকে কি চলছে সেটাও আমরা জানি। কাজেই আমি বলব এক-আধজন সদস্য এটা বলবার চেষ্টা করছেন, নিশ্চয়ই তাদের সম্বিৎ ফিরে আসবে এবং তারা বুঝবার চেষ্টা করবে। এই জায়গায় আমি যেটা বলব, এখানে দরকার যেটা সেটা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটা জনমত তৈরী করা, তাদেরকে কোনঠাসা করা, বিচ্ছিন্ন করা। যারা ফিরে আসতে চাইবে স্বাভাবিক জীবনে তাদের জন্য নিশ্চয়ই দরজা খোলা আছে। আপনারা দেখবেন শিকারী বাড়ীতে আমরা অলরেডি ওপেন করেছি সরকারের যে স্কীম রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সেই স্কীমগুলি আমরা ইমপ্লিমেণ্ট করার চেষ্টা করছি। আমি জানি না নর্থ ইস্টার্ণ রিজিওনের অন্য কোন স্টেটে এটা আছে কিনা? ওখানেও আবেদন করেছি, এখানেও আবেদন করব নিশ্চয়ই এই হাউসের মাননীয় সদস্যরা আমাদের সঙ্গে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। এই ধরণের খুনোখুনি সন্ত্রাস এটা বন্ধ করা দরকার।

দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে পলিসি এই পলিসিটা আসলে রাজ্য বিরোধী এবং গরীব মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। এখানে বিরোধী দলের মাননীয় যে সদস্য বন্ধুরা আছেন তাঁরা পার্লামেন্টের মধ্যে ও বড় দল। এই বাজেটের বিরুদ্ধে দিল্লীতে বাজেট সাবমিট করার পর ডিসকাশনে আমি দেখেছি তাতে এমন কোন ডিসকাশন হয় নি এখন পর্য্যন্ত যে কংগ্রেস দলের লিডিং কোন লিডার অথবা যারা লোকসভার মেম্বার অথবা রাজ্যসভার মেম্বার তারা পারটিসিপেইট করে নি এবং

তাঁরাই কিন্তু এই সমালোচনাগুলি করেছেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে আমিও একমত তিনিও বলেছেন যে আমরা এই যে পদ্ধতিগুলি কেন্দ্রীয় সরকার নেওয়ার চেষ্টা করছেন এইগুলি আমরা সমর্থন করি না। এটা তো আমরা কোন জায়গায় বলি নি যে বিদেশী পুঁজি ত্রিপুরায় আসতে পারবে না। আমরা এখানে বলছি না যে বেসরকারীকরণ এটার আমরা বিরোধিতা করছি ঘটনা তা নয়। চীনের উদাহরণ এখানে এসেছে মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ বলেছেন চীনের কথা, ভিয়েতনামের কথা। এটা মাথায় রাখতে হবে চীন একটা ডিফারেন্ট সিষ্টেম, ভিয়েতনাম একটা ডিফারেন্ট সিষ্টেম তাদের কনডিশনালাইটিজ মেনেই ওখানে বাইরের পুঁজি ঢুকছে এবং ওখানে যে স্টেটের যে কনক্লুড তার মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা কিন্তু প্রাইভেটাজাইশনে যাচ্ছে না। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমাদের যে বাজেট আমাদের যে টোট্যাল পলিসি বিগ ডিগটেটর দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ডব্লিউ টি এই জায়গায় হচ্ছে আপত্তি। এটা আমরা কোন জায়গায় বলছি না ঠিকই কিন্তু আমরা সব চেষ্টা করছি নেতাজী সম্পর্কে বা কমপিউটারাইজেশান সম্পর্কে। কমপিউটারাইজেশান এটা হচ্ছে অটোমেশন। কমপিউটারাইজেশনের বিরুদ্ধে আমরা কোন সময় বলি না। অটোমেশান হ্যাঁ, আমিও এল. আই. সি অফিসের সামনে হাতে জারনাল নিয়ে রাতের পর রাত পাহারা দিয়েছি। সে দিন কি মনে হয়েছিল ? যারা চাকুরী করতেন তাদের চাকুরী যাবে, নতুন করে কেউ চাকুরী পাবে না। এক সময় হয়তো মূল্যায়ন, ভাবনা তার মধ্যে অপূর্ণতা থাকতেই পারে। আজকে কালের বিবর্তনে জীবনের অভিজ্ঞতায় এবং মানুষের সব কিছুকে বিবেচনায় রেখে আমাদের মনে যে জিনিষ করা দরকার, কিছু নীতি নিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গি থাকা দরকার। আমাদের বর্ত্তমান সরকার যেটা করার চেষ্টা করছেন কিন্তু কেন্দ্রে এই জায়গায় তাদের মনে হচ্ছে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে পালাবার সময় পাব না তাই যা পাব লুটে-পুটে নিয়ে চলে যাও। এ তো মারাত্মক ঘটনা ?

আমাদের দেশের স্বাধীনতার পর এত জনবিরোধী বাজেট কেন্দ্রীয় সরকার যেটা উপস্থিত করেছেন এর আগে আমরা দেখিনি। ফলে এটার যে ফল আউট, সেই ফল আউট প্রত্যেকটা রাজ্যের ক্ষেত্রে হতে বাধ্য। এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের মত স্টেট কি করে মোকাবিলা করবে ? এই কারণে যে প্রশ্নগুলি বার বার এসেছে, তার জন্য আমি বলব, এই হাউস থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের সাথে নিয়ে এই জনবিরোধী, দেশের স্বার্থ বিরোধী, দেশের ক্ষুদ্রাংশের একচেটিয়াপতি এবং দেশের একচেটিয়াপতি, মাল্টিন্যাশন্যাল কর্পোরেশান তাদের স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্য যে বাজেট কেন্দ্র চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটা বিরোধিতা করা দরকার। বাজেট অ্যাক্‌চ্যুয়ালি এটা রিফ্লেকশান অফ ক্লাস ইন্টারেস্ট অ্যাণ্ড ক্লাস আউট লুক। এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আমরা লক্ষ্য করেছি এই ক্লাস ইন্টারেস্ট এবং ক্লাস আউটলুকের ক্ষেত্রেও আমাদের দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একটা অংশ, তারাও বলছেন যে, আমরা কোথায় যাব ?

তারাও বলছেন যে এটা আমাদের দেশের শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। এটা আমার কথা না, টি, ভি টকের মাধ্যমে তারাও এই কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে কথাগুলি এসেছে, এগুলি অপ্রাসঙ্গিক না। কাজেই সেখানে আমি যেটা বলব, আপনারা যে গঠনমূলক প্রশ্নগুলি এখানে রেখেছেন, নিশ্চয়ই সেখান থেকে আমরা শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করব। এখানে আলোচনার সময় তর্ক হয়, বিতর্ক হয়, একটু উত্তেজনা হয়, এগুলি-ত আমাদের বিধানসভারই অঙ্গ! এখানে আমরা আসি সবাই তর্ক করার জন্য, বিতর্ক করার জন্য, যুক্তি উপস্থিত করার জন্য এবং সময়ে সময়ে আমরা এর বাইরেও চলে যাওয়ার চেষ্টা করি, তার পরবর্তী সময়ে আবার সম্বিত ফিরে আসে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের শাসক দলের পক্ষ থেকে, ট্রেজারী বেঞ্চের পক্ষ থেকে চোখ বন্ধ করে বসে থেকে, সঠিক জিনিস যা মানুষের কল্যাণ হয়, এটা যদি দেখবার চেষ্টা না করি, আমরা—ত আইসোলেটেড হয়ে পড়ব। কাজেই এইরকম দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয়ই আমরা নেবনা। আমরা এর থেকে নিশ্চয়ই লেসন্ ড্র করার চেষ্টা করব এবং সেগুলি আমাদের আগামী দিনে কাজের মধ্যে রিফ্লেক্ট করার চেষ্টা করব। সেখানে আমি আশা করব, সবাই মিলে আমাদের সহযোগিতা করবেন। আর এখানে ২-১টা বিষয়ে যা বলেছেন, টেণ্ডার ইত্যাদি নিয়ে, সেগুলির সম্বন্ধে মাননীয় পি, ডব্লিউ, ডি মিনিষ্টার বলেছেন। আমি উনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আবার পরীক্ষা করে দেখুন, যদি কোথাও এগুলি সংশোধন করার সুযোগ থাকে, বা এগুলি করলে যদি আমাদের মূল যে লক্ষ্যটা তাতে যদি কোন আঘাত না আসে, দেখবেন। তাতে আমাদের কোন পারসনেলি সংকীর্ণ ইন্টারেস্ট কিছু নেই। ইন্টারেস্ট একটাই যাই হবে, যাতে ভাল হয়। এটাই মূল উদ্দেশ্য, অন্য কিছু না। এগুলি নিশ্চয়ই দেখার মধ্যে কোন আপত্তি থাকবে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আর একটা জিনিস, এখানে হাউসে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী উত্তর দিতে গিয়ে একই জিনিসের উপর তথ্য দুই রকমের হয়। এটা কিন্তু বিভ্রান্তি হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা হওয়া উচিত না।

শ্রীরতনলাল নাথ : - যেমন পানীয় জলের ব্যাপারে, ডিপ-টিউব-ওয়েলের ব্যাপারে একই দিনে বিভিন্ন রকম উত্তর।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মশাইরা যারা জবাবগুলি দেবেন তাদের বাজেট ভাষণের মধ্যে তাদের দপ্তরের যে বিষয়গুলি যুক্ত আছে, এগুলি আর একবার একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলব যেখানে যেখানে এইসমস্ত বিষয়গুলিতে অসামঞ্জস্য বা অসংগতি বা বিভ্রান্তি আছে এগুলি এই সেশানের মধ্যেই সংশোধন করে নেওয়ার জন্য। আর যেটা আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আমরা বলেছিলাম ৪৯, যখন প্ল্যানিং কমিশনের ডিসকাশান হয়, আমরাই বলেছিলাম ন্যাশন্যাল হচ্ছে ৭০, ৭০-ত ওয়ান থাউজেণ্ড ৭০। তাদেরকে

তারা কমিয়ে আনতে বলেছেন। আমাদের রাজ্যে এটা ৪৯। গত বৎসর হিসাব ছিল এটা। আমরা সেটা দৃষ্টিতে এনেছিলাম। তাদের যে হিসাব তারা সেটা ৪২ করেছে। যখনই বাজেট ভাষণ তৈরী হয়, তখনই প্রশ্নটা আসে। প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্ট এবং সমস্ত তথ্য আমাদের দিয়ে দিয়েছে। তারা সেখানে প্রজেক্‌শান দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, সেটাকে আমরা গ্রহণ করেছি। তারা যদি ভুলটা সংশোধন করে ঠিক আছে, আমরা সেটা করে নেব। কাজেই তথ্যের গোঁজামিল দিয়ে মানুষের-ত কিছু ভাল করা যাবেনা, বা আপনি-ও আর অশিক্ষিত মানুষ নন যে আপনাকে সেখানে বিভ্রান্ত করবে। কাজেই তথ্যে যদি কোথাও ভ্রান্তি থাকে সেটাকে সংশোধন করার দায়িত্ব আমাদের নিশ্চয়ই নিতে হবে। আমি সেই জায়গায় বলব, বিরোধিতা থাকবে, তার মধ্যে যেগুলি গঠনমূলক বিষয় এবং আপনাদের সহযোগিতা নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যাশা করব। এই বলে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ১৫ই মার্চ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যান্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers) ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No.—17

Name of the Member : Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যের একমাত্র Specialised Hospital জি. বি. হাসপাতালকে Autonomous করার কোন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা ?

২) যদি না থাকে এর যথার্থ কারণ কি ?

উত্তর

১) রাজ্যের একমাত্র Specialised Hospital জি. বি. হাসপাতালকে Autonomous করার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No.—225

Name of the Member : Smti Baijayanti Koloy,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত উপজাতি ছাত্রী নিবাসে থাকার জন্য ২০টা আসন থেকে বাড়িয়ে ৫০ টা আসন করার উদ্যোগ সরকার নেবেন কিনা ?

২) যদি নেওয়া হয় তবে কবে নাগাদ নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) জম্পুইজলা উপজাতি ছাত্রী নিবাসটি ২০ আসন থেকে বাড়িয়ে ৫০ আসন বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা উপজাতি কল্যান দপ্তরের আপাতত নেই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—226

Name of the Member : Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Urban Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরের যান চলাচলের জন্য রাস্তাগুলি চওড়া করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা এবং থাকলে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন পদক্ষেপ নিবেন কিনা ?

২। আগরতলা শহরে লোক চলাচলের জন্য ফুটপাত করার পরিকল্পনা যদি থেকে থাকে তাহলে সকল রাস্তায় ফুটপাত নেই সেই সমস্ত রাস্তায় ফুটপাত কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে আর্থিক সংকুলান হলে ক্রমান্বয়ে রাস্তাগুলি চওড়া হবে।

২। আগরতলা শহরে লোক চলাচলের জন্য ফুটপাত করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। আর্থিক সংকুলান হলে ক্রমান্বয়ে কাজ হাতে নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 240

Name of the Member : Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) রাজ্যের এস. টি. ও এস. সি., ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক স্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—254

Name of the Member : Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-oparative Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের অধিকাংশ ল্যাম্পস্‌ও প্যাক্স গুলোতে কর্মরত কর্মীদের মাস মাইনে দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা ?

২। সত্য হলে কারণ কি ? এবং

৩। এই সকল ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সগুলিকে সরকার কিকি ধরণের সাহায্য করছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা আংশিক সত্য।

২। ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সগুলো তাদের নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্যের আয় দ্বারা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা মিটাইয়া থাকে। কিন্তু সরকার প্রদত্ত মূলধনের সঠিক ব্যবহারের অভাবে তারা সেই রকম বাণিজ্য হাতে নিতে পারছেনা। তাই কিছু সমিতি তাদের আয়ের সীমাবদ্ধতার কারণে কর্মচারীদের মাস মাইনে সময় মত দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেছে না।

৩। সরকার বাজেট-বরাদ্দ অনুসারে প্রত্যেকটি সচল ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সকে ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি শেয়ার ক্যাপিট্যাল হিসাবে অনুদান দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থ বছরে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সগুলোকে সরকারের মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি	শেয়ার ক্যাপিটাল
ল্যাম্পস্—১১.২০ লক্ষ টাকা	০৫.০০ লক্ষ টাকা
প্যাক্স—১৫.৪০ ,, ,,	১৪.৯৮ ,, ,,

(৩১শে জানুয়ারী, ২০০১ পর্যন্ত)

Admitted Starred Question No.—258.

Name of the Member : Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in.charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। পি, জি, পি হিসাবে চিহ্নিত উপজাতি গোষ্ঠি এখন পর্য্যন্ত রাজ্যে কতটি পরিবারকে পি, জি, পি স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে এবং কত সংখ্যক পরিবার স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে ?

২। আর অন্য কোন উপজাতি গোষ্ঠিকে পি, জি, পি স্কীমের আওতায় আনার প্রস্তাব রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দিয়েছেন কিনা ?

উত্তর

১। ২০০০—২০০১ ইং আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত মোট ১২,৩৬০টি পরিবারকে পি, জি, পি স্কীমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। আওতাভুক্ত সকল পরিবারই আংশিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

২। হঁ্যা। হালাম উপজাতি গোষ্টিকেও Primitive Group Tribe হিসাবে গণ্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল ।

Admitted Starred Question No.—299

Name of the Member : Shri Dipak Kumar Roy.

Will the Hon'ble Minister–in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ৪ থেকে ৫ দিনের জন্ম হওয়া কোন শিশুকে

যদি অন্য রাজ্যে চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয় তবে সঙ্গে ডাক্তার প্রেরণ করার নিয়ম আছে কিনা ?

২। যদি থেকে থাকে, তবে উপরিউক্ত নিয়ম কার্য্যকরী করা হয় কিনা ? এবং

৩। যদি না থাকে, তবে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। আই. জি. এম. হাসপাতালের শিশু বিভাগ থেকে যেসব শিশুদের বহিঃরাজ্যে চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয় যাহারা অন্ততঃ ৪/৫ ঘন্টা সময় বিমান ভ্রমণ করতে সক্ষম। সেই জন্য কোন ডাক্তার প্রেরণ করার নিয়ম নেই। কিন্তু রোগীর পার্টি চাইলে ডাক্তার দেওয়া হয়, তবে খরচ পার্টিকেই বহন করতে হয়।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No.—262

Name of the Member : Shri Bindu Ram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর মহকুমা অন্তর্গত পূর্ণজয় পাড়া আবাসিক হাইস্কুলের উপজাতি ছাত্রী নিবাসটি মেরামত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে, তবে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৩। না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। বর্ধিত ব্যয়ের (Revised Budget) অনুমোদন পেলে উক্ত কাজটি আমরা এই আর্থিক বছরে শুরু করতে পারব বলে আশা করছি।

৩। প্রশ্নই আসে না।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No. - 68.

Name of the Member : Smti. Sandhya Rani Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, এস. টি. কর্পোরেশন থেকে বেকার যুবতীদের ঋণ দেওয়া হয় ?

২। যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে এ পর্য্যন্ত কত জন বেকার যুবতীদেরকে কোন্ কোন্ স্কীমে কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে ? এবং

৩। আর যদি না দেওয়া হয়, তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। এ পর্যন্ত ৩৫ জন উপজাতি বেকার যুবতীকে মোট ৩০,৫৮,৫৪৪ টাকা এস. টি. কর্পোরেশন থেকে নিম্নলিখিত স্ব-নির্ভর প্রকল্পে ঋণ হিসাবে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম	উপজাতি বেকার যুবতীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১) গ্রোসারী	১১ জন	৫,২২,৫০০'০০ টা:
২) শূকর পালন	১০ জন	২,৮৫,০০০'০০ টা:
৩) জমি চাষের জন্য পাওয়ার টিলার,	১২ জন	২০,১৩,৫৪৪'০০ টা:
৪) ফটো কপি মেশিন ক্রয়	২ জন	২,৩৭,৫০০'০০ টা:
	মোট : ৩৫ জন	৩০,৫৮,৫৪৪'০০ টা:

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No.- 69

Name of the Member : Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (AR) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০১ সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত কতজন গেজেটেড্ অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে ? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কতজন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে ?

৩। ২০০১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কতজনের বিরুদ্ধে কি ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৩ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০১ সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত মোট ২৭০ জন গেজেটেড্ অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হল :

কৃষি দপ্তর	—১৫ জন
শিক্ষা ,,	—২০ ,,
জেল প্রশাসন	—১২ ,,
বন দপ্তর	—২০ ,,
সমবায় ,,	— ৭ ,,
পূর্ত ,,	—৫৫ ,,
স্বাস্থ্য ,,	—৫৭ ,,
তপশীলি জাতি/উপজাতি কল্যাণ দপ্তর	— ১ ,,
সচিবালয়	— ৫ ,,
পঞ্চায়েত	—১ ,,
চা উন্নয়ন পর্ষদ	—১ ,,
প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর	—১৫ ,,

স্বরাষ্ট্র দপ্তর	— ১২ জন
বিক্রয় দপ্তর কর ,,	— ৩ ,,
সড়ক পরিবহন	— ৭ ,,
শিল্প ও বাণিজ্য	— ১ ,,
খাদ্য ও জন সংভরণ	— ২ ,,
ত্রিপুরা জুটমিল	— ১৯ ,,
আগরতলা পৌর পরিষদ	— ২ ,,
তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর	— ২ ,,
জেলা পরিকল্পনা	— ১ ,,
উদ্যান পালন (Horticulture)	— ১ ,,
মৎস দপ্তর	— ১ ,,
জরীপ বিভাগ	— ১ ,,
বিপনন সংস্থা (Apex)	— ১ ,,
পরিবহন নিগম	— ১ ,,
অগ্নি নির্বাপক সংস্থা	— ১ ,,
কারা বিভাগ	— ১ ,,
সরকারী মুদ্রানালয়	— ৫ ,,
মোট—	২৭০ জন

২। উক্ত সময়ের মধ্যে ১৫২ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেগুলি ভিজিল্যান্স তদন্ত করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হল :—

শিক্ষা বিভাগ	—৩৩	জন
কৃষি বিভাগ	—২	,,
জেলা প্রশাসন	—১১	,,
বন বিভাগ	—১৮	,,
সমবায় দপ্তর	—১০	,,

গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর—	১০ ,,
পূর্ত দপ্তর—	২৬ ,,
স্বাস্থ্য দপ্তর—	৫ ,,
সচিবালয়—	১ ,,
চা উন্নয়ন নিগম—	৩ ,,
প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর—	৪ ,,
স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তর—	১৪ ,,
বিক্রয় কর দপ্তর —	১ ,,
শিল্প ও বাণিজ্য—	১ ,,
খাদ্য ও জন সংভরণ—	২ ,,
আগরতলা পুর পরিষদ—	৩ ,,
তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর—	৪ ,,
কুটির শিল্প—	১ ,,
জরীপ বিভাগ—	১ ,,
বিপনন সংস্থা	১ ,,
খাদি ও গ্রামোদ্যোগ —	১ ,,
ইনকোয়ারী অর্থরিটি -	১ ,,
পূর্ব্বাশা—	১ ,,
সরকারী মুদ্রানালয়—	৩ ,,
মোট—	১৫২

৩। প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর কেবল গেজেটেড্ অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করে তদান্তনুসারে দোষী সাব্যস্থ হলে শাস্তি প্রদান করে। ৩য় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অভিযোগগুলি স্ব স্ব বিভাগীয় প্রধানগণ তদন্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের কোন আইনগত ভূমিকা নেই।

১৯৯৩ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০১ এর ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্ট মোতাবেক ২৭ জন গেজেটেড্ ও ক্যাডার সার্ভিসভূক্ত অফিসারের দোষী সাবস্থ হওয়ায় TPSC-র সাথে পরামর্শ করার পর তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে শাস্তির নমুনাসহ দপ্তর ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল :-

ক) স্বাস্থ্য দপ্তর :— (১০ জন)

বরখাস্ত—	৩ জন
৫ বৎসরের জন্য ইনক্রীম্যান্ট বন্ধ —	১ ,,
৩ বৎসরের জন্য ইনক্রীম্যান্ট বন্ধ—	১ ,,
১ বৎসরে জন্য ইনক্রীম্যান্ট বন্ধ—	১ ,,
মূল বেতন কমানো—	১ ,,
সেন্সার—	৩ ,,
মোট—	১০ জন

খ) বন বিভাগ :—(৭ জন)

৩ বৎসরের জন্য ইনক্রীম্যান্ট বন্ধ—	১ জন
১ বৎসরের জন্য ইনক্রীম্যান্ট বন্ধ—	২ ,,
সেন্সার—	৪ ,,
মোট—	৭ জন

গ) পূর্ত বিভাগ :— (৪ জন)

১টি ইনক্রীম্যান্ট বন্ধ —	১ জন
সেন্সার	৩ ,,
মোট—	৪ জন

ঘ) আই, এ, এস :—(১ জন)

৩টি স্তরে ১ বৎসরের জন্য মূল বেতন কমানো—	১ জন
মোট—	১ জন

ঙ) প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর--- (২ জন)

সেন্সার—	২ জন
মোট—	২ জন

চ) জেলা প্রসাশন (দঃ ত্রিপুরা) ১ জন

২টি ইক্রীম্যান্ট বন্ধ—	১ জন
মোট --	১ জন

চ) সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর—(১ জন)

মূল বেতন ৬ মাসের জন্য কমানো	১ জন
মোট—	১ জন

জ) পুলিশ বিভাগ--(১ জন)

সেন্সার—	১ জন
মোট—	১ জন

সর্ব্বমোট — ২৭ জন।

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 15 the March, 2001 Thursday, at 11-00 a m

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, 16 Ministers and 32 Members

MATTER RAISED BY MEMBER

(মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আসন গ্রহণ করিবা মাত্র মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায় মহোদয় উঠে দাঁড়ান এবং বলতে শুরু করেন।)

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা বিষয় উত্থাপন করতে চাইছি আপনার উদ্দেশ্যে যে-ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় "বিধানসভায় কংগ্রেস বিধায়ক দীপক কুমার রায়ের বিরুদ্ধে ভয় দেখিয়ে ঠিকাদারদের কাছ থেকে তোলা আদায়ের গুরুতর অভিযোগ" বলে যে নিউজ করা হয়েছে সেখানে তোলা না দিলে বিধায়ক খুন করবে বলে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। স্যার হাউসে সেদিন এই কথাটা এক্সপাঞ্জ করার জন্য বলা হয়েছিল। এটা এক্সপাঞ্জ করা হয়েছে কিনা ? এখানে যে বেআইনী চিঠি পড়েন তাতে আমার জীবন হানির সম্ভনা রয়েছে। এই ব্যাপারে আপনার বিধায়কদের প্রোটেকশন দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। আমি ইনসিকিউরড্। দলীয় পত্রিকার মধ্যে এই ধরণের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। শাসকদলের পত্রিকা। এখানে আমার কাছে ত্রিপুরা অবজারভার রয়েছে তার মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল নিউজটা এসেছে। কাজেই, এই পত্রিকায় উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে সেটাকে এই হাউসে এক্সপাঞ্জ করা হোক্।

মিঃ স্পীকার :— সেদিন তো বলেছি এই হাউসে যে যে বিষয়গুলি পরিবেশিত হয়েছে এটা খুবই উদ্বেগজনক। এটাতো এক্সপাঞ্জের বিষয় না। এখানে যে ঘটনা ঘটেছে সেগুলি আপনারা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে দিন এবং মাননীয় সুধনবাবু এনেছিলেন-তিনিও দিন, আপনিও দিন যাতে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন করার যাতে পূর্ণাঙ্গ উদঘাটন করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদীপক কুমার রায় :— এটা এক্সপাঞ্জ করতে হবে, এই ধরনের কথা আমি বলিনি। কথাটা

হয়েছে যা ঘটনা ঘটেছে সেটার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সে রকম কথা হয়েছে। আর পত্রিকায় উঠেছে আপনারাতো এটার প্রতিবাদ করতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু আপনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এবং উইদাউট সিগনেচার এই ধরণের কাগজের বিশ্বাস যোগতা নাই। তাই আমরা বার বার বলেছি যে এটা এক্সপাঞ্জ করা হোক। এখন এটা এমনভাবে শাসকদলের দলীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে মাননীয় বিধায়ক শ্রীদীপক কুমার রায়ের প্রান সংশয়, এখানে হুমকি দেওয়া হয়েছে পরোক্ষভাবে যে এখানে উনাকে খুন করা হবে। কারণ এই রাজ্যে তো বর্তমানে মাফিয়া রাজ চলছে। পত্রিকায় যেটা উঠেছে সেটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রনোদিত। এবং সেদিনও একজন বিধায়ক এমনিভাবে খুন হয়েছেন। কাজেই এটাকে এক্সপাঞ্জ করা হোক্ আমরা বিরোধীদলের বিধায়কদের প্রোটেকশান চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি বলতে চাই যে পত্রিকায় রিপোর্ট পত্রিকা যারা চালান তাদের অন্তত: বিধায়কদের বক্তব্য হিসাবে এটাকে লিপিবদ্ধ করা উচিৎ। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে একটা পত্রিকার দায়িত্ব আছে— এখানে যে আলোচনা হয় উভয়পক্ষের কথাগুলি পত্রিকায় তোলা উচিত। বিধানসভায় যে তথ্যগুলি পরিবেশিত হয় সম্পূর্ণ তথ্যগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। কাজেই যদি মিস্ হয়ে থাকে তাহলে আপনারাও এটার প্রতিবাদ করুন। আমি পত্রিকার যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে যদি কোন পয়েন্ট মিস্ হয়ে থাকে তাহলে সেটা যে কোন দলেরই হোক যেন তারা তোলেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি আগেই বলেছি যে নাম দস্তখত ছাড়া চিঠি দেওয়া ঠিক না। আমি এটা আগেই বলেছি। এখন আমার সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার কি আছে। আমিতো বললাম এটা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— যদি পত্রিকায় অসত্য কিছু থাকে তাহলে মামলা করা হোক্।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— স্যার, এমন কিছু উঠলে প্রিভেলেজ করা হউক্।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি সেদিনই এই ব্যাপারে বলেছিলাম যে আপনারা সব তথ্যই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর কাছে দিন। মন্ত্রী সেটা তদন্ত করবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনাদের কাছে যদি তথ্য-প্রমানাদি কিছু থেকে থাকে এবং আমার কাছে কাগজগুলি দিলে আমি দেখব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি বললাম-ত আমার এখানে কাগজগুলি জমা দেওয়া হলে সেগুলি দেখব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এর পরে বলেছি যে ঘটনাগুলি যে গুরুত্ব যে রকম হচ্ছে। অনেক সময় মানুষ তার নাম জানাতে সন্ত্রস্ত হয়ে যায় ভীত হয়ে যায় এই খুন খারাপি থেট ইত্যাদি দিক থেকে। তখনই বলা হচ্ছে যে আপনারা এই ঘটনাগুলিকে উভয়পক্ষ সঠিক তথ্যগুলি আপনাদের যা যা আছে এগুলি মন্ত্রীর কাছে দিন। এখন যদি বলেন আমি দেখব। আপনার কাছে কাগজগুলি আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে আমাকে কপি দেবেন। আমিও ওদের বলব যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— না, না পরশুদিন ঘটনা ঘটেছে তারপরে এখন বলেছেন একসপাঞ্জ। এটা হয়ে গেছে। এর পরে হয় নাকি? এটা হয় না। আপনারা বুঝেন।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— আমি পরিষ্কার বলেছি তদন্ত করবে, তদন্ত হবে। তবে আমি আপনাদের সহযোগিতা চাইছি যদি আমার কাছে কাগজ না থাকে তাহলে আপনাদের কাছ থেকে নেব। আমাকে সাহায্য করবেন। আর এক্সপাঞ্জ হয় না। তিন দিন আগের ঘটনা আজকে কিভাবে করব? সমস্ত ঘটনা তদন্ত করার জন্য সাহায্য করুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— জওহরবাবু বললাম এটার তদন্ত যাতে হয় সমস্ত ঘটনার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সমস্ত জিনিষ আমার কাছে যেগুলি আছে যদি আমার এখানে কোন কাগজ মিস হয়ে থাকে আপনারা আবার দেবেন সাহায্য করুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি বললাম-ত দস্তখত ছাড়া যে চিঠি দিয়েছে এটা ঠিক না।

আমি বলেছি। আমার কথাটা রেকর্ড হবে, রেকর্ড নিশ্চয় হয়েছে। আর কি আছে? এখন যদি সংবাদপত্র কিছু লেখে তাহলে কি এটা আমার অংশ হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। যদি এই ধরণের কোন কথা আমি বলি থাকি তাহলে নিশ্চই আমার কথা রেকর্ড থাকবে। রেকর্ড করা হয় নি এমন তো কোন কথা না। তখন যদি সেখান দেখা যায় আপনারা প্রতিবাদ করতে পারেন। এবং আমি নিশ্চই ব্যবস্থা করব। আর আপনারা যেটা বলেছেন এক্সপাঞ্জ করার কথা সেগুলি করা সম্ভব নয়। সেটা প্রশ্নই উঠে না। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। যদি অফিসে সেই রকম কোন রেকর্ড থাকে আমি নিশ্চই দেখব। আপনারা যদি কাগজ দিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অফিসে থাকবে। আর যদি কাগজ থেকে থাকে তাহলে নিশ্চই আমি ব্যবস্থা নেব। এখানে এক্সপাঞ্জের প্রশ্নই উঠে না। প্রথম অফিসে দিয়ে দেখি কাগজে কি আছে।

(কংগ্রেসের মাননীয় সদস্যগণ সভা কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান)

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৩৪

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৩৪

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে অধিক ফলনশীল জুমবীজ উৎপাদনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২) থাকিলে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়? এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হাঁা, আছে।

২। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পরিকল্পনা আছে, সে পরিকল্পনাটা কি আই. সি. এ. আর. এর মাধ্যমে যাতে জুম বীজ ডেভলাপমেন্ট করা যায়, জুম বীজ বলতে শুধু ধান না, বিভিন্ন ধরণের বীজ যেমন তিল, কার্পাস সরিষা ইত্যাদি এইগুলি হাইব্রীড করা যায় কিনা? সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে কিনা ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : – স্যার, আমরা তো জুমিয়াদের যাতে বেশী উৎপাদন বাড়ানো যায় তার জন্য উন্নতমানের বীজ সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি এবং এটা মিজোরাম থেকে এনেছি। শুধু জুম ধান না, তুলা বীজ থেকে শুরু করে অন্যান্য ফসলের বীজও আমরা এনেছি। এইগুলি জুমিয়াদের দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছি। আমরা ৯২ ইং থেকে এই কাজটা শুরু করেছি। এটাতে সাফল্য পাওয়া গেছে। এখন আমরা নিজেরা আমাদের বিজ্ঞানীদের দিয়ে এখানে কয়েকটা ফার্ম এবং রিসার্চ ১১টা ফার্মে এর গুনগত মান বাড়ানোর জন্য চেষ্টা হচ্ছে। আমরা নিশ্চয়ই আই, সি, এ, আর তাদের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমরা যৌথ ভাবে উদ্যোগ নিয়েছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ইতিমধ্যে উচ্চ ফলনশীল জুম চাষের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই নতুন উচ্চ ফলনশীল বীজের উৎপাদন কত এবং অতীতে যে সমস্ত ফসল উৎপাদন করা হতো তার উৎপাদন কত এবং এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান কত ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, ব্যবধান তো এখান বাজেট ভাষণে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলার চেষ্টা করেছেন। ট্রেডিশানালি আমাদের এখানকার জুমিয়ারা যে বীজ যুগ যুগ ধরে চলে আসার ফলে এটার উৎপাদন কমছে। মাটির উর্ব্বরতা কম হচ্ছে তেমনি আবার যেহেতু গুনগতমান কমে যাচ্ছে ফলে দেখা যাচ্ছে সেখানে বলা হল যে এখন পর্যান্ত ৬০০ থেকে ১০০০ নেওয়ার জন্য। আমরা বাইরে থেকে বীজ এনে এটা আমরা বৃদ্ধি করতে পেরেছি। এখন আমাদের এটা করার পর যদি আরো উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সেটা পরীক্ষা করা হচ্ছে। উৎপাদন আগামী বৎসর থেকে শুরু হবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, শুধু ফার্মে ডিভাইজ বোধহয় সম্ভব না। মিজোরামে ডার্লাক-এ আই, সি, আর এর একটি রিসার্স সেন্টার আছে, তারা শুধু জুম বীজ সংক্রান্ত নিয়ে রিসার্স করে এবং এর ভাল রেজাল্ট পাওয়া গেছে। আমাদের এখানে আমি এর আগেও উল্লেখ করেছি যে গোবিন্দবাড়ী এলাকাতে একরকমের ধান পাওয়া যায় এটার নাম মাইগুয়াসা। এই মাইগুয়াসা এটা অনেকটা উত্তর ভারতের বাসমতির মত। এটা অত্যন্ত টেস্টি। এটার চাউল লম্বা লম্বা হয়। এটার এখন চাষ হচ্ছে কম পরিমাণে কারণ এটার চাষ করতে হলে উর্ব্বর জমি লাগে। এগুলি রিভাইজ করা যায় কিনা এবং এটাকে আরো ব্যাপকভাবে উৎপাদন করা যায় কিনা, সেই চেষ্টা করা হবে কিনা ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে বিতর্কে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ

আমাদের মাটিতে যেটা হয় মিজোরামের মাটির সঙ্গে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকবে। আমাদের এখানে সীড-এর যে ল্যাবরেটরী করেছি মাল্টিফাইড সীড করার জন্য, ফাউণ্ডেশান সীড এনে এখানে মাল্টিপ্লাই করা। আমাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে জুম বীজটাকে এই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা রয়েছে।

শ্রী*বিজয় কুমার রাংখল* (কুলাই) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ট্রেডিশনাল জুম প্রথা যেটা টাক্কালের ধারালো মাথায় খা খা করে বীজ রোপন করা হয়. এটা খুব পুরানো সিষ্টেম। এখানে মিজোরামে কথা মাননীয় সদস্য বললেন তালাকে সেখানে এটাকে রিসার্চ করে জায়গাগুলো গর্ত করে দিতে হয় ঐ সেইম জায়গাতে পরবর্তী ছয়মাস পরে তোক গেলে যে ভাবে ধান করা হয় এই ভাবে ছয়মাস বা বছরে দুটো ক্রপস তারা হারভেষ্ট করতে পারে। কাজেই জুম টোটালি ওল্ড ট্রেডিশান থেকে নিউ ট্রেডিশান যাতে অধিক ফলন হতে পারে এই রকম কোন পরিকল্পনা নেবেন কিনা ?

শ্রী*অঘোর দেববর্মা* (মন্ত্রী) :— স্যার, আসলে মিজোরামের মেথডটা আমরা এখানে সীড ডিবলিং সিস্টেমটা এটা এখানে করবার জন্য আমরা সেখানকার কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি কিন্তু সমস্যা তো এই জায়গায় মিজোরামের মাটির যে কনডিশান তার আমাদের এখানের মাটির কনডিশান এক না। আমাদের লো সয়েল কারণ গর্ত করলে পরে এই গর্তটা বেশী দিন থাকবে না। কারন মাটিটা ধসে গিয়ে সেই গর্তটা বন্ধ হয়ে যাবে এখানকার যে বিজ্ঞানীরা এই কথা বলেছেন যে এটা হয় না। যারজন্য আমরা চাই যে একটি জুমিয়া যাতে প্রতি বছর জুম চাষ করার জন্য যাতে সারা জঙ্গল বিচরণ করতে না হয়। একটি জায়গায় অন্ততঃ এটলিষ্ট তিন বছর যদি একই জায়গাতে ফসল ফলাতে পারে। এই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

শ্রী*বিজয় কুমার রাংখল* :— স্যার, আমাদের ত্রিপুরার মাটি মিজোরামের মাটি কিন্তু সেইম প্লেস আছে এখানে। আমার মনে হয় আমরা কোন খানে ত্রিপুরাতে এটা এক্সপেরিমেণ্ট করে নাই।

মিঃ স্পীকার :— শুনুন মাননীয় সদস্য মন্ত্রী যখন জবাব দেন তখন পরবর্তী সময়ে বলবেন।

শ্রী*বিজয় কুমার রাংখল* :— না স্যার, টেরেসিং করার পদ্ধতি না করলে তো অসুবিধা হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো এটা এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে কিনা ?

শ্রী**অঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) :— স্যার দুটো জুম চাষের মধ্যে একটি হলো টেরেসিং। টেরিসিংটা মাননীয় চীফ্ মিনিষ্টার উচ্চ পর্যায়ে মিটিং ডেকে বলবার ও চেষ্টা করেছে কিছু কিছু জায়গায়। স্লোভ জায়গায় এই ধরনের টেরেসিং করা যায় কিনা দেখবার জন্য। তার পর অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আমার সঙ্গেও কথা বলেছেন। যেহেতু সংস্যাটা এই জায়গায় যেহেতু ট্রাইবেল এরিয়াটা টোটাল রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতর। তারা সেখানে কিছু আইন কানুনের বাধা আছে। সেই জমিতে টেরেসিং করা নন ফরেষ্ট কালটিভেশান করতে গেলে পরে সমস্যা সৃষ্টি হবে। এই সমস্যাগুলো সমাধান না করে এই কাজে হাত দেওয়া সব জমিতে সম্ভব না বিশেষ করে রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা, নন রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় এই রকম জমি থাকলে নিশ্চয় আমারা ইতিমধ্যেই কথা বলব সরকারের তরফ থেকে যাতে এটা কিছু করা যায় কিনা।

শ্রী**রবীন্দ্র দেববর্মা** (রাইমাভ্যালী) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তরটা কি একটু বিভ্রান্ত হচ্চে এই কারনে। একদিকে কৃষিমন্ত্রী বলেছেন জুম চাষ ডেভলাপমেন্ট আধুনিকীকরণ করা হচ্চে। পাশাপাশি উনার পাশেই বসেন বনমন্ত্রী, উনি বলেছেন জুম চাষ বন্ধ করা আমাদের টার্গেট। এবং এই বিধান সভায় উনি উত্তর দিয়েছেন যে জুম চাষ আমরা এলাউ করব না। বিশেষ করে কালাঝারি, চকলিমছড়া এই সমস্ত এলাকায়। স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে মূল যে মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড এবং মনিপুরে এই জুম চাষটা কৃষি দপ্তরের আওতায় নেওয়া হয়েছে। কি করে বৃদ্ধি করা যায় কি ভাবে কৃষি উৎপাদন করা যায় এই ব্যাপারে। কিন্তু আমাদের এখানে জুম চাষের ব্যাপারে কৃষি দপ্তরের একদম উদাসীন এটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যতটুকু পারে করছে। এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বার বার প্রশ্ন করেছিলেন এই জুমচাষটাকে কৃষি দপ্তরে আনা হবে কিনা। এবং আমার এখানে দাবী থাকবে কৃষি দপ্তরের আয়ত্তায় এনে এই দপ্তরের ভিতর দিয়ে আরোও আধুনিকীকরণ করা যাবে কিনা। আমি গত কয়েকদিন আগে ডম্বুরনগর বি এ সি মিটিং-এ উপস্থিত রয়েছি এবং করবুকে ও গিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী জীতেন্দ্রবাবুও ছিলেন। জুম বীজ যেটা বলেছেন আধুনিকীকরণ স্যার তখন থেকে আধুনিকীকরণ কোন জুম বীজ আওতায় নেওয়া হয়নি। উনি প্রশ্ন করেছিলেন কেমন জুম বীজ আছে। উনারা বলেছেন আমরা এই এলাকা থেকে জুম বীজ সংগ্রহ করে রেখেছি এটা আমরা বন্টন করব। এটা কি ধরনের আধুনিকীকরণ। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী**অঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) :— স্যার, এই রাজ্যে স্বাধীনতার পরে কোন সময়েই জুমটাকে কৃষি হিসাবে অংশ করা বিষয়টা ছিল না। আমরাই প্রথম ১৯৯৮ সালে এই জুমটাকে কৃষি হিসাবে ঘোষনা করেছে। এখন জুম চাষের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় সার, কীটনাশক,

বীজ, এইগুলি আমরা দিচ্ছি। কারণ প্রোডেক্‌শানটা যদি করতে হয় তাহলে জুমিয়াদের এই জায়গায় কৃষি দপ্তর থেকে করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে উন্নতমানের কৃষি ফলন যে বীজটা এইটাতো কোন সময়েই আমাদের নেই, আমরা মিজোরাম থেকে আনছি, ১৯৯৫ এ আমরা জুমিয়াদের হাতে বন্টন করেছি, তাদের কাছ থেকে আবার সংগ্রহ করছি। আমরা আগামী বছর এই বীজটাকে উৎপাদন করার উদ্যোগ নিয়েছি। কাজেই এখন একসঙ্গে বাইরে নেই তাহলে তো চট্ করে আনা যাবে না। এই রকম কোন উদ্যোগ ফরেষ্ট দিয়েছে বলে আমার জানা নেই, এখানে জুম চাষ করতে গিয়ে অনেক জুমিরা খুন হয়ে গেছে, এই রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের সময় এই রকম জুম চাষ করতে গিয়ে সরকার তরফ থেকে এই রকম বাধা সৃষ্টি করেছে এটা ঠিক নয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, ৮৪ জনকে কেইস ধরে নিয়ে আসে, এবং আমাদের স্যার, লড়াই করতে হয়েছে ৪ বছর। ৮৪ জন জুমিয়াদেরকে বনদপ্তর এ্যারেষ্ট করে নেয় এবং উদয়পুর কোর্টে ৪ বছর ধরে কেইস লড়তে হয়েছে, সেই কতদিন আগে মাত্র নিরসন হলো।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা মাননীয় সদস্য, আর দরকার নেই অনেক হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— স্যার, সাপ্লিমেন্টারী, উনার তথ্যটায় ভুল আছে। ছোট আমলে কনট্রোল অব্ বিডিং কাল্টিভেশান বলে একটা স্কীম ছিল যার উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে জুম চাষে মাটি ক্ষয় রোধ করা যায়, আরেকটা হচ্ছে আমাদের জুম ক্ষেতে সার দেওয়ার চিন্তা করা কিন্তু এটা একটা অপব্যয়। জুম তো টিলায় সমস্ত মাটি ধুয়ে নিয়ে যায় সেখানে যদি মাটি চলে যায় সারটা থাকবে কি করে, কাজেই এটা হবে মিস ইউজ্ এব্ এটা করা হয়েছে কি না জানিনা মনে হয় কোন কৃষি বিজ্ঞানী করবেন না। কনট্রোল অফ শিফটিং কাল্টিভিশন যেটা আমরা করেছিলাম, তখন সেটা শুরু হয়েছিল আমি শুনেছি। এর পরে এই স্কীটা বাদ দেওয়া যায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না। এই যে জুম চাষ মাটি ক্ষয় হয় এটা শুধু মাটিরই ক্ষয় হয় নয়, জুম উৎপাদনে ক্ষতি হয়। এবং কম উৎপাদন হয়। স্যার মাটি ক্ষয় রোধের কোন চিন্তা আছে কিনা। টেকনোলোজি তো আমাদের সময় ছিল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অনেক হয়েছে, আর নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার এখন তো জুমিয়াদের যে জায়গা আছে, তাতে তিন মাসের খোরাক হয়ে যায়। এখন সেই লোকগুলিকে বছরের খোরাক করার জন্য যেটুকু সুযোগ আছে, তার জন্য এই নতুন মাটিতে জুম চাষের ব্যবস্থা করা। এবং দেখা গেছে জুম করার পরে

উৎপাদনও বাড়ছে। এখন একজন কৃষক তিন মাসের খোরাকির জায়গায় ৬, ৭ মাসের খোড়াকি জোগাড় করতে পারছে। এখন তাদের বিকল্প জায়গায় না নিয়ে আসা পর্যন্ত তাদের দায় দায়িত্ব তো এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না। এখানে যে যে টেকনোলোজির কারণগুলি বলেছেন এটা ঠিকই। সার দেওয়ার পর কিছু সার হয়তো গাছ ধরে রাখতে পারল, আর বাকিটা বৃষ্টির জলে চলে গেল এই রকম কিছু হতেই পারে। এটা তো অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে, লোকগুলিকে বাঁচানো; এবং এখানে আমরা মাটির ক্ষয় রোধ করার জন্য আমরা বলেছিলাম জুমিয়ার যে জুমিয়া জুম চাষ করবে, তার পাশের জমিতে যদি জুম চাষ করেন, সেখানে আমরা বিভিন্ন ধরণের হর্টিকালচার বেসিস করে তাদেরকে সেই জায়গায় বেসিস করার চেষ্টা করছি। সুপারি, পান, আনারস ইত্যাদি। কাজেই এইগুলি তাদেরকে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী*নগেন্দ্র জমাতিয়া* (মাতাবাড়ি নগর) :— স্যার, আমার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১৭৯

শ্রী*অঘোর দেববর্মা* (মন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৭৯

প্রশ্ন

১) রাজ্যে 'Water shed in Jumia Cultivation' প্রকল্পটির কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হয়েছে ?

২) কোথায় কোথায় উক্ত প্রকল্পের কাজ চালু করা হয়েছে।

৩) এ যাবৎ এ প্রকল্পের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। কৃষি দপ্তরে এই নামে কোন প্রকল্প চালু নেই তবে জুম এলাকার উন্নয়নের জন্য কৃষি বিভাগে জলবিভাজিকা ভিত্তিক জুম এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু আছে। এক প্রকল্পটির কাজ ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে শুরু করা হয়েছিল।

২) এই প্রকল্প তো নেই। তারপর ও আমরা ২নং প্রশ্নের উত্তরে এই ২০টি ওয়াটার শেডে কাজ চালু করা হয়েছে। আর উনার এটা হলো ওয়াটার শেড যে কয়টা করেছেন, এটার উত্তর দেওয়ার মত নেই। কারণ এই প্রকল্পই নেই।

ক্রমিক নং ওয়াটার শেডের নাম	ব্লকের নাম	কৃষি মহকুমার নাম	জেলা
অষ্টম ৫ম বার্ষিক পরিকল্পনা :—			
১) আন্ধারছড়া (উপরিভাগ)	কাঞ্চনপুর	কাঞ্চনপুর	উত্তর ত্রিপুরা
২) আন্ধারছড়া (নিম্নভাগ)	,,	,,	,,
৩) পিপালছড়া	,,	,,	,,
৪) দাম ছড়া	,,	,,	,,
৫) রাইছড়া	,,	,,	,,

৬)	লক্ষীছড়া	কুমারঘাট	কুমারঘাট	,,
৭)	দেওড়াছড়া	,,	,,	,,
৮)	জাপিনোয়াঙমাছড়া	সালেমা	সালেমা	ধলাই
৯)	জামিরছড়া	ছামনু	ছামনু	,,

নবম ৫ম বার্ষিক পরিকল্পনা :—

১০)	সোনাইছড়ি ছড়া	রাজনগর	রাজনগর	দক্ষিণ ত্রিপুরা
১১)	তৈলাকছড়া	কিল্লা	মাতাবাড়ী	,,
১২)	কাচিগাংছড়া	মাতাবাড়ী	মাতাবাড়ী	,,
১৩)	তাকমাছড়া	বগাফা	বগাফা	,,
১৪)	বিমানরায়ছড়া	অমরপুর	অমরপুর	,,
১৫)	পাগলাছড়া	করবুক	অমরপুর	,,
১৬)	চালিতাছড়া	কল্যাণছড়ি	সাতচাঁদ	,,
১৭)	ধনবিলাসছড়া	কুমারঘাট	কুমারঘাট	উত্তর ত্রিপুরা
১৮)	তুইসামাছড়া	দশদা	কাঞ্চনপুর	,,
১৯)	লালজুড়িছড়া	পেচারথল	কাঞ্চনপুর	,,
২০)	বালিধুমছড়া	পানিসাগর	পানিসাগর	,,
২১)	থালছড়া	ছামনু	ছামনু	ধলাই
২২	বিলাসছড়া	সালেমা	সালেমা	,,
২৩)	ডলুছড়া	মনু	ছামনু	,,

৩) এ যাবৎ এই প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ৬, ০১, ২৭,০০০ টাকা।

(ছয় কোটি এক লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এগ্রিকালচার একটা ওয়াটার শেড আছে আর একটা হচ্ছে যে জুমিয়া কালটিভিশন ওয়াটার শেড এটা এই বছরে আপনারা কিরূপ খরচ করেছেন। কিন্তু গত বছরও তো আপনারা খরচ করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয়।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ১৪০

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ১৪০

প্রশ্ন

১) সরকারী চাকুরী নিয়োগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোন নিয়মনীতি প্রনয়ন করছে কিনা ?

২) প্রনয়ন করা হয়ে থাকলে উক্ত নীতিমালায় কি উল্লেখ রয়েছে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীদের অগ্রাধীকার দেওয়া হচ্ছে কিনা ?

উত্তর

১) সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অগ্রাধীকার দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোন নিয়ম নীতি করে নাই ।

২) এটা সারাসরিভাবে না বললে হয় কিন্তু আমি সেটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। এটা ১৯৯৫ সালে গভর্ণমেন্টের যে রিভাইজ্ড এম্প্লয়মেন্ট বলছে তাতে যেমন ধরুন ও. বি. সি রির্জাভেশনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে আমাদের স্টেটে। রিলিজিয়াস্ মাইনরিটির জন্য একচুয়েলি তো সংবিধানে কোন রকম রিজার্ভেশনের স্কোপ নাই। কিন্তু গভর্ণমেন্ট এই ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তার এম্প্লয়মেন্ট পলিসির একটা জায়গায় বলছে যে রির্জাভেশন নাই তো ঠিকই আছে আমরা সবাই জানি। কিন্তু যখন চাকুরী দেওয়া হবে তখন যাতে একটা প্রপোর্শন মধ্যে থাকে। কিন্তু এখানে কোন ফিক্সড নম্বার এই পারসেনটিজ্ এইগুলি তো এর মধ্যে আর কোন স্কোপ নাই। অনেকে প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি না বলা যেতে পারে। কিন্তু সেটা বোধ হয় ঠিক হবে না। কাজেই আমাদের এই যে এম্প্লয়মেন্ট পলিসি সেটা আছে তাতে ৭নং-এ আছে আমি পড়ে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে এই ইকোয়েল্ রিপ্রিজেনটেশান অব্ পারসনস্ বিলংগিং টু ল্যাংগুয়েষ্টিক্ অ্যাণ্ড রিলিজিয়াস্ মাইনরিটিজ্ সেল বি টেকেন্ ইন্ টু এ্যাকাউন্ট এট্ দি টাইম অফ্ সেকশান্।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন ৩১শে মার্চ ১৯৯৫ ইং তে একটা রিভাইজ্ড এম্প্লয়মেন্ট পলিসি হয় পরিসেবা দপ্তর থেকে। সেখানে পরিষ্কার লেখা আছে যে এডুকেইড্ রিপ্রেজেনটেশান অব্ পার্সনস্ বিলংগিং টু ল্যাংগুয়েসটিক্ অ্যাণ্ড রিলিজিয়াস মাইনরিটিস্ শেল্ বি টেকেন্ ইন্ টু একাউন্ট এট দি টাইম অব্ সিলেকশান। এটা তো একটা পলিসি এখন এখানে চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার এই পর্যন্ত চাকুরী দিয়েছেন ৫ হাজার ৪৫০ জন ডিসেম্বর ২০০০ইং পর্যন্ত। এখানে এই যে এডুকেট আবার সাথে সাথে বাংলাটাও দিয়ে দিয়েছেন। কথায় বলা হয় ভাষা এবং ধর্মগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যাতে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। এখন এই যে পর্যাপ্ত এটা নাম মাম হলে এক কথা এখানে প্রায় ১৫ হাজার ধর্মীয় সংখ্যালঘু বেকার রয়েছে এখন এদের মধ্যে যেহেতু নাম শুনে বুঝা যায় না যেমন ফয়জুর

রহমান মুসলীম সংখ্যালঘু। কিন্তু রতন চৌধুরী বুঝা যাবে না তো। হয়েদার বিল্‌ংস্‌ টু মুসলীম কমিনিটি। এই পরিস্থিতিতে এই প্রবিশানে যেখানে আছেন সেখানে কিন্তু হোয়েদার বিল্‌ংস্‌ টু এস. সি, এস. টি এবং জেনারেল। একবারওতো মাইনোরিটিজ্‌ কথাটা লেখা থাকেনা। তাহলে সরকার কিভাবে তাদেরকে বাছাই করেছেন। এই যে বাছাই করছেন বলছেন এবং এখানে দেখা যাচ্ছে ৭০ পারসেন্ট হল নিডি। সুতরাং এস. সি, এস. টি হল আলাদা। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কি বাছাইটা কিভাবে হয়েছে কিভাবে করছেন বাছাই। কারণ এখানে তো প্রবিশান নাই কিভাবে বাছাই করেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা তো বলা একটু দুস্কর। সরকারও আছে মুসলীম কমিউনিটির মধ্যে। চৌধুরী আছে, মজুমদার আছে এইগুলি ঠিকই। যেহেতু তাদের কাছে মাইনোরিটির জন্য কোন সার্টিফিকেট এইভাবে চাওয়া হয় কিনা সেটা আমি ঠিক বলতে পারছি না। যদি চাওয়া হয় যে আপনাদের এত রকম যদি সার্টিফিকেট থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেগুলি দেখে হয়তো করে থাকবেন। কিন্তু আমি তো জাষ্ট নাও এই বাছাইয়ের যে পদ্ধতিটা এই সম্পর্কে আমার পক্ষে এই মুহুর্তে বলা একটু অসুবিধা। এটা খোঁজ খবর নিয়ে নিশ্চয়ই পরবর্তী সময় মাননীয় সদস্যকে জানাতে সাহায্য করতে পারব। তবে আমার নিজের যেটা মনে হয় সেটা খোলাখুলি বলা ভাল এই কথাগুলি এখানে বলছও এই যে সেক্‌শানটা এই সেক্‌শানটার ক্ষেত্রে সমস্যার ব্যাপারটা যেহেতু কোন সংখ্যা নির্ধারণ নাই তাতে সময় সময় কতগুলি অসুবিধা হয়েই যাচ্ছে। এই সমস্যাটা সেখানে আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সংখ্যালঘুদের সার্টিফিকেট দেওয়ার কোন বিধান নেই। যেমন ওবিসিদের জন্য বেড়িয়েছে ও. বি সি সার্টিফিকেট কিন্তু এস. সি এবং এস. টি ব্যাপার আছে। সংখ্যালঘুদের জন্য কোন সার্টিফিকেট নেই সুতরাং সংখ্যালঘুদের চাইলেই সার্টিফিকেট দেওয়া যেহেতু কোন বিধান নেই এখানে প্রভিশানে নতুন করে করলে আমার মনে হয় এই যে এ্যাপয়েন্ট পলিসি সেটা ডিফেক্‌টিভ্‌। জেনারেল ক্যাটাগরি থাকবে অথচ এটা কি রকম ভাবে দেওয়া হল। এটা মাইনরিটির জন্য পর্যাপ্ত। আমি জানিনা মাননীয় মন্ত্রীর এই ব্যাপারটা জানা আছে কিনা, এখানে এই ৪৫০ জনের মধ্যে কত জন মাইনরিটি আছে এটা দেওয়া সম্ভব না এগুলি কনসিডারেশনে করা হয়। যাই হোক এই পার্লামেন্ট সহ সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যালঘুদের রিজার্ভেশনের জন্য ক্রাইট করা হচ্ছে। এবং কর্ণাটক সহ কয়েকটি রাজ্যে অলরেডি ইমপ্লিমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে। যেহেতু রাজ্যে প্রচুর সংখ্যা আছে আমার অনুরোধ

থাকবে এই এ্যাপয়েমেন্ট পলিসিটাকে আরও স্পেসিফিক করার জন্য। সরকারের যে মানসিকতা আছে কিছু দেওয়ার জন্য সেটাকে আরও স্পেসিফিক করার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট পলিসি এ্যামেণ্ড করার জন্য অনুরোধ রাখবে। সাথে সাথে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ এবং মহিলা ও মুসলিম সংরক্ষণ এর বিভিন্ন দাবি উঠেছে। ইট ইজ ভেরি ক্রোসিয়েল ইন আওয়ার স্টেট। সুতরাং এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— প্রথম হচ্ছে মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন উনার বক্তব্যটা একটু সেলফ কনডাকটরি। প্রথমতঃ বলছেন যে এক জায়গায় সস্তা পোপলারিটি আবার এক জায়গায় দেওয়া টেনডেনসি আছে। আমি যেটা বলছি সস্তা পোপলারিটি অল্পদিন কর্পূরের মত উবে মত হয়ে যাবে। কাজেই এটা ক্রোইট এর ব্যাপার। এটা আসলে ১৯৯৫ থাবকেও বাম সরকার আসার পরে সেখানে এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে থাকে। এটা কিন্তু রিভাইসের ৭৮ মধ্যে নেওয়া হল। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, টেনডেনসির মধ্যে এই অংশের মধ্যে কিছু চাকরী দেওয়া উচিত ছিল। যেমন ধরুন ও বি, সির কোন রিজার্ভেশন নেই। আমরা চাই ও, বি, সির রিজার্ভেশন হোক। আমরা চাই মনে প্রাণে কিন্তু কতগুলি কমপ্লেশনের জন্য আমরা পারছিনা। একটা ডেইট চাইছে এখানে যে কমিটি আছে কমিটি যাবেন। এখানে যে সার্ভে করে যেটা বের হয়েছে সেটা আমাদের স্টাটের মধ্যে ৮ পারসেন্ট রিপ্রেজেন্ট করেন। কিন্তু যেটা বলছি এটাতো তারা ও, বি, সি হিসাবে তারা চাকুরী মনে করার কোন কারণ নেই। কাজেই এটা কনসিডারেশনে সেফ গার্ড থাকা দরকার। আমরা চাইছি এখানে যেটা মাইনরিটি আসলে সেটা আমাদের সংবিধানে নেই। এইগুলি বলার অর্থ হচ্ছে সস্তায় বাজীমাৎ করা। ভোটের আগে এসব কথা বলা উচিত নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কি করে এ সব কথা বলেন তা আমি বুঝতে পারি না। কোন কোন জায়গায় যে একেবারেই হচ্ছে না তা নয়। সে সব জায়গায় আপত্তি উঠেছে। বলা হচ্ছে, জেনারেল ক্যাটাগরীতে দিতে হবে। একটি মুসলিম মেয়েকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ম্যানেজিং বোর্ড প্রশ্ন তুলেছে, এটা কি করে হল? দিতে গেলে কতগুলি প্রভলেম হবেই। এই বিষয়টি সংবিধানে পরিস্কার উল্লেখ থাকার দরকার ছিল। রাজ্য সরকারতো সংবিধান করতে পারবেন না। আমরা এদিকে নজর রাখতে বলেছি। আপনি যে কথা বলেছেন তা প্র্যাকটিক্যাল। এটা দেখব। একটা রাস্তা আমাদের বার করতে হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু মাইনোরিটির ব্যাপারে সংবিধান অ্যামেণ্ডমেন্ট করা উচিত বলে মনে করেন সেজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি, এস, সি/এস, টি/ ও, বি, সি/ মাইনোরিটি এই রকম করা যেতে পারে কিনা? সার্ভিসের ব্যাপার, কাজেই এইরকম হলে ভাল হবে বলে আমার মনে হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এগুলি তো আপনার প্রস্তাব ? যখন বিষয়টি পরীক্ষা হবে তখন আপনার প্রস্তাবগুলি বিবেচনার মধ্যে রাখা হবে। আমি বলছি না, যে মানা হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এখানে ধর্মীয় মাইনোরিটি বলতে কি বুঝানো হচ্ছে ? মুসলিম থেকে অনেক বেশী সংখ্যায় কম ধর্মের দিক থেকে খ্রীষ্টানরা। তারপরে বৌদ্ধিষ্ট আছে। বাঙালী বৌদ্ধিষ্ট, খ্রীষ্টান আছে। ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকল নাম্বার ১৬২ তে পরিস্কার বলা আছে, "Would invalidate a law or a rule or an order 79 if it authorised discrimination in the matter of appointment under the state on any of the grounds specified there in e. g , desceut 80, caste 79, or religion even though it professes to make a reservation in the interest of the back ward classes 79. কাজেই ধর্মীয় সুযোগ দেওয়া যাবে না সংবিধান সংশোধন না করে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— প্রথমটার ব্যাপারে তো আমি আগেই বলেছি, এটা আমরা করতে পারব না সংবিধান সংশোধন না হলে। এটা ঠিকই বলেছেন। মাইনোরিটির ব্যাপারটি দেখার জন্য আমাদের এখানে কমিটি আছে। আপনি যা বলেছেন তা ঠিকই যে বৌদ্ধিষ্ট, খ্রীষ্টান, মাইনোরিটি ওরা আছেন। আমাদের কমিটির মধ্যে একজন মেম্বারকে দেখে আমি অবাক। উনি শিক্ষক, উনার বাড়ী জেইলের কাছে। পরে শুনলাম, তিনি বৌদ্ধিষ্টদের রিপ্রেজেনটেটিভ। কমিটির মেম্বার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন, এই রকম কোন প্রজেক্ট নেই।

মিঃ স্পীকার :— কে উত্তর দিয়েছেন ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

মিঃ স্পীকার :— এটা তো কখন হয়ে গেছে। এখন উঠলে কি করা হবে ? সে সময় বললে দেখা যেত।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী এ ভাবে হাউসে মিথ্যা দিতে পারেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯ এ পরিস্কার লেখা আছে।

মিঃ স্পীকার :— আপনি মিনিষ্টারের চেম্বারে নিয়ে এটা ঠিক করে নেবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফিসারিজ আছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার তো আলাদা একটা দপ্তর নয়। সবগুলি মিলিয়েই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট।

মিঃ স্পীকার :— আপনি মিনিষ্টারের চেম্বারে গিয়ে ঠিক করে নেবেন। শ্রীজওহর সাহা মহোদয়।

শ্রীজওহর সাহা :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৮৩ স্যার,

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৮৩ স্যার,

প্রশ্ন

১) দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনের কর্মরত অফিসার ও কর্মচারীদের মাসিক বেতন থেকে জি, পি, এফ এবং আই, টি ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে কাটা হয় কিনা,

২) গত ১ ১-৯২ ইং থেকে ২৮-২-৯২ ইং এবং ১-২-৯৯ ইং থেকে ৩১-১-২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত ত্রিপুরা ভবনের কর্মচারীদের থেকে জি. পি. এফ এবং আই. টি কাটা হয়েছে কিনা,

৩) যদি কাটা হয়ে থাকে, তাহলে এই অর্থের পরিমাণ কত,

৪ সেই টাকাটা সরকারী খাতে জমা দেওয়া হয়েছে কিনা. এবং

৫) না হয়ে থাকলে উক্ত ঘটনা সরকারী অর্থ তছরুপের পর্য্যায়ে পড়ে কিনা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা?

উত্তর

১) হাঁ, কাটা হয়।

২) গত ১-১-৯২ ইং তাং থেকে ২৮-২-৯২ ইং তাং পর্যন্ত ত্রিপুরা ভবনের কর্মচারীদের বেতন থেকে জি, পি, এফ কাটা হয়েছে। আই, টি কাটা হয় নি।

-২-৯৯ ইং তাং থেকে ৩১-১-২০০১ ইং তাং পর্য্যন্ত সময়ে বেতন থেকে জি, পি. এফ এবং আই, টি কাটা হয়েছে।

৩) গত ১-১-৯২ ইং তাং থেকে ২৮-২-৯২ ইং তাং পর্য্যন্ত জি, পি, এফ বাবদ মোট ১৬,২১৩.০০ টাকা বেতন থেকে কাটা হয়েছে।

১-২-৯৯ ইং তাং থেকে ৩১-১-২০০১ ইং তাং পর্য্যন্ত জি. পি এফ বাবদ ৮,২২,৪৬৯.০০ টাকা এবং আই. টি বাবদ ২,০৩,৮৩১.০০ টাকা কাটা হয়েছে।

৪) ১-২-৯২ ইং তাং থেকে ২৮-২-৯২ ইং তাং পর্য্যন্ত জি, পি, এফ বাবদ কাটা ১৬,২১৩.০০ টাকা সরকারী খাতে জমা দেওয়া হয়নি। ১-২-৯৯ ইং তাং থেকে ৩০-৬-৯৯ ইং তাং পর্য্যন্ত জি, পি, এফ

বাবদ কাটা ২,৬৫,৭৪৮.০০ টাকা সরকারী খাতে জমা দেওয়া হয়নি। ১-৪-৯৯ ইং তাং থেকে ৩১-১-২০০১ ইং তাং পর্য্যন্ত জি, পি, এফ বাবদ ৫,৫৯,৭২১.০০ টাকা সরকারী খাতে জমা দেওয়া দেওয়া হয়েছে। ১-২-৯৯ ইং তাং থেকে ৩১-১-২০০১ ইং তাং পর্যান্ত আই, টি বাবদ কাটা ২,০৩,৮৩১.০০ টাকা সরকারী খাতে জমা দেওয়া হয়েছে।

৫) উক্ত ঘটনা সরকারী অর্থ তছরূপের পর্যায়ে পড়ে না। কারণ অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা গেছে যে বিভিন্ন খাতে কর্মচারীদের বেতন থেকে কাটা টাকা প্রকৃত পক্ষে ব্যাংক থেকে তোলাই হয়নি। বিষয়টির উপর ইন্টারনেল অডিট করানো হয়েছে। একাউন্টেট জেনারেল (অডিট) এর পক্ষে থেকেও স্পেসিয়াল অডিট করানো হয়েছে। অডিট রিপোর্ট অনুসারে বিষয়টি নিয়মিত করণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—'A' & 'B'

শ্রীমানিক দে ঃ— স্যার, গতকাল জম্পুইজলার বি, এস, সির চেয়ারম্যান মহোদয় নিহত হয়েছেন। তিনি একজন জননেতা। উনার নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ সম্পর্কে এক্ষুনি বিবৃতি দাবী করছি। এটা সম্পর্কে আপনি আলোচনার সুযোগ দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি বসুন। আমি এখন রিজলেসন দিকে যাচ্ছি। যদি আপনার বিষয়টি এখানে না থাকে তাহলে আমাকে বলবেন। আর যদি থাকে তাহলে তো কোন প্রশ্ন নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সহ অন্যান্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই অধিবেশনে স্যার, অনেকগুলি প্রশ্ন এসেছে। যেমন, দপ্তরে মোট শূন্য পদের সংখ্যা কত? মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন— তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

স্যার, ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার কোন দপ্তরে কয়েকজনকে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরেও মাননীয় মন্ত্রী বললেন তথ্য সংগ্রাহীন। টি, আর, টি সিতে লোকসান কত? এই প্রশ্নের উত্তরেও মাননীয় মন্ত্রী বললেন তথ্য সংগ্রহাধীন। স্যার, এইরকম অনেক আছে। অথচ সেইদিন দিনে আর একটা দপ্তর উত্তর দিচ্ছে যে মোট কর্মচারীর সংখ্যা

কত। আমি বুঝতে পারছিনা এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর ও আছে জেনারেল এডমিনিষ্ট্রেশন, আরও বিভিন্ন দপ্তর আছে। কর্মচারীর সংখ্যা কত এটার জন্য কাঞ্চনপুরে যেতে হবে না কারণ এটা আগরতলা থেকেই হবে। এই ধরণের মানসিকতা আমি তো বুঝতে পারছি না। আমরা কোয়েশ্চান জমা দিই হাউস চলার ১৫ দিন আগে মিনিমাম। অনেকে তিন মাস আগেও জমা দেয়। এই অভ্যাসটা তো ভাল না স্যার, সুতরাং আপনার মাধ্যমেও আমি মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রীদের আপনি এই ব্যাপারে একটা রুলিং দেবেন এবং এইগুলি যেন ইনফিউচারে না হয়। এইগুলি অনেক বছর ধরে চলছে এবং এবং একবার হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাসও দিয়ে ছিলেন যে এইগুলি খতিয়ে দেখার ব্যাপার আছে। আমি অনুরোধ করব এই ব্যাপারে আপনি প্রয়োজন রুলিং দেবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ** — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় সদস্যের জানার জন্য যেটা বলছি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত যেটা তার খণ্ডিত উত্তর এসেছিল যে কতগুলি দপ্তরের মধ্যে এতটা দপ্তরের তথ্য পাওয়া গেছে আর বাকী দপ্তরের তথ্যগুলি কালেকশান হচ্ছে। এটা ঠিক সংশ্লিষ্ট যে দপ্তর তাদের তরফ থেকে তথ্য একর্ডিংলি দেওয়া উচিত। কারণ বিধানসভায় এটা জানার আছে এবং সবার জন্য দরকার। আমি পরীক্ষা করে যা দেখেছি তাতে যতগুলি দপ্তরের তথ্য আসা দরকার তার অর্ধেকের থেকে কম দপ্তরের তথ্য সেখানে আসেনি। কাজেই এই খণ্ডিত তথ্য দিলে মাননীয় সদস্যদের সেটিসফাইড করা যাবে না। এবং এটা ঠিক নয় সে কারনেই বলা হয়েছে আর একবার চেষ্টা করে এই তথ্যগুলি সবটা একসাথে জানা যায় কি-না। তাই অনেষ্টলি বলছি এটা। সেখানে দেখা গেল দুইটা বা তিনটা দপ্তর যোগ হয়েছে এবং সেটাও দেখা যায় মোর দেন ওয়ান থার্ড সেটাও আসছে না। তাই এটা দেওয়ার চাইতে তথ্য সংগ্রহ করে একটু সময় নিয়ে দিলে অনেক ভাল কারণ ওটা দিলে পর আরও অবজ্ঞা হত কারন যা পেলাম তাই দিয়ে দিলাম এটা ঠিক নয় এটা আমি মনে করি না। আমার নিজের ধারণা আমরা চেষ্টা করছি, তথ্য লুকাবার কিছু নেই। এটা ঠিক আমাদের সরকারী প্রশাসনের মধ্যে যারা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করছেন তারা এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিধানসভায় বিষয়টার যে গুরুত্ব যেটা তারা ইচ্ছা করে অবহেলা করছেন তা না, এটা হয়তো বুঝার মধ্যে তাদের কিছু ঘাটতি এখনও থেকে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের মিনিষ্টাররা যে দিন যে ডিপার্টমেন্টের উত্তর দেবেন সে দিন সেই দপ্তরের উর্ধ্বতন অফিসার থাকা উচিত কারন মিনিষ্টার সব ব্যাপারটা জানাবেন মনে করার কোন কারন নেই। সাপ্লিমেন্টারী পার্টে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয় তার উত্তর মিনিষ্টারের কাছে রেডি নাও থাকতে পারে। প্রশ্নে সাপ্লিমেন্টারী হতেই পারে

তার জন্য কিছু মেটিরিয়েলস্ দপ্তর থেকে দিলে ভাল সেই জায়গায় রেভিনি মিনিষ্টারকে হেলপ্ করার জন্য। তাই এখানে একজন দায়িত্বশীল অফিসার পাঠানো উচিত যে কোন একজনকে পাঠালে হবে না। এটা ইমপ্রুভ হয়েছে কিন্তু এখনও একটা দুইটা দপ্তরের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা গেছে এবং এই মেশানের মধ্যেও আমার দৃষ্টিতে এসেছে। আমি নাম বলতে চাইছি না। ফলে এই দিক থেকে বিধানসভাকে কোন কোন বিষয়ে কোন তথ্য চেপে রাখার প্রশ্ন আসে না। এটা ইম্প্রুভমেন্ট করা দরকার। এই প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর সহ সমস্ত দপ্তরেরই আন্তরিকতার ঘাটতি থাকবে মনে করার কোন কারণ নেই, কাজেই সেই দিক থেকে পরিষ্কার হওয়ার জন্য বলছি। ফলে এদিক থেকে বিধানসভায় কোন বিষয়ে কোন তথ্য চেপে রাখার প্রশ্ন উঠে না। এটা ইমপ্লিমেণ্ট করার স্কোপ আছে এবং ইমপ্লিমেণ্ট করা দরকার। এই প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরসহ সমস্ত দপ্তরেরই আন্তরিকতার কোন ঘাটতি থাকবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। কাজেই সেদিক দিয়ে পরিষ্কার হওয়ার জন্য বিষয়টা বললাম।

শ্রীসুবল দাস :— স্যার, একটা বিষয়, আপনারাতো জানেন ব্যাডমিণ্টনে ইংলণ্ডে খেতাব জয় করেছেন আমাদের বেলালা গোপীচাঁদ। আজকে ক্রিকেট ম্যাচে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ রান করেছেন ভি.ভি এস, লক্ষ্মণ। ২৮১ রান করেছেন। হরবচন সিং হ্যাটট্রিক করেন, তিনি ৭টি উইকেট পান। এগুলি সবই আমাদের দেশের জন্য রেকর্ড এবং গৌরব। এই সভা থেকে তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করতে চাই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** ঠিকই আছে। আমরা আরও বেশী খুশী হব, যদি আমরা কলকাতার এই ম্যাচটায় জিততে পারি। সেটার জন্য অপেক্ষা করছি। এখন যেটা হয়েছে সেটা ভাল। আর আমাদের ব্যাডমিণ্টনে যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তার খেলা আমি দেখেছি। সত্যিই আন-এক্সপেক্টেড। আমরা এই বিধানসভা থেকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা চিঠি পাঠাব। আমাদের-ত বড় বড় রাজ্যের মত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। আর টাকা দিয়ে বোধহয় খুব একটা এগুলির মূল্য হয় না। আর আমাদের ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে, আমাদের ক্রীড়াপ্রেমীদের পক্ষ থেকে ভি, ভি. এস লক্ষ্মণকে অভিনন্দন জানাব। ভি, ভি. এস. লক্ষ্মণ একটা আবিষ্কার, এটা সম্পর্কে অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। তিনি ভবিষ্যতে যাতে আরও ভাল খেলেন সেটাই আমরা চাই এবং আমাদের এই প্রত্যাশা আজকের ম্যাচে যাতে ইণ্ডিয়া জিততে পারে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— ম্যাচটা জেতার পর আপনি যদি একটু মিষ্টিমুখ করান ভাল হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** এটা স্পোর্টস মিনিষ্টার করবেন।

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহাশয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীমানিক দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল "গতকাল ১৪/৩/২০০১ ইং সন্ধ্যায় কল্পাহাই জলা এক বি, এ, সির চেয়ারম্যান, সি, পি, এম, নেতা সম্পদ সিং কলই নিহত হওয়া সম্পর্কে" আমি আজকেই বিবৃতি দাবী করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি আজ বিবৃতি দিতে পারেন তাহলে বলুন না, নতুবা তিনি সময় চাইতে পারেন, আজ অথবা পরে কবে তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রী***মানিক সরকার*** (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি-ত এক্ষুনি দিতে পারব না। ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক, এতে সন্দেহ নেই। কালকে আমি দেব। যেহেতু এটা কাছাকাছি আছে এবং কালকেই লাস্ট ডেইট। এখন এখান থেকে নোটিশ যাবে, তারপর কালেকশান করতে হবে তথ্য। লাস্ট ডেইটের আগে এই ধরনের নোটিশের রেসপন্স করা খুবই কঠিন হয়ে যায়।

শ্রী***মানিক দে :—*** স্যার, বিষয়টা হল কালকে অনেকগুলি বিষয় আছে। তার মধ্যে যাতে এই বিষয়টা বাদ না পড়ে। উনি একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন।

মিঃ স্পীকার :— এটা-ত হাউস ঠিক করবে।

শ্রী***মানিক দে :—*** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেহেলকার বিষয়ে আপনিও জানেন, সবাই জানে। গোটা ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিধানসভা এই সম্পর্কে প্রস্তাব নিয়ে আমরা দেখলাম ২-১টা বিধানসভা রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তেহেলকা নিয়ে আমার মনে হয় এই সভা থেকে আমরাও আমাদের উদ্বেগের কথা রাষ্ট্রপতির দৃষ্টিতে নিতে চাই। কারণ এটা ডিফেন্সের প্রশ্ন, এবং সেটা ন্যাশন্যাল কোয়েশ্চান। সেই প্রশ্নে আমাদের বিধানসভা থেকে আমরা রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে এই সম্পর্কে একটা কিছু হওয়া উচিত।

শ্রী***শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—*** এটা-ত সাব-জুডিস। এটা হয় না।

শ্রী***মানিক দে :—*** কে বলছে সাব-জুডিস? সাসপেণ্ড হয়েছে, ৪ জনকে অ্যাডমিট করেছে, স্বীকার করে নিয়েছে। কাজেই এটা সম্পর্কে এই হাউস থেকে এই জাতীয় ঘটনার নিন্দা করে আমরা

আমাদের উদ্বেগের কথা রাষ্ট্রপতির দৃষ্টিতে আনতে চাই। এই ঘটনার প্রপারলি অ্যানকোয়ারী করা হোক এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে। তার সঙ্গে দেশের স্বার্থ জড়িত, নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। এটা হওয়া উচিত। আপনার পক্ষ থেকে এই বিষয়টা মুভ করা হোক।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটা বিধানসভার এক্তিয়ারে পরে না, এটা লোকসভার ব্যাপার।

শ্রীসমীর দেবসরকার : - স্যার, অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভা নিয়েছে। রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য। ভারতবর্ষ শেষ হয়ে যাচ্ছে। দেশটাকে বিকিয়ে দিচ্ছে, স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে, সংহতি নষ্ট হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব দিয়েছেন এটা গ্রহণ করা উচিত। নিন্দা জানিয়ে একটা প্রস্তাব পাঠানো হোক। আমরা আশা করছি সর্বসম্মতিক্রমে এই নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হবে। দুর্নীতির সঙ্গে কেউ যুক্ত হবে বলে আমরা মনে করি না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিষয়টা সম্পর্কে এখানে মাননীয় সদস্যরা এনেছেন, এটা-ও সারা ভারতবর্ষের মানুষকে বিস্মিত করেছে, স্তম্ভিত করেছে। এখানে যা 'দেখছি' তেহেলকা ডট্ কম্ এটাও প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠার, আমি প্রায় ৬৬ পৃষ্ঠার মত দেখেছি। কিন্তু সবগুলি পড়ে বুঝতেও পারছিনা। টি, ভি তে সমস্ত কিছুর সার সংক্ষেপ করে তুলে ধরেছেন। তো এটা অবাক ব্যাপার যে, দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বাড়ীতে বসে শরীক দলের যে সভানেত্রী তিনি টাকা নিচ্ছেন। যে দলের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা বড় দল, সেই দলের সভাপতি টাকা নিচ্ছেন। এইগুলি টি, ভি, তে তুলে ধরা হয়েছে। এবং তার যে কথা তিনি নিজেই বলছেন যে তিনি নাকি জানতেন না যে এটার সঙ্গে প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম কেনার ব্যাপার যুক্ত রয়েছে। উনি শিশু নাকি। যে বি, জে পি দল দেশ চালাচ্ছে তার দলের লোকই প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেই দলের তিনি সভাপতি, তিনি আগে মন্ত্রী ছিলেন, তাকে বাচাই করে মন্ত্রীত্ব থেকে অবসর দিয়ে দলের যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেই কাজে একেবারে মাথার উপরে বসানো হয়েছে। তিনি কি কিছুই বুঝতে পারছেন না। এই টাকাটা টাকায় নেবেন না ডলারে নেবেন সেটা বলতে পারছেন, আর এইগুলি কিছুই না বুঝে তিনি নিচ্ছেন। তারপর দেখা গেলো সন্ধ্যায় তিনি পদত্যাগ করতে রাজী নন, আবার মধ্যরাত্রিতে পদত্যাগ করছেন। কংগ্রেস-কে অনেক সময় লেগেছিল প্রায় ৪৫ বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে দেখছি এক বছরের মধ্যে এই রকম ঘটনা অত্যন্ত সিরিয়াস

ঘটনা এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে, প্রতিরক্ষার মত বিষয়। এই যে কারগিল নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন এসেছিল তারপর কিছুদিন আগে যে একটা আর্মস্ টার্মস্ থাকে এই ধরনের একটা স্টকইয়ার্ডের মধ্যে আগুন লেগেছিল। এখানে বলা হলো ঘাসটা স আছে এইগুলি থেকে হঠাৎ করে আগুন লেগে গেছে। সূর্য্যের থেকে নাকি আগুন লাগে। যাই হোক এটা হতে পারে কি না, আমি বলতে পারছি না কারণ আমি এক্সপার্ট নই। এটা নিয়েও পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে আউটলুক বলে একটা পত্রিকা আছে সেই আউটলুকের মধ্যে কার্গিলের ব্যাপার এখানে রিভীশন হচ্ছে। এই আউটলুকের মধ্যেই সমস্ত লেখাটেখা বেরুচ্ছে।

একটার পর একটা ঘটনা-প্রতিরক্ষার সঙ্গে যুক্ত। এই প্রতিরক্ষা-এখানে একটা মারাত্মক বিষয়। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি সিনিয়র যারা দপ্তরের যাদের উপরে উনাকে নেক্ষ্ট পোষ্টে প্লেস্‌মেন্ট হওয়ার কথা তাদেরকে টপকে তাদের যারা জুনিয়র তাদের দেওয়া হচ্ছে। একটা ট্রেডিশন যেটা স্বাধীনতার পর থেকে মনে হচ্ছে সমস্ত ট্রেডিশনকে চোরমার করে ভেঙ্গে দিয়ে পছন্দের লোককে বসিয়ে দিচ্ছে। এইগুলি আমাদের জানার কথা না। আর যারা ডিপ্রাইভ্‌ড্ হচ্ছেন-তারা নিজেরাই সরে যাচ্ছেন। এবং তারা বাড়িতে এসে এই সমস্ত কথা বলছেন।

এখন প্রশ্নটা হচ্ছে বিভিন্ন কথা, বিভিন্ন দাবী, বিভিন্ন বক্তব্য পার্লামেন্টের মধ্যে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব বলেছেন। শাসক দলের জোট দেখলাম সেদিন এন, ডি, এ, র বৈঠক হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আমি টি, ভি তে ওয়াচ করছিলাম। তারা বলেছেন যে আমরা এটার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। আমরা পার্লামেন্টের মধ্যে মোকাবিলা করব। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এখানে মাননীয় সদস্যরা যে দাবী এখানে প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গত কারণ রয়েছে। কারণ এটা একটা রাজ্যের ব্যাপার না, রাজ্যের সীমানার ব্যাপার না, একটা দেশের সার্বভৌমত্ব, কস্টাজিক্ত যে স্বাধীনতা-তার সাথে যুক্ত রয়েছে যে প্রতিরক্ষা, হৈস দপ্তরের এই যে দুর্নীতির ব্যাপার তার যে প্রিলিমিনারী রিভীশান আমি বলছি কারণ আজকের পত্রিকায় যারা এটা করেছেন এর আগে যারা ক্রিকেট ম্যাচ ফিক্সিং এর উপর করেছিলেন তাদেরই একটা টীম ছদ্মবেশে আট মাসের চেষ্টায় তারা এই কাজটা করেছেন। এবং তারা বলেছেন যে তাদের কাছে আরো একশ ঘণ্টার রেকর্ড করা আছে। তা থেকে দুই চার ঘণ্টার নির্দিষ্ট কিছু লোককে বাছাই করে একটা হোটেলের মধ্যে দেখিয়েছেন। এবং এরা বলেছেন যে আরো আছে, আরো বড় বড় চাঁই আছে। তো আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই এই যে ঘটনা এটা লজ্জার, ক্ষোভের ঘৃণার ও বেদনার ভয়েরও। কারণ বাজেটের নামে বি, জে, পি, সরকার যেটা উপস্থাপন করেছেন, আমি কালকেও বলেছিলাম যে মনে হচ্ছে তাদের সময় ফুরিয়ে আসছে। তারা চলে যাবেন।

যাওয়ার আগে যা পার লুঠেপাটে নিয়ে যাও। এই রকম একটা তাগদা লক্ষ্য করছি আমরা; দেশপ্রেমের কিছুই না এর মধ্যে। তবে এর মধ্যে তেহেলকা ডট কমের ব্যাপারে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সি. বি. আই এই প্রতিরক্ষা দফতরের কিছু বিষয় নিয়ে গত কয়েকমাস যাবত তারা একটা তদন্ত করছেন। সি বি আই-এর যে প্রধান তিনিই কালকে স্টেটমেন্ট করেছেন। তিনি বলেছেন আমরা যে তদন্তটা করছি তাতে করে যে সমস্ত তথ্য ইত্যাদি আমাদের হাতে আসছে, ৩১শে মার্চের মধ্যে তোমাদের এটা সাবমিট করার কথা ছিল। কিন্তু তেহেলকা ডট কমের এই রিভিলেশানের পরে আমরা দেখছি আমাদের যে ফাইন্ডিংস তার সঙ্গে অনেক জায়গায় সামঞ্জস্য আছে। ফলে আমাদের আর একটু সময় নিতে হবে। আমরা এগুলিও পরীক্ষানিরীক্ষা করে তারপরে আমরা এই জিনিষগুলি শুধু করব। তবে তিনি বলেছেন এই তেহেলকা ডট কম-এ যে তথ্যাদি বেরিয়েছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুব প্রাসঙ্গিক এবং এটাকে কনসিডারেশনে নিতে হবে। অন্য বা কিন্তু কেউ বলছে না, সি বি আইয়ের প্রধান বলেছেন। কাজেই, এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে, এই বিধানসভা জনগণের প্রতিনিধিত্বের জায়গায়, আমাদের ছোট্ট রাজ্য হতে পারে এই রাজ্যের মানুষের যে উদ্বেগ তার বহিঃপ্রকাশ মাননীয় সদস্যদের তোলা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এখানে ঘটছে। আমি মনে করি যে এই কাজটা আমাদেরতো এখান থেকে নিন্দা করতে হবে। তবে পদত্যাগের যে কথা বলেছেন এগুলি আমরা এখান থেকে বলতে চাইছি না। মাননীয় রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া আমাদের তো কোন রাস্তা নেই। আমরা এখান থেকে মাননীয় রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং আর্মড ফোর্স এর যাতে কোন ক্ষতি হতে না পারে মানুষ যাতে নিজেদেরকে বিপন্নবোধ না করেন দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে সৈন্যরা জীবন বাজী রেখে গ্লোসিয়ারের মধ্যে বরফের সঙ্গে মানুষের দম মিশে যাচ্ছে, দুই বছর পর তিন বছর পর সেখান থেকে মৃতদেহ খোঁজে বের করা হচ্ছে। আর সেই জায়গায় তাদের উদ্বেগ যারা তারা এইরকম দেশের স্বাধীনতা নিয়ে যা খুশী তা করবেন তাতো হতে পারে না। কাজেই, এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে হাই লেবেল অব আওয়ার কান্ট্রি সেখানে রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিশ্চয় আমরা এখান থেকে উনাকে অনুরোধ করব অবিলম্বে দ্রুত ব্যবস্থা নিন। গণতন্ত্রকে ধরেছে আর যাতে এটা হতে না পারে অবিলম্বে এটাকে আটকাবার চেষ্টা করুন, তদন্তের ব্যবস্থা করুন। এবং প্রকৃত যারা দোষী অপরাধী ছোট বড় মাঝারি যাই হোক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে দেশকে উৎকণ্ঠা মুক্ত করুন এবং দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য যাযা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সেইগুলি গ্রহণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। মাননীয় সদস্যরা যা বলেছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে আজকের পরিস্থিতি এর বাইরে তো আমার কিছু বলার থাকতে পারে না। আমি আশা করব নিশ্চয় আমার সঙ্গে এই হাউস একমত হবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘটনা যদি সত্যি হয় এটা অবশ্যই উদ্বেগজনক নিন্দনীয় শাস্তি পাওয়ার মত অপরাধ। কিন্তু এই তেহেলকা ডট কম-এর এপিসোড যেটা প্রচারিত করলেন এটা ইট ইজ প্রুভ ফরম এবং সেখানে কপিলদেবের মত লোককেও যিনি দেশের হয়ে সারা জীবন লড়াই করেছেন তাকেও জড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আর এটা যদি সত্যি হয় তাহলে তাদের শাস্তি হওয়া উচিৎ কিন্তু যদি সত্যি না হয় তাহলে সেখানে প্রাক নিন্দা গ্রহণীয় নয়। আমিও দেখেছি কয়েকবার এপিসোডগুলি বিভিন্ন চ্যানেলে। আমি দেখেছি টাকা নেওয়ার সময়, আগে দেখানো হয়েছে লক্ষ্মণকে টাকা গুনছে একশ টাকার নোট কেউ একশ টাকার ঘুষ নেবে আর টাকা গুনে গুনে নেবে ? এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এবং তখন চেহারা দেখানো হয় নাই শুধু হাত আর টাকা দেখানো হয়েছে। একজন সভাপতি সে মাত্র এক লক্ষ টাকা ঘুষ নেবে এক কোটিও নয় এটা বিশ্বাসই করা যায়না। যদি এইরকম ঘটনা হয়ে থাকে সেটা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। কিন্তু তদন্ত হউক। তবে যেখানে প্রমোদ মহাজন বলেছেন যে, এটা নিয়ে আলোচনা হবে এবং চন্দ্রবাবু নাইডু তিনিও বলেছেন এটা আগে তদন্ত হউক। তদন্ত হয়ে যদি সত্যি প্রমাণিত হয় নিশ্চয় আমি উইথড্র করব। কিন্তু নট বিফোর দ্যাট, উই আর নট সাপোরটিং এনি বডি অর নট পুসিং অলসো হুইর প্রপোজাল। কিন্তু হি শুড বি নিউট্রল। এটাই আমার বক্তব্য।

শ্রী জওহর সাহা (কৈলাশহর) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঠিক আজকে তেহেলকার ঘটনা গোটা দেশবাসী উদ্বিগ্ন। আমরাও আমাদের জাতীয় কংগ্রেস এই ব্যাপারে আমাদের দলের তরফ থেকে গতকালও এবং ঘটনার অব্যবহিত পরেই তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আমরা বলেছি এটা দেশের সবচেয়ে দুঃর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশ যাচ্ছে।

আমরাও আমাদের দল জাতীয় কংগ্রেস এই ব্যাপারে আমাদের দলের তরফ থেকে গতকালও এবং ঘটনার অব্যবহিত পরেই তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আমরাও বলেছি এটা দেশের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যতম অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশ যাচ্ছে। আমরাও দাবী করছি রহস্য উদ্ঘাটিত হউক এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হউক। ভারতবর্ষের সবচেয়ে দুর্দিন যদি বলতে হয় আমরা বলব কারগিল যুদ্ধ নয়, চীন যুদ্ধ নয়। আজকের তেহেলকার ঘটনা এটা প্রমান করে যে সব থেকে ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যতম সময় চলছে এখন। ফলে আমরাতো কেন্দ্রীয় সরকারের পদত্যাগ দাবী করছি এবং এই ঘটনায় যারা জড়িত আছে তাদের শুধু পদত্যাগ না তাদের গ্রেপ্তারও আমরা দাবী করছি। ফলে আমাদের তরফে এটাই বলতে পারি সারা ভারতবর্ষের মানুষের সাথে আমরা ক্ষুদ্র রাজ্য হলে পরেও আমাদের এই রাজ্যের মানুষ এটা সমভাবে আমরা

ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন। এরজন্য আমরা চাই আমাদের রাষ্ট্রপতি উনি যাতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাব যে আজকে এই অধিবেশনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে অনেক কথাই বলেছিল এবং মুখ্যমন্ত্রীও তার থেকে বাদ যাননি। আজকে উনাকে বলতে হচ্ছে যে ৪৫ বছর পর কংগ্রেসের মধ্যে দুর্বলতা ধরা পড়েছে। এখন কারো ৪৫ বছর পরে কারো তের মাস-এর পরে কারো তিন বছর পরে আসলে এমন একটা সময় আসে যে দুর্বলতা অনেকের মধ্যেই ধরা পড়ে। হয়ত কেউ সাময়িক এটাকে চাপিয়ে রাখতে চায় কিন্তু সেটাও দীর্ঘদিন চাপিয়ে রাখা যায়না। তাহেলকা এটা আবার প্রমাণ করল। ধন্যবাদ।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে ধন্যবাদ। মাননীয় শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যেটা বলেছেন এটা আসলে সেলফ কনড্রাডেকটরি। কিন্তু আমি যেটা বলব তেহেলকার মাধ্যমে যে বিষয়গুলি বেরিয়েছে উনি বলেছেন এটা সত্য হলে খুশী। না আমি কিন্তু সত্য হলে খুশী হব না। আমি সত্য হলে পরে আরও বেশী উদ্বিগ্ন হবো। আমি চাইব এটা মিথ্যা হউক। পরিস্কার কথা এটা মিথ্যা হউক আমরা চাইব। কারণ, এটা সত্য হলে পরে আমাদের ভবিষ্যত আরও অন্ধকার, মিথ্যা হউক আমরা চাই। কাজেই এটা সত্য না মিথ্যা এটা তদন্তের জন্য একটা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া উচিৎ। কাজেই, এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কোন দলের লোককে এটা আমাদের দেখার বিষয় না। যারা ঘুষ খায় তাদের কাছে একশ টাকা লক্ষ টাকার মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই। মানুসিকতা যখন এই জায়গায় চলে যায় তখন একশ আর লক্ষের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। কাজেই, এইগুলি ছাপাই পাওয়ার পক্ষে কোন দায়িত্ব আমরা এই বিধানসভা থেকে আমরা নেব না। দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এখান থেকে আমাদের যে উদ্বেগ এটা আমরা এক্সপ্রেস করতে চাইছি। আর যদি মনে করেন তেহেলকা তারা এটা একটা কল্পিত ব্যাপার যদি মনে করেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। এইভাবে গোটা জাতিকে এই রকম একটা জায়গার মধ্যে ফেলে দেওয়া নিশ্চয় এটা গ্রহণ যোগ্য হবেনা। ক্রিকেটের ব্যাপারে যেটা বলেছেন সেটা কিন্তু এটাকে ভিত্তি করে আলটিমেটলি কিন্তু কতগুলি বিষয় সেখানে সত্য বলে স্থাপিত হচ্ছে। সি. বি. আইও তার ভিত্তিতে কতগুলি তদন্ত করে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেছে। আমরা সেই জায়গায় যাচ্ছি না। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে প্রশ্ন এই প্রশ্নে যথাপোযুক্ত উদ্যোগ লেহাইয়েষ্ট লেবল অব্ অ্যাওয়ার কান্ট্রি সেখান থেকে গ্রহণ করা উচিৎ। কারণ সরকারের সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। কাজেই, এই জায়গায় তারা কি তদন্ত করবে এখানে এই প্রশ্নটা চলে আসছে। এটা আমরা বলছি না, সবাই বলছে। এই জায়গায় আমরা রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষন করছি। আমরা এখান থেকে এটা

বলব যে আমরা Equally concern, we are drawing your kind attention to intervening this matter and take necessary stepes. So this to this truth can be unearth as soon as posible and this Guilties. They should be booked and taken proper action aganist them. সেটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন (আগরতলা) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি। এবং একচুয়েল ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল না। সুতরাং আমার যে ধারণা আমরা সকলেই স্টার টি ভি, জি-নিউজ যা শুনেছি ততটুকুই। যেখানে চারজন অফিসারকে সাময়িক বর্খাস্ত করা হল জেনারেল চৌধুরী সহ সেখানে অবশ্যই গুরুতর একটা কিছু অপরাধ জনক কাজ হয়ে থাকতে। পারে তাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের পদত্যাগ ও দোষিদের যথাযথ শাস্তির দাবী করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় সদস্য প্রথম পর্বের আলোচনা বোধহয় শুনেননি। তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন আমরা এখানে যে সিদ্ধান্ত নেব সেটি সঠিক হবে কি না সেটি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমরা এখানে বলেছি দেশের সার্বভৌমত্বের স্বার্থে যারা প্রকৃত দোষি তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া হউক।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, যারা জরিত তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হউক। কিন্তু আমরা চাই সরাসরি রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ এবং রাষ্ট্রপতির কাছে অনুরোধ করব প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেওয়া হউক।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আমার কোন আপত্তি নেই যদি সভা ঐক্যমতে পৌঁছতে পারে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, একটা রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসভা একটা কেন্দ্রীয় সরকারকে ডিসমিস্-এর প্রশ্ন আসে না। এটা করা সম্ভব কি ?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যখন একটা চক্রান্তের শিকার হচ্ছে সেখানে প্রকৃত চক্রান্তকারীদেরকে খুঁজে বের করে যথাযথ শাস্তি অবশ্যই দেওয়া দরকার। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে কোন সমঝোতা করার প্রশ্ন আসতে পারে না।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে তিনটা দাবী উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য। আর আমাদের দাবী হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকে ডিস্‌মিস্ করতে হবে।

কার টি, ইউ, সি, এস তারা দাবী করছে প্রকৃত দোষিদেরকে যথাযথ শাস্তি দেওয়া হউক। এখানে আমাদের বিধানসভাতে কি করে তাহলে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারব। আমাদের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারকে বরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত দোষিদেরকেউ শাস্তি দেওয়া হউক।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার আগে তো সি, পি, এম, দাবী করেছে পদত্যাগ করার জন্য কিন্তু যার যার পার্টি দাবী থাকতে পারে। কিন্তু সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে ভাবে প্রস্তাব রেখেছেন এটা ভাল।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমার মনে হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ভাবে বক্তব্য রেখেছেন এটাই গ্রহণ করা উচিৎ।

শ্রীসুরজিত দত্ত (রামনগর) ঃ— স্যার কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আমরা পদত্যাগ চাইছি কিন্তু সি, পি, এম,-এর সঙ্গে আমরা এক হয়ে কোন প্রস্তাবে যাবনা, কারণটা হলো আমাদেরকে ৫০ বৎসর পরে চোর বলা হয়েছে কংগ্রেসকে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়তো বলেছেন

শ্রীসুরজিত দত্ত ঃ— স্যার, এটা উইথড্র করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— বলছেন অবক্ষয়ের যে ধারা এইগুলি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— মাননীয় সদস্যের যুক্তি আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলতে গিয়ে বলছেন যে কেউ কেউ ৪৫ বৎসর পর ধরা পরে কোন কোন ব্যাপারে, এটা বলেছেন। এর জন্য উনি বলেছেন। কিন্তু কারণ আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— তা হলে এটা এক্সসেপ্ট করেছেন।

শ্রীরতন লালনাথ ঃ— এক্সসেপ্ট করার প্রশ্ন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুরজিত দত্ত ঃ— স্যার, এখানে বলেছেন যে ৪৫ বৎসর পরে চোর ধরা পরেছে। এটা উইথড্র করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার, বামফ্রন্টের মন্ত্রী অনন্ত পাল উনাকে কি কারনে মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে সেটা কি এই হাউজে বলেছে। কাত্তিককন্যা দেববর্মাকে কি কারনে বরখাস্ত করা হয়েছে আমরা কিছু বলিনি। অনেক ঘটনা রহস্যবৃত্ত রয়েছে। এটা উঠেনা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বসুন বসুন।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার, আমাদের যে দাবীটা এইটা করলে তখনই আমরা রিজোলেশানকে সমর্থন করব।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, হাউজ কোন পার্টির প্লেটফর্ম হতে পারেনা। এখানে বিভিন্ন দলের সদস্যরা আছেন, তাদের দলের আলাদা বক্তব্য থাকতে পারে। তারা তাদের বক্তব্য পেশ করেছেন এবং আমাদের দলের পার্লামেন্ট যারা আছেন তারা বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই বিধানসভা থেকে এমন প্রস্তাব যাওয়া উচিৎ যাতে এটা সর্ব্বসম্মত হয়। এটা সবচেয়ে ভাল হয়। এখানে অনেক কন্টাডিকটরী বক্তব্য রাখা হচ্ছে। কাজেই আমি মনে করি স্পীকার মহোদয় আপনি চেয়ার থেকে যাতে একটা রেজিলিউশান মোভ করা হয় যাতে এটা সর্ব্বসম্মত ভাবে হয়।

মিঃ স্পীকার :— না, চেয়ার থেকে এইরকম হয় না।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— স্যার, এখানে লিডার অব্ দি হাউজ যে প্রস্তাব রেখেছেন আমার মনে হয়, এতে কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার, আমরা নিন্দা না করলেও কিছু আসে যায়না। তদন্তের জায়গায় তদন্ত থাকবে। যেহেতু হবেনা সুতরাং হাউজ থেকে অধিক এ্যাকশানের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। আমরা কি এখানে আরেকজনকে দেখানোর জন্য এটা করব, তা না। রেজিউলেশান হতে হবে মোস্ট স্পেসিফিক।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি তো অলরেডি বলেছি যে, এখান থেকে ছোট একটি রেজিলিউশান করে আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারি। এটা ডিফারেন্স অব অপিনিয়ন থাকতেই পারে। কাজেই, এই রকম প্রস্তাব তো সংখ্যালঘিষ্ট, সংখ্যা গরিষ্ট এই বিষয়ে যাওয়া উচিৎ না। আমার মনে হয় আমাদের অন্যান্য দলের সদস্যরা তারা চিন্তা ভাবনা করে দেখতে

পারেন। স্পীকার চেম্বারে বসে এবং আমাদের পক্ষ থেকে থাকবে চীফ হুয়িপ। তারা কথা বলে একটি রেজিউলিউশান নিয়ে আসতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা সব দলের নেতারা আমার চেম্বারে যাবেন, ডিসকাশানের পর।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :— রতনবাবু, দীপকবাবু থাকবেন।

মিঃ স্পীকার :— আর শ্যামাচরণ বাবু থাকবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস, প্রশান্ত দেববর্মা এবং জয়গোবিন্দ দেবরায় যে নোটিশটি এনেছেন এটা মনে আছে তো।

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, গত ১৭-০২-২০০১ ইং তারিখে স্থানিয় 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় "ত্রিপুরা পুলিশ আসামে তদন্তের নির্দেশ এস পি, শিরোনামে সংবাদ" সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার উত্তর দেওয়ার জন্য তিনি আজ না পারলে তারিখ ও সময় জানাতে পারেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, তারিখ তো মাত্র একদিন আছে, কাজেই আমি চেষ্টা করব, না পারলে আমাকে ক্ষমা করবেন।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচী তিনটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে গত ১২-৩-২০০১ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "আগরতলা ঢাকা বাস সার্ভিস চালু হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, গত ২৬-২৮ শে ফেব্রুয়ারী ২০০১ ইং ঢাকাতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকে ভারত সরকারের রোড ট্রান্সপোর্ট এবং হাইওয়ে মন্ত্রনালয়, গৃহ মন্ত্রনালয়, বিদেশ মন্ত্রনালয় এবং এসিস্টেন্ট কমিশনার কাস্টমস, উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে চেয়ারম্যান টি, আর, টি সি এবং কমিশনার, ট্রান্সপোর্ট উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারী কম্যুনিকেশন মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের এম ডি এবং অন্যান্যরা।

উপরোক্ত বৈঠকে আগরতলা-ঢাকা বাস সার্ভিস চালু করার জন্য খসড়া চুক্তির প্রোটোকল তৈরী করা হয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০০১-এ এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সম্মিলিত কয়েকজন ঢাকা-ভৈরব বাজার ব্রাহ্মণ বাড়িয়া-আখাওড়া আগরতলা পথ পরিদর্শনও করেন।

খসড়া চুক্তি ও প্রোটোকল এখন ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে। ইতিমধ্যে দু-পক্ষের অপারেটাররা শীঘ্রই মিলিত হয়ে ভাড়া ইত্যাদি চূড়ান্ত করার কথা তারা ট্রায়েল রানও করবেন। ট্রায়েল রানও অপারেটারদের বৈঠক সম্পাদিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে তারিখ নির্ধারিত করার অনুরোধ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বাস সার্ভিস চালু করার প্রস্তুতি ত্রিপুরা সরকার নিচ্ছেন।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, সব মিলিয়ে কবে নাগাদ এই বাস চালু হতে পারে। এই সম্পর্কে ধারনা দিতে পারেন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) **:—**স্যার, আমি তো এখানে লক্ষ্য করেছি যে অফিসার পর্যায়ে খসড়া চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে। এখন দুই দেশের সরকার স্বাক্ষরের বাকি আছে। এখন আমরা আমাদের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সমস্ত বিষয়টা উৎথাপন করেছি। কারন কেন্দ্রীয় সরকার গৃহ মন্ত্রনালয় থেকে সবাই উপস্থিত ছিলেন এখানে আমাদের যারা প্রতিনিধি ছিলেন তারা বলেছিলেন জিনিসটাকে পাকাপাকি করার জন্য উনারা বলেছেন এবং দিল্লিতে গিয়ে সেটা নির্ধারিত করবেন।

এখন সম্পুর্ণ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের উপর নির্ভর করছে। তবে আমরা এইটুকু আশা করতে পারি যে যেহেতু ফয়সলা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বাকিটা খুব দ্রুত হবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— স্যার, ইতিমধ্যে ঢাকা এবং আগরতলায় কয়টা সার্ভিস চলবে, ঢাকা আগরতলা পর্যন্ত এবং তার কোন ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে কি না?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হচ্ছে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের এই যে আলোচনাটা আমরা করছি আসলে বাস যাতায়াত করবে এই বিষয়টা দুই সরকারের চুড়ান্ত হউক, বাস কয়টা যাবে এখানে যে অতিরিক্ত প্রশ্ন, এইগুলি কিন্তু ঠিক হবে না, আমাদের বিধানসভা থেকে বরং এটা বলতে পারি আমাদের সরকারকে যখন অফিসার পর্যায়ে বিষয়টা তখন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে আপনারা ব্যাপারটাকে এক্সপেডাইট করুন চেষ্টা করুন, তারপর বাস টাসের ব্যাপারটা আসবে আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা হওয়া উচিৎ। মাননীয় সদস্য অনুরোধ করব যে যদি সবাই একমত হন আমরা এখান থেকে দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারি।

শ্রীদীপক রায় :— স্যার, বাস যে ক্রয় করা হবে নিশ্চই এটা এয়ার-কণ্ডিশান হবে, মাননীয় টি, আর, টি, সি চেয়ারম্যানও গিয়েছিল, ট্রান্সপোর্ট অফিসার গিয়েছিল, এই চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে তো মোষ্ট প্রোবেবলী দুটো বাস ষ্টার্ট করা হবে যদি আবার ভুল না হয়। এই বাসটা কি কোয়ালিটি এবং এর মূল্য আনুমানিক কত হবে ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** এই দিকে পেতে চাইছি না।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা না করে যতটুকু তাড়াতাড়ি হয় কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করা, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব সমর্থন করছি, আমি সেখানে বলেছি ভাড়াটা কি হবে, কয়টা বাস চলবে তার দুই দেশের অপারেটররা বসে সেখানে চুক্তি করবেন, এই পর্যায়ে আছে এবং বাস কয়টা চলবে এটা আলোচনা হওয়ার পর ঠিক হবে। এই জন্য আমাদের ট্রায়াল রান এইসব করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দৃষ্টি আকর্ষন করেছি। এখন উনি যেটা বলছেন কোন বাস চলবে এ, সি, না নন এ, সি, সবটাই তারা সেখানে ঠিক করবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না বাসটা আগরতলা থেকে কতটুকু পযন্ত যাবে এটা কি ঢাকা পর্যন্ত না কোলকাতা পর্যন্ত, আর যদি ঢাকা পর্যন্ত যায় তাহলে আমাদের রাজ্যের কি লাভ হবে ? কারণ আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমি যা বুঝি যে কোলকাতা যাওয়ার জন্য প্লেনে যে বাস হয় সেটাকে কমানোর জন্য আমাদের সুবিধার জন্য, কিন্তু এখন ঢাকা পর্যন্ত গেলে ঢাকা থেকে ঐখানে আমাদের কিভাবে যাওয়া হবে, এটা একটু পরিষ্কার করে বোঝাবেন কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) **:—** আমাদের যেটা খসরা চুক্তিতে হয়েছে আগরতলা থেকে ঢাকা পর্যন্ত যাবে তার মাল্টিপল ভিসা করার জন্য আম'দের এখানে বলা হয়েছে। ভাড়াটা এখনো চুড়ান্ত হয়নি, দুই দেশের অপারেটররা বসে সেখানে ভাড়া চুরান্ত করবেন এটা সেখানে বলা হয়েছে

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা এবং জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে আনীত গত ১২-০৩-২০০১ ইং তারিখে উংথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্ত।

বিষয়বস্তুটি হলো, "ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ভাণ্ডারীমা থেকে গোবিন্দ বাড়ী পর্য্যন্ত সীমান্ত সড়ক নির্মান সম্পর্কে।"

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ভাণ্ডারীমা থেকে গোবিন্দবাড়ী হয়ে রইস্যাবাড়ী পর্যন্ত প্রায় ১৪১ কি-মি সীমান্ত সড়ক নির্মানের কাজ বর্ডার রোড অরগানাইজেশনের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে সংগ্রহীত তথ্য অনুযায়ী এই অংশের সড়ক নির্মানের কাজের বিবরন নিম্নে দেওয়া হল :—

ক। রইস্যাবাড়ী থেকে ডি, পি পাড়ার দূরত্ব ৫১'৬৩ কিঃ মিঃ। রাস্তার মাটির কাজ ও ছোট স্থায়ী সেতু নির্মানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

খ) ডি, পি পাড়া থেকে বি, আর, পাড়া (১৩'৬৯ কিঃ মিঃ) এবং বি, আর, পাড়া থেকে এম, কে, পাড়া (১৩ ৭০ কিঃ মিঃ) এখনও পর্যান্ত আর্থিক অনুমোদন পাওয়া যায় নাই।

গ) এম, কে পাড়া থেকে গোবিন্দবাড়ী (২০ কিঃ মিঃ) রাস্তার কাজ আগামী আর্থিক বছরে শুরু করার পরিকল্পনা আছে।

ঘ গোবিন্দবাড়ী থেকে ভাণ্ডারীমা (৪২ কিঃ মিঃ) রাস্তা তৈরীর কাজের প্রস্তাব এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত সড়কের এই অংশটি যথা ভাণ্ডারীমা হইতে গোবিন্দবাড়ী হয়ে রইস্যাবাড়ী পর্যন্ত যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির জন্য এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বি, এস, এফ ক্যাম্পের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ এর ব্যবস্থা না থাকায় সীমান্ত পাহারা দেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়েছে ইহা ছাড়া এই অঞ্চলকে উগ্রবাদীরা বিদেশে প্রশিক্ষণ ও ঘাঁটি স্থাপনের জন্য যাতায়াতের মুক্ত অঞ্চল হিসাবে ব্যবহার করছে। এইগুলি বিবেচনা করে রাজ্য সরকার এই অংশের রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং বি, আর, ও কে বার বার চাপ দিচ্ছে। বি, এস, এফ, ও তাদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বর্ডার রোড অরগানাইজেশন এর দৃষ্টি আকর্ষন করেছি।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, রাজ্যের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার ও বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করছে। কিন্তু কাজটা দ্রুত করার জন্য, যাতে তাড়াতাড়ি হতে পারে আবার রাজ্যের নিরাপত্তার প্রশ্নে। এই ব্যাপারে বর্ডার রোড সমূহ অরগানাইজেশন যদি দেরী করে, তাহলে এই কাজটা অন্য কোন সংস্থা দিয়ে করানোর ব্যবস্থা আছে কিনা।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সমস্ত সড়ক রাস্তা তৈরী করার পুরো দায়িত্ব এটা কেন্দ্রীয় সরকারের। তাদের অরগানাইজেশন হচ্ছে, বর্ডার রোড অরগানাইজেশন, তারা তাদের এই

কাজে তাদের নিযুক্ত করেছে। এখন আমি তো বলছি এটা আমার এই কাজ না। আমরা এটা ঠিক করতে পারব না, কোন অরগানাইজেশন এটা নেবেন। বি আর ও এখানে যারা কাজ করছে, তারা যা তথ্য দিয়েছে, সেটা আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি। এটা তো আমরা বার বারই বলেছি, এই জায়গাটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বেশ কয়েকটা বি এস এফ ক্যাম্প আছে। তারা নিজেরাও গাড়ী নিয়ে চলাচল করতে পারে না। হেলিকপ্টার দিয়ে চলাচল করতে হয়। এখানে যেসমস্ত অঞ্চলগুলি আছে, এইগুলিতে প্রায়ই যোগাযোগ নেই। সেই দিক থেকে কাজটা দ্রুত শেষ করার জন্য আমরা চাপ সৃষ্টি করতে পারি। এবং আমরা এখানে সেই কথাটি তুলে ধরেছি। এবং এটা আমি এই সভাতে বলব রাস্তার গুরুত্বের কথা চিন্তা করে, আমরা আবারও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিতে পারি। যাতে এটা দ্রুত সম্পূর্ণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা তথ্য দিয়েছেন সবটা একোরেট না। ১৯৯৯ সন পর্যন্ত গোবিন্দবাড়ী থেকে ভাণ্ডারীমা পাড়া ১৮ কি: মি: রোড ওয়ার্ক এটা কমপ্লিট হয়েছে। তখন তারা মাটি কাটার মেশিন নিয়েছিল, ওটাকে এসে উগ্রপন্থীরা পুড়িয়ে দেয়। এবং তাদের একটা গাড়ী যাওয়ার সময় অনেক লোক মারা যাওয়ার পর ওখানে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারন নিরাপত্তার প্রশ্নে, রাজ্য সরকার-এর কাছে বার বার চেয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা না হওয়াতে তারা রাস্তাতে এবনেডন করে। এখন আবার ১৮ কি: মি: থেকে গোবিন্দবাড়ী কাজটা শুরু হয়েছে। যদিও ঐ রোডটা না। গোবিন্দ বাড়ী থেকে ভাণ্ডারীমা আসলে গোবিন্দবাড়ী পৌঁছলে পরে তারপরে কাজটা বর্ডার রোডস করা যাবে। কাজেই ১৮ কি: মি: থেকে গোবিন্দবাড়ী রোডটা এটা রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা। এই রাস্তার বর্ডার রোড-এর কনস্ট্রাকশন এর ব্যবস্থা যাতে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এখানে প্রশ্নটা এসেছে সীমান্ত সড়কে। বর্ডার রোড করার ব্যাপারে। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য যেটা বলতে চাইছেন সেটা ছাওমনু থেকে যে রাস্তাটা গোবিন্দ বাড়ী গিয়েছে এটা ঠিক যে ২২-২৩ কিলোমিটার রাস্তা হওয়ার পর তাদের উপর আক্রমন সংগঠিত হয়। এটা এন. এ, সির টাকায় হচ্ছে না। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম না। এন, এ, সি টাকা দিয়েছিল এবং এন এ, সি সেখানে বি, আর ওকে এজেন্সি হিসাবে এমন করার জন্য রাজ্য সরকারকে বলেছিল। আমরা সেভাবে বি, আর, ওকে এই কাজটা দিয়েছিলাম এবং এইখানে তাদের উপর আক্রমন হওয়ার পর আজ থেকে প্রায় তিন চার বছর আগে এই কাজটা তারা ছেড়ে চলে আসে। আমরা বার বার বি, আর, ও কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়েছি, এন, এ সি কর্তৃপক্ষের

কাছে নিয়েছি এবং এন, এ, সি থেকে বার বারই এই প্রশ্নটা এসেছে যে যেহেতু তাদেরকে আমরা টাকা পয়সা প্লেইস করছি তারা কাজ করছে তাদের যে হিসাব নিকাশ এই সমস্ত সবকিছু তাদের দেখবার দরকার। তাদের হাত থেকে নিতে গেলে এমনিতেই তারা ঠিকমত করছে না। আমরা এন. এ. সি-কে এই কথা বলেছি যদি বি, আর ও করতে রাজী না থাকে তাহলে আমরা রাজ্য সরকার কাজটা হাতে নিতে চাই। আমাদের পূর্ত দপ্তর এই কাজটা করবে। আমি এটুকু বলতে পারি এন. এ. সি-র সঙ্গে বি, আর. ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে। এই সমস্ত আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে এবং আমরা আশা করছি আগামী হয়তো কয়েক মাসের মধ্যে এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এবং বি, আর, ও তারা জানিয়েছে যে তারা এই কাজ নেবেন না রাজ্য সরকারকে করতে হবে। এন. এ, সি যখন আমাদের এই নির্দেশ দেবেন তখন এই কাজ শুরু করার পক্ষে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। এন, এ, সি এই সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই এখানে চূড়ান্ত হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— উনি বলছেন এটা বর্ডার রোড না। আমি বর্ডার রোডের কথা বলছি না। এটা বর্ডার রোড করতে গেলে আগে গোবিন্দ বাড়ী রোডটা কমপ্লিশন করাতে হয়। কাজেই যত শীঘ্রই সম্ভব এন. এ. সি-র সঙ্গে কথাবার্তা বলে এই রোডটা কমপ্লিশন করার ব্যবস্থা করাবেন কিনা এবং এর বর্ডার রোড অরগানাইজেশন যাতে কাজটা করে সেটা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হবে কিনা। কারন সেখানে তিনটা বি, এস এফ ক্যাম্প আছে। এখনও এরা ডুপিং করে তাদের খাদ্য সরবরাহ করতে হয় এবং তারা পায়ে হেটে ৪০ কিলোমিটার আসতে হয়। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য দুর্ভোগ আর কিছু নাই। আমাদের পুলিং পার্টিকেও এখানে হেলিকপ্টারে ড্রপ করতে হয়। কাজেই এই রাস্তাটা গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— এটা নিয়ে কোন প্রশ্ন নাই। রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আমরা দ্রুত শেষ করতে চাই। কিন্তু এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এই গত ছয় মাসের মধ্যে এই এন. এ. সি. বি আর ও এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধির বার কয়েক মিটিং হয়েছে। সেটা একটা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে। বি, আর. ও তারা এখন ফাইন্যালী জানিয়ে দিয়েছে এই কাজ তারা করবেন না! সুতরাং আমাদের রাজ্য সরকার এখানে আছে আমরা যখনই দায়িত্ব পাব এন এ. সি যখন করবে এবং বলবে তখন থেকেই আমরা কাজটা শুরু করব। এটা নিয়ে কোন কোন গভর্ণমেন্ট এন এ, সি যদি কাজটা করতে না চায় তাহলে আমাদের দিক থেকে বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই রাস্তার গুরুত্ব সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার ঃ - উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায়

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস, শ্রীকাশীরাম রিয়াং এবং শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক গত ১০-৩-২০০১ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো, বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ২-০১ ইং সনের "দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম পাতার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কলামে "ও, এন, জি, সি-র সার্ভের কাজে নিযুক্ত অপহৃত বাকি শ্রমিকদেরও হত্যা করে কবর দেওয়া হয়েছে। স্বীকারোক্তি :

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯-০৫ ২০০০ ইং তারিখে টাকারজলা থানাধীন অর্জুনঠাকুর পাড়া হইতে ও, এন, জি, সি-র অস্থায়ী ১২ জন শ্রমিককে আনুমানিক সকাল ১০ টায় একদল অস্ত্রধারী উগ্রপন্থী অপহরন করে নিয়ে যায়। উক্ত ঘটনায় টাকারজলা থানায় ১০/২০০০ নং মামলা ভাঃদঃবিঃ ৩৬৫ (ক) এবং অস্ত্র আইনে ২৭ ধারা নথীভুক্ত হয়।

গত ২২-০৩-২০০ ইং তারিখে অপহৃত ১২ জনের মধ্যে শ্রীবিপ্লব মজুমদার ও শ্রীইন্দ্রজীৎ নাগ উগ্রবাদীদের কবল থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। আর ১০ জনকে মুক্ত করার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস চালানো সত্বেও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। পুলিশ এই ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে শ্রী. হেমন্ত দেববর্মা (এন, এল, এফ, টি সহযোগী) কে গ্রেপ্তার করে। হেমন্ত দেববর্মার স্বীকারোক্তিতে পুলিশ ব্রজেন্দ্র পাড়ার পাইলাভাঙ্গা থেকে তিনটি কংকাল মাটির তলা থেকে ১৩-০২ ২০০১ ইং তারিখে উদ্ধার করে এবং ১৯-২-২০০১ ইং তারিখ ব্রজেন্দ্রনগর পাড়া থেকে আরো চারটি কংকাল উদ্ধার করা হয়। ২১-২-২০০১ ইং তারিখ ধৃত এন, এল, এফ, টি-র সদস্য শ্রীজহরলাল দেববর্মার স্বীকারোক্তিতে টাকারজলা থানাধীন উজান ঘনিয়ামারা শ্যামনগর এলাকা থেকে আরো তিনটি কংকাল উদ্ধার করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে ধৃত এন, এল, এফ, টি সদস্যদের স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে ১০টি নর কংকাল মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা হয় তারা সকলেই ও, এন, জি, সির শ্রমিক ছিল এবং গত ১০-৩-২০০ ইং তারিখে অপহৃত হয়েছিল।

তবে কোন্ নরকংকালটি কোন শ্রমিকের তা সনাক্ত করা যায় নাই। উক্ত ১৯টি নর কংকালই সঠিক আত্মরূপ করার জন্য কোলকাতার সেন্ট্রাল ফরেনসিক্ সায়েন্স ল্যাবটারীতে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

অপহৃতদের নাম ঠিকানা নিম্নরূপ :—

১) সর্বশ্রী সুবল দাস, পি, মৃত নিখিল দাস, বাগমারা, মেলাঘর।

২) সর্বশ্রী পিটু দাস, পি শ্রীসুবল দাস, বাগমারা, মেলাঘর।
৩) " সোনামনি দাস, পি. মৃত ভানু দাস, বাগানবাড়ী খোয়াই।
৪) " মরণ দাস, পি. হরেন্দ্র দাস, তকছাপাড়া, মেলাঘর।
৫) " শ্যামল দাস, পি. রসরাজ দাস, ঐ
৬) " লিটন নমঃ দাস, পি. কালীপদ নমঃ দাস, চন্দ্রনগর, উদয়পুর।
৭) " শেখর দাস নমঃ পি নারায়ণ নমঃ দাস ঐ
৮) " প্রনয় চক্রবর্ত্তী পি নিলরতন চক্রবর্ত্তী, পালাটানা, উদয়পুর।
৯) " দীপক দাস, পি. সুনীল দাস, কালীর বাজার, মেলাঘর।
১০) " মনু ওরফে মরণ দাস, পি. হরেন্দ্র দাস, তকছাপাড়া, মেলাঘর।
১১) " বিপ্লব মজুমদার, পি. যদু মজুমদার, মির্জা, উদয়পুর।
১২) " ইন্দ্রজীৎ নাগ, পি ক্ষেত্রমোহন নাগ, ঐ

মামলাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীদীপককুমার রায় ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন ঠিকেদার অমূল্য দাস তিনি বলছিলেন যে আমার সঙ্গে বৈরীদের কথা হয়েছে আপনারা যাবেন না। তার কথার উপর বিশ্বাস রাখতে গিয়ে এই অবস্থাগুলি ঘটেছে। দ্বিতীয় ঠিক একইভাবে ১১জন কাঠুরিয়া ফলকোছড়া থেকে চার মাসের আগে অপহরণ হয়েছিল। এখন পর্য্যন্ত তার কোন উদ্ধারের সংবাদ নেই এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কিনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— দ্বিতীয় যেটা বলেছেন সেটা চট করে কিছু বলা কঠিন। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অপহরণের উপর ভিত্তি করে কিছু বলা ঠিক না। স্বাভাবিক কারণে অপহরণের উপর কিছু কমেন্ট করতে যাচ্ছিনা। প্রথমত যেটা বলছেন যে বেসরকারী ঠিকেদার থেকে যে শ্রমিকদের নিয়ে এসেছেন ঘটনা ঘটার পর বিভিন্ন সময়ে পুলিশের কর্তৃপক্ষের সাথে কথাবার্তা আমি বলার চেষ্টা করি তাতে মাননীয় সদস্য যা বলছেন এর উপর কথার কিছু রেশ পাওয়া যায়নি। আসলে যাদের নিয়ে ঘটনা তাদের ১০ জনকে আমরা হারালাম। বাকি যারা ফিরে এসেছেন তাদের সঙ্গে কথা বললে পরে পুলিশ কিছু ক্লু পেতে পারে।

শ্রীদীপককুমার রায় ঃ— এই শ্রমিকরা সেখানে পেটের তাগিদে কাজ করতে গিয়েছিলেন। উদেরকে ওরা আশস্ত করেছিলেন উদের উপর বিশ্বাস করে ওরা কাজ করতে গিয়েছিলেন। এখানে এই ঘটনাগুলি সত্য হয়ে থাকলে এটা অনুসন্ধান ক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** প্রথমে যেটা বলছি ওই শ্রমিকরা ওখানে কি করে গেল কেন তারা পুলিশকে জানালেন না, সিকিউরিটি ছাড়া কি করে যেতে পারল, পুলিশের কাছে এটা প্রশ্ন ছিল। এবং যেটা বলছেন ঠিক যে এইভাবে ঘটনা ঘটলে এতগুলি জীবন নষ্ট হল। পরিবারগুলি বিপন্ন অবস্থায় এই দায়িত্ব নিয়ে নিজে যে কাজ করলেন এখানে সেই দায়িত্ব কিভাবে কথা বলবেন তিনি ভাল জানেন। কিন্তু যেটা বলছেন নিশ্চয় সেগুলি তদন্ত করব। প্রথম থেকে এটা আমাদের নজরের মধ্যে আছে। এবং আমরাও এন জি সি কর্তৃপক্ষকে বলেছি দুই এক দিন দেরী হবে, একমাস দেরী হতে পারে কিন্তু আমাদের এই ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন কেন আপনারা করছেন। আপনারা চাইছেন ফোর্স। তার জন্য টি.এস.আর আমরা ডিপয়েট করছি। তারা টাকা দিয়েছেন, তাদের কমিট এর উপর ভিত্তি করে আলাদা করে আমরা ব্যাটেলিয়ন করার চেষ্টা করছি। কাজেই এই যে ঘটনা ঘটে গেল তাদের কি দাঁড়াল ? একটা ঘটনার জন্য আরও পাঁচটা জায়গায় কাজ ডিসটার্ভ হয়ে গেল। পুলিশ সেখানে ঘুরছে। সাধারণ মানুষের উপর উদ্বেগ। পরিবারগুলি বিপন্ন। এটা হওয়া ঠিক না উনি যা বলেছেন সেটা ঠিক, নিশ্চয় আমরা চাই তদন্ত করব। এবং এই সমস্ত তথ্য মাননীয় সদস্য যা বলেছেন যদি আরও কিছু তথ্য থাকে তাহলে এগুলি পুলিশের তদন্তের স্বার্থে দিলে সুবিধা হবে।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (বামুটিয়া) **:—** যারা এই ১০ জন শ্রমিকদের নরকংকাল পাওয়া গেল সেটা চিহ্নিত করার জন্য বাইরে পাঠানো হয়েছে। আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি। এদেরকে সরকারী ভাবে কোন সুযোগ দেওয়া হয় কিনা এবং না হয়ে থাকলে কবে নাগাদ তদন্তি রিপোর্ট দেওয়া হবে এই সম্পর্কে জানতে চাইলাম।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** তারিখ তো বলা যাবে না যেহেতু এক্সট্রিমিষ্ট এর দ্বারা খুন হয়েছে, জীবন দিয়েছে। আমাদের যে নরম্যাল প্যাকেজ আছে তাদের নিশ্চয় আমরা সাহায্য করব। তারা নিশ্চয় সাহায্য পাবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিস পেয়েছি। নোটিশটি দিয়েছে মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল। নোটিশটি বিষয়বস্তু হল "ডিউ টু নন্ মার্কেটিং ভাইয়াবল দি গ্রসার ফ্রেসিং অব এক্যোট ইকোনমিক প্রবলেম"। আমি মিঃ রাংখলকে প্রস্তাব উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি এবং কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ না পারেন তাহলে তারিখ ও সময় জানাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি কালকে এর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার অবগতির জন্য বলছি আরও তিনটি-চারট দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশের জবাব দিতে হবে। এছাড়া শর্ট ডিসকাশন আছে আরও অনেক বিজনেস বাকী আছে। সুতরাং আমি অনুরোধ করবো বিষয়গুলি লে, করে দেওয়ার জন্য। এবং পাবলিক ইমপরটেন জন্য যে বলেছেন, আমার চেম্বারে যান আমি সেটা বুঝিয়ে দেব। পাবলিক ইমপরটেন বলতে যা বুঝায় এগুলিতে এটা আসে না। রেফারেন্স বা কলিং এটেনশন পাবলিক ইমপরটেন্সের চেয়ে অধিক গুরুতর। কাজেই এগানে এখানে এটা দেওয়া ঠিকনা।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস ঃ— এটাকে চক্রান্ত করেছেন। এই বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টি. সি. এস অফিসারদের ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করে দেওয়া সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার ঃ-- উত্তরগুলি সভার টেবিলে লে, করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** যেটা চক্রান্ত করেছেন বলেছেন সেটা মোটেই ঠিক নয়। উনাকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। আপনি তো বিষয়গুলি জানতে চেয়েছেন আমি আপনাকে ডিটেইলস দেব, আই হল্ল ইউ।

মিঃ স্পীকার ঃ-- এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্যান্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS 2 p m.

FORMATION OF ASSEMBLY COMMITTEES

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, এখন আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে ২০০১ ইং সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০০২ ইং সালে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, এ্যাষ্টিমেটস কমিটি, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটি কমিটি অব ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল্ড ট্রাইবস এবং কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাষ্টস্ গঠনের জন্য সদস্য মহোদয়দের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে গত ৫-৫-২০০১ ইং তারিখে আমি ঘোষনা দিয়েছিলাম। তদানুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির জন্য এগারটি করে মনোনয়নপত্র যথা সময়ে পাওয়া গিয়াছে। সবগুলি মনোনয়নপত্রই এই বৈধ এবং কোন সদস্যই উনার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন নাই। উপরোক্ত কমিটিগুলির সদস্য সংখ্যা ১১জন। মনোনয়নয়পত্রও পাওয়া গিয়েছে ১১টি করে এবং সবগুলি বৈধ। কাজেই, নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। তাই আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী সদস্য মহোদয়দের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।

নির্বাচিত সদস্য মহোদয়বের নাম হলো :—

পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি

১) শ্রীরতনলাল নাথ, সদস্য,
২) শ্রীমানিক দে, সদস্য,
৩) শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,
৪) শ্রীসুধন দাস, সদস্য,
৫) শ্রীঅমিতাভ দত্ত, সদস্য,
৬) শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা, সদস্য,
৭) শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী, সদস্য,
৮) শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা, সদস্য,
৯) শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়, সদস্য,
১০) শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস, সদস,
১১) শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়কে পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

২) এ্যাস্টিমেটস্ কমিটি

১) শ্রীবাসুদেব মজুমদার, সদস্য,
২) শ্রীপ্রনব দেববর্মা, সদস্য,
৩) শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং, সদস্য,
৪) শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিন্হা, সদস্যা,
৫) শ্রীরতিমোহন ত্রিপুরা, সদস্য,
৬) শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা, সদস্য,
৭) শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা, সদস্য,
৮) শ্রীসুবোধ নাথ, সদস্য,
৯) শ্রীবিল্লাল মিঞা, সদস্য,
১০) শ্রীকাজলচন্দ্র দাস, সদস্য,
১১) শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্যপরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারামতে আমি শ্রী বাসুদেব মজুমদার মহোদয়কে এ্যাস্টিমেটস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৩) পাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটি

১) শ্রীসমীর দেব সরকার, সদস্য,

২) শ্রীমানিক দে, সদস্য,
৩) শ্রীঅনিল চাকমা, সদস্য,
৪) শ্রীপ্রনব দেববর্মা, সদস্য,
৫) শ্রীমতী বৈজয়ন্তী কলই, সদস্যা,
৬) শ্রীমতী সন্ধ্যারানী দেববর্মা, সদস্যা,
৭) শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, সদস্য,
৮) শ্রীসুবোধ নাথ, সদস্য,
৯) শ্রীবিল্লাল মিঞা, সদস্য,
১০) শ্রীকাজলচন্দ্র দাস, সদস্য,
১১) শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৪) কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাস্টস্

১) শ্রীসুধন দাস, সদস্য,
২) শ্রীঅমিতাভ দত্ত, সদস্য,
৩) শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা, সদস্য,
৪) শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা, সদস্য,
৫) শ্রীমতীবিজয়লক্ষ্মী সিন্হা, সদস্যা,
৬) শ্রীমতীসন্ধ্যারানী দেববর্মা, সদস্যা,
৭) শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়, সদস্য,
৮) শ্রীকাজলচন্দ্র দাস, সদস্য
৯) শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস, সদস্য,
১০) শ্রীদীপককুমার রায়, সদস্য,
১১) শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীসুধন দাস মহোদয়কে কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাষ্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৫) কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউল ট্রাইবস

১) শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,
২) শ্রীঅনিল সরকার, সদস্য,

৩) শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা, সদস্য,
৪) শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং, সদস্য,
৫) শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা, সদস্য,
৬) শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, সদস্য,
৭) শ্রীমতীবৈজয়ন্তী কলই, সদস্যা,
৮) শ্রীবিজয়কুমার রাংখল, সদস্য,
৯) শ্রীকাশীরাম রিয়াং, সদস্য,
১০) শ্রীবীরজিৎ সিনহা, সদস্য,
১১) শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, সদস্য,

ত্রিপুরার বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব ট্রাইবস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

ঘোষণা

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে জানাচ্ছি যে, বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ২০০১ইং সালের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০২ ইং সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে. এখন আমি কমিটিগুলির নাম এবং কমিটিগুলির নাম এবং কমিটিগুলির চেয়ারম্যানদের নাম একসঙ্গে ঘোষণা করছি।

১) বিজনেস অ্যাডভাইসরী কমিটি

১) শ্রীজীতেন্দ্র সরকার, স্পীকার, অ্যাক্স অফিসিও চেয়ারম্যান
২) শ্রীসুবল রুদ্র, ডেপুটি স্পীকার অ্যাক্স অফিসিও, সদস্য,
৩) শ্রীকেশব মজুমদার, মন্ত্রী, সদস্য,
৪) শ্রীপবিত্র কর, মন্ত্রী, সদস্য,
৫) শ্রীমানিক দে, সদস্য,
৬) শ্রীজয়গোবিন্দ দেব রায়, সদস্য,
৭) শ্রীবীরজিৎ সিন্হা, সদস্য,
৮) শ্রীকাশীরাম রিয়াং, সদস্য,
৯) শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৩ নং ধারা মতে অধ্যক্ষ মহোদয় বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

২) রুলস্ কমিটি

১) শ্রীজীতেন্দ্র সরকার, স্পীকার, এ্যাক্স অফিসিও, চেয়ারম্যান

২) শ্রীসুবল রুদ্র, ডেপুটি স্পীকার, এ্যাকস্ অফিসিও, সদস্য,
৩) শ্রীঅমিতাভ দত্ত, সদস্য,
৪) শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,
৫) শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিন্‌হা, সদস্যা,
৬) শ্রীবাসুদেব মজুমদার, সদস্য,
৭) শ্রীসুদীপ রায় বর্মন, সদস্য,
৮) শ্রীবিজয়কুমার হ্রাংখল, সদস্য,
৯) শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৫৯ নং ধারা মতে অধ্যক্ষ মহোদয় রুলস্ কমিটির হিসাবে নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

৩) <u>কমিটি অন প্রিভিলেজ</u>

১) শ্রীঅমিতাভ দত্ত, চেয়ারম্যান,
২) শ্রীসমীর দেব সরকার, সদস্য,
৩) শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা, সদস্য,
৪) শ্রী সুধন দাস, সদস্য,
৫) শ্রীমতীসন্ধ্যারানী দেববর্মা, সদস্যা,
৬) শ্রীপ্রনব দেববর্মা, সদস্য,
৭) শ্রীসুদীপ রায় বর্মন, সদস্য,
৮) শ্রীরতনলাল নাথ, সদস্য,
৯) শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয়কে কমিটি অন প্রিভিলেজ-এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৪) <u>লাইব্রেরী কমিটি</u>

১) শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়, চেয়ারম্যান,
২) শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা, সদস্য,
৩) শ্রীসুবোধ নাথ, সদস্য,
৪) শ্রীমতীবৈজয়ন্তী কলই, সদস্যা,
৫) শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, সদস্য,
৬) শ্রীমতীবিজয়লক্ষ্মী সিন্‌হা, সদস্যা,

৭) শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা, সদস্য,
৮) শ্রীকাশীরাম রিয়াং, সদস্য,
৯) শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেব রায় মহোদয়কে লাইব্রেরী কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৫) কমিটি অন ডেলিগেটেড লেজিসলেশান

১) শ্রীপ্রনব দেববর্মা চেয়ারম্যান
২) শ্রীঅনন্ত পাল সদস্য
৩) শ্রীবাসুদেব মজুমদার সদস্য,
৪) শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়, সদস্য,
৫) শ্রীসুধন দাস, সদস্য,
৬) শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং সদস্য,
৭) শ্রীবিল্লাল মিঞা, সদস্য,
৮) শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস, সদস্য,
৯) শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধরার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রনব দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন্য ডেলিগেটেড লেজিসলেশান কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৬) কমিটি অন গভর্ণমেণ্ট এস্যুরেন্স

১) শ্রীমানিক দে, চেয়ারম্যান,
২) শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং, সদস্য,
৩) শ্রীমতীসন্ধ্যারানী দেববর্মা, সদস্য,
৪) শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,
৫) শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, সদস্য,
৬) শ্রীমতীবৈজয়ন্তী কলই, সদস্য,
৭) শ্রীকাঞ্চনচন্দ্র দাস, সদস্য,
৮) শ্রীরতনলাল নাথ, সদস্য,
৯) শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৭ ধারায় ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়কে কমিটি অন গভর্ণমেণ্ট এ্যাস্যুরেন্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৭) কমিটি অন পিটিশন

১) শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা, চেয়ারম্যান,
২) শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা, সদস্য,
৩) শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী, সদস্য,
৪) শ্রীমতী বৈজয়ন্তী কলই, সদস্যা,
৫) শ্রীমতী সন্ধ্যারানী দেববর্মা, সদস্যা,
৬) শ্রীসুবোধ নাথ, সদস্য,
৭) শ্রীবিল্লাল মিঞা, সদস্য,
৮) শ্রীবীরজিৎ সিংহা, সদস্য,
৯) শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন্ পিটিশান-এর চেয়ারম্যান হিসাব নিয়োগ করছি।

৮) কমিটি অন এ্যাবসেন্স অব মেম্বারস

১) শ্রীঅনিল চাকমা, চেয়ারম্যান,
২) শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা, সদস্য,
৩) শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিনহা, সদস্যা,
৪) শ্রীপ্রনব দেববর্মা, সদস্য,
৫) শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী সদস্য,
৬) শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা, সদস্য,
৭) শ্রীবিজয়কুমার রাংখল, সদস্য,
৮) শ্রীবীরজিৎ সিনহা, সদস্য,
৯) শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারায় ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয়কে কমিটি অন্ এ্যাবসেন্স অব মেম্বারস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— ৯) হাউস কমিটি

১) শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী, চেয়ারম্যান,

২) শ্রীসুধন দাস. সদস্য.
৩) শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা. সদস্য.
৪) শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা, সদস্য.
৫) শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী. সদস্য.
৬) শ্রীঅনিল চাকমা. সদস্য.
৭) শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস. সদস্য.
৮) শ্রীবিল্লাল মিয়া, সদস্য.
৯) শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, সদস্য.

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী মহোদয়কে হাউস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

RESOLUTION

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, গত ১৪-৩-২০০১ ইং তারিখে সিলেক্ট কমিটির মাননীয় চেয়ারম্যান তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, "দি রিপোর্ট অব দি সিলেক্ট কমিটি অন্ দি ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি বিল, ২০০০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ২০০০)" এই সভায় উৎথাপন করেছিলেন। উক্ত রিপোর্টটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি রিজলিউশানের নোটিশ দিয়েছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে উক্ত রিজলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশনটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

Shri Manik Sarker (Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir, I big to move the following Resolution on the Report of the Select Committee on "The Tripura District Planning Committee Bill 2000 (Tripura Bill No. 13 of 2000).

The Select Committee after elaborate discussion, deliberations and careful considerations recommend that "The Tripura District Planning Committee Bill, 2000" may be allowed to remain pending and the House may consider adopting a Resolution on the following lines and send the same to the Union Government : --

That Article 243 ZD of the constitution of India enjoins that there shall be a District Planning Committee for each Discrict to consolidate

the plans prepared, by the Panchayats and the Municipalities in a District and to prepare a draft Development plan for the District as a whole. But in view of the provisions of the Article 243ZC the provioions relating to District Planning Committee like other provisions relating to Panchayats and Municipalities do not apply in the Tripura Tribal Areas Autonamous District Council. In Tripura every Revenue District comprises both the areas of the Tripura Trible Areas Autonoomous District (A.D.C.) and the non-ADC areas. If a District Planning Committee is constituted only for areas excluding ADC Areas, the development plan would only be for a part of the District and not for whole. As a result, there would be no consolidated and Comprehensive development paln for the whole of the District only contemplated by Article 243ZD. To overcome this difficulties "The Tripura District Planning Committee Bill, 2000" proposes to constitute District planning committee for consolidation of plan of Panchayats and Municipalities only. Then, to reconsolidate the plan fully with the plans of the Tripura Tribal Areas Autononmous District Council a Greater District Planning Comnittee is proposed to be constituted by making provisions under entry five of the State list and twenty of the State list and twenty of the concurrent list.

This House, therefore, urges the Union Government to examine in the context of exceptional situation in Tripura, whether the mandate in the Article 243ZD to have a draft development plan for the District as a whole can be complied with by making such provisions as conteplated in the proposed Bill. The Union Government is also urged to consider suitable amendment of the Constitution for extending the provisions relating to Panchayats and Municipalities to the areas under the Tribal Areas Autonomous District Council also.

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আর আলোচনা করার দরকার নেই কারণ গতকালই আমরা সবাই আলোচনা করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আলোচনার পর গত কালকে আমরা সিলেকট্ কমিটির টোটাল যে ডেলিভারেশার তার রিপোর্ট সাবমিট করেছি এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা হাউসে একটা কংক্রিট রেজিলিউশান আনলাম এবং সেটা হাউসে রাখলাম। এখন যদি এই সম্পর্কে হাউস থেকে কেউ ভিন্নমত পোষন না করে থাকেন তাহলে সেটা এ্যাকসেপট্ করে নিয়ে আমরা এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দৃষ্টিতে পাঠাতে পারব।

মিঃ স্পীকার :- এটা ঠিক আছে, সিলেকট্ কমিটির মেম্বাররা এটা দেখেছেন কিন্তু আদারস্ মেম্বার যারা আছেন ওনাদের ওপিনিয়ন রাখতে পারেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, এটা নিয়ে গতকালই আলোচনা হয়েছে হাউসে তাই তার আলোচনার দরকার নেই।

মিঃ স্পীকার :— এটা নিয়ে আলোচনার আর দরকার নেই তাহলে আমি ধরে নিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে রেজিলিউশানটি এনেছেন এটা সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

GOVERNMENT BILL—Considered and Passed

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :—

"The Salery, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly, (Tripura) (Sixteenth Amendment) Bill, 2001 (Tripura Bill No. 3 of 2001.)

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি সংসদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Keshab Mazumdar (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move the Salery, Allowances and Pensions of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Sixteen Amendment) Bill, 2001 (Triputa Bill No. 3 of 2001.)" be token into consideration.

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— ৬০ জন মেম্বারের জন্য যদি ৩ লক্ষ টাকা করে হয় তাহলে এক কোটি ৮০ হাজার টাকা লাগে কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ৭৫ লক্ষ টাকা হলে হয়ে যাবে এটা অসত্য ভাষণ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— টাকার এই জায়গাটা মিসটেইক হয়েছে। টাকা সবটাই দেওয়া হবে। এখানে বক্তব্যের কিছু নেই। আগে যে টাকাটা ব্যয় হযেছিল মেম্বারস্ ডেভালাপমেন্ট ফাণ্ড, সেটার মধ্যে মেম্বারদের কথা বলা হয়েছে কিন্তু এখানে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, চীফ মিনিষ্টার, অন্যান্য মিনিষ্টারস। তাদের জন্য আলাদা করে বিল না এনে ফর দিস পারটিকুলার পারপাস আমরা এই মেম্বারদের ডেফিনিশানটা সেখানেই অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা। মেম্বার বলতে চীফ মিনিষ্টার, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, অন্যান্য মিনিষ্টার সব বোঝায়।

শ্রীরতন লাল নাথ :- স্যার, এক মিনিটের বক্তব্য। এটার ভাগ্য যেন দি ত্রিপুরা অ্যানসিয়েন্ট মনুমেন্টস্ অ্যাণ্ড আরকিওলজিক্যাল সাইট্স অ্যাণ্ড রিমেইনস অ্যাক্টের মত না হয়। ৯৬ সনে বিল পাশ হল, আজকে ২০০১ সন ৭ বৎসরে রুল্স হয়নি। বিল পাশ হলে কি হবে সেটা যাবই হোক সেটা আইনে পরিনত না হলে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত রুল্স না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত করা যায়না। সুতরাং দপ্তরের মন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। ডিপার্টমেন্ট এখন ঢিলা হয়ে গেছে। একটু নাট বল্টু টাইট করেন। তারা আমলা মানুষ, তাদের চাপে না রাখলে তাদের দিয়ে কোন কাজ করাতে পারবেন না। এটা আমার পারসনেল অনুরোধ। নতুবা কিছু লাভ হবে না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের উৎকণ্ঠার কোন কারন নাই। অলরেডী রুলস্ ফ্রেমড। এটা-ত কেবিনেট অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। তারপর প্লেইস্ড হবে। অর্থাৎ নেক্সট সেশানে প্লেইস্ড হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, এটার সঙ্গে খুব বেশী রিলেটেড না হলেও মোটামোটি রিলেটেড বলে আমি মনে করি। সেলারি বা পেনশন আমরা দেখি সময়ে সময়ে বাড়ে, কমে এই হাউসে। একটা জিনিস দেখেছি যারা পেনশন হোল্ডার এম. এল. এ হোক আর মন্ত্রীই হোক পেনশন হোল্ডার হলে সব সমান, তারা যখন ত্রিপুরা ভবনে যান কলকাতায় হোক বা অন্য জায়গায় হোক, তাদের পেনশনের ফেসিলিটি দেওয়া আছে, কিন্তু ত্রিপুরা ভবনে তাদের থাকার ফেসিলিটি দেওয়া হয়না। তাদেরকে জেনারেল পিওপিলের মত ১৮০ টাকা করে পেমেন্ট করতে হয়। ৭ দিনের বেশি থাকলে ডাবল হয়ে যায় পেনশন পাওয়ার পর তাকে চিকিৎসার জন্য যেতে হয় বা অন্য কোন কাজে যেতে হয়। কিন্তু তাদের সেই ফেসিলিটি দেওয়া হয়না। পেনশন পাওয়ার পর তাদের এই ভাড়া দিয়ে কোনমতেই থাকা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারটা কনসিডার করা যায় কিনা, যারা পেনশন পান

তাদের ব্যাপারে আরও বেশি করে কনসিডার করা যায় কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা এই বিলের বিষয়বস্তু না। সেটা আলাদা বিষয় এটা গভর্ণমেন্ট কনট্রোল করেন। এখানে থাকার কতগুলি নিয়মকানুন আছে। অফিসিয়েলি যারা যান সেই মিনিষ্টারই হোক, আর মেম্বারই হোক, আর পারসনেলি যারা যান তাদের একটা নিয়মকানুন আছে। এগুলি আলাদা জিনিস। এটার সংগে এটা রিলেটেড না। এটা গভর্ণমেন্টের বিষয়বস্তু, দপ্তরের বিষয়বস্তু। এটা যদি গভর্ণমেন্ট নিয়ম করেন, তাহলে হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডার দিয়ে করা যায়। এটা চীফ মিনিস্টারের ব্যাপার, এস. এ ডিপার্টমেন্টের। মহারাষ্ট্রে বোম্বেতে ৪টা এম. এল. এ হোস্টেল আছে। একটা হচ্ছে সিটিং এম. এল. এদের, আর একটা হচ্ছে বাইরে থেকে যারা যায়, আর দুইটা আছে পেনশনার যারা তাদের জন্য। আমাদের এখানেও নতুন এম. এল. এ হোস্টেল হচ্ছে, হয়ে গেছে। পুরানো এম. এল এ হোস্টেলগুলিতে এক্স এম. এল. এ-দের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করব।

মিঃ স্পীকার :— এটার জন্য স্পীকারের কোন ফাংশন থাকেনা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলছি পুরনো যে এম. এল. এ. হোস্টেলগুলি রয়েছে সেখানে দেওয়ার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— এটা গভর্ণমেন্ট করবেন।

শ্রীশ্যামাচণ ত্রিপুরা :— কিন্তু এগুলিতো আপনারই কন্ট্রোলে আছে স্যার আমি নতুনগুলির কথা বলছিনা পুরনোগুলিতে দেওয়ার জন্য বলছি।

মিঃ স্পীকার :— কিন্তু এইগুলিতে তো আপনারা যারা প্রেজেন্ট আছেন তাদের সমান নব আছে। তো আরেকজন পেনশন হোল্ডারকে কিভাবে ঢুকাবো?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এখন বলছিনা, পরে দেওয়ার জন্য বলছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যর কথা হচ্ছে যে যদি আমাদের নতুন এম. এল. এ হোস্টেল হয় সেখানে পরে পুরনোগুলিতে এই ফেসিলিটিটা এক্সটেণ্ড করা হোক্ আমি যতটা বুঝতে পেরেছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— হ্যাঁ, এটাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো।

"The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Sixteenth Amendment) Bill, 2001 (Tripura Bill No. 3 of 2001)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি সংসদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Keshab Majumder (Minister) Mr. Speaker Sir, I beg to move that.

"The Salary Allowances and Pensions ot Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Sixteenth Amendment) Bill No. 3 of 2001 be taken into consideration.

Mr. Speaker : Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister incharge of Parliamentary Affairs. I am now putting the Motion to Vote

The Motion is "The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Sixteenth Amendment) Bill, 2001 (Tripura Bill No. 3 of 2001)" be taken into considaration.

(The motion is passed by voice votes)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং ও ২ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক্।

(ধ্বনিভোটে বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ধ্বনিভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মি স্পীকার :— সভার কার্য্যসূচী হলো :— "The Salary, Allowance and Pension of Member of Legislative Assembly (Tripura) (Sixteen Amendment) Bill, 2001 (Tripura Bill No 3 of 2001),"

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি সংসদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

Shri Keshab Majumder (Minister) :— Mr, Speaker Sir. I beg to move that,

"The Salary. Allowance and Pension of Member of Legislative Assembly (Tripura) (Sixteenth Amendment) Bill, 2C01 (Tripura Bill No. 3 of 2001)" to passed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-cherge to Parliamentary Affairs. Now I am putting the Motion to vote.

The Motion is "The Salary. Allowances and Pension of Mambers of Legislative Assembly (Tripura) (Sixteenth Amendment) Bill 2001 (Triputa Bill No 3 of 2001)" be passed.

(The Bill is Passed by voice votes)

SHORT DISCUSSION ON URGENT METTERS OF PUBLIC IMPORTANCE

শর্ট ডিস্‌কাশন অন্‌ আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পোর্টেন্স :

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো,— "শর্ট ডিস্‌কাশন অন্‌ দ্যা মেটার্স অব্‌ আর্জেন্ট পাব্‌লিক ইম্পোর্টেন্স।" আজকের কার্যাসূচীতে একটি শর্ট ডিস্‌কাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : "১৯৯৩ সালে আগরতলা পুরসভার ছাঁটাইকৃত কর্মচারীদের পুনঃনিয়োগের ব্যাপারে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি এখনো বাস্তবায়িত না হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, "১৯৯৩ সালে আগরতলা পুরসভার ছাঁটাইকৃত কর্মচারীদের পুনঃনিয়োগের ব্যাপারে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়িত না হওয়া সম্পর্কে।" আমার শর্ট ডিউরেশন মোশানটি ছিল।

স্যার ফাইল নং F (C) LNG/92/551 Govt. of Tripura LNG Deptt dated 19, মার্চ, 1993 এই চিঠিমূলে তৎকালীন এল, এন, জি, কমিশনার. আগরতলা পুরসভার ৫২৭ জন কর্মচারীকে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করে। তারপর দীর্ঘ আন্দোলন চলাকালীন রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মৌখিক এবং লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায়ের পরও উক্ত ছাঁটাইকৃতরা আজ পর্যন্ত চাকুরীতে নিয়োগ হয়নি। ফলে উক্ত ছাঁটাইকৃত কর্মচারীদের অধিকাংশ পরিবারই তীব্র অভাব অনটনে রয়েছে এবং ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন আর্থিক অনটনে তথা অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করেছেন।

অতএব অবিলম্বে উক্ত ছাঁটাইকৃত কর্মচারীদের চাকুরীতে পুনঃ নিয়োগ করা আবশ্যক। স্যার, এটা অতির দুঃখজনক একটা ঘটনা আমার মনে হয় আমার জানামতো এটা হলো কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন চাকে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে একটা আন্দোলন করেছেন এই পৌর কর্মচারীরা। স্যার, দীর্ঘ ৬২ দিন আন্দোলন করার পর ১৩ই সেপ্টেম্বর লাগাতার গণঅবস্থান কর তারা এবং পরিতাপের বিষয় ঐ সময় তৎকালিন মুখ্যমন্ত্রী ওদেরকে আলোচনার ভিত্তিতে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাদেরকে বহাল করা হবে। ১৩ই সেপ্টেম্বর. ১৯৯৩ ইং তারিখের প্রেস রিলিজ, পৌরসভার ছাঁটাই কর্মচারীদের মধ্যে ২০০ জনকে প্রথম দফায় নিয়োগ করা হবে। আগরতলা পৌরসভার ছাঁটাই কর্মচারীদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে প্রথম দফায় ছাঁটাই কর্মচারীদের ২০০ জনকে পূজার পর অর্থাৎ আগামী তিন মাসের মধ্যে পৌরসভা সহ বিভিন্ন দফতরে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। দ্বিতীয় দফায় অবশিষ্ট ছাঁটাই কর্মচারীদের চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। এবং দ্বিতীয় দফায় নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগবে বলে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের ভিত্তিতে পৌরসভার ছাঁটাই কর্মচারীরা তাদের অবস্থান ধর্মঘট তুলে নেবেন বলে প্রতিনিধি দল জানিয়েছেন।

স্যার আমরা বিধানসভায় আসি বিশেষ করে আমরা এখানে যত হৈ চৈ করি না কেন যত আমাদের দাবী রাখি না কেন আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে জনস্বার্থে, শ্রমিক স্বার্থে বা কৃষকের স্বার্থে দেখুন ৭৮ জনকে স্রেফ দলীয় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে। পূর্ত দফতরের লোভনীয় পদ বলে পরিচিত ওয়ার্ক অ্যাসিসটেন্ট পদেই এই সকলকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। অফার নিযুক্তি পত্র একই সাথে গোপনীয়ভাবে ভাগ্যবানদের কাছে পাঠানো হয়েছে। পি, ডাব্লিউ, ডির চাকুরী সংক্রান্ত অর্ডারটি বের হয় ২৭শে ফেব্রুয়ারী। দফতরের ইঞ্জিনিয়ারিং এস, নাগ-এর সাক্ষরিত। অর্ডার নং — এফ, ৬ (৫৮) পি, ডাব্লিউ, ডি-ই ৯০ (এস) দফতর বিভিন্ন বিভাগেপূর্ত

বা উপজাতি অনুপজাতি যে কোন মানুষের স্বার্থে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আমরা চেষ্টা করি যেকোন ভাবে হউক হয় মুখ্যমন্ত্রী বা দপ্তরের মন্ত্রীদের একটা আশ্বাস একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করা।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ ইং তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দফতরের প্রেস রিলিজ, এটা সরকারী প্রেস রিলিজ। স্যার, আগরতলা পৌরসভার ছাঁটাইকৃত কর্মচারীরা, আমি অনুরোধ করব অতিব দুঃখজনক এবং বিদারক কাহিনী সম্পর্কে বলছি। হাউস যদি আমার সঙ্গে সহমত পোষন করে আমি উপকৃত হব। আমার বক্তব্য হলো প্রত্যেক সদস্য এবং মন্ত্রী মহোদয় যাতে বিষয়টি সিরিয়াসলি নেন। স্যার, পৌরসভার ছাটাই কর্মচারীদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল মহাকরণে গিয়েছিলেন, উনি প্রেস রিলিজ দিয়েছেন, এটা সবটা প্রেস রিলিজ-এর কিপ। পরবর্তী সময় আর একটা প্রেস রিলিজ দিয়েছিলেন কি ? পৌরসভার ছাটাই কর্মচারীদের সম্পর্কে শ্রীদেব বলেন এটা দিয়েছি ২১শে জুলাই ১৯৯৪ ইং সনের আগেরটা, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ ইং শ্রীদেব বলেন আমি বলেছি যখন লোক নেওয়া হবে তখন তাদের ব্যাপারটা দেখা হবে। এ|নতো কোন দপ্তরে নিয়োগ করা হয়নি। স্যার, এরপরে পঞ্চায়েত নির্বাচন চলে আসল তখন একটা প্রেস রিলিজ দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারী নিয়োগ শুরু করলে ছাটাই পৌর কর্মচারীদের পূর্ণবহালের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে ১লা অক্টোবর ১৯৯৪। তিন তিনটা প্রেস রিলিজ সরকারের প্রতিশ্রুতি। স্যার, তাহলে কি তারা চাকুরী পেয়েছে ? হ্যাঁ, কিছু চাকুরী দিয়েছে। স্যার, আন্দোলন করার সময় হৃদয় বিদারক কাহিনী চাকুরী হবে না হবে এটা পরের কথা এমন সেই বিপ্লব চৌধুরী গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা যায়, আনোয়ার বেগম, গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা যায়, বাবুল পাল, বিষ খেয়ে মারা যায়, সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য, জলে ডুবে মারা যায়, শেফালী চক্রবর্তী, চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। এই ৩২৭ জনের মধ্যে কিছু লোক আত্মহত্যা বা বিভিন্ন রকম কিছু করেছে। দীর্ঘদিন পরে যখন আশা ভঙ্গ হলো বিশ্বাস ভঙ্গ হলো তাদের আর কোন পথ নেই। তাদের মধ্যে কেউ বেসরকারী সংস্থায় কাজ করত কেউ অন্য কিছু টুকটাক ব্যবসা করত কেউ টিউশনি করত। এগুলি ছেড়ে দিয়ে তারা চাকুরী করত পৌরসভায়। কিন্তু ছাঁটাই হওয়ার পর এখন সেইসমস্ত পুরানো জায়গায় যেতে পারে না। আমরা তো কিছু করতে পারব না মন্ত্রী ছাড়াও দপ্তরের প্রধান রয়েছেন তারাই করার কথা। শুধু চাইলে একজন মন্ত্রী একটা আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি আমরা আদায় করার এইজন্য দীর্ঘ হৈচৈ। সেইজন্য কোন মতেই মন্ত্রীর আশ্বাস প্রতিশ্রুতি যাতে ভঙ্গ না হয় ! এই হাউসের একটা অ্যাশ্যুরেন্স কমিটি রয়েছে সেই কমিটিতে আমরা এবং ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরাও থাকেন। মন্ত্রীরা আশ্বাস দেন সেটা রেকর্ড হয়ে যায়। এই রেকর্ডগুলি ঐ কমিটির কাছে যায়। কাজেই মন্ত্রীর আশ্বাস যাতে কোন মতেই ভঙ্গ না হয়। সেইজন্য তাঁর আশ্বাসের প্রতি

শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মন্ত্রীর আশ্বাস যেন কোন মতেই গাফিলতি না হয় তারজন্য অ্যাস্যুরেন্স কমিটি থাকে। এইজন্য আমরা অ্যাস্যুরেন্স কমিটি থেকে ঐ দপ্তরের প্রধানকে বলি আমাদের মন্ত্রী বিধানসভায় এত তারিখ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এই ব্যবস্যা করার জন্য কিন্তু কেন এত দেরী হচ্ছে? এটা স্মরন করিয়ে দেবার জন্য অ্যাস্যুরেন্স কমিটি স্যার, ইদানিং ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা খারাপ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেটা কি? জনপ্রতিনিধিরা কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেন না। আগে কিন্তু এইরকম ছিল না কমিটমেন্ট ইজ কমিটমেন্ট। এটা যদি ব্যতিক্রম হয় তাহলে আমার কোন বক্তব্য থাকবে না। আমি মনে করি যেদিন কোন জনপ্রতিনিধি কাউকে কোন কথা দেবে সেই অ্যাস্যুরেন্স যদি না রাখতে পারে তাহলে তার পদত্যাগ করা উচিৎ। তার কোন দিন নির্বাচনে দাঁড়ানো উচিৎ না। স্যার, আমি জানিনা, এখানে তৎকালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

স্যার, আমি ১৯৬২ সালে বর্তমান মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পড়াশুনা করেছি। আমি উনার কথার বাইরে অন্য কথা বলি না। সুতরাং সেখানে আশা দিয়েছে তখন বলছেন ঠিক আছে মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছে সাধারণতঃ মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলে এর থেকে সরে না, কোন মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলে এর থেকে সরে না এটা সাধারন নিয়ম। তারপরে তারা মনে করল ঠিক আছে যেহেতু আশ্বাস দিয়েছে আমাদের চাকুরী হবেই। কিন্তু পরবর্তী সময় চাকুরী হয়নি এবং আশা করে তারা ঘরের ঘটিবাটি যা ছিল সেগুলি বিক্রি করে আশা করে বসে রয়েছিল। এরপরে প্রতিশ্রুতি এই জায়গায় রয়েছে দীর্ঘদিন। জব কর্মে শিক্ষক পদে ২৮ জনকে চাকুরী দিয়েছিল সাবজেক্ট টিচার বিজ্ঞানের পেয়েছে, কো-অপারেটিভে ইনভেষ্টিগেটর পদে একজনকে চাকুরী দিয়েছে। সমস্ত কিছু মিলিয়ে মোট ৩৭ জন চাকুরী পেয়েছে। এর বাইরে চাকুরী পেয়েছে আরও দুই-তিনজন তারা ঐ একসট্রিমিষ্ট ভায়লেন্স স্কিমে পেয়েছে। যাদের মা অথবা বাবা এ একষ্ট্রিমিস্ট ভায়লেন্সে মারা গেছে তাদের পরিবারের একজন চাকুরী পেয়েছে। স্যার, আমি অনুরোধ রাখব মুখ্যমন্ত্রী হাউসে থাকলে ভাল হত, উনার মত একজন মুখ্যমন্ত্রী এখানে কথা দিয়েছিলেন বামফ্রন্টেরই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এখানে দপ্তরের মন্ত্রী আছেন উনার উদ্দেশ্যে বলব এই চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার এই সময়েও ১,৪০০ জনকে চাকুরী দিয়েছে মাত্র তিন বছরে। আর তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারও কয়েক কয়েক হাজার চাকুরী দিয়েছে। কিন্তু ঐ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রথম বলেছে পূজার আগে ছইশজনকে দেবে পূজার পরে দিতে গেলে কিছু সময় লাগবে। মাত্র ৩৭ জনকে চাকুরী দিয়েছে। স্যার, আজকের পত্রিকায় দেখুন "ক্যাডার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চাকুরীর ঢল পূর্ত দপ্তরে"। স্যার, দেখুন ৭৮ জনকে শ্রেফ দলীয় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের লোভনীয় পদ বলে পরিচিত ওয়ার্ক অ্যাসিসটেন্ট পদেই

এই সকলকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। অফার নিযুক্তি পত্র একই সাথে গোপনীয়ভাবে ভাগ্যবানদের কাছে পাঠানো হয়েছে। পি, ডব্লিও, ডি-র চাকুরী সংক্রান্ত অর্ডারটি বের হয় ২৭শে ফেব্রুয়ারী। দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং ইন-চীফ এস, নাগ-এর স্বাক্ষরিত। অর্ডার নং এফ, ৬ (৫৮) পি, ডাব্লিও, ডি-ই-৯০ (এস) পূর্ত দপ্তর বিভিন্ন বিভাগে যেসব সেচ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্য, প্রভৃতি দপ্তরে নিয়োগপত্র দিয়ে ৩১শে মার্চের মধ্যে তাদের কাজে যোগদান করতে বলা হয়েছে। তারা কর্মক্ষেত্রে যোগদানের পরে নতুন চাকুরীর খবর চাওড় হতে শুরু করেছে। এখানে বেশ কিছু স্ব-দলীয় বেকার যুবক, ছাঁটাইকৃত বেকার যুবক তাদেরকে চাকরী না দেওয়াতে ক্ষোভ চেপে আছে জানি না মানুষের ক্ষোভ কখন কিভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সেটি তিক্ত অভিজ্ঞতা অবশ্যই আছে কুটনাবাড়ীর ঘটনা। বাসী রক্ত মেখে দিয়েছিল। আমি অনুরোধ করব কি হাউসের ভিতরে কি হাউসের বাইরে যে প্রতিশ্রুতি দিবে সেইগুলি যাহাতে রক্ষা করা হয়। এই ব্যাপারে আমি মাননীয়, সদস্যদেরকেও অনুরোধ করব যাহাতে এই বেকারদের কথা চিন্তা করে আমার আনিত নোটিশটি সমর্থন করে। যারা মারা গেছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো কি আমাদের কর্তব্য না। আজকে দশরথবাবু নেই তাই বলে কি তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা করব না, তার প্রতিশ্রুতি আমরা রক্ষা করব না। সেগুলি রক্ষা করা দরকার। কাজেই মানুষের যাহাতে সরকারের প্রতি এবং সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস করতে পারে সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা দরকার বলে আমি মনে করি। এবং আমার আর একটা অনুরোধ থাকবে সরকার বিভিন্ন দপ্তরে চাকরী দেওয়া ক্ষেত্রে সেই ছাঁটাইকৃত বেকারদের ফাষ্ট প্রেফারেন্স দিবেন। এই কথা বলে এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রকাশবাবু।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার এখানে মাননীয় সদস্য রতনবাবু যে মোশানটি তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ১৯৯৩ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে পৌর কর্মচারীদের ছাঁটাই করেন। তারপরে তারা আন্দোলনে যাওয়ার পর এবং এই বিধানসভায় আলোচনার পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন যে তাদেরকে আবার চাকরী দেওয়া হবে। ছাঁটাইকৃত পৌর কর্মচারীদের পরিবারিক অবস্থা এখন কিরকম এটা এখানে মাননীয় সদস্য উল্লেখ করে গেছেন। এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে আজকে প্রায় ১০ বছর হয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় নাই কেন দেওয়া হয় নাই যারা ছাঁটাকৃত কর্মচারী তারা বামফ্রন্টের কিছু নীতি নির্দেশিকা আছে সেইগুলি মানছে না। সেটি হচ্ছে ইনক্লাব বলতে হবে, লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে মাঠে ময়দানে, মিছিলে মিটিংএ যেতে হবে। নতুবা উগ্রপন্থী হতে হবে। ঐইসব ক্রাইটেরিয়া মানতে হবে। তারপরে হবে চাকুরী ২য় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কি চাকরী

দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে। সেটি এই বিধানসভার প্রশ্ন উত্তর দানকালেই আমরা শুনেছি। হাজার হাজার চাকুরী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে মন্ত্রীর স্ত্রী, ভাই বোন আত্মীয় স্বজন. গ্রামের প্রধানদের আত্মীয় স্বজন, নেতাদের আত্মীয় স্বজন, এমনকি বাংলাদেশ থেকে এনেও চাকরী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেগুলি এই হাউসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেইগুলি রক্ষা করছেন না। সেগুলিকে লঙ্ঘন করেছেন।

স্যার, সত্যিকারের নীতি যাকে বলা হচ্ছে সেগুলিকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। কাজেই মানবিক দৃষ্টিকোনের প্রশ্ন সেটা। এই সি, এম, এর প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন। কাজেই সেই প্রতিশ্রুতি এখন পর্যান্ত পালন করা হয়নি। আমরা সেই ছাটাই কর্মচারীদের তরফ থেকে আমি এই দাবী করব এবং অনুরোধ রাখব যে অবিলম্বে তাদের যাতে চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হয়েছে. একটু আগেও রতনবাবু বলেছেন যে পি, ডাব্লও, ডি.-তে নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন দপ্তরে নেওয়া হচ্ছে বা হবে। কাজেই তাদের যাতে আর দেরী না করে অবিলম্বে চাকুরী দেওয়া হয় এবং অন্যান্য নিয়োগ বন্ধ করে হলেও সুষ্ঠ নিয়োগনীতির মাধ্যমে যাতে বেকারদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয় এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক রতনলাল মহোদয় পৌরসভার ৩৮৭ জন কর্মচারী ছাঁটাই করার যে বিষয়টা তাদের নিয়োগ করার বিষয়ে যে এখানে আলোচনা উত্থাপন করেছেন এই বিষয়টা উনি যেভাবে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন, সেই দিক থেকে আমিও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমি এই দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পর এই কর্মচারী ভাই বোনেরা একাধিক বার তারা আমার সঙ্গে দেখা করেন। এবং উনি এখানে যেসমস্ত কথা বলেছেন তাদের আত্মহত্যার কথা এবং তাদের আন্দোলনের বিষয় তারাও এই কথাগুলি বলেছে। এই সম্পর্কে আমার কোন দ্বিমত নেই। এবং এটা আমি বলব যে ব্যক্তিগতভাবে এখানে দাঁড়িয়ে যে কথাটা বলতে হয় যারা এখানে এসেছিলেন চাকুরীর জন্য ছাঁটাই কর্মচারীরা তাদের মধ্যে বিশেষ করে মেয়েদের বয়স এটা দেখলে অনেক সময় মনে হয় মা মাসীর মত বয়স তাদের। জীবনে তাদের আদৌই কোন ভবিষ্যত আছে কি এবং কি হবে এটা খুবই মর্মান্তিক। এই সম্পর্কে আমার কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু তাদের যে ছাঁটাই করা হলো এই সম্পর্কে আমি এই বিধানসভার মধ্যে আমার অভিজ্ঞতা যা আমার দপ্তরের রেকর্ড এটা আমি উত্থাপন করতে চাই। ১৯৯৩ সালে তাদেরকে ছাঁটাই করা হয়। প্রথম এই ঘটনার উৎপত্তি হয় পৌরসভাতে

তৎকালীন পৌরসভার মন্ত্রী যিনি ছিলেন, আজকে তিনি এখানকার বিধায়ক সুরজিত দত্ত মহোদয় উনি জোট রাজত্বের প্রথম দিকে যখন শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার মহোদয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন। ঘটনার উৎপত্তি সম্পর্কে একটু জানা ভাল। এই জায়গায় বলতে কেন বাঁধা দেন আমি বুঝিনা। এটা সবার জানার দরকার আছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) **:—** আমাকে একটু বলতে দিন। বিষয়টা বলতে দিন। এত হৈচৈ করেম কেন একটু শুনুন।

মিঃ স্পীকার :— শুনুন না। শুনুন। বসুন, বসুন।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) **:—** ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসের ২৭ তারিখ একটা খবর, এই খবরটা "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার, খবরের হেডলাইন ছিল মন্ত্রীর জনপ্রিয়তা বাড়াতে সভায় চাকুরীর ঢল, বেতন দিতে উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ। ওয়াটার প্লেন্টোর টাকা ভাঙ্গার নির্দেশ। এই ছিল পত্রিকার হেড লাইন। পত্রিকার ভিতরের যে বিষয়বস্তু এই সংবাদের ভিতরে আছে সুধীরবাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন সুরজিৎবাবু চেষ্টা করেছিলেন এটা করার জন্য। মন্ত্রী থাকা অবস্থায় অনেক কিছু চাকরি দিয়ে দেব। চাকুরিটা স্যার, সারা রাজ্যে নয়, উনার যে রামনগর কেন্দ্র এই কেন্দ্রের ভিতরে, উনার বাড়ির ভিতরে উনার আত্মীয়, উনারে যারা টাকা পয়সা দেন এটা আমার কথা না স্যার এই 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার কথা। উনি চেষ্টা করেছেন সুধীরবাবুর আমলে হয়ত পারছেন না মাঝখানে সুধীরবাবু গিয়ে সমীরবাবু আসলেন এটাতো সবাই জানেন সমীরবাবু আসার পর কায়দা কানুন করে এখানের মধ্যে ৩৮৭ জনকে চাকুরি দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সমীরবাবু নিষেধ করেছেন এই ভাবে চাকরি দেওয়া যায় না। পৌরসভার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে কিন্তু সমস্ত অগ্রাহ্য করে এবং এই রাজ্যের কংগ্রেস মুরব্বীর নেতা সন্তোষ বাবু নির্দেশে সমীরবাবু দমক খেয়ে চুপ করে রয়েছে, এই সুযোগে সুরজিৎবাবু ৩৮৭ জনকে চাকরী দিয়ে গেলেন। একটু আগে রতনবাবু বলছিলেন আমাদের মিনিষ্টার হাসছিলেন দেখে উনার চোখে জল এসে গেছে। মর্মান্তিক ব্যাপার। এতো মর্মান্তিক উনি বুঝেন আমার কথা শুনার উনার ধৈর্য্য নাই, উনি আসলে এই বিধানসভাতে তাদের জন্য মায়া কান্না কাঁদতে চান তিনি ওদের চাকরি চান না।

মিঃ স্পীকার :— বসুন, প্লীজ বসুন।

[illegible]

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লিজ বসুন, প্লিজ বসুন। বসুন।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) **ঃ—** এই পত্রিকার রিপোর্টের উপরে আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল গভর্মেন্টের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন এই রকম একটি জিনিস দেখলাম পত্রিকাতে এই সম্পর্কে গভর্মেন্ট তোমার বক্তব্য কি জানাও। দপ্তরের পক্ষ থেকে সরকার মাননীয় রাজ্যপালের কাছে জানানো হয়েছে যে এই ভাবে গভঃমেন্টের কোন এপ্রোভেল ছাড়াই ৬৮৭ জনকে পৌরসভাতে নিয়োগ করেছে। তার উপর ভিত্তি করে রাজ্যপাল সরকারকে বলেছে তুমি ছাঁটাই কর। রাষ্ট্রপতি পিরিয়ড তখন। ছাঁটাই করেছে। সেই ছাঁটাইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোর্টে গেছে। কোর্ট থেকে রায় দিয়েছে যা সেই রায়টার মূল কথা যেটা, যাদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের ১ মাস ১৫ দিনের টাকা অলরেডি দিয়েছে। টাকা দিয়ে দিয়ে তাদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে। এই হলো প্রকৃত ঘটনা।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন ঃ— স্যার, এখানে সমস্ত ঘটনার ইতিহাস টানা হয়েছে। এখানে হাফ এ্যাণ্ড-আওয়ার ডাকব। আমরা বলছি স্যার, এতে কিছু ঘটনা ছিল ঐ ভোট আসলে এইসব না। প্রতিশ্রুতির ব্যাপারটা আমরা চেয়েছিলাম, স্প্যাসিফিক সি, পি, আই এম চিফ মিনিষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে কি না।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) **ঃ-** স্যার, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যারা ছাঁটাইকৃত কর্মচারী তারা সংগঠন গড়ে তুলেন। এই সংগঠনের ভিত্তিতে তারা অনেকই আন্দোলন করেছেন, দুই দফায় আন্দোলন করেছেন। এবং মর্মান্তিক ঘটনা আন্দোলন করতে গিয়ে দুয়েক জনের জীবন হানি ঘটেছে। আমার জানা মত, গভর্ণমেন্ট লেভেলে এই সম্পর্কে আমাদের ফাইলের মধ্যে আমি যা নোট দেখেছি। গভর্ণমেন্টের আগের যে বক্তব্য তাতে এটা পরিষ্কার গভর্ণমেন্টের এদের নিয়োগ-এর ক্ষেত্রে আগরতলা পুরপরিষদের সমস্ত কর্মচারীদের এখানে নিয়োগ করার মতো অবস্থা আগরতলা পুরপরিষদের নেই। কাজেই গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন দপ্তরে ইন্টারভিউ দিয়ে সেই ইন্টারভিউর ভিত্তিতে নিয়ম মাফিক ভাবে তাদের এই কেইসগুলি সরকার বিবেচনা করবে। এবং এই রেকর্ড আছে তার উপর ভিত্তি করে সরকার ১৯৯৭ সালে রতনবাবুরই বক্তব্য ২৮ জন এবং ১৯৯৬ সালে ৪ ভাগে ৩৩ জনের একটা সংস্থান করা হয়েছিল। আমার কাছে যখন তারা আসল, তাদেরকে আমি একই কথা বলছি, আমার পক্ষে এই আরবান দপ্তরের মধ্যে ৬৮৭ জন-এর চাকরী দেওয়ার মত সুযোগ নেই। আর পুরপরিষদের যদি এখন নিয়োগ করা হয়, তাহলে পুরপরিষদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

আগরতলা শহরে এমনিতে যে অবস্থা, বেতন দিতে প্রায় ৫ কোটি টাকা লাগে বৎসরে। বর্তমানে কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৭৫৫ জন। সেই জায়গায় যদি আমরা এদের আরও নিয়োগ করি, তাহলে প্রায় ১ হাজার ১৫০ জনের মত কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়াবে। কাজেই পুরপরিষদের পক্ষে, এই ভার বহন করা সম্ভব না। কাজেই তারা যে সমস্ত দপ্তরগুলিতে ইন্টারভিউ দেবে, সেই ইন্টারভিউর কপি আমি নিজে তাদেরকে বলেছি আমার কাছে আপনারা দেবেন, যে দপ্তরের ইন্টারভিউ সেই দপ্তরের মন্ত্রীদের সঙ্গে আমি এই বিষয়ে টেইকআপ করব। এবং আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি তিনি বলছেন যারা যে দপ্তরের তাদের ইন্টারভিউগুলি দেখব। আমি এটার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করছি। এই হল স্যার, অবস্থাগুলি। কিন্তু গভর্ণমেন্টের তো একটা নীতির উপর চাকরী দিতে হয়। সরকার তো একটা নীতির উপর দাঁড়িয়ে চাকরী দেন। তারা আর্থিক অবস্থা, তার প্রয়োজন, কেমন মন্ত্রী আর কেমন প্রসাশন চালিয়েছেন গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কোন আলোচনা করার কথা ভাবলেন না। মন্ত্রীদের এই ইচ্ছা মত এই ৫৮৭ জনের চাকরী দেন। আজকে যদি তারা আত্মহত্যা করে থাকে, তাদের জীবন দিয়ে থাকে, আর তার জন্য কংগ্রেস দায়ী। তার জন্য আমরা দায়ী না। তারা কিভাবে নিয়ম নীতি না মেনে চাকরী দিল। এটা এই ভাবে হতে পারে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, উনি কেমন মন্ত্রী উনি অস্বীকার করে গেছেন।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, একটা আইনকানুনের কথা বললে যদি কারোর গায়ে লাগে তাহলে কি করে হবে, অনিয়মে তো দেশে চলে না আর স্যার, আমি এই কথাটা অনুরোধ করব এই সভায় আমাদের যে বিভিন্ন মন্ত্রী মহোদয় আছেন উনাদের দপ্তরে তারা যদি ইন্টারভিউ দেন এবং সবাই যাতে কনসিডার করেন। আমি চাই যারা অসহায় যারা ছাঁটাই হয়েছেন তাদের একটা অংশ আছে তাদের আর্থিক অবস্থা এটা আমার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা ভুল ও হতে পারে, তারা ব্যবসা বানিজ্য মোটামোটি চলনসই। আরেকটা অংশ আছে তাদের অবস্থা দিন ভিখারির মত। কাজেই সেই দিক থেকে প্রায়োরিটি ভিত্তিতে হউক, পৌরসভায় হউক বা ইন্টারভিউ দিলে পরে এটা যাতে কনসিডার করে আবেদন রাখব, আর আমি অনুরোধ রাখব বিরোধী বন্ধুদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি গভর্ণম্যান্ট লেভেলের কোন জায়গায় গেজেট্ নোটিফিকেশানে দিয়েছেন আপনারা নিশ্চই উল্লেখ করেছেন, আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না এবং আমিও পারব না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সরকার বলেছেন, সরকার তো একদম নেগলিসিজম করে নাই কিন্তু একটা সংখ্যা বড় না হতে পারে ৫৮৭ এর মত দিয়েছেন। কাজেই আমি বলছি বিষয়টা মর্মান্তিক এবং সহানুভুতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকারের আগামী দিনে যে কোন সুযোগ থাকবে নিয়মনীতির মধ্যে এদের কনসিডার করা দরকার। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—২০০১-২০০২ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ। আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ২৯টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকে কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোট দেব।

আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দে উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

শ্রীরতিমোহন জামাতিয়া (বাগমা) **ঃ—** স্যার কাট্ মোশান যাওয়ার আগে আমি কিছু বলতে চাই গতকাল উঠেছিল, যে এখানে ১২,৯০,০০,০০০ সেই জায়গায় ১১৭৯১,০০,০০০ উঠে গেছে এই যে ভুল এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন। ডিমাণ্ড নং ২১ এবং তিনি সকালে আমার কাছে বইটা নিয়ে গেছেন ভুল স্বীকার করেছে হাউসে বলার জন্য। কাজেই এই ভুলটা যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীকার না করবে আজকে এটা কিন্তু পাশ হয়ে যাবে। আমি অনুরোধ রাখতে চাই এটা যদি স্বীকার না করার পরেও এই ডিমাণ্ডটা আগামী কালে হয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি কারণ তিনি স্বীকার না করলে আমার কিছু বলার ছিল না। এবং তাছাড়া রাকেশরঞ্জন যে বিল সংশোধন করা হয়েছিল এই যে কয়েকটা লাইন এ এটা স্বীকার করতেন, এই কারণে আমি এই হাউসে দিয়েছিলাম। এবং উনি লিখে নিয়ে গেছে সকালে যাওয়ার সময় যখন এসেস পিরিওডে আমাকে বললে উনি নাকি ২১ এর জায়গায় ২৭ লিখে নিয়ে গেছেন। সেইজন্য তিনি বইটাও নিয়ে গেলেন। এই জিনিষটা স্যার, একটু ক্ল্যারিফিকেশান না করলে অসুবিধা হবে। এখানে ১২,৮৯,০০,০০০ টাকা এখানে কিন্তু উঠে রয়েছে ১১৭ কোটি টাকা।

১২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা এখানে কিন্তু উঠে রয়েছে ১১৭ কোটি টাকা। এই জিনিষটার একটু ডিসিশন না হলে ভীষণ অসুবিধা হবে স্যার। টোটাল যে জিনিষটা না পাওয়া পর্য্যন্ত যাতে না দেওয়া হয়। এটাই আমার আবেদন থাকবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— কত নং ডিমাণ্ড!

শ্রীরবিমোহন জমাতিয়া ঃ— ডিমাণ্ড নং ২১ পৃষ্ঠা নাম্বার রোমান ৬।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন তো আলোচনা আরম্ভ হবে ঠিক আছে। যারা কাট মোশান এনেছেন তাদের দিক থেকে আলোচনা আরম্ভ হবে। টোট্যাল ২ ঘন্টা এর পর পেশ হবে। দেড় ঘন্টা টাইম। ৩০-৩৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীরবিমোহন জমাতিয়া :— সময় যখন কম আমার কাট মোশান আছে ৪ টা এবং আমাদের অন্যান্য সদস্যদের সহ সমস্ত কাটমোশানকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি আমি সবটাই বলব না কারণ সময়ে বলা সম্ভবও না। আমি একটা জিনিষ এখানে বিশেষ করে চীফ মিনিষ্টারের দপ্তর ডিমাণ্ড নং ৪ মেজর মেড্ ২০১৫ এখানে বলা আছে যে Failure to control and eliminate expenditure on photo identity card, এটা বিগত ১৯৯৫ সালে আইডেনটি কার্ড করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় এটা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু স্যার একটা জিনিষ বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে, পাহাড় অঞ্চলের ছবিগুলো দেখা গেছে একজনের ছবির সঙ্গে আরেক জনের সম্পর্ক নাই। কোন কোন জায়গায় দেখা গেছে স্বামীর নামে স্ত্রী আর স্ত্রীর নামে স্বামী। চেহারাটাই পাল্টে গেছে। কোন কোন জায়গায় এইরকম দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের কিল্লায় তৈরুপাতে অমল্যা জমাতিয়ার উনার নামটা হয়ে গেল উনার স্ত্রীর নাম। এখানে ফাল্গুনী হয়ে গেল অমুল্যা আর অমুল্যা হয়ে গেছে ফাল্গুনী জমাতিয়া। এইরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এটা গত ১৯৯৫ সালেও বার বার বলা হয়েছিল। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এটা চিন্তা করতে হবে না আমরা বলেছি যে আইডেনটি কার্ড নিয়ে ভোট দিতে হবে না চিন্তার কোন কারণ নাই। কিন্তু তখন কোন রকমে কেটে গেছে বিধানসভার নির্বাচন। স্যার, এখন পত্রপত্রিকায় আমরা দেখছি ইলেকশন কমিশনের সচিব উনি নাকি বলেছেন বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যেগুলি নির্বাচন হতে যাচ্ছে এখানে আইডেনটি কার্ড না নিলে পরে সেখানে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। এটা যে আমাদের ডিপ্রাইভ একশান হবে না তা না। তাছাড়া এখানে কতগুলি দেখা গেছে স্যার, এখানে কারোরই নাম্বার নাই। এদেরকে বলা হয়েছে কিভাবে কিল্লাতে এরা তহশীল অফিসে আসবে ছবি

নেওয়ার জন্য। ১০-১২ কিলোমিটারের রাস্তা লোকগুলি আসবে যাবে হয়তো তাদেরকে দুইদিন আগে খবর দেওয়া হল, যারা ছবি নেবে তারা তাড়াতাড়ি আসুন। এটা তো কারের পক্ষে সম্ভব না। সেই জন্যই এখানে আইডেনটি কার্ডের নাম্বার কারোরই নাই। এখানে ৫০ জনের মধ্যে ৪৯ জনের নাই ১ জনের আছে মাত্র। এইভাবে প্রতিটি পাতায় কোন জায়গায় ৫০ জনের মধ্যে ২০ জন। কোন জায়গায় ৩০ জন এইভাবে সব জায়গায় এমন অবস্থা বিশেষ করে আমি বিধানসভায় লিষ্ট করে এনেছি আপনি দেখতে পারেন। এই যে অবস্থা এইভাবে যদি চলতে থাকে এটা পুনরায় দেখার জন্য আমি আপনার কাছে অনুরোধ রাখছি, স্যার। ২৫-৩০ জন এইভাবে এই রকম অবস্থার মধ্যে এটা যদি চলতে থাকে, আবার এই হাউসে বলার সুযোগ পাব কিনা আমি আপনার কাছে অনুরোধ রাখছি। এই ব্যাপারে গত বছরেরও সেখানে টাকা দেওয়া হয়েছিল। ২০০০-০১ সালে সেখানে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা গভঃমেন্ট থেকে খরচ করা হয়নি। গত বিধানসভায় ব্যাপারগুলি নিয়ে বার বার বলা হয়েছে এখানে এক কোটি ৯১ লক্ষ এর মধ্যে ওই পার্টে এবং মেজর হেডে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা যেটা আমি জানি সেটা আমি বলছি ভোটার কনট্রোল আইডেনটি কার্ড তাতে এই টাকা কিন্তু স্ট্যাট গভঃমেন্ট দেয়নি। এটা সেন্ট্রাল গভঃমেন্টের স্কীম এটা মানা যায় না, স্যার। এটা আপনার পক্ষে সম্ভব না। কারও পক্ষেও সম্ভব নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— আমরা লক্ষ্য করছি পেট্রোলিং দিতে গিয়ে যে গাড়ীগুলি নেওয়া হয় রাস্তাঘাটে উগ্রপন্থী লোক ধরে নিয়ে যায় আপনার কি স্মরণ আছে। গতবছর উদয়পুর থেকে আগরতলা আসার পথে বোটাংছড়াতে বার বার এমন ঘটনা ঘটেছে। ফোর্স সেখানে পেট্রোলিং দিচ্ছে না। এই সমস্ত বিষয়-এর জন্য আপনাদের টাকা বরাদ্ধ করতে হয়। সারা রাজ্যে ফোর্স এখন পেট্রোলিং দিচ্ছে না। বোটাং এলাকাতে এইরকম অবস্থা। পরিবহন ব্যবস্থা নেই। নিজের এলাকায় এইরকম চিন্তাভাবনা করতে পারেনা। আমার রাজ্যে পরিবহন ব্যবস্থা কিরকম অবস্থায় আছে। অন্যান্য জায়গায় সম্পক রাখতে পাচ্ছিনা। আগে নিজেদের দরকার করে দিতে হবে তো। আগে নিজেদের এলাকা ঠিক করুন আমরা মাথা ঘামাচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনার সময় শেষ হয়েছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— আগরতলা উদয়পুর বিলোনীয়া এইভাবে কতদিন চলব। সমস্ত দিকে তারা দেখতে পারেনা। ট্রাইবেল মেজোরিটি সাঙ্ঘাতিক অবস্থা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার **:—** মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— কাজেই এই সমস্তর জন্য যে কাটমোশানটি আনা হয়েছে এইগুলি সংশোধন করে এটাকে আবার নতুন করে আনেন তাহলে আমরা সমর্থন করতে পারব, নাহলে সমর্থন প্রশ্ন উঠেনা। আর একটা হচ্ছে, টি, আর টি, সি,। আমরা সকালেও এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। ট্রান্সপোর্ট মিনিষ্টার নিজের রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থা কি চলছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন তার কোন খবরই রাখেন না। তিনি অন্য দেশ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। যত মাথাব্যথা আমাদের। আগে নিজের রাজ্য ঠিক করুন, তারপর অন্য রাজ্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন।

স্যার, ট্রাইবেল মিনিস্টার এখানে নেই। তাঁর দপ্তরের অবস্থা কি? তাঁর দপ্তর থেকে কমিয়ে দেওয়া হল সে ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই। আমরা দেখতে পেলাম গত বৎসর থেকে এবার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন রাস্তাই সেখানে হচ্ছে না। গতবার টাকা ছিল ২২১ কোটি। আর এইবার কমিয়ে করা হয়েছে ২১৩ কোটি টাকা। এই ব্যাপারে উনি কোন প্রতিবাদ করলেন না বাদলবাবুর পকেটে সব টাকা ঢুকে যাচ্ছে। এই কারণেই আমাদের তাদের মোশান আনতে হচ্ছে। এইগুলি যদি ঠিক করে আনা হয় তাহলে আমরা সমর্থন করব এবং আমাদের কাট মোশান এখান থেকে তুলে নেব। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এখানে আনা হয়েছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীসমীর দেব সরকার)**:—** মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা সংক্ষেপে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা **:—** মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার ৪টা কাট মোশান এখানে আছে। আরো আনার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় হবে না আলোচনা করার জন্য। তাই আনতে পারলাম না। এ ছাড়াও বিরোধী দল থেকে আরো কিছু কাট মোশান আনা হয়েছে আমি সবগুলি কাট মোশানকেই সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার আমার প্রথম কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ১৮, মেজর হেড-২০৭০। বিষয় কি? বিষয় হচ্ছে, ফেইল্যুর টু কন্ট্রোল অ্যাণ্ড এলিমিনিট অ্যাকসপেণ্ডিচার অন ডিটেকশন অব ইনফিল্টারেটেড ফরেন ন্যাশনেল্‌স। বিদেশী যারা ঢুকছে তাদের ডিটেকশন করার জন্য। একটা তো এন, এফ, টি আছে। ওরাই পুশ ব্যাক করে। আসামে দেখেছি, যারা এ্যারেষ্ট হয় তাদের কোর্টে হাজির করা হয়। সেখানে দেখা হয়, তারা ইণ্ডিয়ান কিনা। তারপর ছেড়ে দেওয়া হয়। আর এখানে ৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে ডিটেকশন করার জন্য। এই টাকা দিয়ে কি হবে? একটি সাইকেলওতো হবে না; ঘুরে ঘুরে ডিটেকশান করা যায়? কে করবে? গতবার নাকি খরচ হয়ে গেছে। আরো ৫ হাজার টাকা লাগবে। এটা করতে গেলে

তো ইনফাস্ট্রাকচার লাগবে। সিস্টেমেটিক ওয়েতে অগ্রসর হতে হবে। তা নয়, এমনি রেখে দিলেন কিন্তু টাকা।

স্যার, ফিসারী মিনিষ্টার এখানে নেই। তিনি আবার আমাদের অর্নামেন্টাল কিসের কথা শুনিয়েছেন। সেটা আবার কি? না, অলঙ্কার না মাছ। সুন্দর সুন্দর মাছ বিডিং করবেন। এর জন্য ১৭ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। ট্রেনিং দেওয়া হবে। ফিসারী ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদেরতো এর জন্য ট্রেনিং দিয়ে আনাই হয়েছে। আবার কি ট্রেনিং? ফিসারী ডিপার্টমেন্টের যারা এমপ্লয়ীজ তারা এমনিতেই ট্রেইণ্ড। ওর্নামেন্টাল ফিসের জন্য তাদের ট্রেনিং এর কোন দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। জাপানে এক ধরনের খাবার আছে সেটা এনে দিলেই যথেষ্ট। এই স্কীমটা এবারই ফাষ্ট ইন্ট্রোডিউস হয়েছে। এটা কি এ্যাকসপোরটের জন্য না কি ইম্পোরটের জন্য নাকি মন্ত্রীদের ঘরবাড়ী সাজানোর জন্য আমি বুঝতে পারছি না। তারপর স্যার, আরেকটা হচ্ছে কোল্ড স্টোরেজ ফেসিলিটি সহ মার্কেটের ডেভেলপমেণ্ট করা। এটা আজ পর্য্যন্ত কোথাও দেখিনি। বরং বাজারগুলি আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নগেন্দ্রবাবু বারবার তুলেছেন তাঁর এলাকায় মার্কেটগুলির ডেভেলাপমেন্ট করার জন্য। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বারবার রিপ্লাই দিচ্ছেন এবারে না আগামী বার করব। এই করতে করতে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে। তারপর স্যার, আমার এলাকা ছামনু বাজারে একটু বৃষ্টি হলেই আর পা রাখা যায় না। এখনো পর্য্যন্ত এই বাজারটির কোন ডেভেলাপমেন্ট নেই। তারপর মাছুয়ী বাজার ওয়ান অব দি বিগেষ্ট মার্কেট। এটার অবস্থা আরও করুন। কোন ডেভেলাপমেন্ট নেই। তারপর মনিপুরে একই অবস্থা, সেখানে কাদা ছাড়া কিছুই নেই। মিনিষ্টার সেখানে গিয়েছিলেন, একটা লাইব্রেরী করা হয়েছিল সেটাকে সি, পি, আই (এম) এখন তাদের অফিস ঘর বানিয়ে ফেলেছে এইভাবে সরকারী টাকা মিস ইউজ করা হচ্ছে। বাজেটে টাকার যদি যথাযথ রূপায়ন হত তাহলে এখানে বাজেটের বিরোধীতা করার কোন প্রশ্নই ছিল না। আমরাও চাই ডেভেলাপমেন্ট হোক। এটা আবার অসহনীয় এই কারণে যে বাদলবাবু একটা ব্রীজ করেছিলেন, লালছেঙ্গা ফেরার পরই উগ্রপন্থীরা সেটা পুড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে কাঠের ব্রীজের বদলে যদি বেইলী ব্রীজ করা হয় তাহলে ভাল হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীসমীর দেব সরকার) :— শ্রীকাজল চন্দ্র দাস। সময় ৭ মিনিট।

শ্রী *কাজল চন্দ্র দাস* (কল্যানপুর) :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমরা যারা গ্রামে থাকি বিশেষ করে উগ্রপন্থী প্রবন এলাকায় থাকি, উগ্রপন্থীদের নিত্য যন্ত্রনা ভোগ করছি, আমরা জানি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ব্যার্থতা কতখানি। এই কারণেই আমি ডিমাণ্ড নং ১০, মেজর হেড ২০৫৫ উপর কাটমোশান

এনেছি। আমরা চাই পুলিশ ইম্পারশীয়েল হোক, সত্যিকারের ক্রিমিন্যাল যারা তাদেরকে চিহ্নিত করুক। সেটা না করে পুলিশ বিধানসভায় এসে বিধায়কদের মারধোর করছে. এই আগরতলা শহরে ৩/৪ টা খুন হয়ে গেল, বিধায়ক খুন হলেন, এস. ডি. ও খুন হলেন. কিন্তু পুলিশ একটা ক্ষেত্রেও অপরাধী চিহ্নিত করতে পারল না। একই কারনেই এই ডিমাণ্ডের উপর আমি কাট মোশান এনেছি। বাজেটের টাকা যদি সঠিকভাবে রূপায়িত হয় তাহলে আমাদের আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। বাজেটকে আমরাও পাশ করে দিতে চাই। আমরা চাই পুলিশকে সঠিক পথে ব্যবহার করা হোক।

স্যার, আমার আর একটা কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ১৯, মেজরহেড ২১০৫ এটা রুরাল এমপ্লয়মেন্ট। মাননীয় মন্ত্রী ঐখানে অনেক কথা বলেছেন রাস্তা হবে, অনেক অনেক কিছু হবে। আমি প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকি এটা গ্রামের থেকে আরও ছোট কল্যাণপুর। সেখানে স্যার, আর. ডি. ডিপার্টমেন্টের ব্লকে আমাদের প্রচুর টাকা যায় কিন্তু এটারও কোন আউট-পুট আসে না। ২০ পারসেন্ট আউটপুট আসে যেখানে রাস্তার দরকার সেখানে রাস্তা হয় না। যেখানে পানীয় জলের দরকার সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা হচ্ছে না। ব্লক থেকে বসে বসে কারুর মাধ্যমে এডজাষ্টমেন্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা তা আমরা আরও বেশী করে চাই আরও পানীয় জল চাই, আরও রাস্তা হোক, আরও উন্নতি হোক কিন্তু ঐইগুলি তো হচ্ছে না। আমি আগেও একবার বলেছিলাম এবং রাস্তাগুলির নামও মেনশন করেছিলাম সেদিকে লক্ষ রেখে যদি মাননীয় মন্ত্রী কাজ করেন তাহলে নিশ্চয়ই উনাকে আমরা সাহায্য করব তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই তাহলে আগামী বছর কোন কাট মোশান আনব না। যদি এই রকম হয় টাকা দেওয়া হবে কিন্তু কাজ হবে না এবং ক্যাডাররা লুটেপুটে খাবে তাহলে তো আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারব না।

আমার আর একটা ডিমাণ্ড হচ্ছে ২১, মেজর হেড ৪৪০৮ ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশান। আমি এম. এল. এ হওয়ার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম যে, এখানে ৫টা রেশনসপ আছে। কিন্তু ওখানে রেশনের জিনিস যাওয়ার আগেই রাস্তায় মার্বিং হয়ে যায়। যারা বি. পি এল. কার্ড হোল্ডার তারাও রেশনে চাউল পায় না। মাননীয় মন্ত্রী উনি পরে আমাকে একটা চিঠি দিলেন যে আমি এনকোয়ারী করে দেখলাম এটা সত্য নয়। আমি দায়িত্ব নিয়ে এখনও বলছি স্যার, অনেক জায়গা আছে সেখানে চাউল গিয়ে পৌঁছায় না। সেখানে একটা কমিটি করে দেওয়া হয়েছে ডেভেলাপমেন্ট কমিটি। এই কমিটিতে একজন চেয়ারম্যান আছেন মেম্বাররা আছেন তারাও শেয়ার পায় তাই একটা সার্টিফিকেট দিয়ে বলেন যে এখানকার

ডিলাররা খুব ভাল কাজ করে। এটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনে এনকোয়ারী করে মাঝে মাঝে ফোর্স পাঠিয়ে বা এস. ডি. ও র মাধ্যমে সঠিক ভাবে পাঠাচ্ছে কিনা সেটা দেখার ব্যাপার। কারণ তার জন্য বাজেটে ৫৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকার টাকা ধরা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাই যে যারা বি. পি. এল কার্ড হোল্ডার এবং যারা বিভিন্ন কারণে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এইরকম ফেমেলি এবং এইরকম প্রায় ৯০০ ফেমেলি সরে এসেছে তারাও এই রেশন পাচ্ছে না কারণ ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে। সপ্তাহে একবারও রেশনে তেল পাওয়া যায়না কারণ সোমবার যদি তেল আসে তাহলে মঙ্গলবারই তেল পাওয়া যায় না সেজন্য আমি মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, কারণ এটা মারাত্মক অবস্থা।

আমার আর একটা ডিমাণ্ড হচ্ছে ২৭ মেজরহেড ২৪০১। এটা সার এবং বীজের ব্যাপার। আমরা এইবারই প্রথম দেখলাম যে আমাদের কল্যাণপুরে সময় মত বীজ পৌঁচেছে কিন্তু পাবলিকের কাছে পৌঁছায়নি। যখন সারের দরকার এবং সারের ক্রাইসিস চলছে এবং যখন উন্নত মানের বীজ জমিয়াদের জন্য এবং কৃষকদের জন্য প্রয়োজনে তখন বীজ আসে না। তাই পরবর্তী সময়ে এই বীজগুলি ওপেন মার্কেটে বিক্রি করতে হয়। এই সার এবং বীজের জন্য ৪৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি বলব আরও দিন কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। কৃষকদের কাছে সময়মত পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু এটা না করে যারা টেণ্ডার দেয়, যারা বীজ সাপ্লাই দেয় তাদের পাইয়ে দেওয়ার জন্য, আমি এটার বিরোধীতা করছি। যদি সঠিক ভাবে দেওয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সমর্থন করব। যে আষাঢ় মাসে দেওয়ার কথা সেই বীজ ভাদ্র মাসে দিলে তো হবেনা। সার দেওয়ার কথা গরম সীজনে, শীতের সীজনে দিলে সেটা কোন কাজে লাগবেনা। আমার আর একটা ডিমাণ্ড নং হল ৩৬, মেজর হেড ২০৫৬ এটা হচ্ছে জেল সম্বন্ধে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, আমরা এখানে ভাল ব্যবস্থা করেছি, এমনকম ব্যবস্থা সারা ভারতবর্ষে নাই। খোয়াই মহকুমায় আমি একবার জেলে ভিতরে গিয়েছিলাম একটা ব্যাপারে, গিয়ে দেখি সেখানে থাকবার ব্যবস্থা নাই, সেনিটেশান নাই, লেট্রিন নাই, বাথরুম নাই, রাত্রিবেলায় গায়ে দেওয়ার জন্য কম্বল নাই। সেদিক থেকে আমি অনুরোধ করব, সত্যিকারের যদি ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং সুন্দরভাবে করে দেওয়া হয় তাহলে এটার বিরোধীতা করতাম না। এই ব্যবস্থাগুলি না থাকাতে বিরোধীতা না করে পারছিনা। তাই আমি বিরোধী দলের আনীত সমস্ত কাট মোশানগুলিকে আবারও সমর্থন জানিয়ে, মূল বাজেটকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রী সমীর দেব সরকার) :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ।

শ্রীরতন লাল নাথ :— মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এখানে আমার চারটি কাট মোশান আছে এবং বিরোধী দলের আনীত সমস্ত কাটমোশানকে আমি সমর্থন করছি। সময় খুব কম, বেশী বলতে পারবনা, তবুও যতটুকু পারি টাচ করে যাব আমার বন্ধুবর মাননীয় মন্ত্রী রমেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় গতবার কাট মোশানের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে বামফ্রন্টের গতিকে রোধ করা যাবেনা। এভাবে কাট করে। উনি মোশানটাকে বলেছেন কাট মানে আটকানো। এই ধরনের বলেছিলেন। আমরা গতিটাকে রোধ করতে চাই। গতি দুই প্রকার একটা হচ্ছে উর্দ্ধগতি, আর একটা হচ্ছে অধঃগতি। রাজ্যসরকার দিন দিন যেভাবে অধঃগতির দিকে যাচ্ছে এটাকে আটকানোর জন্য ফর দি ইন্টারেষ্ট অফ দি পিওপিল গতিটাকে উর্দ্ধের! দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই কাট মোশান। স্যার আমার ডিমাণ্ড নং-৫ মেজর হেড ২০১৪ এ "Failure to control & eliminate expenditure on legal Advisories and Counsels"

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য গণতান্ত্রিক দেশেই আইনী সহায়তার ব্যবস্থা আছে। আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানে ৩৯-এ ক্যাপিটেল অনুচ্ছেদ গরীব জনগনের স্বার্থে আইনী পরামর্শ দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এর জবাবে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩০৪ ধারাতেও সেশান জজের হাতে গরীব আসামীর জন্য সরকারী খরচে আইনজীবি নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই আইনে রাজ্য সরকারের অনুমতি দিয়ে হাইকোর্ট লিগ্যাল এইডের জন্য আইনজীবি নিয়োগের নিয়মনীতি করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন গরীব নাগরিকদের জন্য আইনী সাহায্য দেওয়ার জন্য লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি অ্যাক্ট পাশ হয়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্য সরকার সেই সংবিধান ও দেশের আইনের নাগরিকের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা থেকে জনগনকে বঞ্চিত করেছে। হাতে গোনা কয়টা লোক আদালত। লোক আদালত খুব ফ্রুটফুল স্যার! অত্যন্ত প্রয়োজন মানুষের জন্য। অল্পেতে অনেক বিচার, অনেক সমস্যার সমাধান হয় একদিনের সিটিং-এ। এখানে দেখা যায় ২-১ টা করে ছেড়ে দেয়। আর টাকা আমরা মঞ্জুর করছি ল ডিপার্টমেন্টের জন্য। স্যার কয়টা লোক আদালত আর দলীয় লেজুরবৃত্তি করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে আইনী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে সরকার বসে থাকছেন, অন্যথা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। আমি জানতে চাই, রাজ্যের কয়টা বার এসোসিয়েশান এবং অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে আইনী শিবির, আইনী পরামর্শ কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, বাড়ীর জমি ও গৃহ নির্মানের জন্য রাজ্য সরকার অর্থ প্রদান করেছেন। লিগ্যাল এইড এডভোকেট নিয়োগের

রাজ্য সরকার বার এসোসিয়েশানের কোন মতামত নিচ্ছে কিনা? লিগ্যাল এইড প্রচারের মূল কাজটাই সরকার করছেনা। এখন পর্য্যন্ত ককবরক, লুসাই, সমস্ত আদিবাসীদের সমাজের মাতৃভাষায়, মণিপুরী বা বাংলাভাষায় তা সহজ করে লিখে প্রকাশ করতে হবে এইরকম ব্যবস্থা করছেন না। স্যার, আইনী সহযোগিতা-ত দূরের কথা, কোন আইনী নোটিশ যদি ডিপার্টমেণ্টে যায়, সেটার ব্যাপারে দপ্তর সঠিক উত্তর দেয়না এবং অন্যায় সরকারী সিদ্ধান্তকে বলবৎ রাখবার জন্য অন্যায়ভাবে আদালতে প্রতিরোধ গড়ে তুলে এই আইনে। যারা এই আইনী সহায়তায় প্রদত্ত আছেন, তারা-ত নট ফর দি গভর্ণমেণ্ট, তারা ফর দি ইণ্টারেষ্ট অফ দি পিওপিল স্যার, যে রাজ্যের অধিকাংশ জনগন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, সেই রাজ্যের কতজন বিধবা এবং গরীবের জন্য হাইকোট এবং সুপ্রীমকোর্ট আইনী সাহায্য করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে একটা যদি উদাহরণ দিতে পারে তাহলে আমার কাট মোশানগুলি উইথ ড্র করে নেব। স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় দপ্তরের মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, যে আইনের শাসন বলবৎ করার জন্য বিভিন্ন স্কীমের সুযোগ সুবিধার কথা জনগনকে জানানোর জন্য এবং বেআইনী প্রশাসনিক কাজের বিরুদ্ধে জনগণকে মদত দেওয়ার জন্যই আইনী সহায়তার প্রয়োজন এবং তা করতে হবে প্রকাশ্যে বা বোরখার আড়ালে নয়।

স্যার এই হাউসে একটা উত্তরে বলা হয়েছে যে পাঁচটি মহকুমা বাদ দিয়ে রাজ্যের সব মহকুমায় সাব্-ডিভিশনাল লিগ্যাল এইড্ গঠিত হয়েছে। তাহলে আর পাঁচটা যে আছে সেখানে কি মানুষ নাই? আমরা তো তাদের জন্যই সারা ত্রিপুরার জন্য টাকা ধরে দিচ্ছি। তাহলে সেখানকার লোক কিভাবে আইনী সহায়তা পাবে? লংতরাইভ্যালী, আমবাসা, গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর, বিশালগড় মহকুমায় কেন এই কমিটি নেই। ছেড়ে দিন এখানে বলেছেন ৮৬০ জন গরীব বিচার প্রার্থীকে আমরা লিগ্যাল এইড্ দিয়েছি। সেখানেও দশটা মহকুমার মধ্যে অমরপুর এবং কমলপুর বাদ। তাহলে অমরপুর এবং কমলপুরের মানুষের জন্য টাকা দিচ্ছেনা কেন? সেখানেও তো লিগ্যাল এইড্ কমিটি আছে। তাহলে টাকাগুলি কি করেছে? দলীয় কমিটি তারমানে সেজন্য তারা সেখানে কাজ করছে না।

স্যার, এই হাউসে আসার সময় আজকে একটা চিঠি পেয়েছি। আমি সীলটা দেখেছি ১১ তারিখ বা ১৪ তারিখ এখানে পোষ্ট করেছিল আমি পেয়েছি ১৫ তারিখ মানে আজকে ৯.৩০ মিঃ-এ। আইন দপ্তর থেকে টাকা দিয়ে কমিশন গঠন করা হয়েছিল শুকরাম দেববর্মার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে। আজকে চিঠি দিয়েছে ওয়ান শ্রীরনজিৎ দেববর্মা, চম্পকনগর, ওয়েষ্ট ত্রিপুরা উনি লিখেছেন যে

আইন দপ্তরকে ঘুমে রেখে ইংরেজীতে যেটা লিখেছেন (৩) নং পয়েন্ট লিখেছেন এই কমিশন বসেছিল এবং শেষ হওয়ার কথা ছিল ৩১শে মে. ২০০০। চার বার তাকে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে। এবং আরো তিন মাসের জন্য চাইছে। এই কমিশন কি করছে ? এখন পর্য্যন্ত জানা যায়নি। বলেছেন ৪৬,০০০ টাকা উনি বলেছেন প্লীজ রেইজ্ দ্যা ইস্যু ইন্ দ্যা হাউস্। এবং উনি চিঠির কপি আমাকে দিয়েছেন। এই চিঠিটা লিখেছেন টু দ্যা চীফ্ মিনিষ্টার, গভর্ণমেন্ট অব্ ত্রিপুরা, আগরতলা। অ্যান্ অ্যাপীল ফর ডিস্কাশন ইন্ দ্যা অ্যাসেম্বলী রিগার্ডিং মার্ডার অব্ শুকরাম দেববর্মা, এক্স এস, ডি, ও, সদর। বলেছেন ৪৬,০০০ টাকা 'ল' ডিপার্টমেন্টকে ঘুমে রেখে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট টাকা ড্র করেছে কমিশনকে দেবার জন্য। কিন্তু পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ক্যাশিয়ার এই টাকাটা দিতে অস্বীকার করে কমিশনের সেক্রেটারীকে, কারন তার এক্সটেন অর্ডার তখনো বের হয়নি। কিন্তু জোর করে টাকা নিয়ে যায়। এখন সেই টাকাটা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট প্রি-ডিপোজিট করেছেন ট্রেজারীতে। ট্রেজারীর এই অবস্থা কি অবস্থা চলছে স্যার : বলছে এই তদন্ত কোন দিনই শেষ হবে না, কারন এক্সটেনশন-এর মুল উদ্দেশ্য এটা তদন্ত নয়। এই ব্যাপারটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে চিঠি দিয়েছে তদন্ত করার জন্য। কাজেই এই এক্সটেনশন পাওয়ার জন্য যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা আমরা দেব না। এক্সটেন পাইয়ে দেবার জন্য আমরা টাকা দেব না স্যার, কাজের জন্য টাকা দেব।

তারপর স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯ মেজর হেড ২৮০১ স্যার একটা কথা বলি এখানে যে পঞ্চায়েতরাজ ইনস্টিটিউশন আছে এখানে প্রচণ্ড বে-আইনী কাজ হচ্ছে আর টি, আর, পি, অ্যাণ্ড পি, জি, পি, অ্যাড টু ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট মেজর হেড হলো ২৪০৬ আসলে আগে এই কাজটা করতো ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট। তাদের দুইটা ডিভিশন ছিল, একটা মনুতে আরেকটা নর্থে। পরে কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় এটাকে টি, আর, পি, অ্যাণ্ড পি, জি, পি বলে একটা নতুন দপ্তর করেছেন। সেই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন খুব সম্ভবত: মাননীয় পূর্ণমোহন ত্রিপুরা যাই হোক এখন ব্যাপারটা হলো কি, আপনারা যা কিছু করছেন জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য এখানে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন এটা ক্লাষ্টারের মাধ্যমে জুমিয়া রিহেবিলিটেশন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ? উত্তর 'না, নেই'। উনি বলেছেন না হলে, পরিকল্পনা না নেওয়ার কারন কি ? আপনি বলেছেন বিগত বছরে জেলাশাসকের দ্বারা সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। তাতে দেখা যায় রাজ্যে জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ৪৯,৮০০ টি। এতো বিরাট সংখ্যক জুমিয়া পরিবারকে রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যবস্থা করা তাছাড়া বেশীর ভাগ জুমিয়া পরিবারই রিজার্ভ ফরেষ্টের এলাকায় বসবাস করছেন তাই সেই জুমিয়াদের জমি বন্দোবস্ত দেবার কোন সুযোগ নাই। স্যার, এইটার

ব্যাপারে আমাদের লাস্ট সাজেশান রাখব স্যার, এটা হলো অনলি প্ল্যান অব্ ২০০০-২০০১, অব্ ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট, গভার্ণমেন্ট অব্ ত্রিপুরা। স্যার, এখানে সারা রাজ্যের মধ্যে ৫৮'৩৮ পার্সেন্ট হলো এই রিজার্ভ ফরেষ্ট এবং এই ফরেষ্টের মধ্যে বাস করেন জুমিয়াদের প্রায় ৯০ পার্সেন্ট।

কিন্তু আপনারা বলেছেন ২০০০-২০০১ ইং সনে জুমিয়াদের জন্য প্রচুর কাজ রয়েছে। জুমিয়াদের বন্দোবস্ত দেওয়া হউক। কিন্তু সেখানেতো আপনারা কাজ দেবেন ফরেষ্ট দপ্তরের মধ্যে ১৯৯১ সাল থেকে আরম্ভ করে আপটু ডেট মেণ্ডেজ জেনারেট ইন লাখ ৩৪ লক্ষ টাকা, পরের বছর ৩৭ লক্ষ টাকা, এর পরের বছর ৩২ লক্ষ টাকা এরপর ১৯৯৬-৯৭ সালে ১৩ লক্ষ, ১৯৯৭-৯৮ সালে ৯ লক্ষ, ১৯৯৮-৯৯ সালে ৯ লক্ষ, ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪ লক্ষ। দিনের পর দিন কমছে। এবং ল্যাণ্ড এলোকেশন টু ফরেষ্ট দপ্তর হচ্ছে ৩.১৬, ১৯৯১-৯২ সালের পর ২'৩০ এরপরে ২'৩১ এরপরে ১'৬৬, ১'৭১, ১'-২, ' ০ ০'৮৭, ১'০৫ কি বলছে এটা ইজ সিম দ্যাট দেয়ার ইজ নট অনলি বিন ডিড্রাকশন ইন প্লেন আউট লে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ইন অ্যাকচুয়াল ট্রামস ফ্রম ৭২০ লাখস ইন ১৯৯২ এণ্ড ৫০৩ লাখস ইন ১৯৯৯-২০০০। তার পরে তিনি এখানে বং প্রেসিডিউরে চলালে এবং ফরেষ্ট অ্যাক্ট অনুসারে ইলিগেল। ক্যাগ বলছে বিজার্ভেশন ফরেষ্ট অ্যাকট অনুসারে এটা আমাদের কথা নয় এটা অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলছি। আপনাকে নয় টাকাটা দিতে হবে বন দপ্তরকে। বন দপ্তরকে টাকা দিলে বন দপ্তরের মাধ্যমে ইউ কেন এরেঞ্জ এভরিথিং। এবং ক্যাগ বলছে, কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার আস্তে আস্তে রাজ্য সরকারকে ডাইরেক্ট টাকা দিচ্ছে না। এবং রাজ্যে দটি প্রজেক্ট করা উচিত ডাইরেক্ট টি, আর, ডি,'এর মত। তারা ডাইরেক্ট ছয় কোটি টাকা দিচ্ছে থ্রো এইটি ডেভ'ল পমেন্ট এজেন্সীর মাধ্যমে। সেইজন্য ডাইরেক্ট টাকা পাবে। রাজ্য সরকার বেআইনীভাবে টাকা খরচ করছে। বন দপ্তরের জন্য কাজ করছে না। এবং একটা পরিসংখ্যান দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শেষ করুন প্লিস।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— শেষ করছি স্যার। সুপ্রীম কোর্টে একটা মামলা হয়েছিল যার কেইস নাম্বার হলো ডাব্লিউ পি, সি, কেইস নং ২০২.৯৫ সেখানে আদালত রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে যে রাজ্যে প্রতি বছর কি পরিমাণ বনজ সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা বলছে ১৮০ কোটি টাকার বনজ সম্পদ আন-কাউনটেড। মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করেছেন। কাজেই পি, জি, পি, কোন দপ্তর না, পি, জি, পি বাদ দিন, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারও বলছি না। থ্রো ফরেষ্ট দপ্তর

যদি আপনার কাজ করার থাকে এবং আপনারা যে বেআইনী কাজ করছেন এটা উল্লেখ করছি। ক্যাগ রিপোর্টে ১৯৯৮ সালে বলেছে এই কাজ বেআইনী করা উচিৎ নয়। ফরেষ্ট অ্যাক্ট রিজারভেশন ১৯৮০ মোতাবেক মোষ্ট ইলিগেল। সুতরাং আমি অনুরোধ করব সত্যিকারের যদি মানসিকতা থাকে তাহলে থ্যো বন দপ্তর জুমিয়াদের জন্য আপনারা কাজ করুন। আমাদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা থাকবে, ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। আপনি সাত মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি শুধু কৃষি দপ্তর সম্পর্কে বলছি। প্রথমত কৃষি নিয়ে রাজ্য সরকার বলেছিলেন যে প্রাইভেটাইজেশন তারা পছন্দ করেন না তারা এর বিরুদ্ধে। কিন্তু এই রাজ্যে সম বণ্টনের ক্ষেত্রে যে প্রাইভেটাইজেশন হয়ে গেছে এটা সম্পর্কে তারা নীরব এবং সম্ভবত এটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত ছাড়া হয়নি। কাজেই প্রাইভেটাজেশন কেন্দ্রে হওয়ার আগে এই রাজ্যে হয়েছে। তবে এমন একটা জায়গায় যেটা কেন্দ্র বিরোধী। কেন্দ্র এমন জায়গায় প্রাইভেটেজাইশানের প্রস্তাব করেছে যেখানে লোকসান হচ্ছে সেখানে। কিন্তু এখানে সার বণ্টনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, স্যার বিলি বণ্টন করা হয় যেখানে সারের দাম দুই তিন টাকা সেখানে প্রাইভেট যেসমস্ত এজেন্সী আছে তারা দুইগুন তিনগু. দামে বিক্রি করছে। ফলে কি হয়েছে ? এই যে সরকারী গুদামের সমস্ত সার চলে গেছে প্রাইভেট এজেন্সীদের কাছে। যার ফলে বাজেটে তার প্রতিফলন হচ্ছে। প্রতিফলনটা কি ? আমি দেখেছি এই রিসিপট্ ১৯৯৯-২০০০ ইং ধরা হয়েছিল এক কোটি একুশ লক্ষ টাকা আর ২০০০-২০০১ ইং সালে ধরা হয়েছিল এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা পাবে। কিন্তু পাওয়া গেছে এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র, চৌত্রিশ লক্ষ কম হয়েছে। কেন? এই যে সারের টাকা রিকভারী হয়নি সব চলে গেছে পাচার হয়ে কালোবাজারী হয়ে প্রাইভেট এজেন্সীদের কাছে। যারফলে এই টাকা সরকার ফেরৎ পায়নি ; এরজন্য এই আয় কমেছে, সরকারের আয় আরও কমবে

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আর একটা হচ্ছে আমি সকালে প্রশ্ন করেছিলাম ওয়াটার সেড ডেভালাপমেন্ট শিফটিং কালটিভেশন ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে ৬৪ লক্ষ ৬৩ হাজার খরচ হয়েছে এবার ৮০ লক্ষ টাকা ধরেছিল এক পয়সাও খরচ করে নাই। নতুন বছরে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ধরেছে। উনি বলেছেন এটা নেই। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর হলেই এটা হচ্ছে হার্টিকালচার এগ্রিকালচার দপ্তরের কাজটা হচ্ছে এই দপ্তরের। উনি যেটা সকালে বলেছেন যে এইরকম কোন

প্রজেক্ট নেই, এটা ঠিক নয়। আর একটা আমি বলতে চাই টেকনোলজি ট্রেনিং অন কম্পোজাইড ফার্মিং টেকনোলজি টু দি এডুকেট ইয়ং প্রোগ্রাম ফারমার এটাতো দেখা গেছে স্কলারশিপ ধরেছে ১৫ লক্ষ টাকা মেজর ওয়ার্কে ধরেছে ৫৬ লক্ষ টাকা। তারপরে ইকুইপমেন্টে ধরেছে তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা, নতুন ভেহিকেলসে ধরেছে দশ লক্ষ টাকা তার তেল বাবদ ধরেছে ৫০ হাজার টাকা। কাজেই কি কাজ হবে এটা বুঝা যায়। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি এই ক্ষেত্রে অনুরোধ করব যে এই কম্পোজাইড টেকনোলজি সম্পর্কে যে ট্রেনিং দেওয়া হয় এটা ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে মেকসিমাম করা দরকার। অথচ এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিতে ট্রাইবেলদের মধ্যে শিক্ষিত বেকার যুবক যারা আছে তাদেরকে যদি এই ট্রেনিং দেওয়া হয় তাহলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মনে হচ্ছে এই রাস্তায় উনারা যেতে চান না। মাননীয় সদস্য রতন লাল নাথ যে প্রসঙ্গটা তুলেছেন যে জুমিয়া পুনর্বাসন ক্ষেত্রে কেন কোন কারনে ব্যর্থ হচ্ছে এটা দেখা দরকার। জুমিয়া পুনর্বাসন সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই, পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই এবং খাদ্যের কোন নিশ্চয়তা নেই। এইভাবে জুমিয়া পুনর্বাসন কলোনী হয় না। কাজেই, রিগ্রুপিং করে বড় করে যদি জুমিয়াদের এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে পরে ছড়াগুলির মধ্যে বাঁধ দিলে ৫-৬ কিমি: পর্য্যন্ত জলে ভরে যাবে, তখন সেখানে মাছ চাষ হতে পারে, হাঁস চাষ হতে পারে সেখানে জলের সমস্যা থাকবে না, তারপরে সেখানে রাস্তা করে নিয়ে যাওয়া যাবে পানীয় জল দেওয়া যাবে, সেখানে স্কুল করে দেওয়া যাবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে, মার্কেটের ব্যবস্থা করা যাবে। এই করে যদি একটা মডেলিং করা না যায় তাহলে জুমিয়াদের জীবনে কোন পরিবর্ত্তন আনা যাবে না। কাজেই, আমাদের সময়ে ঐ ১৯ কিমিঃ এই ছাওমনু রাস্তার ব্যাপারে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় আমরা দুইজনে ঠিক করেছিলাম যে এখান দিয়ে শুরু হবে। কিন্তু এটা শেষ সময় আমাদের পক্ষে করা হয়নি। কিন্তু আমরা যে প্রজেক্ট দিয়ে এসেছি এই বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে উপেক্ষা করছে এবং বাতিল করে দিয়েছেন। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে ট্রাইবেলদের যে অটোনমাস সেখানে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় আমরা বলেছি এক হাজার কোটি টাকার মধ্যে একশ কোটি টাকা করা হোক। এই সম্পর্কে আমরা কালকে বক্তব্য চেয়েছিলাম, কিন্তু অর্থমন্ত্রী এটার জবাব দিতে রাজী না। আমরা বলছি তাহলে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিন উনিও দিতে রাজী না, যারজন্য আমাদের ওয়াক আউট করতে হলো। এমনকি জবাব দেবেন না? এইটুকু দায়িত্ববোধ আমরা আশা করেছিলাম কিন্তু উনারা সেটা করেন নাই। স্যার, আমরা দেখছি এই সরকার এখন গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কেবল মেলা, খেলা,

উৎসব এই নিয়েই আছে। লোকে বলছে এই বামফ্রন্ট আসলে পরে প্রথমে খরা হয়, বন্যা হয়, দাঙ্গা হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমাদের রাজ্যের মানুষ বলে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে এলে পরে রাজ্যে খরা হয়, বন্যা হয়, এবং দাঙ্গা হয় রাজ্যে। এবং এইসব গুলি সব হয়েছে রাজ্যের মানুষও জানে এখন শুধু ভূমিকম্প বাকী। মানুষ এখন ভূমিকম্পের ভয় করছে। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, অকাজে মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরা টি, এ/ডি, এ এই সমস্ত বিলগুলি নিচ্ছে। আমাদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার আমাদের অম্পি গিয়ে বক্তব্য রাখার সময় বলেছেন যে নেতাজীর পরে নাকি উনিই নেতা। এইসব কথা বলার জন্য সরকারী গাড়ী চড়ছেন টি, এ/ডি, এ নিচ্ছেন। স্যার দুর্নীতি এবং দলবাজীর তো আর শেষ নেই। আর ওল্ডেজ পেন্সন এবং বি, পি, এল এই ব্যাপারে তো কথা বলে লাভ নেই যারা যোগ্য ব্যাক্তি যারা বৃদ্ধ তারা পাচ্ছে না। আমার এখানে জ্যোতিশ দাস তার তিনটা গাড়ী আছে। তিনি হলেন বি, পি এল কার্ড হোল্ডার। এই সমস্ত দুর্নীতি ও দলবাজী করার জন্য এখানে এই বাজেট করা হয়েছে। তাই আমি বিরোধী সদস্যদের আনিত সমস্ত কাট মোশানটিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল (কুলাই) :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের আনিত সমস্ত কাট মোশানকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে আমার দুইটি কাট মোশান আছে হেলথ এবং ওল্ড পেনশনের উপর। তার ডিমাণ্ড নাম্বার হচ্ছে ২২১০ স্যার, আমাদের রাজ্যে যে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে, সেখানে সত্যিকারের যে চিকিৎসা পরিষেবা হচ্ছে এটা ভাবা খুবই কঠিন। সেখানে যদি কোন ইমারজেন্সি রোগী নিয়ে যায় কোন কিছু ব্যবস্থা থাকে না। নাই রক্ত, নাই তুলা, নাই প্রয়োজনীয় টুলস্। সেখানে তুলাগুলি ব্যবহৃত তুলা ব্যবহার করা হয়। রক্ত তুলা ইঞ্জেকশানের নিডল্ এই সমস্তগুলি একেই জায়গাতে রাখা হয়। মাঝে মধ্যে বাচ্চাদের দাঁত তুলতে গেলে পরে আমার ভীষণ ভয় হয়। দাঁত তুলতে গিয়ে অন্য রোগনি হয়। এই হচ্ছে আমাদের আমবাসা প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের অবস্থা। এটা কত অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। এই বাজেটে এইসবগুলি মেনটেইন করা হয়নি। আর স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে কোন সময় গাড়ী থাকে কোন সময় নেই। আর যদি সেখানে গাড়ীও থাকে তাহলে ড্রাইভার থাকবে না, আর যদি ড্রাইভার থাকে তাহলে পেট্রোল থাকবে না। এই হচ্ছে আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা।

স্যার, ওল্ড পেনশনের ব্যাপারটা আরও বেশী দুর্নীতি যারা বৃদ্ধ তারা ওল্ড পেনশন পায় না।

আমাদের একজন কলিক নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীর কাছে তোতামাড়ীতে এখানে এক পরিবারের ৪ জন লোক আছে, গোবিন্দ মোহন জমাতিয়া, উনার বয়স ৮৫ বৎসর, তার ভাই গয়াপূর্ণ ৮০ বৎসর, সর্দারাম জমাতিয়া বয়স ৭৮ বৎসর, অনুহরি জমাতিয়া বয়স ৬৫ বৎসর। এই ৬৫ যিনি তিনি ওল্ডএইজ পেনশান এর এনটাইটেল, তারা পাউক কিন্তু তার যে উপরের তিন ভাই আছে তার তারা কিন্তু সেটা পাযনি। এটা পুরুষদের ক্ষেত্রে। মহিলাদের ক্ষেত্রেও পরিবারের ২ জন কিংবা ৩ জন থাকে কিংবা একটা গ্রামে বয়স্ক থাকলেও তাদেরকে পেনশন ঠিকমত দেওয়া হয়না। কাজেই আমার অনুরোধ আপনার মাধ্যমে মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, যে এটার একটা সিস্টেম করা হউক। এটা আপনার মাধ্যমে আমি সেই অনুরোধ রাখছি। যাদের বয়স বেশী আছে তারা আগে পেয়ে অমুক সিরিয়াল ভাবে। এই সিস্টেমটা না থাকলেতো মানুষের মনে সন্দেহ জাগে যে সে পাইল অথচ তার থেকে আমার বয়স বেশী আমি পেলাম না তাহলে তারা বুঝে যে এখানে দলবাজী করা হচ্ছে। কাজেই সরকার এর তরফ থেকে এটার একটা সিস্টেম করা হউক যাদের বয়স বেশী তাদের দিয়ে আরম্ভ করা হউক। ওল্ড এইজ পেনশান যাদের বয়স বেশী তারা যাতে পায় এটাই আমার অনুরোধ। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ— মাননীয় মন্ত্রী বলরাম রিয়াং মহাশয়।

শ্রী বলরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমার ডিমান্ড নাম্বার ২৬। কাট মোশান হলো "Need to provide better food and aceomodation to the prisoners" বাজেট পুস্তিকায় বর্ণিত আইটেম নাম্বার ৮০০ সাব আইটেম ৬৩৮-এ বরাদ্ধকৃত অর্থ শুধু মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ভিত্তিক পরিকল্পনা খাতে কারাগার আধুনিকীকরন প্রকল্পের উপর। এই বরাদ্ধকৃত অর্থ হইতে জেল বন্দীদের খাদ্য বাবদ খরচ করার কোন ব্যবস্থা নাই। এই অর্থ শুধুমাত্র জেলবন্দীদের বাসস্থান তৈরীর জন্যই পর্যায়ক্রমে খরচ করার ব্যবস্থা আছে।

জেলবন্দীদের খাদ্য বাবদ খরচ পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে অন্যান্য প্রতিবছরের ন্যায় আগামী ২০০১-২০০২ অর্থ বছরেও মেজর হেড ২০৫৬ জেইল এর অধীন সাব হেড ১০১ এবং অন্তর্ভুক্ত মাইনর হেড ২৮ আদার এক্সপেনডিচার-এ মং ৬৮'৭২ লক্ষ টাকা বাজেটে বরাদ্ধ করা হয়েছে।

রাজ্যের কারাগারগুলীতে নিম্নলিখিত খাদ্য তালিকার ভিত্তিতে প্রত্যেক জেলবন্দীকে প্রতিদিন খাদ্য প্রদান করা হয়।

১)	চাউল অথবা আটা	৭০০ গ্রাম
২)	ডাল	১২৫ ,,

৩) লবন	∙০২৫ গ্রাম,
৪) সরিষা তৈল	∙০২২ "
৫) পেঁয়াজ	∙০১০ "
৬) মশলা	∙০১৪ "
৭) পুস্ত	∙০১৫ "
৮) তেতুল	∙০০৪ "
৯) সব্জী	৪১০ "
১০) লাকড়ী	১ কেজি,
১১) মাংস (সপ্তাহে একবার)	∙০৮০ গ্রাম,
১২) মাছ (")	∙০৬৫ "
১৩) ডিম (")	১ টা,
১৪) সিদল (")	০০৫ গ্রাম।

এছাড় নিরামীস ভোজীদের জন্য মাছ, মাংস ও ডিমের পরিবর্তে ০'১৫০ গ্রাম পাকা কলা ও ২০০ গ্রাম সব্জী অতিরিক্ত প্রদান করা হয়।

জেলবন্দীদের পর্যাপ্ত বাসস্থানের জন্য আগামী ২০০১-২০০২ অর্থবছরে আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৫০ জন জেলবন্দী ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন, খোয়াই, কৈলাশহর এবং ধর্মনগর জেলগুলির প্রত্যেকটিকে ৫০ জন বন্দী ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রিজনারস্ ওয়ার্ড তৈরীর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই কমলপুর, বিলোনীয়া, সাব্রুম এবং অমরপুর সাব-জেল-এ প্রিজনার্স ওয়ার্ড তৈরী করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্দ্দেশিকা অনুযায়ী এই সমস্ত বাসস্থান তৈরীর জন্য কারাগার আধুনিকীকরণ প্রকল্পাধীন আইটেম ৮০০ ও দিজ একস্পেনডিচার সাব আইটেম ৬৩৮ এবং একাদশ অর্থ কমিশন কর্তৃক দেয় ব্যায় বরাদ্দ হইতে প্রতি বছর পর্য্যায়ক্রমে খরচ করা হবে।

সুতরাং উন্নততর খাবার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থার জন্য আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের পর্য্যাপ্ত বন্দোবস্ত থাকায় মং ১০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ থেকে কমানোর যে কাট মোশান আনা হয়েছে তার কোন প্রশ্নই উঠে না এবং তাহা বাতিল যোগ্য। এবং এই সমস্ত বাজেটকে সমর্থন করছি।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমাদের অনারেবল জেলমন্ত্রী

খাবার সম্পর্কে বললেন এটার উপরে কেস টিবাল এর সময়ে বছরে বিভিন্ন ফেসটিভ্যাল আছে তখন কয়েদীদেরকে কি কি সুবিধা দেওয়া হয়। এটা উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীবলরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— অবশ্যই দেওয়া হয়। প্রত্যেক ফেসটিভ্যালে খ্রীষ্টান এবং আলাদা আলাদা সম্প্রদায়দেরকে দেওয়া হয়ে থাকে।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরমেন্দ্র নাথ মহোদয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, মাননীয় জেলমন্ত্রী তো হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। উনি মেজর হেড ২০৫৬ সাব হেড ১০১ এর হিসাব দেখলে এটা তো এড্‌মিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেনডিচার, এখানে মাত্র সাব হেড্‌ ২-এ এটা আলাদা এক্সপেনডিচার আছে। এই সাব হেড্‌ ২-এ এখানে আদার চার্জেস, জেলখাবার অন্যান্য খরচ।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার যে মেজর হেড ২৮৫১ ভিলেজ এণ্ড স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ। এই যে ডিমাণ্ড নং ২৫ এবং এই মেজর হেড ২৮৫১ এর এগেইন্সটে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কাট মোশান এনেছেন। তো আমি খুব আনন্দিত রবীন্দ্রবাবু মহোদয় এই কাট মোশান যদিও ভ্রম বসত দিয়েছেন, এটার পক্ষে উনি কিন্তু কোন কথা বলেননি, তথাপি অন্যান্য যারা মাননীয় সদস্যরা আছেন উনারা একটা ইনজেনারেল অন্যান্য বিরোধী বেঞ্চে যে মাননীয় সদস্যগন আছেন উনাদের আনা সমস্ত কাট মোশানগুলি আমি বিরোধীতা করছি, এই জন্য আমি খুব সংক্ষেপে দু-চারটা কথা বলতে চাইছি। এখানে হ্যাণ্ডলুমের বাইরে বা হ্যাণ্ডিক্র্যাফট্‌ বা সেরিকালচার এর ভেতর যাব না। হ্যাণ্ডলুমের ব্যাপারেই উনারা বলেছেন যে ওয়েষ্ট অব এক্সপেনডিচার এর জন্য উনি বলেছেন ট্রাই টু কনট্রোল এলিমিনেইট্‌ ওয়েষ্টফুল এক্সপেনডিচার অন্ কনটিনিউড্‌ টু হ্যাণ্ডলুম্‌ ইণ্ডাস্ট্রিজ। তো এই রাজ্যে স্যার, সবাই জানেন বড় ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেনি। বিভিন্ন সময় এইগুলি আলোচনা হয়েছে কাজেই যে স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ বলতে যা আছে এর মধ্যে হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রিজ খুব গুরুত্বপূর্ণ এটার মধ্যে প্রায় ত্রিপুরার মধ্যে এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ উইভারস, এই প্রোফেশানে ইনভল্ব আছে, তার মধ্যে ট্রাইবেল মহিলারা আছেন। বা মণিপুরি, বাঙ্গালী বিভিন্ন অংশের তাঁতশিল্পী মায়েরা, বোনেরা, বন্ধুরা, ইনভল্ব আছেন। এই শিল্পগুলিকে উন্নত করার জন্য আমাদের দপ্তর-এর তরফ থেকে ২৪টা ক্লাসটার করেছে এবং এই ক্লাষ্টারগুলি পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য একটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যও জানা আছে বিভিন্ন

জায়গায় যেগুলি আগে অস্তিত্বহীন অবস্থায় ছিল আমরা এখানে সেন্টার করেছি, আমরা এখানে কোয়ালিটি ডাই-ইউমিট্ যেগুলি ফাষ্ট কালারের জন্য যে রং এর ব্যাপারে কাপড়ের কোন প্রশ্ন না থাকে কাষ্টমারদের মনে তারজন্য আমরা ট্রেনিং দিয়ে কায়কটা ক্লাষ্টারের মধ্যে, ইতিমধ্যে ১০টা হাতে নিয়েছি ৬টা আমরা শেষ করেছি এর মধ্যে তিন চারটা হবে। তার মধ্যে কমন ফেসিলিটিজ সেন্টার আমরা অনেকগুলি ক্লাস্টার করেছি এবং শুধু তাই নয় আমাদের এখানে যে সিল্ক তৈরী হচ্ছে, এর কাপড় যাতে উইভারস্‌রা তৈরী করতে পারেন এই জন্য আমরা তাদের ট্রেনিং দিয়েছি, বাইরের স্টেট্ থেকে এক্সপার্টদের এনে। এখানেই তৈরী হচ্ছে শুধু প্রিন্টিং প্রোসেস্‌টা কোলকাতায় হচ্ছে। শুধু তাই নয় ড্রিংকিং ওয়াটারের সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেকটি ক্লাষ্টারে ব্যবস্থা করেছি। মার্কেটিং ফেসিলিটিজের জন্য আমাদের ডিপার্টমান্ট এর তরফ থেকে ৯৮ লক্ষ টাকা একটা এষ্টিমেইট করেছিলাম কমন মার্কেটিং ফেসিলিটিজ্ সেন্টারের জন্য আইতরমার পাশে, এটা এখন প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকায় দাড়িয়েছে নতুন এষ্টিমেটে। কাজেই এই কমপ্লেক্সটা তৈরীর জন্য আমাদের টাকার দরকার এবং কোয়ালিটি ডাই ইউনিটের জন্য টাকার দরকার, বিভিন্ন ক্লাষ্টারের মধ্যে আমরা সব সেন্টার করেছি যাতে প্রিলিমিনারী যে ঔষধপত্র দেওয়া যায় এটা'র জন্য আমরা কগুলি সাব-সেন্টার করেছি, এই জন্য বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান্ করা হয়েছে। এইগুলির জন্য টাকার দরকার। এখানে যে কাট মোশান আনা হয়েছে এটা যদিও রুটিন মাফিক যদিও সংশোধনীয় বিষয়গুলির মধ্যে একটা রুটিন মাফিক তথাপি আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য উনারা এটার ব্যাপারে কিছু বলেননি এই জন্য আমি উনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা, উনারা একটা ব্যাপারে কিছু বলেননি, এই জন্যই আমি উনাদের ধন্যবাদ জানাই এবং আরো ধন্যবাদ জানাব, উনারা যত কাট মোশান এনেছেন এইগুলি যদি তুলে নেন। এবং আশা করব উনারা তুলে নেবেন। কাজেই এখানে আধুনীকরণের জন্য এবং উন্নত ডিজাইনের জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধা দেওয়ার জন্য এই জিনিসগুলি দরকার। আমরা বিভিন্ন সোসাইটিকে দিচ্ছি, এই সোসাইটিগুলির তো নিজস্ব কোন পরিকাঠামো নেই। এইগুলি আমরা এদেরকে দিচ্ছি স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য। উইভারসদের দ্রব্যমূল্য যে হারে বৃদ্ধি হচ্ছে এবং বর্তমান এ কেন্দ্রীয় সরকার যে পলিসি নিয়েছে, দীন দয়াল হাটকো প্রস্তাব যোজনা নাম দিয়ে সমস্ত কিছুই সমস্ত কিছুইই ব্যাংকের সঙ্গে টেক করে দিয়েছেন। উইভারস লোন যদি পেতে হয়, ব্যাংকের কাছ থেকে আগে গ্যারান্টি আনতে হবে। তাহলে আমাদের এই রাজ্যে যারা উইভারস আছেন, তারা বেশীর ভাগ দরিদ্র সীমার নীচে আছে। উনাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। আমাদের এই

সেশনেও আলোচনা হয়েছে, আমাদের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ব্যাংক কিভাবে এ সহযোগিতা করে যাচ্ছে। কাজেই যে নতুন স্কীম এই স্কীমের ফলে আরো মারাত্মক দুর্দশার দিকে উইভারসদের ঠেলে দিচ্ছে। কাজেই পুরোনো স্কীমের মধ্যে থেকেই আমরা এই সুযোগগুলি সম্প্রসারন করছি। এবং সমস্ত উইভারসদের যাতে আমরা মজবুত করতে পারি এবং তাদের আর্থিক অবস্থা যাতে ভাল হয়, এইজন্য আমাদের ডিমাণ্ড নম্বর ২৫ মেজর হেড ২৮৫ ওয়ান আ্যগিনেষ্টএ যে কাট মোশান এনেছেন, আমি এটার উপর বিরোধীতা করে সমস্ত কাট মোশনের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রেখে এখানেই শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) **:—** মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ৫ তারিখ ২০০১-২০০২ সালের জন্য যে বাজেট এখানে উত্থাপন করেছেন। এই সভায় সেখানে কোন কোন দপ্তর, বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা কিছু কিছু কাট মোশান উত্থাপন করেছেন। আমি মনে করি যেহেতু তারা বিরোধী বেঞ্চে আছেন, সরকারের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বলতে হবে। এটা প্রয়োজন হোক আর অপ্রয়োজনই হোক। আমার কাছে এটাই মনে হচ্ছে। কারণ ফিসারী ডিপার্টমেন্ট, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬, এড-হক এ্যাকাউন্ট ২৪০৫, রতনবাবু একটা কাট মোশান এনেছেন। কাজেই রতনবাবু বিজ্ঞ মানুষ, স্যার, আমরা হ উসে দেখছি কথায় কথায় মোটাসোটা বই এখানে দেখান সবাইকে। নিশ্চয় এটা সম্পর্কে উনার জানা থাকা দরকার। এখানে যে কাট মোশান এনেছেন, যে ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেকট, এটা রুদ্রসাগর ফেইলোর হয়েছে। এটা কনফ্রোড করার জন্য। আমি জানিনা স্যার, উনি বিষয়টা জানেন কি না, না কেউ উনাকে পুশ করেছে। স্যার, রুদ্রসাগর হচ্ছে একটা ন্যাচারাল বডি। রুদ্রসাগর উদবাস্তু ফিসারম্যানদের দেওয়া হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— রুদ্রসাগর একজন রাজার নামে এলোটমেন্ট ছিল।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) **:—** এটা এখন তো ত্রিপুরা সরকারের কাছে। এটা টারিজম ডিপার্টমেন্টের। এই যে রুদ্রসাগর আজকে ভূমি ক্ষয়ের ফলে দেখা যাচ্ছে, তার যে নাব্যতা এই নাব্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এখন এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে রুদ্রসাগরে এই রকম একটা শুকা মরশুমে সাত আট হাত জল থাকত। এখন দেখা যায় এখানে দুই আড়াই হাতের বেশী জল থাকেনা এই সময়ের মধ্যে। এটার যে গভীরতা কমে যাচ্ছে প্রতিদিন পাড় পূর্ব পাড় থেকে পশ্চিম

পাড় পর্যন্ত আর যে চৈত্র মাস আসছে, এমন একটা সময় অল্প একটু জল পাড় হতে হয়। আর বাকীটা হেটে যাওয়া যায়। ফলে রুদ্রসাগরের যে ঐতিহ্য, চরিত্র সেটা সেখানে হারিয়ে যাচ্ছে। এমন একটা অবস্থার মধ্যে চলে যাচ্ছে যে হয়তো বা দেখা যাবে এক বছরের মধ্যে এটা একটা ধানি জমিতে রূপান্তরিব হয়ে যাবে। এই রুদ্রসাগরের নাব্যতা রক্ষা করার জন্য মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগ নিয়ে সেখানে একটা স্কীম তৈরী করা হয়েছে এবং এটা মিনিষ্ট্রি অভ্ ফরেষ্ট এনভায়ারমেন্ট ডিপার্টমেন্টের এর কাজ। একটা ডিপার্টমেন্ট না কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট এটার সাথে যুক্ত আছে। ওয়াটার রিসোর্স, ফরেষ্ট, এম, আই, ফিসারী, এবং টুরিজম সবাই মিলে কে কোন কাজটা করবে সেইভাবে স্কীমটা তৈরী করা হয় এবং ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের সেখানে তারাও একটা রিসার্চ করছে এটাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। সবটা মিলিয়ে তাদের সহ এই স্কীমটা সেখানে পাঠানো হয়েছে এবং এই স্কীমে এই বছরের এখানে যেটা ধরা হয়েছে যে টাকাটা খরচ করা হবে এটা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়া যায়। এক কোটি টাকা তাহলে পরে হার্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এবং ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এই টাকাটা সেখানে খরচ করা হবে। এটা সংস্কার করা তারপরে অন্যান্য যে কাজগুলি সেগুলি করার জন্য এই টাকাটা সেখানে ধরা হয়েছে। এটার মধ্যেও রতনবাবু সেখানে কাট-মোশান এনেছেন যে এটা দরকার নেই এই টাকা খরচ করার কোন প্রয়োজন নেই। ৫২ লক্ষ টাকা খরচ হয়নি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন না কারণ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা ৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। তারা বলেছেন যে মরাছড়ার যে প্রাচীন নদীটা এসেছে এটার পাড়টাকে বাঁধতে হবে এবং সেই পাড় তারা দিয়ে দিয়েছেন কতটুকু এবং কি হবে হাইড্রোতে কি তারবেত হবে কি সেই স্পেসিফিকেশান অনুসারে সেই ৫ লক্ষ টাকা মরাছড়ার পাড় বাঁধার জন্য খরচ করা হয়েছে। এর পরে এখন পর্যন্ত তারা কোন টাকা দেয়নি। মঞ্জুরী পেলেই আমরা সেই টাকাটা সেখানে খরচ করব এই জন্য এই টাকাটা সেখানে ধরা হয়েছে। আমি এই জনা বলছি যে রতনবাবু যে কাট মোশানটা এনেছেন নিশ্চই তিনি সেটাকে খতিয়ে দেখেননি। কারণ রুদ্রসাগরটা শুধু এটা যেমন এখানে দুই হাজার ফিসারম্যান তারা যেমন মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে কারণ এক সময়তে এখানে বিভিন্ন রকমের মাছ পাওয়া যেত, সেখানে চিতল মাছ থেকে শুরু করে পাবদা মাছ সবই পাওয়া যেত। কিন্তু এখন জল না থাকার কারনে এই মাছগুলি সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না। পরিকল্পনাটা সেখানে নেওয়া হয়েছে যে জলের গভীরতা বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য এই পরিকল্পনা। এখন উনি যদি মনে করেন এটা যেমন আছে ফিসারীম্যানদের জন্য তারা জীবিকা নির্বাহ করছে পাশাপাশি আমাদের রাজ্যে এটা একটা টুরিজমের ভাল ক্ষেত্র এবং এখন থেকে আমাদের রাজ্যে যারা টুরিষ্ট আছে তারা যেমন যাচ্ছে বাইরের যারা টুরিষ্ট

তারা সেখানে আসছে। তাঁরা দেখে "মহারাজার" যে নীরমহল সেটা দেখছে এবং জানার চেষ্টা করছে। রতনবাবু যদি চান রুদ্রসাগরে তাঁর পাহাড়ী নৌকা আছে উনারা নৌকা দিয়ে ভ্রমন করতে পারেন। আমি বুঝতে পারছি না যে এত বড় একটা সম্পদ এটা রুদ্রসাগর ফিসারম্যান কো-অপারেটিভের যেমন একটা সম্পদ পাশাপাশি গোটা রাজ্যের একটা সম্পদ। সুতরাং এটাকে রক্ষা করার জন্য এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। এটার ক্ষেত্রেও তিনি বাঁধা দিচ্ছেন কাট মোশান এনেছেন যে এই টাকার দরকার নেই। এখানে দাঁড়িয়ে যখন আলোচনা হয় তখন কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কল্যাণে ত্রিপুরা রাজ্যে এই করা দরকার অনেক কথা বলছেন। কিন্তু আমরা যখন কাজ করতে চাইছি তখন কিন্তু বাঁধা দিচ্ছেন। এই জন্য বলছি তারা যখন বিরোধী বেঞ্চে আছেন সরকারের বিরোধিতা করতে হবে তাই সেখানে বিরোধিতা করছেন। সুতরাং উনি যে কাট মোশানটা এনেছেন আমি মনে করি এটা যুক্তি সঙ্গত না শুধু এই কথা বলেছিল যে দুই হাজার ফিসারম্যানদেরকে লাথি মারা না গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের যে সম্পদ সেই সম্পদটাকে নষ্ট করার জন্য তিনি কাট মোশান এনেছেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আপনি তো বললেন যে জল নাই মাছ হয় কি করে।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— কে বলেছে, আমি তো বলছি এই শুকা মরশুমে দুই থেকে আড়াই হাত জল থাকে। আগে যেখানে সাত থেকে আট হাত জল থাকত এখন দুই থেকে আড়াই হাত জল থাকে। জল নেই এই কথা আমি বলিনি। এটা আসলে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থের জন্য না এই রাজ্যের সম্পদকে ধ্বংস করার জন্য তাদের পরিকল্পনা।

নলছড়ার পাস দিয়ে যে নদীটি (গোমতী) গিয়েছে সেই নদীটি পার বাধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছে। মঞ্জুরীকৃত টাকা পেলেই আমরা সেই টাকাটা খরচ করব। সেই টাকা এখনো দেয়নি। আমি এই জন্য বলছি রতনবাবু যে কাটমোশান এনেছেন উনি বেশী দূর খটিয়ে দেখেননি। কারন রুদ্রসাগর ২ হাজার ফিসারম্যান তারা মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। রুদ্রসাগরে এক সময়েও বিভিন্ন ধরনের জিওল মাছ পাওয়া যেত। পাবদা মাছ থেকে শুরু করে সব ধরনের মাছ পাওয়া যেত। এখন রুদ্রসাগরে জল না থাকার কারনে এই সব মাছগুলি পাওয়া যায়না। এই নদীর জলের গভীরতা যাতে বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য সেখানে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফিসারম্যানরা যাতে জিবীকা নির্বাহ করার এটা একটা ভাল ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রকে রাজ্যের ঐতিহ্য হিসাবে টুরিষ্টদের জন্য রাখা যায়। এটা মহারাজাদের

দীর্ঘতম নীরমহল। রুদ্রসাগর ফিসারম্যানদের পাশাপাশি গোটা রাজ্যের সম্পদ। এটাকে রক্ষা করার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য যে কাট মোশান এনেছেন এটার ক্ষেত্রেও বাধা দিচ্ছেন। এখানে দাড়িয়ে আলোচনা হয় ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের কল্যাণে এই করা দরকার সেই করা দরকার অনেক কিছু কথা দিয়েছেন। আবার সেখানে কাজ করতে চাইছি সেখানে বাধা দিচ্ছেন। এই জন্য বলছি, যেহেতু বিরোধী বেঞ্চে আছেন সরকারের বিরোধিতা করতে হয়। সুতরাং উনি যে কাট মোশানটা এনেছেন এটা আমার মনে হয় যুক্তি সঙ্গত না। এটা শুধু এই কথা বলে এই দুই হাজার ফিসারম্যানের পেটে লাথি মেরে না গোটা রাজ্যের যে সম্পদ এই সম্পদটাকে নষ্ট করার জন্য পরিকল্পনা করছে। সুতরাং উনার যে কাট মোশান সেটাকে আমি বিরোধিতা করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীসমীর দেব সরকার) :— মন্ত্রী মহোদয় আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— এখানে যে টাকাটা ধরা হয়েছে সেটা আমরা একটা স্কীম তৈরী করে পরিকল্পনা করছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা রাজ্যের স্বার্থে খরচ করতে পারব। এটাকে যদি কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেন তাহলে এই বছরে ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আমরা সেখানে খরচ করব। সুতরাং মানুষের চাহিদা সেখানে দিন দিন বাড়ছে। এটাকে অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়ে সুযোগ দেওয়া। তারা যাতে এটাকে নিয়ে চাষবাস করতে পারে এবং জীবিকা অর্জন করতে পারে সেই জন্যই নতুন পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। ক্ষতির কোন কারন নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এটাতো সেন্ট্রাল স্কীম।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, আমরা স্কীম তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। স্যার, ডিমাণ্ড-১১ ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এটা আরও একটা কাট মোশান-২০৪১। রবীন্দ্রবাবু সেখানে কাট মোশান এনেছেন। মেজর হেড ১০২০ টাকা চাওয়া হয়েছে এখানে উনি কাট মোশান এনেছেন। উনারা বুঝে কাট মোশান এনেছেন নাকি, না বুঝে কাট মোশান এনেছেন। এখানে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সেলারি আছে কর্মচারীদের টি এ/ডি. এ এবং ২০ হাজার টাকা আছে কর্মচারীদের এল. টি, সির জন্য। এই হচ্ছে কর্মচারীদের জন্য ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এখানে এটার জন্য কাট মোশান।

কাজে কাজেই এই কাট মোশান গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। শুধুমাত্র বিরোধিতা করার

তাহলে কমিটিগুলি করার কোন অর্থ থাকবে না। আমরা কমিটিগুলি তৈরী করেছি, কয়েকটা জায়গায় কমিটি হয়নি ঠিকভাবে বলেছেন, সেই জায়গাগুলি নিশ্চয় আমাদের বিবেচনার মধ্যে থাকবে। আমরা আমাদের দপ্তরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এখানে কিভাবে করা যায় নিশ্চয় আমরা দেখব। লোক আদালত এর সংখ্যা যাতে সম্প্রসারন করা যায় সেই দিকে আমরা চেষ্টা করব। বিশেষ করে যে জায়গাতে আদালতের সংখ্যা কম, সেই জায়গাগুলিতে এটা বেশী করে করলে বোধ হয় যারা সাফার করছেন, তাদের সুবিধা বেশী হবে। যেই দিকে আমরা নজর দেব। আসলে এখানে তো কাট মোশান থাকলেও যারা কথা বলার চেষ্টা করেছেন। আমার দিক থেকে যেটা জবাব দেওয়ার সেটা আমি বললাম।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— সুখরাম দেববর্মার সম্বন্ধে এক ভদ্রলোক রঞ্জিৎ দেববর্মা চম্পকনগরে আপনার এড্রেসে একটি চিঠি লেখেছেন। এড্রেসটা চীফ মিনিষ্টার কপিটা আমাকে দিয়েছে এবং আজকে হাউসে আসার সময় চিঠিটা আমার বারান্দায় পেয়েছি। পেয়ে আমি সাথে সাথে আসতে আসতে পড়েছি এবং এই কমিশন বার বার টাইম অ্যাকটেশন করার জন্য বার বার চাইছে এবং এতে টাকা বাড়ানোর জন্য এবং ২৬ হাজার টাকা অলরেডি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট লোক ল ডিপার্টমেন্টকে সাপ্রেসে রেখে টাকা ড্র করে ফেলেছে। এমন একটা অভিযোগ আমি প্লেইস করেছি। যার কারনে আমি চিঠির কপিটা আপনার উদ্দেশ্যে রাখছি। যাতে রিকয়ার্স দিস্ মেটার অ্যাণ্ড টু টেইক ন্যাসেসারি টেপস্।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** আমি যেটা বলব যে এটা স্বাভাবিক আমি দুঃখিত যে কাট মোশান শুধু আমার দপ্তর না অন্য যে দপ্তরের জন্য এনেছেন এইগুলি তো সমর্থন করতে পারব না। আর আমাদের যে ডিমাণ্ড এই ডিমাণ্ড সামনে রেখে আমরা যে কাজ করতে চাইছি তাতে নিশ্চয়ই আপনাদের সবার কিছু সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঘাটতি থাকতেই পারে। যে যে বিষয়গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন গঠনমূলক দৃষ্টি নিয়ে আপনাদের সব সমালোচনা সঠিক না। যেগুলি সঠিক বলে আমাদের বিবেচনার মধ্যে এসেছে নিশ্চয়ই সেগুলি বিবেচনার মধ্যে রেখে আগামী দিনের কাজের ক্ষেত্রে এই ভুলগুলি যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার চেষ্টা আমরা করব এই কথা বলে আমি আমার কথাগুলি শেষ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, রেভিনিউ মিনিষ্টার মিস্লে করেছেন। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের কোন্ টাকা মিডিয়াম ইরিগেশনে লাগানো হয়নি। এখানে বাজেটে ১৬৭ পৃষ্ঠায়

ডিমাণ্ড নাম্বার-১৯, মেজর হেড-৪৭০১ এখানে পরিস্কার লেখা আছে যে গোমতী ইরিগেশান প্রজেক্টের জন্য ৬০ লক্ষ টাকা, খোয়াইয়ের জন্য ৬০ লক্ষ টাকা, মনুর জন্য ৪০ লক্ষ টাকা। দেড় কোটি টাকা এটা ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান থেকে হোক প্ল্যান থেকে হোক অথবা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে হোক। উনি স্বীকার করেছেন এটার ক্ল্যারিফাই দরকার। এইভাবে দ্যা নেইম্ অভ্ ট্রাইবেল ডেভলাপমেন্ট ওয়েন্‌টেইজ অ্যাণ্ড মিসিউর অভ্ গভর্ণমেন্ট এটসেটেরা। হোইচ গোইং অন এভ্রী টাইম, এভরী হোয়ার, এভরী ওয়ে। দিস ইজ ভেরী মাচ অনফরচোনেইট। ১৬৭ পৃষ্ঠা, ডিমাণ্ড নাম্বার-১৯, মেজর হেড-৪৭০১।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এটা যেটা আছে আমি তো আগেই বলেছি মিডিয়াম ইরিগেশানের সব টাকাই আসে এ, আই, বি, পি থেকে এবং সেই টাকা পি, ডব্লিউ ডি, ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট নং-১৬৬।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পৃষ্ঠা নাম্বার-১৬৭।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ১৬৭ তাতে আছে যে মিডিয়াম ইরিগেশান, নন কর্মাশিয়্যাল আদার এক্সপেন্স, স্টেট ল্যাণ্ড, এ, আই, বি, পি গোমতী ইরিগেশন প্রজেক্ট। সেই টাকা লোনের যে টাকাটা যেটা আমরা নেই ১৫ পারসেন্ট ২০ পারসেন্ট প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিমাণ্ড নং-নাইনটি-তে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য যেটা দেখানো হয়েছে এটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের টাকা না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— টাকা না, ৩০ পারসেন্ট অভ্ দ্যা বাজেট এভরী ডিপার্টমেন্ট দিস এলোকেটেড্ ফর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার। ঐ টাকার একটা অংশ।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এটার অংশ এটা তো সবসময় দেখানো হয়। এই টাকাটা খরচ করে ওয়াটার রিসোর্স।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— টাকাটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নামে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— না টাকাটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের নামে না। সাব-প্ল্যান-এ ট্রাইবেলের অংশ হিসাবে আমরা যেটা খরচ করি এটা তো গত কয়েক বছর যাবৎ এটা চলে আসছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এটা নয়। ট্রাইবেল বেনিফিসিয়ারীর জন্য এই টাকা খরচ করা

যেতে পারে। ট্রাইবেল এলাকায় ইরিগেশন প্রজেক্ট নেওয়া যায় না তা তো নয়। যেখানে ট্রাইবেল বেনিফিসিয়ারীর কেউ নেই সেখানে তো এই টাকা খরচ করার কথা নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— না না মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন ট্রাইবেল বেনিফিসিয়ারীর নেই এই কথাটা একবারের জন্য ঠিক না। তিনটা ইরিগেশনের সব জায়গাতে ট্রাইবেল আছে। আমরা একটা সাইড করছি। কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে? কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ব্যারেজ হয়েছে এখন ক্যানেলে কাজ চলছে। যেমন ধরুন মহারাণী ব্যারেজে এখন যে কাজটা হচ্ছে এটা হলে পরে মহারাণীপুর যাবে। মহারাণী যাবে তার মধ্যে বেশী ট্রাইবেল বেনিফিসিয়ারীস্ থাকবে। কাজ সেই ভাবে চলছে। ক্যানেলের কাজ সেইদিকে অগ্রসর হচ্ছে। ওগুলিতো খুব ভাল করে জানবেন প্রশান্ত দেববর্মার বাড়ী পর্য্যন্ত এর মধ্যে চলে গেছে ক্যানেলের কাজ।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— গোমতী প্রজেকট যে আছে সেটা হচ্ছে আপনার পিত্রা বাজার। পিত্রা বাজার যেদিক দিয়ে যাবে সেখানে কোন ট্রাইবেল নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— কড়ইমুড়ার পাশ দিয়ে যাওয়া যে রাস্তাটা সেখানে তো ট্রাইবেল অংশের লোকেরা আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— অমরপুর রাস্তাটা নিজের এলাকার মধ্যে পড়েছে কিন্তু গামারিয়া জায়গাটার প্রতি কেন এত দরদ

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি দায়িত্ব না নিয়ে যদি বলি তাহলে এটা ঠিক না। উদয়পুরের কাজ শেষ করা হয়েছে। সেখানে এই ক্যানালে ইরিগেশনের কাজ চলছে। দক্ষিণ মহারাণীপুরে লিফট ইরিগেশন করা যায় কিনা চিন্তাভাবনা চলছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— প্রজেকটি ডিপার্টমেন্টে যে টাকা খরচ করবেন ৩০ পারসেন্ট এস. টি আর সিকসটি পারসেন্ট দেখাতে হবে এটা চলবে না কিন্তু বেনিফিসারির যাতে বেনিফিটেড হয় সেই দিক তা দেখতে হবে। ডিপ্রাইভ বেনিফিসারি নো এ্যাকাউন্ট।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— লিফট ইরিগেশনের ক্ষেত্রে বেনিফিসারিরা থাকবে আর ওয়াটার রিসোর্স বলেন আর ডি বলেন আমাদের সরকার ৫০ পারসেন্ট করতে পারলে ভাল না পারলে তাহলে থার্টি পারসেন্ট করতে হবে তো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এখানে ১৫০ কোটি টাকা এই টাকাটা কিন্তু ট্রাইবেল এলাকায় নাকি নন্ ট্রাইবেল এলাকার বেনিফিসারিদের কাছ খরচ করা হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— প্রথমে দুই তিন বছর শুরু হয়নি যার ফলে এখন ট্রাইবেল এলাকায় ঢুকছে। লক্ষীপতির কাজ শেষ হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— ঠিক আছে, আপনারা এটাকে লক্ষীপতি থেকে দেওয়ানবাড়ী দিয়ে নিয়ে যান, তাহলে ট্রাইবেলরা কিছুটা উপকৃত হবে?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— যাচ্ছে তো লক্ষীপতি দিয়েই যাচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— না, তা যাচ্ছে না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— পিত্রার মাঠ দিয়ে যাবে। এতে ম্যাকসিমাম্ ট্রাইবেল ল্যাণ্ড।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, দেওয়ানবাড়ী দিয়ে গেলে বেনিফিটেড হতে পারে।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার, ট্রাইবেল-নন-ট্রাইবেলের প্রশ্ন নয়। হেড অনুযায়ী হেডের টাকা খরচ করার ব্যাপার। সেটা যাতে হয়, এক হেডের টাকা যাতে অন্য হেডে খরচ না হয় সেটাই বলা হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— হেডের টাকা হেডেই খরচ হচ্ছে। ট্রাইবেল ট্রাইবেল করবেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে বলছেন, ট্রাইবেল ট্রাইবেল করবেন না। স্যার, এটা কি কথা হল? আমাদের কিছু বলার রাইট নেই নাকি?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা ট্রাইবেল এলাকার সেচের জল পৌঁছানোর জন্য ৫০ শতাংশ টাকা খরচ করছি। কাজেই ট্রাইবেলের দিকটা আমরা ঠিক ভাবেই দেখছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আপনারা কিছুই করছেন না। ট্রাইবেলদের আপনারা ডিপ্রাইভড করছেন?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— ডিমাণ্ড নম্বর ১৯ এটা তো স্পেসিফিকেলি ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিমাণ্ড নং ২০, এস, সি, ও, বি, সি, এবং মাইনরিটি। কাজেই এটা তো স্পেসিফাই করা আছে। ১৯ যদি টাকা ধরা আছে সব ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার। মাননীয় অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় আছেন আপনি বলুন তো ১৯ নম্বরে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার বাদে কোন খাতে বাকি আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন মিডিয়াম ইরিগেশান যেটা তার সবটা আসছে আই, বি, বি, থেকে এটা লোন মানি কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ ভাগ ১০০ টাকার লোন হিসাবে দেন। রাজ্য সরকার তার ক্ষেত্রে মেচিং গ্র্যান্ট দেন। ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ইরিগেশান এর জন্য ছোট ছোট যে সমস্ত স্কীম আছে এটার জন্য তাদের টাকা দেওয়া। পি, ডি এস, এই স্কীমের টাকা কোন সময় ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার থেকে আসে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— ১৯ নম্বর-এ যেটা ধরা আছে মিডিয়ম ইরিগেশান-এর জন্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— এটা সাব প্লেন হিসাবে ধরা হয়েছে। এটা অন্য কিছু না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— না না এখানে তো স্পষ্ট বলা আছে মিডিয়াম ইরিগেশান-এর জন্য ৩০ লক্ষ টাকা তারপরে গোয়াই-এ ইরিগেশান-এর জন্য ২০ লক্ষ টাকা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— সবগুলো সাব প্ল্যানের টাকা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এর আগেও নৃপেনবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এই ১৯ নং ডিমাণ্ড যখন ২৫ কোটি টাকা ধরা হয় তখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যেহেতু ট্রাইবেল বেনিফিসিয়ারী নাই কোন ট্রাইবেল ফাণ্ড সেটা ঐ জায়গাতে চলে যাবে। তখন উনি স্বীকার করে এটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই আমাদের শুরু তাহলে এর আগে দেননি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— এটা তো অনেক বিতর্কের বিষয় মাননীয় সদস্য। এখানে ১৯ নং ডিমাণ্ড কোন সময় আসত না। ১৯৯৪ ইং সালে প্রথম যে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ইনট্রোডিউজ করে যে ট্রাইবেল সাব প্ল্যান এলাকায় একটি বিভিন্ন দপ্তরের ট্রাইবেল এলাকায় কাজ করছে অন্তত এটলিষ্ট তারা এই এলাকায় কি করছে যাতে অন্তত ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার একটি মনিটরিং করতে পারেন, জানাতে পারেন তারজন্য আমরা সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে এই সাব-প্লান এলাকায় যতগুলো ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে তাদের যে হেড ঐ এলাকায় খরচ হচ্ছে তখন আমরা

বলছি যে ঐ হেডটা ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ১৯ যে ডিমাণ্ড আছে সেই ডিমাণ্ড খাতে ঢুকানো হোক। এই ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা করছি। এটার অর্থ এই না যে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার এর নিজস্ব টাকা না। প্রশ্ন এই জায়গাতে। এটা বুঝতে হবে। স্যার, আমি আমার বক্তব্য বলছি এখানে নগেনবাবু উনি বার বার বলার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে ওয়াটার সেড প্রজেক্ট এর উপর। ৮০ লক্ষ টাকা ২০০০-২০০১ ইং সালে। তখন এই প্রকল্প সিফটিং কালটিভেশান, জুমিয়া যে কালটিভেশান এটা তখন ছিল। এরজন্য আমরা ৮০ লক্ষ টাকা পাই। এই ৮০ লক্ষ টাকা পাওয়ার পরে আমরা জুমিয়াদের ৫০০ টাকা করে সাহায্য করি। বাকি অন্য ভাবে জুমিয়াদেরকে সাহায্য করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই টাকাটা ড্রপ হয়ে যায়। তারপরে প্লেনিং করডিনেশান যে প্ল্যান আছে এই টাকাটা তারা ডাইভার্ট করতে পারে আমাদেরকে। এখন এটার জন্য প্ল্যান বাজেট। এই টাকার জন্য কোন বাজেট বরাদ্দ নেই। এর ৮০ লক্ষ টাকা যে পেয়েছে ২০০০-২০০১ সালে স্কীম করে সব টাকা আমাদেরকে সাহায্য করেছে। এটা গোপন করার কিছুই নেই। বিরোধীদের আনিত যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি বিরোধীতা করছি এবং আমাদের যে বাজেট তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে ১২টা ডিমাণ্ড আছে এই ডিমাণ্ড ভিত্তিক সবগুলি এক সঙ্গে নিলে পরে এখানে চাওয়া হয়েছে ২৬৫ কোটি ১৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, ১২টি ডিমাণ্ডের মধ্যে ৫ ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান আছে তাতে ৪টির যারা এনেছেন, তারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন, একটা কাট মোশান যিনি এনেছেন উনি নিজে আলোচনা করেননি। আমি প্রথমত যেটা বলতে চাইছি কাট মোশান এনেছেন আমার যে মেম্বার যারা বিরোধী মেম্বার তাদের একটা রায়, আমার সাধারন অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কাট মোশান এনে সব সময় যে টাকাটা কমাতে চাইছেন এটা হয়ত অভিপ্রায় না। আসলে তাদের যে একটা ভাবনা চিন্তা এটাও তারা একটা সুযোগ নেন সেখানে ভুলত্রুটিগুলি তারা যেভাবে দেখেন সেগুলি উপস্থিত করেন আবার কিছু পজিটিভ সাজেশান রাখার চেষ্টা করেন। কাজেই কাট মোশান আনলেই সবটা নিগেটিভ ভাবে দেখারও দরকার নেই, আবার কাট মোশান এনে যে বক্তব্য রাখবেন সবটা পজিটিভ রাখেন তাও ঠিক না। এই দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষন করেই আমাদের যেতে হবে। আমি এখানে বলব যে ডিমাণ্ড ফোর এ মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া যে আলোচনা করে গেছেন এবং উনি যে প্রোবলেমটা তুলেছেন আমি মনে করি এটা ভেলিড, এই ছবি তোলা নিয়ে যে

অভিযোগ এটা উনি গ্রামাঞ্চলের কথা বলেছেন শুধু গ্রাম কেন নাগরগুলা শহরেও আছে, কাজেই নামের বিভ্রাট আছে, ঠিকানার বিভ্রাট আছে ছবির বিভ্রাট আছে, এখন এইগুলি আমাদের দুর করতে হবে, আর এই জায়গাতে ভুলত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত থাকা যায় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে উনার যে ক্রিটিসিজম্ সেটা নিশ্চই আমাদের কনসেনটে্শানে থাকবে। টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয় তার এ্যাপ্রিসিম্যান্ট এ্যাপেনডিচার সেটা আমরা রাজ্য সরকার বিয়ার করি, এই ছবিটবি এই ব্যাপারটা থেকে আমরা টাকা পাই এটা ঠিকই আছে। এবং তারা যে টাকাটা দেন তার প্রপার ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট দেখে সেটিসফাইড্ হওয়া পর্যন্ত তারা পরবর্তী টাকা দেন না। এখানে সমস্যা যেটা হচ্ছে কিছু এখনো ভোটার আছে যাদের ছবি তোলা হয়নি, আর যে ছবিগুলি সম্বন্ধে কমপ্লেন আছে আমি জানিনা এটা লক্ষ লক্ষ ব্যাপার, স্পেসিফিক যদি আসে, মাননীয় সদস্য যেমন একটা এলাকার কথা বলেছেন, আমি আমাদের দপ্তরের যারা আছেন আমি তাদের অনুরোধ করব স্পেসিফিক যদি কোন জায়গায় থাকে যাতে এইগুলি দেখেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— স্যার, আমার পরিবারের নাম্বারগুলি আছে ছবিগুলি নেই। এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তখন আমি যোগাযোগ করেছি, উনি বলেছেন হয়নি। ফটোই হচ্ছে না কিন্তু নাম্বারগুলি দেওয়া আছে। তারপর আমার ছেলেটাও এই রকম অবস্থা। তার ছোট বোনের হয়েছে, তার ফটো হয়নি। এই হচ্ছে ঘটনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** ঠিকই আমি তো প্রথমেই বলেছি, রিলেলি ত্রিটিসিজম ত্রুটি মুক্ত আইডেন্টি কার্ড দেওয়ার জন্য। আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যা যা উদ্যোগ গ্রহণ করার তা নিশ্চয় গ্রহণ করতে হবে। তার পরেও যদি ত্রুটি থেকে যায়, এটা তো হলফ করে বলা যাবেনা। কিন্তু চেষ্টা থাকবে। এটা দপ্তরের দৃষ্টিতে আনা হবে এবং যে সমস্যাগুলির কথা বলেছেন। এটা ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে কথা বলব। এই ধরনের সমস্যাগুলি থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সেখানে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করব। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮-তে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণবাবু বলার চেষ্টা করেছেন যে, এস টি, এফ, এর ব্যাপারে ৫০০০ টাকা ধরা হয়েছে, সেটা আমার কাছে বিস্ময় লেগেছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে এটা পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট। এস, টি, এফ ব্যাপারটা একটা আলাদা আছে। এটা মুলত হোম দেখেন পুলিশ থেকে দেখা হয়। তারজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চেয়েছিলাম। আমাদের রাজ্যের জন্য খুব দরকার। কারণ বর্ডার খোলা, লোকজন আসছে তাদের আইডেনটিফাই করা দরকার। এবং পুস বেক করার ক্ষেত্রেও আমাদের মোটামুটি সাফল্য আছে। প্রায় আড়াই লক্ষ লোক এখান থেকে

পুস বেক করা হয়েছে। এক দিকে আমরা পুস বেক করছি. আর এক দিকে ঢোকছে। এই সমস্যাতে আমরা ভোগছি, প্রতিদিন। কিন্তু এখানে যে প্রশ্নটা এটা ছিল পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ৫০০০ টাকা ধরা আছে। কিন্তু এটা গত কয়েক বছর যাবৎ খরচ হচ্ছে না। দপ্তরের যা বক্তব্য সেটা হচ্ছে. এই যে এস. টি, এফ এর সঙ্গে যারা কাজ করছে তারা যদি কমণ্ডবল্ কোন কাজ করেন, তাহলে ডি. জির কাছ থেকে বা দপ্তর থেকে যদি কাউকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করার কোন প্রস্তাব থাকে তখন এই দপ্তর তাদেরকে পুরস্কৃত করতে পারেন আমি সেটা জিজ্ঞেস করে জানবার চেষ্টা করছি, এইরকম ভাবে গত ২, ৪ বছরের মধ্যে পুরস্কৃত করার প্রস্তাব আসছে কিনা বলছেন কোন প্রস্তাব আসে নি। তাহলে এই টাকাটা রাখা হচ্ছে কেন ইন এনটিসিপেশন যদি কোন সময় আসে, আমরা একটা টাকা ধরে রেখেছি। এটাই।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এস. টি. এফ থাকা সত্বেও হরিনাথ ডিভাকশন নামে এই টাকাটা কেন যদি টাকা রাখা হয়, তাহলে টাকা বেশী হবেনা কেন। তার এখানে খরচ দেখানো হয়েছে। ইট ইজ অলরেডি স্পেণ্ড।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— ধরুন এই কাজ না হলেও দপ্তরের অন্য কাজের সঙ্গে এভাবে করে খরচ করছেন, বিষয়টা আমি দেখব। কিন্তু পার্টিকুলার পারপাসটা যেটা ৫০০০ টাকা পারপাসটা হচ্ছে এটাই, এত কম টাকা কি করে হবে। এটা তৈরী করতে গিয়ে যেটা বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে বক্তব্য। এখানে মাননীয় সদস্য রতন লাল নাথ এর ডিমাণ্ড নাম্বার ৫ এর উপর তিনি বলার চেষ্টা করেছেন, তাতে লিগেল সার্ভিসেস অথরিটিস অ্যাকট এটার সুযোগ আমাদের রাজ্যে আরও সম্প্রসারিত করে নেওয়া প্রশ্নে দুর্বলতা আছে এটা রাইট, আইডেনটিফাই করার চেষ্টা করছেন। এবং বিশেষ করে, এই যে লোক আদালত সম্পর্কে তিনি সেটা বলবার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হয় এটা সঠিক। লোক আদালত করলে পরে যতগুলি কেইস সমাধান করার লক্ষ্য নিয়ে করা হয়, তাতে দেখা গেছে সব সময় সব জায়গা থেকে সমান রেসপন্স পাওয়া যায়না কিন্তু তার অর্থ এই না, এই প্রচেষ্টা বন্ধ থাকবে। এটা বাড়ানোর দরকার। এইগুলি ভাল করে আগে থেকেই জানান দিয়ে করা দরকার এবং মামলা মকদ্দমার সঙ্গে যারা যুক্ত আগে থেকে যদি অর্গানাইজ না করা যায়, তাহলে আসলে এই আদালত করার যে প্রচেষ্টা সেটা ক্ষতি হতে পারে। সংখ্যার দিক থেকে আমরা এই ধরনের আদালত গঠন করছি, সেটা যথেষ্ট না। আগামী দিনে আরও নিশ্চয় বাড়াতে হবে। আর লিগ্যাল কমিটিগুলি সম্পর্কে যে প্রশ্ন রাখার চেষ্টা করেছেন, এটা তো আসলে আমাদের বাছাই, উনাদের বাছাই নাও হতে পারে। কিন্তু এই কমিটিগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে না বসে,

বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন প্রশাসনের আমলেও সেটা ছিল। কিন্তু তাই পি, এম. টি ক্ষমতায় সেখানে বসার পর থেকে স্কীমটা বন্ধ হয়ে গেছে। কেননা আমি শুনেছি যে জুমিয়াদের নাকি এখন আর কিছুই দেওয়া হচ্ছে না। জুম বীজও তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না।

আমরা এ ডি. সি এবং রাজ্যসরকার এক সঙ্গে নিশ্চয়ই করছি। যেহেতু আমরা জুমচাষের টাকা দিতে পারব না শুধু অষুধ দেব তারপরে কিছু কীটনাশক দেব তারপরে সার দেব এবং তাদের ট্রেনিং দেব কিভাবে এটা করতে হবে। তবে আপনারা আপনাদের এই স্কীমটা এটার সঙ্গে যুক্ত করুন। আপনারা বেনিফিসারী সিলেকশান করুন, করে এই স্কিম আপনার এই জায়গায় এক সঙ্গে এ ডি সি এবং রাজ্যসরকার একসঙ্গে জুমিয়াদের সাহায্য করব। যদিও এটা পারছে না। তখন আমরা রাজ্যসরকার কৃষি দপ্তর থেকে বলছে যে না ঐ জুমিয়াদের তারা যদি এক জন তারা যদি এটা না পায় সারা দিন আনে দিন খায় এবং সর্বশান্ত যেগুলো বগুলি যদি এখন সাহায্য না রাখে তাহলে কোনগুলি এক সাথে দাঁড়াতে পারবে না, দাঁড়াবার কোন ক্ষমতাই নেই। কাজেই সেই জায়গায় এই স্কীমের জন্য আমরা এবার জুমিয়াদের এই উন্নত প্রথায় জুম চাষের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আমরা পাঁচ হাজার জুমিয়াকে সাহায্য করবার জন্য আমরা এই প্রকল্প কৃষি দপ্তরে এনেছি। কাজেই সেই জায়গায় আমি বলব স্কীমটা কি? জুম বীজ বাবত ৬ শত টাকা সারা অষুধ বাবদ ৬ শত টাকা, প্রশিক্ষণ বাবদ ২ শত টাকা এটা অর্গানাইজ করে প্রশিক্ষণ হবে তার জন্য ২ শত টাকা।

ফল চাষ, আমরা বলছি এক বছরের মধ্যে যদি জুম থেকে তারা অন্তত সাত মাসের খোরাকী পায় তাহলে বাকি পাঁচ মাস কি করবে? তখন আমরা বললাম যে জুমিয়া যাদেরকে আমরা নেব এই জুমিয়া তারা হোমস্টেট অথবা তার পাশে যদি সে জমিটা করে আমরা বলছি সেই জায়গায় আনারস অর্থকড়ী ফসল লিচু, সুপারী ব্রেক পেপার এবং পাম এগুলি প্রোজেক্ট করে তাদেরকে দেব। এটা হয়ত যে বছর জুম করবে সেই বছর পাবে না দুই-তিন-চার বছর লাগবে। তখন অন্তত তারা একটা সাপোর্ট একটা টাকা সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। প্রথম জুম চাষে সাহায্য তারপর তাকে আলাদাভাবে অর্থকড়ী ফসল চাষের জন্য সেই সুযোগ আমরা প্যাক করে এই জুমিয়াদের সাহায্য করব যাতে জুমিয়ারা বরাবর জুম চাষ করতে না হয় পরবর্তী বছরের জন্য। এই জায়গায় যখন আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি তখন এগুলি ছিল না এটা অস্বীকার করে লাভ নেই। এটা এই সরকার তার সমস্ত ক্ষমতার দিক থেকে জুমিয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে যখন এই কাজগুলি করবার কথা যখন ভাবছে তখন সেই টাকা পেলে সুবিধা হবে কিন্তু না এখানে বলছে যে টাকা ছাঁটাই করতে হবে।

তারপরে মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল দাস মহোদয় এনেছেন ডিমাণ্ড নং ২৭ মেজর হেড ২৪০১, এখানে একশ টাকা ছাঁটাই। কেন? স্যার, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষনে বলবার চেষ্টা করেছেন ইভেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবার চেষ্টা করেছেন এই রাজ্যে কোন সময় রাজ্যের সম্পদ এবং রাজ্যের মানুষের শ্রমশক্তিটাকে ব্যবহার করে রাজ্যে খাদ্যে স্বয়ংভরতা অর্জন করবার জন্য কোন পরিকল্পনা ছিল না। অনেক সরকার আসল গেল সেটা আমাদের সকলের জানা ত্রিপুরাবাসীর জানা। আমরা এইরকম একটা পরিকল্পনা নিয়ে এগুবার চেষ্টা করছি। তারজন্য সার লাগবে না, সার লাগতে হবে। আমরা এক বছরে সারের প্রায় ৭১ হাজার মেট্রিকটন সার লাগবে। তাহলে এই সারের জন্য টাকা লাগবে না? যারা এখানে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তারা কি চান না রাজ্যে খাদ্য স্বয়ংভরতা হউক? এখানে এই ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে দেখা গেল প্রতি বছর এই রাজ্যের মানুষের জন্য বাইরে থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে চাউল আনতে গিয়ে প্রায় তুইশ কোটি টাকা আমাদের এই রাজ্যের প্রতিটি মানুষের পকেট থেকে চলে যায় বাইরে। আমরা যদি অন্তত: আমাদের খাদ্যের যোগানটা করতে পারি বাইরে দিতে না পারলেও অন্তত তুইশ কোটি টাকা যদি আমরা বাঁচাতে পারি তাহলে নিশ্চয় এই রাজ্যের মানুষের আর্থিক উন্নয়ন এই টাকাটা সাশ্রয় হবে। এই টাকা দিয়ে অন্যান্য পরিকাঠামোর কাজে আমরা করতে পারব। কাজেই, এটা বিরোধীতা করার কি আছে। বিরোধীতা করা যেত যদি এটা সম্ভব না হত। কিন্তু আমরা কাজ শুরু করছি বলছি না এটা করা যাবে না, টাকা বরাদ্দ করা যাবে না। তাতো হয় না। এটাকি ইঙ্গিত বহন করছে? এটার ইঙ্গিত হচ্ছে রাজ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অবলম্বনের জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আকাংখিত··· ।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমা ভ্যালি) ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মানগানাং মন্ত্রী কক-ত ক তর সাছ্‌ই তংখা কিন্তু, 'তামনি বাগাই ৮ কোটি ৫৮ লক্ষ রাং তানাই রাইজাখা আবন' কিসা অ হাউস অ সাদি তামনি বাগাই ট্রাইবেলনি উন্নতিনি বাগাই ৮ কোটি ৫৮ লক্ষ রাং তানাই রাইজাখা?

বঙ্গানুবাদ

পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি তো বড় বড় কথা বলেন কিন্তু, কি কারনে ৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা কেটে দেওয়া হয়েছে? তা বিস্তারিত ভাবে এই হাউসের মধ্যে একটু বলবেন। কি কারনে ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য ৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা কেটে দেওয়া হল?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— কাট মোশান আনবে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এর উপর আনবেন সব ঠিক আছে। এখানে কৃষি স্বাস্থ্য সব ডিমাণ্ডের উপরে কাট মোশান আনা হয়েছে। কিন্তু ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের উপরে কোন কাট মোশান নেই। এই বাজেটে উপজাতি কল্যাণের জন্য যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে কাজেই এই সত্যটাকে অস্বীকার করতে পারছে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আজকের সভার নির্ধারিত সময় কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। এখন কি হাউস্ আর চলবে যতক্ষণ শেষ না হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— লিডার অব দ্য হাউস্ টাইম্ একস্টেন্সনের জন্য বলতে পারেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যতক্ষণ নির্ধারিত কর্মসূচীগুলি শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়ানো হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আজকের খেলাতে ভারত জিতেছেন। এই ব্যাপারে খুশি হয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সভার কর্মসূচী শেষ হওয়ার পরে মিষ্টি খাওয়াবেন। আপনারা সবাই থাকবেন।

শ্রীরতন লাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের বিধানসভায় চলার আরক্ষা দপ্তরের কর্মী, ওয়াচ এণ্ড ওয়াচ স্টাফদেরকে স্পেশাল এলাউন্স দেবার ক্ষেত্রে এখানে বিধানসভার কর্মীরা যেভাবে পায় তাদেরকে সেই ভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভাল হবে। যদি সবাইকে ইকুয়েলী ট্রিটমেন্ট করা হয় তাহলে ভাল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই ব্যাপারে আগেই আমরা দিয়ে দিয়েছি। আগে যেখানে ১০০ টাকা করে দেওয়া হত এখন তাদেরকে ২০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— ঠিক আছে।

শ্রীরতন লাল নাথ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বসে বসে বলছেন এটা অনেক সময় আমার পার্পাস সার্ভ হবেনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— হবে, মাননীয় সদস্য হবে।

শ্রীরতন লাল নাথ :— হলে তো ভাল স্যার।

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 2001-2002—Passed.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— তেমনি ২৪০১ মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়, এখানে জলবিভাজিকা এর উপরে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন, আমি এর বিরোধীতা করছি কেননা এটা উপজাতি এলাকা উন্নয়নের জন্য এই স্কীমটা সবচেয়ে ভাল স্কীম। কারন ফলের বাগান করা, বাগিচা ফসল এর জন্য প্রায় এই রকম ১৪টি জলবিভাজিকা প্রকল্পে উপরোক্ত কাজের মাধ্যমে ৩ হাজার জুমিয়া উপকৃত হচ্ছে। সুতরাং উপরোক্ত প্রকল্পে বরাদ্ধকৃত অর্থ কোন ভাবেই অপব্যয় বলে বিবেচিত করা যায়না। আমি এই জন্যই বলছি যে গত আর্থিক বৎসরে এই স্কীমে এর মাধ্যমে ৪৫ হাজার শ্রম দিবস সেখানে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ট্রাইবেল এলাকায় এটা নিশ্চই ভাল কাজ. এটাকে সমর্থন করার কথা তারপর আমি আরেকটি বলছি যে ট্রাইবেল এলাকাতে সাব প্লেনারে এটা তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৫ দফা কর্মসূচীতে কতগুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার জন্য ইতিমধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি! এই জায়গায় আমরা প্রাথমিক হাসপাতাল করছি সব দুর্গম এলাকায়, সেখানে ডাক্তার পাঠানোর প্রশ্ন আছে, পরিকল্পনা রূপায়নের প্রশ্ন আছে, টাকার দরকার আছে, টাকা ছাড়াতো হবেনা।

আর মিডিয়াম ইরিগেশান ১১টা সম্বন্ধে এনেছেন এই মিডিয়াম ইরিগেশান তো মনু, চাকমাঘাট, মহারাণীপুরে ইত্যাদি আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মি: স্পীকার স্যার, আপনিও তখন ছিলেন যখন মনুর মিডিয়াম ইরিগেশানে আড়াই লক্ষ টাকা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে ধরা হয়েছিল। তখন আমি প্রতিবাদ করেছিলাম যে এই সমস্ত মিডিয়াম ইরিগেশান-এ ট্রাইবেল বেনিফিসারি নাই। তত্রেব ট্রাইবেল ফাণ্ড থেকে এখানে এলট করার কোন প্রয়োজন আছে কিনা উনি পরে স্বীকার করেছেন। এর পর থেকে মিডিয়াম ইরিগেশানের ক্ষেত্রে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে কোন ফাণ্ড দেওয়া হয়না। এবার দেখলাম উদয়পুরে যেখানে একজনও ট্রাইবেল বেনিফিসারী নেই সেখানে ৩০ লক্ষ টাকা, খোয়াই সেখানে ৩০ লক্ষ টাকা, মনুতে সেখানে ২০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। অথচ সেখানে একজনও ট্রাইবেল বেনিফিসারী নাই। কাজেই এটা আমার মনে হয় নৃপেনবাবুর আমলে যে পলিসি এর বিরুদ্ধে এই সরকার চলে যাচ্ছে। ট্রাইবেল বেনিফিসারীদের জন্য যে টাকা ধরা হয় সেইটা নন ট্রাইবেল এলাকাতে চলে যাচ্ছে। এই প্রভিশনটা এটার প্রমান করে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে বলছি যদিও দপ্তরের মন্ত্রী যিনি আছেন তিনি এর উত্তর দেবেন। সবটা তো আমি উত্তর বলতে পারবনা।

আজকে আমাদের এই অবস্থার মধ্যে দাড়িয়েও আমরা কেন্দ্রীয় নীতির বিরোধিতা করছি এবং এই গণবন্টন ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করছি। জানি না আমরা কতদিন এটা বজায় রাখতে পারব। এর আগেও আমি এই হাউসে বলে ছিলাম এইগুলি ছাড়া আরও কতগুলি আইটেম যেগুলি এসেনশিয়াল আইটেম সেগুলি খুব শীঘ্রই এই রাজ্যে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা দিতে চাই যেমন কেরোসিন, এ্যাকসারসাইজ বুক ইত্যাদি। আরও কয়েকটা আইটেম আমরা ইনক্লুড করব। কাজেই, সেদিক থেকে আমরা এই রাজ্যের মানুষকে গণবন্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সুযোগ সুবিধে পাইয়ে দেবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। মাননীয় বিধায়ক কাজলবাবু যে অভিযোগ এনেছেন ডিসরাপশানের, ডিসরাপশান যে মাঝে মধ্যে হয়না তা না। সেই জিনিসটা আমরা একদম অস্বীকার করবনা। কোন কোন ক্ষেত্রে ডিসরাপশান হয়। এই ধরনের অভিযোগ যখন আসে, আমরা সেখানে প্রশাসনিকভাবে তদন্ত করে দেখার চেষ্টা করি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— বাঁশ করুল প্যাকেট গণবন্টনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) **:—** ঠিক আছে, আপনি যখন বলেছেন আমরা পরীক্ষা করে দেখব কতটুকু বাস্তব সম্মত হবে। কাজলবাবু এখানে কল্যাণপুর গোডাউন সম্পর্কে বলেছেন। কল্যাণপুর গোডাউন সম্পর্কে কাজলবাবু নিজেই জানেন, সেখানে কেন চাল বা অন্যান্য জিনিস সরবরাহের ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। সেগুলি সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি নেই। সেখানে ষ্টাফও পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কি কারনে চালু করা যাচ্ছেনা তা কাজলবাবু জানেন। সেখানে ষ্টাফ পোস্টিং দেওয়া আছে। কাজলবাবুরা সহযোগিতা করুন, সেখানে যাতে কোন সমস্যা তৈরী না হয়।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে বললেন স্টাফ আছে, কিন্তু স্টাফ নেই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) **:—** কাজলবাবু যে কথা বলেছেন ষ্টাফ নেই, কিন্তু ষ্টাফ দেওয়া আছে কোন প্রশাসনিক কাজে হয়ত অন্যখানে অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে। সেটা হচ্ছে অন্য ব্যাপার কিন্তু কেন চালু করা যাচ্ছেনা তা কাজলবাবু ভাল করেই জানেন। যে এলাকায় গো-ডাউন তৈরী হয়েছে সেখানে নানারকম উগ্রপন্থীজনিত সমস্যা এবং অন্যান্য কারনে এই

গো-ডাউন চালু করা যাচ্ছে না। সেখানে এটা পরীক্ষা করে দেখব, কিভাবে চালু করা যায় সেটা আমরা দেখব। আমি আশা করব মাননীয় সদস্য যে কাটমোশান এনেছেন, সেটা উনি প্রত্যাহার করে নেবেন এবং যাতে আমরা কাজগুলি করতে পারি, আগামী দিনে এই রাজ্যে ডেভোলাপমেন্টের জন্য আরও বেশী গো-ডাউন নির্মান করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে লবন, কেরোসিন, চাল, গম পৌঁছে দেওয়ার জন্য তার প্রয়োজন। এখানে যে কাট মোশানগুলি এসেছে আমি তার বিরোধিতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে এবং এই বাজেটকে জনসাধারনের স্বার্থে সবাই সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সিরিয়াসলি বলছি ছামনুতে বাঁশ করুল ৫ টাকা করে কেজি, গণ্ডাছড়াতে ৫ টাকা করে কেজি। আগরতলাতে ৫০ টাকা কেজি কিনে খেতে হয়। চৈত্র মাসের পরে কমে ২৫ টাকা, ২০ টাকা হয়। এর নীচে আর নামেনা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বাঁশ করুল সিজন্যাল, এটা সবসময় গণবন্টন ব্যবস্থায় দেওয়া যাবেনা। এটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে কতটুকু ফিজিক্যাল হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯ এর অ্যাগেনষ্টে কাট মোশান এনেছেন মেজর হেড ২৫০৫, বাই মিঃ কাজল দাস, মেজর হেড ২৪০১, বাই মিঃ নগেন্দ্র জমাতিয়া, এবং উনারই আরেকটা অন্ মেজর হেড ৪৭০১, মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ এনেছেন অন্ মেজর হেড ২৪০১, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা এনেছেন ২৪০২ এবং আরেকটা জায়গায় অন্ ৪২১৫ মেজর হেডগুলি শুধু বলছি এবং অন্ মেজর হেড ২২০২ এনেছেন মিঃ রতনলাল নাথ, এবং অন্ মেজর হেড ২২১০ এনেছেন মিঃ বি, কে, রাংখল। আরেকটা এনেছেন অন্ ২২৩৫, ২৫১৫ মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এনেছেন ৫০১২। ১৯ ডিমাণ্ডের উপর বিভিন্ন-মেজর-হেড এর উপর ১১টা কাট মোশান এনেছেন। আরেকটা এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭, মেজর হেড ২৪০১ বাই শ্রীকাজল চন্দ্র দাস এবং এই কাট মোশানগুলি যে বিষয়গুলির উপর আনা হয়েছে দেখা গেলো সেগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রামের বাজার উন্নয়ন, হিমঘর তৈরী, জুমিয়াদের উন্নত প্রথায় জুম চাষ করা এবং খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, জুমচাষ, এলাকায় বিভাজিকা, সড়ক, সেতু নির্মান, বার্ধক্য ভাতা, স্বাস্থ্য পরিসেবা, পানীয় জলের ক্ষেত্রে এই কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে। এবং এখানে মূলতঃ যেহেতু ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার

ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সাব-প্ল্যানের যে হেড্গুলি আছে এটা সবটাই অন্য ডিপার্টমেন্টের যারা এই সব প্ল্যানে কাজ করবেন তাদের দপ্তরের এই হেডগুলিও এই ডিমাণ্ড নং ১৯-এ এসেছে। এবং এখানে স্বাভাবিক কারনে এই সাবপ্ল্যান এলাকার সার্বিক যে পরিস্থিতি এই এলাকার মুদ্দাকথা হলো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, এই এলাকায় যে সমস্ত লোকগুলি আছে, তারা দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে তাদের বিশেষ করে উপজাতি জনগোষ্ঠী অংশের মানুষ যাদের কথাগুলি আজকে দুইদিন ধরে এই বিধানসভায় আলোচনার মধ্যে এসেছে। জুমিয়া ল্যাণ্ডলেস্ জুমিয়া, তারপর হচ্ছে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা রোড এবং ব্রিজেস্, এই সমস্ত এসেছে। কাজেই এই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য তার যে টাকার দরকার, অর্থের দরকার, সেটা মাথায় রেখেই এই দপ্তরগুলি প্রায়রিটি-অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই টাকাগুলি বরাদ্দ করার কথা বলছে।

কাজেই এই জায়গায় আমি মনেকরিনা বিরোধীদলের সদস্যরা উনারাতো অস্বীকার করেন না যে তাদের কথাতো বলছেন কিন্তু টাকা কম ধরা হয়েছে এতে কি হবে? আবার যখন ধরা হয় তখন এই টাকাটা খরচ করতে অসুবিধা কোথায়? এখানে বলা উচিৎ ছিল যে টাকা কম ধরেছেন আরো বেশী ধরা দরকার ছিল। এই কথা না বলে কোন কোন ক্ষেত্রে বলেছেন এই টাকায় কিছু হবে না কাজেই টাকা ধরে কি হবে? এই যে যুক্তিগুলি আমি ব্যক্তিগতভাবে না, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষ যারা কাঙ্খিত যে তাদের এলাকার উন্নতি হোক যারা এটা চায় তারা কখনো এই ধরনের বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারেনা।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এখানে প্রায় ৫৫৪টা গ্রামীন বাজার রয়েছে সারা রাজ্যের মধ্যে। এবং তারমধ্যে বেশীরভাগ বাজার রয়েছে ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে। এই বাজারগুলির উপর নির্ভর করছে রাজ্যের উপজাতিদের আর্থিক উন্নয়ন। কেন না, এই বাজারে তারা তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করবে দাম পাবে। তবে তা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করবে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন জিনিস কিনবে, অসুখবিসুখ, বাড়ীঘর নির্মান ইত্যাদি সবকিছু করবে। এখন সেই জায়গায় এটা ঘটনা যে, আমরা সবগুলি বাজারকে একসঙ্গে উন্নয়নের কাজ করতে এক্ষনি পারছিনা। আমরা ভেরী রিসেন্টলী কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে টাকা চেয়েছি, নাবার্ড থেকে ঋণ নিয়েছি। আমরা বলেছি যে যেসমস্ত রেগুলেটরী মার্কেট রয়েছে তাদের সঙ্গে এই ট্রাইবেল এলাকায় যেসমস্ত বাজার রয়েছে যেমন তুলাশিখর, আমপুরা, মনু, চৈবান্দাল, চম্পকনগর, শিলাছড়ি, মনুবংকুল, মানিকপুর, গণ্ডাছড়া ইত্যাদি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য সেখানে

দরকার রাস্তাঘাট তৈরী করা, বাজার শেড নির্মান করা ইত্যাদি। এবং এই বাজারগুলিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। এখানে সৌচাগার নির্মান করা এবং সেখানে যাতে বাজারে লোকেরা আসলে পরে বা ব্যবসায়ীরা বাজারে আসলে পরে তারা যাতে থাকতে পারেন, তাদের যাতে অন্য কোন অসুবিধা না হয়, তারা যাতে স্বাভাবিকভাবে তাদের বেচাকেনা বা ব্যবসাটা যাতে বিঘ্নিত না হয় তারজন্য সেই জায়গায় এই কাজগুলি করবার জন্য ইতিমধ্যে দপ্তর থেকে এই ব্যবস্থাগুলি আমরা গ্রহণ করেছি। তেমনি লোনের মাধ্যমে। যেমন আমরা নাবার্ড থেকে লোন নিয়েছি। সেই টাকা দিয়ে আমরা রাজ্যের কয়েকটি জায়গাতে কৃষক ভাইদের সুবিধার্থে কোল্ড স্টোরেজ্ করব। যেমন জোলাইবাড়ী, সোনামুড়া, কুমারঘাট, তেলিয়ামুড়া সহ কয়েকটি জায়গায় কোল্ড স্টরেজ্ করা হবে। জোলাইবাড়ির কোল্ড স্টরেজ নির্মানের কাজ কিছু দিনের মধ্যে শুরু হবে বলে আশা করছি। এখন এখানে আপনারা বলছেন যে রাজ্যের কৃষকদের আলু বা অন্য অন্য কোন ফসল উৎপাদন করে কোন লাভ হচ্ছে না। কেননা, ফসল রাখার অর্থাৎ উৎপাদিত পন্য মজুত রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। কৃষকরা মার খাচ্ছেন এই ধরনের অনেক কিছুই বলার চেষ্টা করেছেন। নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কৃষকদের স্বার্থে এখানে যে কথাগুলি বলেছেন তাতে কিন্তু আমিও একমত। কিন্তু বলুন আমাদের সম্বল কতটুকু আছে? নগেন্দ্রবাবু তো রাজ্যের পূর্বতন কৃষিমন্ত্রীও ছিলেন। রাজ্যে ১৮ মেট্রিক টনের একটি কোল্ড স্টরেজ্ নির্মান হচ্ছে। কাজেই এই জায়গাতে টাকা কম কেন রাখা হয়েছে এই প্রশ্ন আসতে পারে না। বরং কৃষক ভাইদের সুবিধার্থে রাজ্যে আরোও কয়েকটি কোল্ড স্টরেজ্ তৈরী করার জন্য আরোও টাকার প্রয়োজন এটা উনারা কেউ কেন বললেন না আমার কাছে যথেষ্ট বিস্ময় লাগছে। তারপরও উনারা এই ডিমাণ্ডের উপর বরাদ্দের ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব দিলেন। এটা কি কেউ মানবেন বলে মনে হয়?

এখানে আর একটা বিষয় ছিল, সেটা হচ্ছে জুমিয়াদের জুম চাষের বর্তমান অবস্থা। জুমিয়াদের উন্নত প্রথায় জুম চাষের ব্যাপারে জুমিয়াদের কথা বলে আমরা সবাই দুঃখে চোখের জল ফেলি। জুমিয়াদের আধুনিক প্রথায় জুম চাষের কোন ব্যবস্থা আগে ছিল না। ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে স্যার, কীটনাশক, ঔষধ ব্যবহার করে উন্নত প্রথায় জুম চাষের ব্যাপারটি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয়েছে এবং বর্তমান বছরের বাজেটে আমরা যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ রেখেছি যাতে করে হাজার পাঁচেক জুমিয়াকে চিহ্নিত করে জুম বাছাইয়ের জন্য টাকা দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। চারটি কিস্তিতে টাকাটা আমরা জুমিয়াদেরকে দেব। ১৯৮৪ সালে এ ডি সিতে আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম তখন জেলা পরিষদ থেকে আমরাও এই স্কীমটি চালু করেছিলাম। এ, ডি, সি বিগত

জন্যই বিরোধী দল থেকে এই কাট মোশান আনা হয়েছে। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার, ১১-৫০২৫-এ মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় এনেছেন। উনি বলছেন যে এই হেডে যে টাকা ধরা হয়েছে তার কোন দরকার নেই। স্যার, এই টাকা হচ্ছে, ন্যাশনেল হাই ওয়েতে পেট্রোলিংয়ের জন্য গাড়ী কেনা এবং অ্যাকসিডেন্টের জন্য গাড়ীগুলিকে সরিয়ে নিতে ক্রেন কেনার জন্য। দীপকবাবু এই হাউসে প্রায়ই দাবী করে থাকেন, আঠারমুড়া, লংতরাই, বড়মুড়া এইসব স্থানে পেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা করতে ট্রাক এবং গাড়ীর মালিকরাও এই দাবী করে থাকেন।

CONGRATULATORY MOTION

শ্রী জিতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ভারত ইডেনে জিতেছে এই জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ভারত ১৭১ রানে, কলকাতার ইডেনে অস্ট্রেলিয়া দলকে ২য় টেষ্ট ম্যাচে হারিয়েছে। এই ঐতিহাসিক বিজয়ের জন্য এই হাউস থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি ভারত আবার তার জয় নিজের দেশে রেখে দিতে পারবে। সাথে সাথে আমি মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে জানতে চাই আজ সকালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে যে অনুরোধ রেখেছিলেন তা পালন করা হবে কিনা ?

শ্রী জিতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, নিশ্চয়ই তা পালন হবে। সেটা আজকে পালন করা হবে না আগামী কাল করা হবে ?

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীসমীর দেব সরকার) : আজকে পারলে আজকে, নাহলে কালকে করবেন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার আমাদের কংগ্রেসের তরফ থেকেও হাউসে মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী যে অভিনন্দন জ্ঞাপন প্রস্তাব এনেছেন তা সমর্থন করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীসমীর দেব সরকার):— সবসম্মত ভাবেই হাউস থেকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হল।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আই, সি, এ, টি-র মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন। আমি এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, নীরমহল এলাকার রুদ্রসাগরের সব জায়গা নাকি মহারাজার প্রাইভেট এলাকা। এটা প্রায়ই দাবী করে থাকেন। এটা সত্য কিনা ? নাকি ঐ জায়গা সরকারের খাস এলাকা ?

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীসমীর দেব সরকার) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এ বিষয়ে জানা থাকলে উত্তর দিতে পারেন। নতুবা সময় দিন।

শ্রীজিতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাকেও এ ব্যাপারে মহারাজা কীরিট বিক্রম বাহাদুর বলেছেন। আমি বলেছি. আমি কাগজ পত্র দেখে বলব। তবে এটা পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছিল। সরকার মেনটেন করছে এবং রি শেফ্ করছে। হেরিটেজ ফ্যাষ্টিবলে মহারাণীও একই কথা বলেছেন এটা ঠিকই, এই ব্যাপারটি দেখা দরকার। এটা দেখে আমাকে বলতে হবে।

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 2001-2002—Passed

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীসমীর দেব সরকার) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শেষ করুন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মাননীয় মন্ত্রী) :— এই কারনেই স্যার, ক্রেন কেনার জন্য স্কীম করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। এবং পেট্রোলিং ব্যবস্থা বাড়াতে গেলে গাড়ীর দরকার। ট্রাক মালিকরা সব সময়েই এ ব্যাপারে দাবী করে আসছেন। সেই জন্য স্কীমে টাকা চাওয়া হয়েছে। এখানে বিরোধিতা করার জন্য কোন যুক্তি থাকতে পারে না। কাজেই এই কাট মোশান প্রত্যাহার করা উচিত। আর দ্বিতীয়ত: রতিবাবু বলেছেন, ওয়েষ্টফুল অ্যাক্সপেণ্ডিচার কমাতে। এ জন্য রতিবাবু কাট মোশান এনেছেন। স্যার, এখানে কোথাও টাকা মিস ইউজ হচ্ছে না। স্যার, এখানে টাকাটা রাখা হয়েছে ৮৪'৯১ লাখ টাকা মাত্র। এর থেকে আর কি কমানো যেতে পারে?

স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়রা এখানে একটা রেফারেন্স এনেছিলেন ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিসের ব্যাপারে। এই ব্যাপারটি নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। বাজেটে সেই খাতেও টাকা ধরা আছে অন্তত: দুইটা বাস যাতে আমরা কিনতে পারি। যদিও এটা এখনও ফাইনাল হয়নি, দুই দেবের ট্রান্সপোর্টাররা বসে এটা ঠিক করবেন যে বাসগুলি এ, সি হবে নাকি জেনারেল বাস হবে? এমনিতে মোটামোটি একটা আলোচনা হয়েছে যে যেহেতু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাস চালু হবে তাই এ, সি গাড়ীই করতে হবে। যাইহোক এ সি গাড়ী কেনার জন্য আমরা বাজেটে টাকা রেখেছি। অন্তত: ঢাকার সাথে আগরতলার বাস সার্ভিস চালু হোক সেটা আমরা চাই। এইজন্য দুইটা গাড়ীর জন্য আমরা বাজেটে টাকা রেখেছি। একটা এ, সি গাড়ী কিনতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন। এ, সি গাড়ী অনেক আছে। যেমন টাটা আছে, লিলেন আছে, টেলকো আছে। ওয়েষ্টবেঙ্গল যে গাড়ীগুলি কিনেছে সেগুলির দাম পড়েছে ২৭ লক্ষ টাকা একটা গাড়ীর দাম। এখানে আমরা একটা গাড়ীর জন্য ২৪ লক্ষ টাকা এবং দুইটা গাড়ীর জন্য ৪৮ লক্ষ টাকা ধরেছি। তারপর স্যার, টি, আর, টি, সি আজকে প্রায় দুই বছর ধরে কোন গাড়ী কেনা যাচ্ছে না। এবং ম্যান্টেনান্সের অভাবেও অনেক গাড়ী আটকে আছে। সেই গাড়ীগুলিকে যাতে ম্যান্টেনান্স করে

জনস্বার্থে রাস্তায় নামানো যায় তার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে। স্যার একদিকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা বলছেন আরও বেশী করে টি, আর, টি, সির গাড়ী দেওয়া হোক, অপর দিকে তাঁরা আবার বাজেটের বিরোধিতা করছেন। এখানে মাননীয় সদস্য বিজয়বাবু বলেছেন, আমবাসা-ধর্মনগর এবং আমবাসা-আগরতলা বাস সার্ভিস দেওয়া হোক। নীতিগত ভাবে আমি উনার যুক্তিটা স্বীকার করছি, কিন্তু আমরা দিতে পারছি না, টি, আর, টি-সির বাসের অভাবে। গাড়ীগুলিকে যদি একটু মাযেন্টেনান্স করা যায় তাহলে গাড়ীগুলি রাস্তায় চলতে পারে। এই জন্য এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে। একদিকে তারা বলছেন টি, আর, টি, সি বাসের সংখ্যা কম, আবার বাসের ব্যবস্থা করতে বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে সেটার বিরোধিতা করছেন। আসলে বিরোধী বেঞ্চে বসে উনাদের নীতিটাই হচ্ছে বিরোধীতা করা। বিরোধিতা করলে উনাদের নাম পত্রপত্রিকায় উঠবে, না হলে উঠবে না। তারজন্যই তাঁরা এই বরাদ্দ গুলির বিরোধিতা করছেন। জনস্বার্থে তাঁরা এখানে বিরোধিতা করছেন না। রাজ্যের জনগনের কল্যাণের জন্য উনারা বিরোধিতা করছেন না। যাইহোক আমার সময় ও আর নেই আমার দপ্তরের ডিমাণ্ড নং ২৬ এর উপর যে কাট মোশানগুলি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা এখানে এনেছেন সেগুলির বিরোধিতা করছি এবং পাশাপাশি অন্যান্য দপ্তরের ডিমাণ্ড গুলির উপর যে সমস্ত কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে সেগুলির সবগুলিকে বিরোধিতা করে সমস্ত ডিমাণ্ড গুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীসমীর দেব সরকার) **:—** মাননীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :(মন্ত্রী)মি: চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয় এখানে ডিমাণ্ড নং ২১, মেজর হেড ৪৪০৮ উপর কাট মোশান এনেছেন। আমি জানিনা মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল দাস মহোদয় কার পরামর্শে এই ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান এনেছেন। রতনবাবু নাকি জওহরবাবুর পরামর্শে। তারপর উনি উন র কাট মোশ নর সমর্থনে যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন তার সাথে কোন সঙ্গতি নেই। এটা সেন্ট্রাল স্পনসরড স্কীম। এখানে গোডাউন নির্মানের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। অথচ উনি বক্তব্য রেখেছেন রেশনে চাউল নেই, চিনি নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। উনার কাট মোশানের সাথে উনার বক্তব্যের কোন সঙ্গতি নেই। এটা হচ্ছে ৫০ পার্সেন্ট গ্র্যান্ট এবং ৫০ পার্সেন্ট লোন বেসিসে। এখানে আমরা প্রপোজ্যাল পাঠাব সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের কাছে যাতে দুর্গম এলাকায় লবনের গোডাউন নির্মান করা যায়। যেমন ভাংমুন দুর্গম এলাকা। সেখানে গোডাউন করতে হবে।

কল্যাণপুরে গো-ডাউন নিশ্চয়ই উনি চান এবং উনার ভোটাররাও চান। মোহনপুর, ছালাছালি, ডলুগাঁও, জিরানীয়া, আনন্দবাজার এই সমস্ত দুর্গম এলাকায় এই ধরনের গো-ডাউন-গুলির প্রস্তাব দেওয়া আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কাজেই সেখানে এই ধরনের যে কাট মোশান এটা রাজ্যের ডেভেলাপমেন্টের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নেই, কাজেই আমি আশা করব মাননীয় সদস্য এখানে যে কাট মোশান এনেছেন এটা উনি প্রত্যাহার করে নেবেন কারন এটার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের রাজ্যে বর্তমানে ৫২টি গো-ডাউন আছে খাদ্য গুদাম। তারমধ্যে ৩৪টা হচ্ছে লবনের গো-ডাউন। এই গো-ডাউনগুলিতে আমাদের ৬১ হাজার ৭ শত মেট্রিক টন চাউল গম এইগুলি রাখার সংস্থান আছে এবং ৯ হাজার ৮৮ মেট্রিক টন লবন রাখার সংস্থান আছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা তার যে ভৌগলিক অবস্থান সেখানে সবচেয়ে দূরে অবস্থান। কাজেই প্রত্যন্ত এলাকায় আমাদের সরকার এই জন্য গুরুত্ব দিয়েছে। তাই এই গো-ডাউনগুলি তৈরী সেখানে যাতে বর্ষার সময় বা অন্য সময় তখন গাড়ী যাতায়াত বা এই সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় তার জনা বর্ষার মৌসুমের আগেই আমাদের এইগুলি ঠিক রাখতে হয় যাতে চাউল, গম, লবণ ইত্যাদি প্রত্যন্ত এলাকার মানুষরা পায়। এই যে খাদ্য পরিষেবা এই পরিসেবা থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থাগুলি সরকার থেকে নিতে হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে ভর্তুকি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে চাউলের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে ইত্যাদি করছে। আমাদের সরকারের এখন যেটুকু ব্যবস্থা আছে তারমধ্য থেকেই আমরা চেষ্টা করছি যে বিকেন্দ্রীকরণ করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই [illegible] টন [illegible] চালু [illegible] মজবুত রাখার জন্য। স্যার, ইতিমধ্যে আরও নূতন গো ডাউন তৈরী হয়ে গেছে যেমন কাকড়াবন আমরা গো-ডাউন চালু করে দিয়েছি বিশালগড়ে ৫০০ মেট্রিক টন গো-ডাউনের নির্মান কাষ শেষ হয়েছে এবং আমরা ইতিমধ্যেই এটা চালু করতে পারব। তাছাড়া পানীসাগর, গান্ধীগ্রামে গো-ডাউন নির্মানের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে সেটা আমরা চালু করতে পারব। কাজেই এই যে ব্যবস্থাগুলি সেগুলি আমি মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে এই গোডাউনগুলি করা হচ্ছে এই রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এখন গণবন্টন ব্যবস্থাকে তুলে দেবার চেষ্টা করছে এটা আপনার এ বারের কেন্দ্রীয় বাজেট লক্ষ করলেই দেখতে পারবেন। আমাদের রাজ্যে ৩৩ লক্ষ পপুলেশন আছে তারমধ্যে এখন একমাত্র বি, পি, এল স্কীম অন্যান্য স্কীমের তিন লক্ষ লোক এই স্কীমের সুযোগ পাচ্ছে। বাকী যে ৩০ লক্ষ লোক আছে তাদের এই রেশন ব্যবস্থার আওতার বাইরে নিয়েছেন। কারন বি, পি, এল-এর চাউলের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে এই সুযোগ নিতে পারছেন না। কাজেই, এই যেখানে অবস্থা সেখানে

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার সাব প্ল্যানে দেখাতে হয়। কাজেই সাব প্ল্যানে দেখানো হয়েছে। ট্রাইবেলদের আশেপাশে নন-ট্রাইবেলরাও আছে। আমরা আশা করছি, থার্টি পারসেন্ট ট্রাইবেল ল্যাণ্ড কাভার করবে। মহারানী দিয়ে ঐ এলাকা পর্য্যন্ত যাবে। দক্ষিণ দিক দিয়ে যখন আসবে তখন সমস্ত প্রজেক্টের কাজ শেষ হয়ে গেলে বুঝা যাবে কত পারসেন্ট উপকৃত হবে? নন-ট্রাইবেল এলাকা গেইন করে ট্রাইবেলদের ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমরা তো সেটা মেনে নিয়েছি। বলছি যে দেওয়ানবাড়ী দিয়ে আনার জন্য নতুন করে ফরমুলেট করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রতন লাল নাথ :— এইসব কথা মাননীয় মন্ত্রী কী বলছেন। এইভাবে বলা উচিত না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— এইরকম বাজে মন্তব্য করবেন না। আপনার মাধ্যমে বলছি, উনি এটা প্রত্যাহার করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রতন লাল নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী এইভাবে বললেন যে, ট্রাইবেল ট্রাইবেল বলাটা যেন অপরাধ হয়েছে? ক্ল্যারিফিকেশান দিন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ক্ল্যারিফিকেশান আমি দিয়েছি। যুব সমিতির সার্টিফিকেট নিয়ে বামফ্রন্টকে চলতে হবে না।

শ্রী রতন লাল নাথ :— ক্ল্যারিফিকেশন দিতে গিয়ে তো আরো উত্তেজিত হয়ে গেলেন?

মিঃ স্পীকার :— উনি বিষয়টিতে স্ট্রিক্ট করেননি। প্লীজ আপনারা বসুন।

মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্) ভোটে দেব তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sun not exceeding of Rs. 13,54,53,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 3 under the following Major Heads :—

2013—Council of Ministers	Rs.	28,26,000/-
2052—Secretarita General Services	Rs	11,02,23,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs.	2,17,23,000/-
3451-Secretariat Economic Services	Rs.	6,81,000/-

(The Deamend was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 4 to vote. But there is a Cut Motion on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 4 Major Head—2015.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effecced on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate expenditure on photo identity card"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now, I am putting the Demand No. 4 to vote.

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 1,49,54,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 4 under the following Major Head :—

2015—Election	Rs.	1,49,54,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 5 to vote. But there is a Cut Motion on this Demand. First I am putting the Cut Motio to vote.

Now. the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Ratan Lal Nath on the Demand No. 5 Major Head—2014.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effeced on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate expenditure on Legal Advisories and Counsels".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now. I am putting the Demand No 5 to vote.

Now. the question before the Honse is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 9,72,26 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No 5 under the following Major Heads :—

2014—Administration of Justice	Rs. 2,03,18,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs. 1,08,000/-
2070—Capital outlay on Other Administrative Services	Rs. 63,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, the quastion before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 65,52,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 7 under the following Major Head :—

2070—Other Administrative Services	Rs. 65,52,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 8 to vote.

Now the question befoer the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 42,25,000/- (Excluding charge amount of Rs. 1,11,18.000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 8 under the following Major Heads :—

2070—Other Administrative Serviees Rs, 42,25,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 9 to vote.

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge thnt a sum not exceeding of Rs. 3,11,68,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st Match 2002 in respect of Demand No. 9 under the following Major Head :—

3454—Census Surveys and Statistics Rs. 3,11,68,C00/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 10 to vote. But there are three Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motions to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Kajal Ch. Das on the Demand No. 10, Major Head :— 2055

That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. Policy on Criminal Investigation."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Billal Mia on the Demend No. 10. Major Head 2070 :—

That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz.

"Disapproval of Govt. policy on Home Guard."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma on the Demand No. 10, Major Head 2055.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

"Failute to control & eliminate wasteful expenditure on Mobile Task Force."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 10 to vote. The question before the House is the Demand No. 10, moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exeeeding of Rs, 219,93,51,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads.

2052—Secretariat General Services	Rs.	3,00,00/-
2053—District Administration	Rs.	5,25,00,000/-
1055—Police	Rs.	194,18,61,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs.	10,01,05,000/-
3275—Other Communication Services	Rs.	8,76,85.000/-

4059—Capital outlay on Public Works	Rs.	19,00,000/-
4216—Capital Outlay on Housing	Rs.	1,50,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Cut motion on Demand No. 18 There are two Cut Motion on the Demand.

Now, the question before the House is the Cut Motions moved by Hon'ble Member Sri Syama Charan Tripura on Demand No. 18, Major Head—2070.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate expenditure on Detection of infiltrated foreign nationals."

(The Motion put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Billal Mia on Demand No. 18, Major Head– 2235.

That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on Haj Committee."

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Now, I am putting the Demand No. 18 to vote.

The question before the House is the Demand No. 18 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs. 82,72,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending 31st March 2002 in respect of Demand No. 18 under the following Major Head.

2070—Other Administrative Services	Rs,	5,000/-
2235—Social Security and Welfare	Rs	62,22,000/-

2252 —Other Social Services	Rs.	20,45,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, Demand for Grant No 22, There is one Cut Motion on this Deamend No. I am putting the Cut Motion to vote first, and then the main motion.

The question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Debbarma on Demand No. 22, Major Head.—2235

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & wasteful expenditure on Reang Refugees."

(The Motion was put to vice vote and lost.)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs. 10.39,22,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 22 under the fellowing Major Head.

2235—Social Security and Welfare	Rs,	10,36,04,000/-
6235—Loans for Soclal Security	Rs.	3,18,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 34 to vote. The question before the House is the Demand No. 34 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs. 4, 21,88,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year edding on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 34 under the following Major Heads.

3451—Secretariat Economic Services	Rs.	1,21,88,000/-
4070—Capital Outlay on Other Administrative Services	Rs.	3,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 47 to vote. The question before the House is the Demand No. 47 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs. 48,87,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 47 under the following Major Heads.

2013—Council of Ministers	Rs. 18,90,000/-
2052—Secretariat General Services	Rs. 29,97,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 50 to vote. The question before the House is the Demand No. 50 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs. 33,49,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 50 under the following Major Head.

2070—Other Administrative Service	Rs. 33,49,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved Shri Kajal Ch. Das on Demand No. 19 Major Head 2505 "That the amount of the Demand be reduced by 100/- represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate expenditure on Rural Employment."

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the quastion before the House is the Cut Motion

moved by Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 19, Major Head 2401.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to present the econmy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure to control & eliminate expenditure on watershed Development project in shifting Cultivation."

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 19, Major Head—4701.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the ecomy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate expenditure on Medium Irrigation-Non-Commercial."

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Mr Speaker :— Now the question befoer the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Ratan Lal Nath on Demand No. 19, Major Heads—2401.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter vix-

"Failure to control & eliminate expenditure on Tribal Development specially on Jhum Cultivation."

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura on Demand No. 19 Major Head—2435

That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particulars matter viz :—

"Failure to control & eliminate expenditure on Development of Rural market with Cold Storage facilities in Trible areas."

(The Motion was put to voice vote and. lost)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motions moved by Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura on Demand No. 19, Major Head—4215.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the patticular matter viz :—

Failure to control and eliminate expenditure on Rural Water Supply in Tribal areas."

(The motion was put to voice vote and lost.)

Mr Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Ratan Lal Nath on Demand No, 19 Major Head—2202

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate expenditure on primary Schools in Tribal Sub-plan areas."

(The Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker Now, the question before the House is the Cut Motion moved Hon'ble Member Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl on Demand No. 19 Major Heads —2210.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effecced on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate expenditure on Primary Health Centre"

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Bijoy Kr. Hrangkhwal on Demand No. 19 Major Head—2235.

That the amaunt of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effacted on particular matter viz :—

Failure to control & eliminate expenditure on Old Age Pension.

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Shyama Charan Tripura on Demand No. 19. Major Head—2515.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the econpmy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate expenditure on panchayat Devalopment Fund (Un-tied.)"

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 19, Major Head—5054.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on other Roads in Trible Sub-plan Areas."

The Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 19 to vote.

Now, the question before the House is the Motion moved by the

Hon'ble Minister-in-charge of Tribal Welfare Department that a sum not exceeding Rs. 213,04,17,0007- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

2029	Land Revenue	Rs.	3,43,000/-
2202	General Education	Rs.	25,49,98,000/-
2204	Sports & Youth Services	Rs.	15,52,000/-
2205	Arts & Culture	Rs.	9.05,000/-
2210	Medical & Public Health	Rs.	3,66,02,000/-
2220	Information and Publicity	Rs,	6,39,000/-
2225	Welfare of ST/SC/OBC	Rs.	67,83,74,000/-
2230	Labour & Employment	Rs	30,000/-
2235	Social Security & Welfare	Rs.	1,09,55,000/-
2236	Nutrition	Rs.	7,84,34,000/-
2401	Crop. Husbandry	Rs.	12,86,49,000/-
2402	Soil & Water Conservation	Rs.	21,90,000/-
2403	Animal Husbandry	Rs.	81,61,000/-
2404	Diary Development	Rs.	1,99,000/-
2405	Fisheries	Rs.	73,15,000/-
2406	Forestry & Wildlife	Rs.	1,52,78,000/-
2407	Plantation	Rs.	9,00,000/-
2425	Co-operation	Rs.	26,04,000/-
2535	Other Agricultural Pro.	Rs.	91,50,000/-
2501	Special Programe for Rural Development	Rs.	72,00,000/-
2505	Rural Employment	Rs.	9,82,90,000/-
2515	Other Rural Development Programme.	Rs.	10,89,03,000/-

2702	Minor Irrigation.	Rs	26,69,000/-
2851	Village & Small Industries.	Rs.	47,94,000/-
3425	Other Scientific Services	Rs.	4,00,000/-
3452	Tourism	Rs.	20,00 000/-
3604	Compensation and Assignment to Local Bodies & Panchayat Raj Institution.	Rs.	6,74,05,000/-
4210	Capital Outlay on Medical & Public Health	Rs.	1,65.05,000/-
4215	Capital Outlay on Water Supply & Sanitation	Rs.	5,79,29,000/-
4216	Capital Outlay on Housing	Rs.	19.00,68,000/-
4406	Capital Outlay on Forestry & Wildlife.	Rs.	2,50,00.000/-
4425	Capital Outtlay on Co-operation	Rs.	50.16,000/-
4515	Capital Outlay on Other Rural Development Programmme.	Rs.	11.12,68,000/-
4701	Capital Outlay on Major & Medium Irrig-tion.	Rs.	1,50,00,000/'
4702	Capital Outlay on Minor Irrigation.	Rs.	4,79,00,000/-
4711	Capital Outlay on Flood Control.	Rs.	3,12,61,000/-
4810	Capital outlay on Non Conventional Sources of Energy.	Rs,	12,50,000/-

4801	Capital Qutlay on Power	Rs.	1,85,26,000/-
4860	Capital Outlay on Consumer Industry.	Rs.	12,00,000/-
5054	Capital Outlay on Roads and Bridges.	Rs.	7,64,00,000/-
5425	Capital Outlay on other other Scientific & Environmental Research.	Rs.	2,00,000/-
5465	Investment on General Financial & Training Institution.	Rs.	39,55,000/-
Total	Demand No. 19	Rs.	213,04,17,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed by the House)

Mr. Speaker : Demand No. 27. There is 1 (one) Cut Motion on it. Now, I am putting the Cut Motion to Vote.

The question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Kajal Ch. Das on Demand No 19, Major Head-2401

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

Failure to control & climinate wasteful expenditure on Manure and Ferttlizera."

(The Cut Motion was put to voiee vote and lost by the House).

Mr. Speaker : Now, I am putting the Deamend No. 27 to vote The question before the House is the Motion moved by the Hon. Minister in-charge for Agriculture Department that a sum not execeeding Rs. 72,49,41,000/- be granted to defray any the charges which will come in in course of payment during the year ending on the 31st March. 2002 in respect of Demand No. 27 under the following Major Heads :—

2401	Crop Husbandry	Rs.	47,14,30,000/-

2408	Food, Strrage & Warehousing	Rs,	1,000/-
2415	Agricaltural Research & Education,	Rs.	5,50,000/-
2435	Other Agricultural Programme.	Rs.	10,28,50,000/-
2552	North Eastern Areas.	Rs,	1,10,000/-
4401	Capital Outlay on Crop Husbandry.	Rs.	15,00,00,000/-
Total	Demand No. 27	Rs.	72,49,41,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed by the House)

Mr. Speake : Demand No. 28 There is no Cut Motion on this Demand

Now, I am putting the Demand No. 28 to vote

The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble. Minister in-charge fo Agri-Horticulture TRP & PGP Department that a sum not exceeding of Rs. 18,50,55,000/- (Excluding Charge amount of Rs. 13.61 000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 28 under the follawing Major Heads :—

2401	Crop Husbandry	Rs.	8,39,05,000/-
2402	Soil & Water Conservation.	Rs.	10,11,50,000/-

(The Demand was put to and passed voice vote.)

Mr. Speaker :— Demand No. 32. There is no Cut Motions on this Demand.

Now, Iam putting the Demand No. 32 to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of TRP & PGP and Tribal Welfare Department that a sum not exceding of Rs. 2,62,48,000/- be granted to defray the charges

which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of **Demand** No. 32 under the following Major Heads :—

2046 Forestry & Wildlife. Rs. 2,62,48,000/-

(The Demand was put to and passed by voice vote)

Mr. Speaker :— Demand No. 33. There is no Cut Motion on this Demand.

Now, I am putting the Demand No. 53 to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of Tribal Welfare Department that a sum not exceeding of Rs. 38,20,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 2002 in respect of Demand No. 53 under the following Major Heads :—

2225- Welfare of SC, ST, and OBC Rs. 38,20,000/-

(The Demand was put to and passed by voice vote.)

Mr. Speaker :— Demand No. 29 There is no Cut Motion on this Demand.

Now, I am putting the Demand No. 29 to vote.

The question before the House is the Motion moved by Hon'ble Minister-in-charges for Animal Reseuice Development that a sum not exoeeding of Rs. 25,24,76,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 29 under the following Major

2403—Animal Husbandry Rs. 22,66,67,000/-

2404—Diary Development Rs. 2,00,89,000/-

2552—North Eastern Areas. Rs. 57,20,000/-

(The Demand was put to and passed by voice vote.)

Mr. Speaker :— Demand No. 30. There is no Cut Motion on this Demand.

Now, I am putting the Demand No. 30 to vote. The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of Forest Department that a sum exeeeding of Rs, 33,44,66,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heads :—

2402—Soil and Water Conservation.	Rs	1,55,16 000/-
2406—Forestry and Wildlife.	Rs.	22,79,50,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	5,50,00,000/-
4406—Capital Outlay on Forestry and Wildlife.	Rs.	3,20,00,000/-
5465—Investment in General Financial and Trading Institution.	Rs.	40,00,000/-

(The Demand was put to and passed by voice vote.)

Mr Speaker:— Now, I am putting the Demand No. 23 to vote. The question before the House is Demand No. 23 moved by the Honble Minister that a sum not exceeding Rs 67,60,63,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 23 under the following Major Heads :—

2515	Oteer Rural Dev. Programme	Rs.	37,07,74,000/-
3604	Compensation & Assignments to Local Bodies and Panchayat Raj Institutions	Rs.	19,57,95,000/-
4515	Capital Outlay on Other Rural Dev. Programme	Rs.	13,94,94,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speeker :— Now, I am putting the Demand No. 37 to vote. The

question before the House is the Demand No. 37 moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 2,00,24,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 37 under the Major Heads.

2230 Labour and Employment Rs. 2,00,24,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 54 to vote. The question before the House is the Demand No. 54 moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 44,51,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 54 under the Major Heads :—

2230—Labour and Employment Rs. 44,51,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Shri Billal Mia, Member on Demands No. 55. Major Head—2230 that the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— 'Disapproval of Govt. policy on Employment,'

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 55 to vote. The question before the House is the Demand No. 55 moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs 1,47,45,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 55 under the following Major Heads :—

2230—Labour and Employment Rs. 1,47,54 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Cut Motion moved by

Shri Rati Mohan Jamatia, Demand No.— 11(under Major Head— 5055, That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful on T.R.T.C"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House, I am putting the Cut Motion moved by Shri Ratimohan Jamatia, Demand No. 11 under Major Head— 3055 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—" "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on purchase of New Vehicles control & eliminate wasteful expenditure on purchase of New Vehicles of Natural Highway Patrolling".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr Speaker :— Now the question the House, I am putting the before Cut Motion moved by Shri Rabindra Deb Barma, Demand No. 11 under Major Head— 2041 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failute to control & eliminate wasteful expenditure on Inspection of Motor Vehicles."

(The Cut Motion was put to voice vote and loss)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 24,18,73,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 11 under the following Major Heads :—

2041—Taxes on Vehicles Rs. 70,99,000/-

3055—Road Transport	Rs,	14,01,44.000/-
3075—Other Transport Services	Rs.	11,39,000/-
5055—Capital Outlay on Road Transport	Rs.	9,34,91,000/-

(The Demand was put to voice and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Cut Motion moved by the Shri Shyama Charan Tripura, Demand No. 26 under Major Head—2405, that the amount uf the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particuler matter viz :—

"Failure to control & eliminate expenditure on Establishment of ornamatal Fish breeding-cum-training centre".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, the Question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that the sum not exceeding of Rs. 12,03,30,000/- (Excluding Chatge amount of Rs. 5,72,000/-) be granted to defray thc charges, which will come in course of payment during the year endig on the 31 st March 2002 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads :—

2070 —Other Administrative Services	Rs.	68,000/-
2405 Fisheries	Rs.	11,43, 7,000/-
2552 —North Eastern Areas	Rs.	58,85,000/-

(The Demand was put to voice vote and pessed)

Mr, Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Kajal Chandra Das, Demand No 21 under Major Head 44、8 that the amount of the Demand be reduced by 100/- to represent the economy that can be effected on the perticuler matter viz :—

"Failure to control & eliminate expendiiure on public distribution system"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 21 to vote. The question before the House is the Demand No. 21 moved by Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs 65,41,81,000 - be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 2002 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads :—

2408—Food Storage and Warehousing Rs. 6,25,45,000/-

3456—Civil Supplies Rs. 4,33,60.000/-

4408—Capital Outlay on Food Storage Warehousing Rs. 54,82,76,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr, Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Rabindra Debbarma on the Demand No. 25 Major Head —2851 That the amaunt of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate westful expenditure on Grant in Aid to Handloom Industries".

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr Speaker :— Now, the question before the House that I am putting the Demand No. 25, to vote moved by the Hon'ble Minister-in charge of the Handloom Handicrafts and Sericultire Deparment that a sum not exceeding of Rs. 9,85,29,000/- (Excluding Charge amount of Rs. 2,60,000/-) be to granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 20002 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads :—

2851 —Village and Small Industries Rs. 8,94,69,000/-

4425—Capital Outlay on Co-operation	Rs.	15,00,000/-
5465—Investmen in General Financial and Trading Institution	Rs.	64,60,000/-
6851—Loans for Village & Small Industries	Rs.	11,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House that I am putting the Demand No. 38 to vote moved by the Hon'ble minister Printing and Stationary Department that a sum not exceeding of Rs. 5,29,58 000/- be granted to defary the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect to Demand No. 38 under the following Major Heads :—

2058—Stationery and Printing	Rs.	5,29,58,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Kajal Chandra Das, on the Demand No. 36 Major Head – 2056, That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that : —

"Need to provide better food and accomodation to the prisoners."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr Speaker :— Now, the question before the House that I am putting Demand No. 36 to vote moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department that a sum not exceeding of Rs. 6,27,98,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 36 under the following Major Heads :—

2056—Jail	Rs.	6,02,98,000/-
4059—Capital Outlay on Public Works	Rs.	25,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

শ্রীরতন লাল নাথ :— একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে স্যার, মোভার নাই কাট মোশান এনেছেন বিল্লাল মিয়া মহোদয়। মোভার থাকতে হয় স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মোভারকে সামনে রাখা দরকার। আপনারা সামনে রাখলেই হত।

শ্রীরতন লাল নাথ :— এটা সিস্টেম না স্যার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার আমার গ্রামে গিয়ে বলেছেন যে নেতাজীর পরে আমিই নেতা। এটার কোন জবাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দেন নাই। তাকে গ্রামের মানুষ বলেছে আবার আসবেন। উনি বলছেন যে স্পীকার হয়ে ফিরে আসব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, যেটা আপনারা এখানে আলোচনা করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের ইত্যাদির প্রশ্নে যে ঘটনাটা হয়েছে এখানে, যে আলোচনাটা হয়েছে এই ব্যাপারে একটা বিধানসভাতে ঐক্যমতে এটা রিজিউলেশান আমরা পাঠাব এই বিধানসভা থেকে। যাই হোক আমি বলেছিলাম লিডার অব দি হাউজ পড়ার জন্য। অন্যরা সবাই বলেছেন যে না এটা চেয়ার থেকে আসুক। কাজেই আমি এটা রিড আউট করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটা রুলস্ অব প্রসিডিওর-এ আছে, হয় একজন মেম্বার নতুবা একজন মিনিষ্টার এটা মুভ করতে হয়। রুল-এ এই রকম বলে।

মিঃ স্পীকার :— আমাকে কিন্তু সেক্রেটারী মহোদয় এই রকম বললেন।

CONDEMNATION MOTION

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— তাহলে আমি রিজিউলিশানটি পড়ছি। The Tripura Legisletive Assembly is expressing deep concern and anguish over the alleged charges of corruption of Defence personnel and political leaders of the ruling parties of the union Government as has been revealed by the Tehlka-com.

It is a serious threat to national security and severeignity of the Nation.

The house unanimously resolves that the Central Government should immediately stop down on moral ground.

Mr. Speaker :— সবাই একসেপট্ করেছেন, তাহলে সভায় একসপেকটেড মুলতুবী শেষ করার আগে একটু রিকোয়েষ্ট করেছি আপনাদের জন্য অল্প মিষ্টির ব্যবস্থা করেছি। কাজেই এই সভা ১৬ই মার্চ ২০০১ ইং বেলা ১১-০০ ঘটিকায় পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)   ANNEXURE–'A'

Admitted Starred Questions No.– 141

Name of the members :— Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of General Administration (P & T) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট কোন বদলী নীতি চালু আছে কিনা?

২) থাকলে সেটা কি?

৩) ইহাই কি সত্য যে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের এক বছর পূর্বেও কর্মচারীদের বদলী করা হয়েছে;

৪) সত্য হলে চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে কোন কর্মচারীকে বদলী না করার ব্যাপারে কর্মচারী সংগঠনগুলির দাবী অনুসারে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে কিনা?

উত্তর

১) রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট কোন বদলী নীতি নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) জন স্বার্থে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে কোন কোন ক্ষেত্রে অবসর গ্রহনের এক বছর পূর্বে ও কর্মচারীদের বদলী করা হয়।

৪) এই রূপ কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

Admitted Starred Question No.– 142

Name of the member :— Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Emp oyment Services & Manpower planning be pleassed to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে সচিবালয়গুলি সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কোন শ্রেণীর পদে কতজন শারিরীক প্রতিবন্ধী কর্মরত অবস্থায় রয়েছেন?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্য সচিবালয়গুলি সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৬৮৭ জন শারিরীক প্রতিবন্ধী কর্মরত অবস্থায় রয়েছেন। তার শ্রেণীর পদ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

প্রথম শ্রেণী পদে ৫ জন।

দ্বিতীয় শ্রেণী পদে ২৭ জন।

তৃতীয় শ্রেণী পদে ৪১৮ জন।

চতুর্থ শ্রেণী পদে ২৩৭ জন।

Admitted Starred Question No.—278

Name of the member :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (S.A) Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গৌহাটি ত্রিপুরা ভবনে মোট কর্মচারীর সংখ্যা কত (অফিসার সি. ডি গ্রুপ ষ্টাফ),

২) ইহা কি সত্য একজন নন-গেজেটেড ষ্টাফ দিয়ে ঐ ভবনটি চালানো হয়?

৩) যদি সত্য হয় তাহলে তার কারণ কি?

TRIPURA EGISLATIVE ASSEMBLY

উত্তর

১) গৌহাটি ত্রিপুরা ভবনে মোট কর্মচারীর সংখ্যা ১১। তার হিসাব নিম্নরূপ :—

অফিসার	গ্রুপ সি	গ্রুপ ডি	
২	৪	৫	= ১১

২) হাঁা, ইহা সত্য।

৩) ত্রিপুরা ভবন গৌহাটিতে Dy. Resident Commissioner পদটি সাময়িক ভাবে স্থগিত রেখে একটি Liasion Officer পদ তৈরী করা হয়েছে। উক্ত পদে সাময়িক ভাবে একজন নন্ গেজেটেড অফিসারকে তার পূর্ব্বতন পদের বেতন ক্রমে নিয়োগ করা হয়েছে। কারণ টি. সি এস এর বহু শূন্যপদ রয়েছে এবং এগুলি পূরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। টি সি এস অফিসারের স্বল্পতার জন্যই গৌহাটি ত্রিপুরা ভবনের Dy. Resident Commissioner পদটি পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Questions No.—281

Name of the member :— Smt. Baijayanti Kalai,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত কিল্লা নার্মা পঞ্চায়েতের অধীনে টামপুই মলসম পাড়াকে মডেল ভিলেজ করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা?

উত্তর

১) এই মুহূর্তে সরকারের কাছে এ রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Questions No.—282

Name of the member :— Shri Prakash Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be please to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বামুটিয়ায় একটি পাওয়ার টিলার হায়ারিং সেন্টার আছে?

২) সত্য হলে, উক্ত সেন্টারে কতগুলি পাওয়ার টিলার (ট্রাক্টর) আছে?

৩) এর মধ্যে কতগুলি সচল ও কতগুলি অচল আছে?

৪) এই সেন্টারে বৎসরে গড়ে কত টাকা ব্যয় ও আয় হয়? তার হিসাব?

৫) হায়ারিং সেন্টারের জন্য কি কি পদের কতজন কর্মচারী আছে?

উত্তর

১) হ্যাঁ, সত্য।

২) উক্ত হায়ারিং সেন্টারে মোট ২ (দুই)টি পাওয়ার টিলার আছে।

৩) বর্তমানে ২টি পাওয়ার টিলারই অচল অবস্থায় আছে।

৪) এই হায়ারিং সেন্টারের বিগত তিন বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ :—

সন	আয়	ব্যয়
১৯৯৭—৯৮	২৫,৩৮৬ টাকা	৬২,৩৯১ টাকা
১৯৯৮—৯৯	১৯,১২৪ টাকা	২৮,৪০০ টাকা
১৯৯৯—২০০০	৪,৯৭৭ টাকা	১০,০৮৩.৫০ টাকা

৫) বামুটিয়া হ্যাচারিং সেন্টারের জন্য মোট ৩ (তিন) জন কর্মচারী আছেন। পদগুলি হল :—

১) টি. এ. এফ. এস. গ্রেড II ১ টি

২) পাওয়ার টিলার ড্রাইভার ২টি

(ক্যাজুয়েল লেবার)…… মোট ৫টি

Admitted Starred Question No.—292

Name of the Member :— Smti. Baijayanti Kalay.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, জম্পুইজলা ব্লকে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীনে একটি প্রাণী সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং প্রাণী বিক্রয় কেন্দ্র খোলার জন্য সরকার থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না,

এবং

২) সত্য হলে, কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী হবে ? বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরে এই ধরণের কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা নাই।

২) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No.—53

Name of the member :— Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কত পরিমান তৈল বীজ উৎপাদন হয় (বাদাম, সরিষা, সূর্য্যমুখী, অন্যান্য) পৃথক পৃথক হিসাব)

২) বর্তমানে রাজ্যের চাহিদার কত শতাংশ তৈল বীজ উৎপাদন হচ্ছে ?

৩) তৈল বীজ উৎপাদানর সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১) বিগত বছর অর্থাৎ ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে রাজ্যে আনুমানিক ৪১১০ মেঃ টন তৈল বীজ উৎপাদিত হয়েছিল, যার পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নরূপ :—

সরিষা — ২২৪০ মেঃ টন

তিল— ৮০০ মে: টন
বাদাম— ১০৭০ মে: টন

মোট :— ৪১১০ মে: টন

২) রাজ্যে উৎপাদিত তৈল বীজের মধ্যে কেবলমাত্র সরিষা থেকেই কিছু তৈল উৎপাদিত হয় যা চাহিদার তুলনায় নগণ্য।

৩) তৈল বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি দপ্তর বিশেষ কিছু কর্মসূচী নিয়েছে যা নিম্নরূপ :—

১) তৈলবীজ প্রদর্শনী।
২) মিনিকিট বিতরণ।
৩) কৃষকদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির।
৪) সুসংহত রোগ পোকা দমন।
৫) ভর্তুকীতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ।
৬) বীজ পরিশোধন ইত্যাদি।

Admitted Starred Question No. 54
Name of the member :— Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture (Horticuluer and Soil Conservation) Department be please to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের বাইরে থেকে মরিচ, আদা, হলুদ, গুলমরিচ, জিরা মেথি সহ নানা মশলা জাতীয় সামগ্রী আমদানি করতে হয়?

২) সত্য হলে, রাজ্যে মশলা জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোন ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তদুপরি কোন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা করা হয়েছে কিনা?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, উল্লেখিত মশলা জাতীয় সামগ্রী রাজ্যের বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়।

২) ত্রিপুরা রাজ্যে মশলা জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় অনুদান প্রকল্পে ও মশলা উন্নয়নপর্যদের অধীনে প্রদর্শনী ক্ষেত্র (Demonstration Plot), এলাকা বিস্তৃত (Area Expansion), মিনিকিট বিতরন (Minikit Distribution) এবং চারা উৎপাদন প্রভৃতি

কর্মসূচী সারা রাজ্যে গ্রহন করা হয়েছে। ২০০০-২০০১ সালের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

অ) কেন্দ্রীয় অনুদান প্রকল্প :—

ক) প্রদর্শনী ক্ষেত্র (Demostration Plots) :—

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা (ইউনিটের সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১)	গুলমরিচ B/Pepper)	উত্তর ত্রিপুরা	— ৫০টি	
	( )	ধলাই	— ৫০টি	
	প্রতি ইউনিটে ১০০টি	দক্ষিণ ত্রিপুরা	— ১৫০টি	
	চারা সর্বোচ্চ ভর্তুকী ১৪০০ টাকা	পশ্চিম ত্রিপুরা	— ১০৮টি	
		মোট—	৪০৮টি	
২)	মরিচ (Chilli)	উত্তর ত্রিপুরা	— ৭৫টি	
	সর্বোচ্চ ভর্তুকী	ধলাই	— ৭৫টি	
	১০০০ টাকা প্রতি হেক্	দক্ষিণ ত্রিপুরা	— ১০০টি	
		পশ্চিম ত্রিপুরা	— ১০০টি	
		মোট—	৩৫০টি	
৩)	আদা (Ginger)	উত্তর ত্রিপুরা	— ১৭০টি	
	প্রতিটি ইউনিটে ১৬০ কেজি	ধলাই	— ১৬৫টি	
	আদা, সার ও ঔষধ	দক্ষিণ ত্রিপুরা	— ২০৫টি	
	সর্বোচ্চ ভর্তুকী ৫ টাকা	পশ্চিম ত্রিপুরা	— ২৮০টি	
	১৮৭৫ টাকা প্রতি ইউনিটে।	মোট—	৮২০টি	
৪)	হলুদ (Turmeric)	উত্তর ত্রিপুরা	১০৫টি	
	প্রতিটি ইউনিটে বীজ ২০০ কেজি	ধলাই জেলা	১০৫টি	
	সার ও ঔষধ	দক্ষিণ ত্রিপুরা	৭৫টি	
	সর্বোচ্চ ভর্তুকী ১২৫০ টাকা।	পশ্চিম ত্রিপুরা	১৪০টি	
			৪২০টি	

খ) এলাকা বিস্তৃতি (Area Expansion)

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জেলা	লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩	৪
১)	গুলমরিচ মোট চারা ১১২০ সর্বোচ্চ সাহায্য ৩৫০০ টাকা প্রতি হেক্টর।	দক্ষিণ ত্রিপুরা	২ হেক্টর
		পশ্চিম ত্রিপুরা	৮ ,,
			১০ ,,
২)	আদা এবং প্রতি হেক্টারে ১৬০০ কেজি সর্বোচ্চ সাহায্য ১২৫০ টাকা।	উত্তর ত্রিপুরা	৬ ,,
		ধলাই	২ ,,
			৮ ,,
৩)	মরিচ সর্বোচ্চ ভর্তুকী ১২৫০ টাকা প্রতি হেক্টার	উত্তর ত্রিপুরা	৬ ,,
		ধলাই	৯ ,,
		দক্ষিণ ত্রিপুরা	১৫ ,,
		পশ্চিম ত্রিপুরা	২০ ,,
			৫০ ,,

গ) মিনিকিট বিতরণ (Minikit Distribution)

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (ইউনিটের সংখ্যা)
১)	আদা (প্রতি ইউনিটে ৩-৫ কেজি)	২০০টি
২)	মরিচ (প্রতি ইউনিটে সার, ঔষধ, বীজ) এবং সর্বোচ্চ ভর্তুকী ১৫০ টাকা প্রতি মিনিকিট	৩০০টি

ঘ) চারা উৎপাদন (Production of planting Materials)

১	২	৩	৪
১)	গুলমরিচ	৬০,০০০টি লতানো চারা	
২)	দারচিনি	২৫,০০০টি চারা	

আ) মশলা উন্নয়ন পর্ষদের লক্ষ্যমাত্রা নীচে দেওয়া হল :—

ক) গোলমরিচ কাটিং এর মিনিকিট বিতরণ ২০৬টি (ইউনিট সংখ্যা)

খ) গোলমরিচ চারা উৎপাদন—৫০,০০০টি (সংখ্যা)

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No—71

Name of the member :—S.i Birjit Sinha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be please to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ২০০০-২০০১ ইং সালে উৎপাদিত খাদ্য শষ্যের পরিমাণ কত, (জেলা ভিত্তিক হিসাব)

২) উক্ত সময়ে রাজ্যে উৎপাদিত খাদ্য শষ্যের চাহিদা কত ছিল, (জেলা ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩) এই একই সময়ে কত পরিমাণ খাদ্য শষ্য বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়েছে ?

উত্তর

১) ২০০০ ২০০১ ইং সালের কৃষি বৎসর এখনো শেষ হয় নাই। বোরো ধানের চাষ এখনো পুরোদমে চলছে। উক্ত বৎসরের খাদ্য শষ্যের আনুমানিক উৎপাদন ৫.৫৭,৭৬০ মে: টন এবং তার জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

উত্তর জেলা—	৮৭,২৬০ মে: টন
ধলাই—	৬২,৩৭০ মে: টন
পশ্চিম জেলা	২,৩১,৪৩০ মে: টন
দক্ষিণ জেলা	১,৭৬,৭০০ মে: টন
মোট—	৫,৫৭,৭৬০ মে: টন

২) উক্ত সময়ে জেলা ভিত্তিক খাদ্য শষ্যের চাহিদা নিম্নরূপ :—

উত্তর জেলা—	১,৪১,৪৩৫ মে: টন
ধলাই—	৮৪,৫২৭ মে: টন
পশ্চিম জেলা—	৩,৯১,৮৫৮ মে: টন
দক্ষিণ জেলা—	২,১৭,১৮০ মে: টন
মোট—	৮,৩৫,০০০ মে: টন

৩। এই একই সময়ে রাজ্যে বিভিন্ন কারণে সর্বমোট ৬৬৫০ মে: টন খাদ্যশষ্য নষ্ট হয়েছে। জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

জেলার নাম	ক্ষতির পরিমাণ (মে: টন হিসাবে)
উত্তর জেলা—	১৪৮ মে: টন
ধলাই—	৯৭ মে: টন
পশ্চিম জেলা—	২১৯০ মে: টন
দক্ষিণ জেলা—	৪২১৫ মে: টন
মোট—	৬৬৫০ মে: টন

Admitted Un-Starred Questien No.—74

Name of the member :— Shri Birjit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে গ্রামীন উন্নয়নে কেন্দ্র কি পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করেছে ;

২। উক্ত অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে ; এবং

৩। ব্লক ভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে মোট ৪১৩৮'৫০ লক্ষ টাকা এবং ২০৩০-২০০১ ইং সালে মোট ২৬৫৪'৬৯ লক্ষ টাকা গ্রামীন উন্নয়নে রাজ্যে বরাদ্দ করেছে।

২। উক্ত অর্থ ই.এ.এস ও জে, জি এস, ওয়াই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সম্পদ ও শ্রম দিবস সৃষ্টি, আই, এ, ওয়াই প্রকল্পে নুতন ঘর তৈরী ও পুরাতন ঘরের উন্নতিকরণ, আর ডব্লিউ, এস প্রকল্পের মাধ্যমে নুতন নুতন জলের উৎস স্থাপন ও পুরাতন উৎসগুলি মেরামতের কাজে ব্যয়িত হয়েছে।

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Question and Answers)

৩নং প্রশ্নের উত্তর :— ১৯৯৯-২০০০ ও ২০০০-২০০১ বছরের ব্লক ভিত্তিক হিসাব (রাজ্যের অংশ সমেত) নিম্নরূপ :—

	(১৯৯৯-২০০০)				(২০০০-২০০১)			
ব্লকের নাম	জেজিএসওয়াই	ইএএস	আইএওয়াই (কন)	আইএওয়াই (আপগ্রেড)	জেজিএসওয়াই	ইএএস	আইএওয়াই(কন)	আইএওয়াই (আপগ্রেড)
১। মেলাঘর	১৩,০৭৪০০	১৯,০৩,৩০০	১৩.০৮,৩০০	১.২৪.৩৪৪	২১,৬২ ৯০০	১১.৬৪,৪৭০	১১ ৬৪ ২৭১	১.৫১,৯০০
২। বক্সনগর	৫.২৫.৫০০	৭ ৮৩,৬০০	৫,১৯,০০০	৫০,০৮৩	৭ ৬৮.১০০	৪ ০৬,৬০০	৫.১৫.১২১	৫৫,৮০০
৩। কাঁঠালিয়া	৬.৫৬,৩০০	৯,৮৪,৭০০	৬.৫৮.০০০	৪৪.৯০২	৭.৭১,৬০০	৫,১৫.১৯০	৩,৬০,৮৭৬	৫৭ ৩৫০
৪। বিশালগড়	১৯,৪৭.০০০	১৮ ০৪,৩০০	১১.৩৯,০২৭	২.২১.০৫৬	৩৩.৩২ ৪০০	১৭.৫৩,০০০	২০,৫৭,০৪৯	২,৩৭.১৫০
৫। ডুকলী	২০.৭৪,০০০	৪২,০৫.০০০	২০,৫০.১০০	২,১২,৪২১	৩৮,১১.০০০	১৮,৪৭.৬০০০	২৩,৪৪.২৪১	২ ৮৩,৬৫০
৬। জম্পুইজলা	১৩,৯১,৬০০	২১.১৪,৭০০	১১.৭৫,৩০০	৭২.৫৩৪	১৮,৬৭.৪০০	৮,৪৫.৯৮০	১৭.১০,৮৫০	১.০৮.৫০০
৭। মোহনপুর	২০.৮২.২০০	২৯.৮৪.৫০০	২৪.১০.৪১৪	২ ৫২ ৮৬৯	৩৮.৬১ ৯০০	২২.২৯ ৮৯০	১৯,৪১ ৩৫৩	২.৬৮ ১৫০
৮। তেলিয়ামারা	১৬,৭৫,৯০০	১৯,৭৬,৯০০	১৪,০১.৫০০	৭৯.৪৫২	১৮ ৮৩.১০০	৭.৫০.৮৭০	১১.৪৯ ০৮৫	১.০০,৭৫০
৯। জিরানীয়া	১৭,৭৩.৬০০	২৫,৭৮.২০০	২০.৮৭.৪০০	১,৪৮.৫২২	৩২,০১,৫০০	১৬,৩১,১৯০	১৯,২৪,৩১২	১,০০,৭০০
১০। মান্দাই	১৫,৭০.০০০	২৩.৪১,৪০০	১২,৩৮.৩০০	৭৪,২৬১	২১,৯৫২০০	৮,৬৭,২৭০	১১,২৫,৭৭০	১,২৮,৬৫০
১১। তেলিয়ামুড়া	১৩,৬৫,০০০	১৯.৭৭.৭০০	১৩.৮১.৬০০	১,২৭,৭২৮	২২,৫৫,২০০	১৫,৬৩,৮৯০	১০,৭৬,৭৮৭	১,৬১,০৫০
১২। কল্যাণপুর	৮ ২৪,২০০	১২,৬.৫০০	৮.২১,১৯০	৭৪,২৬১	১৩,৩৯,৩০০	১৬,৭৭,৪০০	৬,৩১,৯৮৭	৮৮,৩৫০
১৩। খোয়াই	৮,৭০ ০০০	১২ ৯৭.৩০০	৯.৮৬,৩০০	৭০,৮০৭	১৭,৯৯,২০০	১০,৯৪,৯০০	৬৭৪.২২৬	৮০,৬০০
১৪। পদ্মবিল	৯.১৯.৬০০	১৪ ০৯.৫০০	৯,৭৬.৪০০	৩৯,৭২১	১১,২৩,২০০	৫,০৩,৬৭০	১০,৭০,৪৫০	৫৫,৬৫০
১৫। ছামনু/দুর্গাছড়া? ভুলাছিগর	১১,৮১.১০০	১৯ ২৪,০০০	১২.৮৯,০০০	৫০,০৮৩	১৫,৭৮,৬০০	৬,১২,৩৮০	১০,২৪,১৭০	৮৯,৯০০
১৬। ইই (আরবি)	৪৭.৫২.৬০০	৬৯ ১১,২০০	৪৩৭.৪৩,২০৫	১৪৮,৭৬,৭৯৯	—	৮,৭৬,১০০	৩০১,৯৭,৭০১	৭৯ ১০.৮৭০
১৭। অন্যান্য দপ্তর	১ ৭৮ ০০০	২০ ৭৯ ৩০০	—	—	—	১৩ ৯০ ১০০	—	—
মোট —	২১২ ০৭ ০০০	৩৯৯,৭৭ ১০০	৬৭১ ৩৭,০৯৭	১৬৫.১০.৯০৫	২১৪ ২১.৭০০	২৭০.১১.০০০	৫৮৯,৩৫.০০০	৯৯ ৮৭,০০০

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৮ | জলপাই	১৮০,০০০	—	—	—	২,২৫,০০০	১১,৬০,০০০	১০,৭০,০০০	৫,৫২,০০০
৯ | অন্যান্য দপ্তর	—	—	—	—	—	—	৪,৮৫,০০০	১৬,০৩,০০০
মোট—	৪৩,০০,০০০	—	—	—	৬৯,৪৪,০০০	২৬১,১০,০০০	১০৮,৫৩,০০০	১১০,৭৮,০০০
১ | সালেখা	৮,৯১,২০০	২০,৯৭,৩০০	৩৭,৩০০	১০,০০,০০০	১৩,৫৫,০০০	৪৬,৭৭,০০০	২,২৯,০০০	২,৭১,০০০
২ | ছামনু	২৫,৬১,৬০০০	৬,২৪,৫০০	১,৪৮,২০০	৭,১৫,০০০	৮,৫৯,০০০	১৩,৬৩,০০০	—	৪১,০০০
৩ | মনু	২৮,৭৫,৭০০	১৬,০৯,৭০০	৯২,০০০	৮,০০,০০০	১১,৩৯,০০০	৩৫,৯০,০০০	২৫,০০০	১,৩৫,০০০
৪ | ডম্বুরনগর	২৪,৩৮,৯০০	১০,৬৬,০০০	২,০৬,১০০	৯,০০,০০০	৮,৭৫,০০০	২৩,৭৭,০০০	—	৮৩,০০০
৫ | আমবাসা	৩১,৯১,৮০০	১১,৪৯,৫০০	২০,৫০০	৬,৫০,০০০	১০,৪৪,০০০	২৫,৬৪,০০০	৫,৫০০	১,০১,০০০
৬ | হাই(আবৃডি)	—	—	১১৮,৯০,১০০	২,২৫,০০০	—	—	৭০,১৪,০০০	১৭,৩২,০০০
মোট—	১১৯,৮৯,২০০	৬৫,৪৭,০০০	১২৩,৯৫,০০০	৪০,০০,০০০	৫২,২২,০০০	১৪৫,৭১,৫০০	৭২,৭৩,৫০০	২৩,৬৫,০০০

ANNEXURE—'C'

(Written Statement on Calling Attention Notice)

Reply laid on the Table of the House on 15th March, 2001 by the Industry & Commerce Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Manik Dey & Shri Padma Kumar Deb Barma, Member of Legislative Assembly. regarding—

"রাজ্যে কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য নতুন চারটি আই. টি. আই. স্থাপন করা সম্পর্কে।"

উত্তর

বিগত ২২শে জানুয়ারী, ২০০০ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেঘালয়ের রাজধানী শিলং-এ উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নের জন্য একটি গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেন। তন্মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে অবস্থিত শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে আসন সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা। এর জন্য— (ক) বর্তমান শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে আধুনিকীকরণ, (খ) নূতন শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা এবং (গ) বহিঃরাজ্যে অবস্থিত বিভিন্ন Advance I. T. I, গুলোতে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। তদনুযায়ী রাজ্য সরকারের শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর কর্তৃক রাজ্যে ৬(ছয়টি) শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল।

নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে নূতন শিল্প প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব পাঠানো হয়।—

ক) আমবাসা

খ) বিলোনীয়া

গ) ধর্মনগর

ঘ) কাঞ্চনপুর

ঙ) উদয়পুর

চ) খোয়াই।

ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রনালয়ের কাছে ৪ (চারটি) নূতন I.T.I. এবং ৪(চার) টি পুরানো I.T.I.-এর আধুনিকীকরণের জন্য ৪২ (বিয়াল্লিশ) কোটি টাকার একটি প্রকল্প তৈরী করে পাঠানো হয়েছিল। ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রনালয় তার (Fax) মারফৎ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, উনারা এই ৪ (চার) টি নূতন ও ৩ (তিন)টি পুরানো I.T.I.-এর জন্য মাত্র ১৬ (ষোল) কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে পারেন। আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা

হচ্ছে বিগত ০১/১২/২০০০ ইং তারিখে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী. ভারত সরকারের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীমুনিলাল মহোদয়কে অতিসত্বর আমাদেরকে এই বরাদ্দ দেবার জন্য এবং আমাদেরকে আরও নূতন ২(দুই)টি I T I -এর একটি কাঞ্চনপুর ও অপরটি খোয়াইতে স্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

ইতিমধ্যে আমরা শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ভারত সরকারকে জানিয়েছি যে, আমরা চারটি স্থানেই জায়গা নির্বাচন করেছি এবং অর্থের অনুমোদন পেলে পুরানো কিছু পরিকাঠামো ব্যবহার করে আমরা এগুলি চালু করার ব্যবস্থা নিতে পারি এর মধ্যে আমবাসাস্থিত শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ওয়ার্কসপ্, ক্লাসরুম, বয়েজ হোষ্টেল এবং গার্লস হোষ্টেলের নির্মানকার্য্য শেষ হয়ে গিয়েছে।

চারটি নূতন শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও চারটি বর্তমান শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আধুনিকীকরণ করা হলে সর্ব্বমোট ৮৩৬টি (নূতন আই, টি, আই, ৫১২টি এবং বর্তমান আই, টি, আই, আধুনিকী করণের ফলে ৩৪২টি) আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে যার আনুমানিক ব্যয় হবে ১৬ (ষোল) কোটি টাকা বর্তমান আসন সংখ্যা—৪৪৪টি)। কিন্তু রাজ্য সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী এই পরিমাণ অর্থ খুবই নগন্য। তাই প্রস্তাব অনুযায়ী পুরো টাকা পাঠানোর জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। উক্ত প্রকল্প রূপায়নে প্রথম ৩(তিন) বৎসরের সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ ভারত সরকার বহন করবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি ছাড়াও রাজ্য সরকার কর্তৃক ভারত সরকারের নিকট নিম্নলিখিত Advance ও Model I T I গুলোতে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে ২০০১-২০০২ ইং সাল হতে আসন বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিস্তারীত তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হল :

ক) মডেল আই,টি,আই, কালিকট, (কেরালা)— ২০টি আসন,

খ) মডেল আই টি,আই হলদওয়ানী (উত্তরখণ্ড)— ২০টি „

গ) এডভান্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, দাসনগর পশ্চিমবঙ্গ— ১০টি „

সর্ব্বমোট— ৫০টি আসন

ভারত সরকারের সং দপ্তরের সাথে উপরিউক্ত প্রকল্পগুলির অনুমোদনের জন্য বার বার যোগাযোগ করা হচ্ছে।

Reply laid on the Table of the House on 15th March, 2001 by the Finance Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Manik Dey & Shi Prasanta Deb Barma, Member of Legislative Assembly.

"জাতীয় কৃত ব্যাঙ্কগুলো ত্রিপুরাতে অর্থ লগ্নী (CD Ratio) কম করা সম্পর্কে" বিধায়কদ্বয় সর্বশ্রী মানিক দে এবং প্রশান্ত দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাব—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

CD Ratio হচ্ছে Credit-Deposit Ratio, অর্থাৎ, ব্যাঙ্ক সমূহ কর্তৃক জনগণের কাছ থেকে যে পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করা হলো এবং তার থেকে কি পরিমাণ অর্থ জনগণের সেবায় ঋণ হিসেবে নিয়োজিত করা হল তার আনুপাতিক হার-ই হলো CD Ratio। আমি শুরুতেই বলে রাখি, উপরোক্ত হিসেবে ত্রিপুরার তপশীলভুক্ত বানিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর Performance অত্যন্ত হতাশা ব্যাঞ্জক। কারণ দিনকে দিন এদের আমানত সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে চললেও সেই তুলনায় ঋণ প্রদানের পরিমাণ ফি-বছর কমেই চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ: এই সমস্ত বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক-এর কয়েক বছরের CD Ratio-র প্রতি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছি :

১৯৯২–৯৩ „ ৫৮.৮৬

১৯৯৬–৯৭ „ ৩৩.০০

১৯৯৭—৯৮ „ ২৯.৯৪

১৯৯৮—৯৯ „ ২৮.০০

১৯৯৯—২০০০ „ ২৩.৭৪

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

ত্রিপুরায় তপশীল ভুক্ত বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক রয়েছে ১৩টি। এদের মোট শাখা সংখ্যা—৯১, ব্যাঙ্কগুলো হল: ১] এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ২] ব্যাঙ্ক অব বরোদা ৩] ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ৪] কানাড়া ব্যাঙ্ক ৫] সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ৬] ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ৭] ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক ৮] পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক ৯] স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ১২] ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক এবং ১৩। বিজয়া ব্যাঙ্ক।

বিগত কয়েক বছরে উপরোক্ত তপশীলভুক্ত ১৩টি বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক রাজ্যে যে পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করেছে এবং ঋণ প্রদান করেছে তার চিত্র আমি তুলে ধরছি লক্ষ টাকার হিসেবে—

বছর		আমানত সংগ্রহ	ঋণ প্রদান	প্রতি ১০০ টাকায় যে ঋণ দেওয়া হল
১৯৯২ –৯৩	:	২৭৯৭৩.২১	১৩৬৩৪.১৯	৪৮.৮৬ টাকা
১৯৯৬ –৯৭	:	৫৪৪০১.০০	১৮৩৮৭.০০	৩৩.৮০ টাকা
১৯৯৭ –৯৮	:	৬৭৫৬৭.০০	১৯৬৩৭.০০	২৯.৯৪ টাকা
১৯৯৮—৯৯	:	৭৫০৮১.০০	২১০৯৬.০০	২৮.০০ টাকা
১৯৯৯ ২০০০	:	৯৫৩১৮.০০	২২৬৫১.০০	২৩.৭৪ টাকা

এই চিত্র থেকে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর এ রাজ্য থেকে আমানত সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেলেও CD Ratio তো বাড়েইনি বরং তা ৪৮.৮৬ থেকে কমতে কমতে ২৩.৭৪ এ এসে ঠেকেছে।

এর অর্থ হল: গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী, যেমন, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, গোল্ডেন জুবিলী ক্যাল হাউজিং স্কীম, খাদি এবং ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রির মার্জিনমানি প্রকল্প, সেলফ হেল্প গ্রুপ এবং কৃষি ঋণ, এবং এর বাইরে স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা এদের কোনটাতেই জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলো তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করছেনা। ফলত: দারিদ্র্য রেখার নীচে বসবাসকারী জনগণ সহ রাজ্যের তপশীলভুক্ত জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজন, শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত বেকার এবং স্ব-উদ্যোগীরা ব্যাঙ্কের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ব্যাঙ্ক সমূহের এই নেতিবাচক মনোভাব রাজ্যের উন্নয়নকে ভয়ানকভাবে ব্যাহত করছে।

—0—

লক্ষ্য টাকার হিসাবে

১-৪-২০০০ থেকে ৩০-৯-২০০০ পর্যন্ত ২০০০-২০০১ সালের
লক্ষ্য মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সমূহের ঋণ প্রদানের চিত্র

ব্যাঙ্কের নাম	কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র			শিল্প ক্ষেত্র			সার্ভিস সেক্টর :			মোট		
	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	শতকরা হার	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	%	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	%	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	%
১। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	৬.৭৫	—	—	২.৪০	—	—	১৪.৬০	৭.৪২	৫০.৮২	২৩.৭৫	৭.৪২	৩১.২৪
২। ব্যাঙ্ক অব বরোদা	১৯.০০	০.৫০	২.৬৩	১৬.০০	১০.৩০	৬৪.৩৮	৫৩.৫০	১৫.৭০	২৯.৩৫	৮৮.৫০	২৬.৫০	২৯.৯৪
৩। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৭.০০	—	—	০.৩৫	—	—	১৬.৪০	১০.৪৫	৬৩.৭২	২৩.৭৫	১০.৪৫	৪৪.০০
৪। কানাড়া ব্যাঙ্ক	৬.৭৫	৬.৩০	৯৩.৩৩	৭.৭৫	৬.০০	৭৭.৪২	২১.৩৫	৬.৩৭	২৯.৮৪	৩৫.৮৫	১৮.৬৭	৫২.০৮
৫। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৩৮.৮৫	—	—	১৪.৩০	০.২৪	১.৬৮	৪৬.৮০	১৬.২২	৩৪.৭০	৯৯.৯৫	১৬.০৮	১৬.০৯
৬। ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	৮.৮৫	০.০৬	০.০৬	২.৩০	১.৩০	৫৬.৫২	৬.৪০	২.৯০	৪৫.৩১	১৭.৫৫	৪.২৬	২৪.১০
৭। ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক	১২.৭৫	—	—	৮.০০	০.৮৫	১০.৫০	২০.০০	১০.৯১	৫৪.৬০	৪১.৭৫	১১.৭৬	২৮.৫১
৮। পাঞ্জাব এণ্ড সিন্দ ব্যাঙ্ক	১০.৫৫	—	—	৪.০০	—	—	৫.৪০	২.৮৫	৫২.৭৮	১৯.৯৫	২.৮৫	১৪.২৯
৯। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৫৯৩.৬৩	১২০.৩০	২০.২৬	৭১.৯০	২১.৮১	৩০.৩৩	৩৪৬.৭৯	২৪৮.০৩	৭১.৫৮	১০১১.০২	৪১০.১৪	৪০.৫৩
১০। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১৩.৭৫	০.০২	০.১৫	২৪.২০	২.৬০	১০.৭৪	৩৬.৮০	৫.৭৬	১৫.৬৫	৭৪.৭৫	৮.৪১	১১.২৫
১১। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৭১০.০০	২১৭.০০	৩০.৫৬	১৬০.০০	৪৩.৩৭	২৭.১১	৩৬০.০০	২০৬.১৬	৫৭.৫৫	১২৪০.০০	৪৬৭.৫৩	৩৭.৭০
১২। ইউকো ব্যাঙ্ক	৬৫.০০	—	—	৪২.৮০	—	—	১০০.১৫	৪৭.৩১	৪৭.২৪	২১৭.৯৫	৪৭.৩১	২২.৪৩
১৩। বিজয়া ব্যাঙ্ক	১১.৭২	—	—	৬.০০	—	—	২৯.০০	৫.১২	৭.৬৯	৪৬.৭২	৫.১৩	১০.৯৭
মোট—												

উপরোক্ত চিত্র থেকে এটা দেখা যাচ্ছে যে কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলোর সাফল্য একেবারেই হতাশাব্যঞ্জক। শুধুমাত্র সার্ভিস সেক্টরে তাদের ঋণের মাত্রা বাড়ানোর জন্য সব ব্যাঙ্কেরই একটা সহজাত ঝোঁক। এর প্রধান কারণ, এই সেক্টরে কোন ঝুঁকি নেই। অথচ রাজ্যের [illegible] অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র সাত হল কৃষি এবং শিল্প।

৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ সালে এসে ব্যাঙ্ক গুলোর Performance-এ যে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে তাও এই Service Sector-কে ঘিরেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২০০০-২০০১ আর্থিক বছর প্রায় সমাপ্তির পথে। কিন্তু চলতি অর্থবছরে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ৯ মাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলোর সাফল্যের খতিয়ান দেখে রাজ্য সরকার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমি বিভিন্ন প্রকল্প অনুযায়ী একটা হিসেব মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য পেশ করতে চাইছি :—

১) স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা বা SGSY

মোট লক্ষ্যমাত্রা — ১০০০০ যার অর্থমূল্য ২০'০০ কোটি

Propsal Sponsor করা হয়েছে ৭৬০৪টি

Proposal Sanction করা হয়েছে ৪৬৬টি „ „ ১ কোটি ১ লক্ষ ৮৫ হাজার

Proposal Disburse করা হয়েছে ৫৬৫টি „ „ ২১ লক্ষ ২৬ হাজার

Proposal Pending ৭১৩৮টি

অর্থাৎ Sponsor করা Proposal এর তুলনায় Santion করার শতকরা হার ৬'১% আর ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে ঋণ প্রদানে সাফল্য ১'২% ৯'৩৮' Proposal ঝুলে রয়েছে।

২) কিষান ক্রেডিট কার্ড :

লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৫০টির ক্ষেত্রে (যার মধ্যে সমবায় এবং গ্রামীন ব্যাঙ্কের ১৫০০) রাষ্ট্রায়ত্ব SBI ও UBI মাত্র ৩১৭টি Card issue করেছে যার অর্থমূল্য ৩৮ লক্ষ ১১ হাজার টাকা।

৩) প্রধান মন্ত্রী রোজগার যোজনা বা PMRY

Target	:	1300	Amount
Proposal Sponsored	:	1432	
Proposal Sanctioned	:	84	67'81 lakhs
Proposal Disbursed	:	6	2·11 „
Proposal Pending for disbursement	:	1348	

এর অর্থ হল : Sponsored Case এর তুলনায় Sanction এর Percentage 5·86 আর Sanction এর তুলনায় Disbursement এর Percentage 7·14 94·13% Case Pending রয়েছে।

অথচ এ ক্ষেত্রে Recovery Percentage June, 2000 এর 17·93% এর তুলনায় December 31,2000 এ 18 60% এ বেড়েছে।

৪) স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা বা SJSRY

Target—	848		
Proposal Sponsored—	291		
Proposal Sanctioned—	88	Rs.	32·78 lakhs
Proposal Disbursed--	38	Rs.	12 63 lakhs
Proposal Pending—	203		

৫) Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme (GJRHFS)

উপরোক্ত ১৩ ব্যাঙ্কের মধ্যে ১১টি ব্যাঙ্কই এ স্কীম এখনো হাত দেননি। মাত্র ইউ. বি. আই এবং ইউকো, ব্যাঙ্ক ১টি করে Case Sanction করেছে ভিলেজ, যার অর্থমূল্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

৬) মার্জিন মানি স্কীম ফর খাদি এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামীন শিল্প বিকাশের এবং কয়েকটি বিশেষ ভাবে নির্বাচিত নোটিফায়েড এরিয়াতে শিল্প বিকাশের সক্রিয় হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে এই 'মার্জন মানি' প্রকল্প চালু করা হয়। কিন্তু বহু চাপাচাপি করেও ব্যাঙ্ক সমূহকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়নি। ১৯৯৯-২০০০ এর জন্যে মাত্র ৫০০ ইউনিট লক্ষ্যমাত্রা, যা একটা অত্যন্ত সাধারণ লক্ষ্যমাত্রা, গ্রহণ করা হয়েছিল (যার মধ্যে TGB এবং TSCB-র ভাগ ১৩০) কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো ১-৪-২০০০ থেকে ৩১-১২-২০০০ পর্যন্ত মাত্র ৩৭টি Proposal Sanction করেছে যার অর্থমূল্য ৪৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। কিন্তু বণ্টন করা হয়েছে মাত্র ৩২টি কেস-এ, অর্থমূল্য ৪১.৭০ লক্ষ টাকা।

৮) Self Help Groups

রাজ্যে ২৭০টি Self Help group গঠন করা হলেও কোনও একটিকেও ব্যাঙ্কগুলো ঋণ সহায়তা করেনি। অথচ ভারত সরকার এই প্রকল্পে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৯। Crop-Loan Target ১৫ কোটি টাকা এর মধ্যে TGB ২ কোটি ৮ লক্ষ ১০ হাজার এবং TSCB ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ১৫ হাজার। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো 1-4-2000 থেকে 31-12-2000 পর্যান্ত মাত্র ৩৯০টি ক্ষেত্রে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বণ্টন করেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হতাশাজনক Performance এর কোন সন্তোষজনক উত্তর ব্যাঙ্কগুলোর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। তবে সাধারণতঃ এরা যা বলে থাকেন তা হলো :

১) এখানে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ খুব বেশী এবং ঋন আদায় হচ্ছেনা। এবং

২) এখানে বৃহৎ শিল্প নেই।

রাষ্ট্রয়ত্ব বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহের উপরোক্ত অভিমত মেকানিক্যাল, বিবেকবর্জিত এবং এই অনুন্নত, মূলতঃ দারিদ্র্য অধ্যুষিত, রাজ্যের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী বর্জিত। বৃহৎ শিল্প না থাকলে কি রাজ্যের মানুষ মরে যাবে? তাহলে কি গরীব সমাজের অবহেলিত, অনুন্নত, গরীব অংশের মানুষ, বিশেষতঃ উপজাতি জনগোষ্ঠি, ভূমিহীন কৃষক, তপশীলি জাতি এদের বাঁচার অধিকার নেই? এই জন্যই কি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই সভাকে জানাতে চাই যে অনাদায়ী ঋণের বিষয়টি উদ্বেগের এবং অতীতের ব্যর্থতা, কিন্তু তাই বলে ব্যাঙ্কগুলো তাদের বর্তমানকে অস্বীকার করবে? যে ঋণ আটকে আছে তার বড় অংশতো ঋণ মেলার ফসল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোন ক্ষেত্রেই কোন ঋণতো অনাদায়ী থাকছেনা? তা ছাড়া ঋণ আদায় তো বেড়েই চলেছে। কৃষিক্ষেত্রে জুন, ২০০০ পর্যন্ত আদায়ের পরিমাণ ছিল ৮৫%। ডিসেম্বরে তা বেড়েছে ১২.৩ শতাংশে শিল্পক্ষেত্রে বেড়েছে ৮.৭% থেকে ২২.৮%-এ সার্ভিস সেক্টর ৮.৮% ছিল জুন মাসে। ডিসেম্বর মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪.৫%-এ। মোট ৮.৭% থেকে বাড়ে ১৩.৫%-এ। সরকারী Programe সমূহে আদায়ের হার ১৮.৬%।

তাছাড়া আমরা The Tripura Public Demand Recovery Act, 2000 প্রনয়ন করেছি এদের সহায়তার জন্য। গ্রামেগঞ্জে Recovery Camp হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও অনেক Recovery Camp-এ উপস্থিত থাকছেন। ভারতবর্ষে এমন কোন রাজ্য আছে কি যেখানে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ঋণ আদায়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রচারে নামেন?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বহিরাগত জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলো রাজ্যে ব্যবসা করছেন, রাজ্য থেকে টাকা বাইরে নিয়ে যাবেন, রাজ্যবাসীর কল্যাণে তা নিয়োজিত করেন না।

এ অবস্থা চলতে দেয়া যায়না। রাজ্য সরকারের অনুনয় বিনয়কে এরা হয়তো দুর্বলতা বলে ভেবেছেন। আমরা সমস্ত ফোরামে এই নিদারুন পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে বলেছি। SLBC meeting গুলোর রেকর্ড সমূহে রাজ্য সরকারের এই উদ্বেগের ক্রমাগত উল্লেখ থাকছে।

আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে অপেক্ষা করে থাকতে পারিনা। হয়তো বিকল্প চিন্তাভাবনা আমাদেরকে করতে হবে। বানিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে রাজ্য এবং রাজ্যবাসীর ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবেনা এ অবস্থা চলতে থাকলে আমরা নিশ্চয়ই দ্বিতীয় চিন্তা করব।

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের বাণিজ্যিক, গ্রামীণ ও সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদানের হিসেব আমি সভায় পেশ করছি। এ হিসাব ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। (লক্ষ টাকার হিসাবে)

ক্রমিক নং	ব্যাঙ্কের নাম	শাখা	মোট জমা	মোট ঋণ প্রদান	সি, ডি রেসিও
ক)	বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক				
১)	এলাহাদ ব্যাঙ্ক	১	১২৬৯	১৮৯	১৪ ৮৯
২)	ব্যাঙ্ক অব বরোদা	২	২৭৯০	৫৮৯	২১.১১
৩)	ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	১	৫২৪	১৪২	২৭.১০
৪)	কানাড়া ব্যাঙ্ক	১	১৮৮৯	৩৭২	১৯.৬৯
৫)	সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৩	২৭৫৭	৫৯৬	২১.৬২
৬)	ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	১	১৩১৫	৩৬১	১৭.৪৫
৭)	ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক	১	১৮৭৩	৩৩১	১৭.৬৭
৮)	পাঞ্জাব এণ্ড সিন্দ ব্যাঙ্ক	১	৮১৩	১৮৪	২২.৬০
৯)	স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৩২	৩৯৭৫৫	৮৪২২	২১ ১৬
১০)	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	৫	৮৯০৫	১৯৭৫	২২ ১৮
১১)	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১	৩৬১৭	৫৭৯	১৬ ০১
১২)	ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৪১	৩৪৭০৭	৯৬৪১	২৭.৭৮
১৩)	বিজয়া ব্যাঙ্ক	১	১৭০২	১৭৬	১০.৩৪
	১৩টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-এর যোগফল	৯১	১০১৯৫৭	২৩৫৫৭	২৩.১০

উপরোক্ত হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে ডিসেম্বর ২০০০-এ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহের CD Ratio সেপ্টেম্বর, ২০০০-এর তুলনায় দশমিক তিন এক শতাংশ বা (.31%) কমছে। সেপ্টেম্বর ২০০০-এ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-এর CD Ratio ছিল ২৩.৪১।

এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে রাজ্যসরকার ব্যাঙ্কগুলোর তাদের বাণিজ্যিক লাভালাভের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার মতো একটা অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া রাজ্যের জনগণের প্রতি বিশেষ করে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী, আদিবাসী জনগণ এবং গরীবি রেখার নিচের জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে।

তাদের বকেয়া ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে রাজ্যসরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করে চলেছে। ইতিমধ্যেই প্রণীত হয়েছে 'ত্রিপুরা পাবলিক ডিমাণ্ড রিকভারী এ্যাক্ট', ২০০০-এর সুফল নিয়ে ব্যাঙ্কগুলো উৎসাহের সঙ্গে রাজ্যের উন্নয়নে ঋণ সহায়তায় অংশগ্রহণ করবে বলে রাজ্যসরকারের বিশ্বাস।

১-৪-২০০০ থেকে ৩১-১২-২০০০ পর্যন্ত —

ত্রিপুরার গ্রামীন ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্ক সমুহের অমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদানের চিত্র নিম্নরূপ

লক্ষ টাকার হিসাবে

খ) রিজিওন্যাল রুর‍্যাল ব্যাঙ্ক	শাখা সংখ্যা	আমানত	ঋণ প্রদান	CD Ratio
১৪) ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	৮৫	৩০৯৪৮	১১০৪৮	৩৫.৭০
গ) সমবায় ব্যাঙ্ক				
১৫) আগরতলা কোঃ আরবান ব্যাঙ্ক	১	৭৮৬	৩০৩	৩৮.৫৫
১৬) ত্রিপুরা কোঃ অঃ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ	৫	—	১২৪৯	২০০.০০
১৭) ত্রিপুরা স্টেট কোঃ অঃ ব্যাঙ্ক	৩৭	১২১২২	৮৮৫২	৭৩.০২
৩টি সমবায় ব্যাঙ্কের যোগফল	৪৩	১২৯০৮	১০৪০৪	৮০.৬০

এ সমস্ত ব্যাঙ্কের গত তিন বছরের CD Ratio নিম্নরূপ :

সি. ডি. রেশিও

	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক —	৪৭.০০	৩৮.০০	৩২.০১
ত্রিপুরা স্টেট কোঃ ব্যাঙ্ক —	৭৫.০০	৭৪.০০	৭৩.০৬
ত্রিপুরা কোঃ ল্যাণ্ড ডেভ্ঃ ব্যাঙ্ক —	—	—	—
আগরতলা কোঃ আরবান ব্যাঙ্ক —	৩৬.০০	৩৭.০০	৩৭.৬৪
মোট —	৮৩.৪৫	৮৮.০০	৮০.৯৭

উপরোক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের আমানত সংগ্রহের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহের চাইতে কম। কিন্তু এদের ঋণ প্রদানের হার অনেক বেশী। ফলতঃ সমস্ত ব্যাঙ্কের গড় মিলিয়ে রাজ্যের CD Ratio একটু উপরে উঠেছে। নিচে রাজ্যের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্ক সমেত CD Ratio এবং শুধুমাত্র বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের গত তিন বছরের CD Radio-র তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হল :

		১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক	:	২৯.৯৪	২৮.০০	২৩.৭৪
রাজ্যের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	:	৪৭.০০	৩৮.০০	৩২.০১
রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ	:	৮৩.৪৫	৮৮.০০	৮০.৯৭
রাজ্যের সমস্ত ব্যাঙ্ক	:	৩৮.১৮	৩৫.০০	৩০.৪৪

Reply laid on the Table of the House on 15th March, 2001 by the Public Works Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Prasanta Deb Barma, Shri Sudhan Das & Shri Amitabha Datta, Member of Legisletive Assembly.

"আন্তর্জাতিক বানিজ্যিক এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত আখাউড়া রাঘনা এবং বিলোনীয়ায় রাস্তা ও সেতু নির্মান সম্পর্কে"।

ত্রিপুরা ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে আমদানী রপ্তানি বানিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষে পরিকাঠামোর উন্নয়ন করে ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলছে। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তদানুযায়ী ভারত সরকারের বানিজ্য মন্ত্রনালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

<u>প্রকল্প ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল</u>

১। আগরতলা শহর থেকে আখাউড়া ল্যাণ্ড কাষ্টমস ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রবেশ পথ।

১৯৯৯ ইং সনের জানুয়ারী মাসে ৮২ লক্ষ টাকার প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির সমুদয় অর্থ ভারত সরকার বহন করছে। ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী থেকে আখাউড়া চেক পোষ্ট পর্য্যন্ত (২.০৩ কি. মি.) রাস্তাটির প্রশস্তা, সাইড ড্রেন এবং ফুটপাথ সহ এর উন্নয়ন উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত রাস্তার ১.৫৬ কি মি. অংশের প্রশস্তার কাজ সম্পূর্ন হয়েছে। বাকী কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হবে।

ভারত সরকার ৮২ কোটি টাকা দুই কিস্তিতে মিটিয়ে দিয়েছে। কাজটির জন্য এপর্য্যন্ত পূর্ত দপ্তরকে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কাজটির জন্য মোট খরচ ৫১ লক্ষ টাকা। ২০০১ থেকে ২০০২ ইং আর্থিক বছরেই শেষ হয়ে যাবে।

২। ধর্মনগরের রাঘনা ল্যাণ্ড কাষ্টম স্টেশনের সংযোগকারী রাস্তার উন্নয়ন।

সীমান্ত সড়ক সংস্থা ১১.২০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প তৈরী করে ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করেছে। পরবর্ত্তী কালে প্রকল্পটির জন্য রাজ্যের অংশ হিসাবে ৩.৯৫ কোটি টাকার শর্ত আরোপ করে ৯.৫০ কোটি টাকার মঞ্জুর করা হয়েছে।

<u>মঞ্জুরীকৃত প্রকল্পটিতে নিম্ন লিখিত ব্যবস্থাগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে।</u>

ক) নুতনবাজার হইতে পুরাতন রাঘনা বাজার (২.২৬ কি মি:) পর্য্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন ... ২৫২.৮৬ লক্ষ টাকা।

খ) পুরাতন রাঘনা বাজার থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত ১.৯১ কি:মি। রাস্তার উন্নয়ন ... ১৬৯.৯০ লক্ষ টাকা।

গ জুরী নদী এবং রাঘনা ছড়ার উপর দুইটি স্থায়ী সেতু ... ৪২৫.২৬ লক্ষ টাকা।

ঘ) নিরাপত্তা রক্ষীদের জন্য পাকা বাড়ী ৩২.৬২ লক্ষ টাকা।

ঙ) ডাইভার্সন রোড এবং রাঘনা ছড়ার উপর বেইলী ব্রীজ ...৬০.০০ লক্ষ টাকা।

মোট— ৯৫০.০০ লক্ষ টাকা

২০০০ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার প্রথম কিস্তির ৩ (তিন) কোটি টাকা দিয়েছে। ২০০১ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত টাকা সীমান্ত সড়ক সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। সীমান্ত সড়ক সংস্থা প্রকল্পটির প্রাথমিক কাজগুলি শুরু করে দিয়েছে।

৩। বিলোনীয়ার সাতমুড়া চৌমুহনী থেকে মুহুরীঘাট ল্যাণ্ড কাষ্টমস স্টেশন পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মান।

শিল্প দপ্তরের অনুরোধে পূর্ত্ত দপ্তর কর্তৃক ৩.১৪৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প তৈরী করে ভারত সরকারের বানিজ্য মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিশেষে প্রকল্পটির জন্য ৬৪ ৭০ লক্ষ টাকা রাজ্য শেয়ার সহ মোট ২৭৪.৪২ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে। ২০০১ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম কিস্তির ১(এক কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কাজ শুরু হয়েছে এবং সমগ্র কাজটি শীঘ্রই শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়। জমি অধিগ্রহণ, মাটির কাজ এবং সাতমুড়া চৌমুহনী থেকে মুহুরী ঘাট ল্যাণ্ড কাষ্টমস স্টেশন (৩ ২৫ কি মিঃ) পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মান এই প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত।

৪। আগরতলা ল্যাণ্ড কাষ্টমস স্টেশনের রপ্তানি পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়ন।

৪৮৬.০৭ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। এবং সর্বশেষে প্রকল্পটির জন্য ২৯৭.৮৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। যার মধ্যে নিম্নলিখিত সংস্থানগুলি যুক্ত করা হয়েছে।

ক)	৫টি গোডাউন নির্মান—	৮১.৩৮ লক্ষ টাকা।
খ)	এল সি স্টেশনের অফিস ভবন—	১১ ৯০ ,,
গ)	পুলিশ স্টেশন ভবন—	৭.১২ ,,
ঘ)	ক্লিয়ারিং এজেন্ট ভবন—	২৯.৬০ ,,
ঙ)	৭৫০ বঃমিঃ শপিং কমপ্লেক্স	৬২ ৯০ ,,
চ)	জমির উন্নয়ন —	৬৩.১৮ ,,
ছ)	বাউণ্ডারি এবং রিটেনিং ওয়াল—	১৮.৪১ ,,
জ)	জল সরবরাহ ও বিদ্যুৎ সংযোগ—	৭.৬২ ,,
ঝ	পয়ঃ প্রনালী—	১৬.০১ ,,

প্রকল্পটি মঞ্জুরীর সময় ভারত সরকার ত্রিপুরা সরকারকে প্রকল্পটির ২০ শতাংশ খরচ রাজ্যের অংশ হিসাবে বহন করার জন্য অনুরোধ করেছে। আশা করা যায় জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত কাজ ১(এক) মাসের মধ্যেই করা যাবে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

FRIDAY THE 16TH MARCH, 2001

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Friday the 16 March 2001.

P R E S E N T

Shri Jeetendra Sarkar Hon'ble Speaker in the Chair. The Chief Minister, the Deputy Speaker, 16 Ministers and 32 Members

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

Mr. Speaker :—

Hon'ble Members I have received a communication to-day from Shri Jawhar Seaha, Leader of the opposition intimating that Sri Dipak Kr. Roy, M L.A has been authorised to dischange the duties relating to the Business of the sitting of the Tripura Legislatlve Assembly (Current Session) during absence of Sri Jawhar Saha on 16-03-2001.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকলে তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্যের নাম শ্রী রতন লাল নাথ।

শ্রীরতন লাল নাথ (মোহনপুর) ঃ—স্যার, আমার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩০।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে বহু শিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন যারা চাকুরী পাওয়ার পর চাকুরীরত অবস্থায় আরো-উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এর সংখ্যা কত ?

৩। এদেরকে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী হায়ার স্কেল দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে কিনা ?

৪। যদি থেকে থাকে তবে কবে থেকে দেওয়া হবে ?

উত্তর

১। সত্য।

২। ৪৮৯ জন।

৩। বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

৪। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীরতন লাল নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৯২ পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তরে যারা শিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন। তাদেরকে সরকারী ডিপার্টমেন্টের পরামর্শ নিয়ে, যারা হায়ার ষ্টাডির জন্য গিয়েছিলেন, তাদের কেউ কেউ এম, এ পাশ করেছেন, কেউ কেউ বি, এ পাশ করেছেন। ১৯৯২ পর্যন্ত তাদেরকে হায়ার স্কেল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ১৯৯২ এর পরে এই সংখ্যাটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, ৪৮৯ জন, এরা কি ১৯৯২ এর পরে না সবটা মিলিয়ে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কিনা ? এবং ১৯৯২ এর পরে হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়ার কারণ জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, যারা ১৯৯২ এর আগে পর্যন্ত সরকারী অনুমতি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তারা স্কেল পেয়েছেন বিভিন্ন সময়। কিন্তু এর পরে সিদ্ধান্ত হয়েছে এই ভাবে স্কেল দেওয়া যাবে না। তাদের মধ্যে অনুমোদন ক্রমে যেসব শিক্ষকরা উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছেন তাদেরকে একটা অ্যাডভান্স ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে। কাজেই এটা আমার কাছে খুব পরিস্কার না যে সব মিলিয়ে এই নাম্বারটা কি না ? নিশ্চয়ই আগে যদি কেউ বিনা অনুমতিতে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে থাকেন সম্ভবত তার মধ্যে বাদ আছে। এটাও আমি পরিস্কার না। যারা অনুমতি নিয়ে বাইরে গেছে, তারা স্কেল পেয়েছে। এর মধ্যে অনেক সময় নানা রকম পলিসিগত সিদ্ধান্ত নানা রকম ভাবে হয়ে থাকতেও পারে। আমি তা জানি না।

শ্রীরতন লাল নাথ :-স্যার, গভর্ণমেন্ট অফ ত্রিপুরা, ডিরেকটর অফ স্কুল এডুকেশন এর ১০-১০-১৯৯৩ তে একটা নোটিফিকেশন অ্যাডমিসিবিলিটি অফ হায়ার পে স্কেল টু টিচার্স একর্ডিং টু হায়ার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন সেই মোতাবেকে দেখা যাচ্ছে, ঐ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১ পর্যান্ত বোধ হয় যারা যারা আছে তাদেরকে বোধ হয় দিয়ে দেওয়া হবে। আমার কাছে খবর আছে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১ পর্যন্ত কোন কোন শিক্ষক কর্মচারী বিভিন্ন গ্রুপে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে তারা স্কেলের বাকী রয়েছে।

যা সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বন্ধ করে দিয়েছে। ৪র্থ পে-কমিশনেও স্কেল দেওয়া যাবে না, এই ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেই আমার কাছে যা জানা। ইন্‌ক্রিমেণ্ট ও অনেক শিক্ষক কর্মচারীরা পাচ্ছেননা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ যে তারা যাতে ইন্‌ক্রিমেণ্ট পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করবেন কি না ? আর সরকার যেহেতু ৯২ তে শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েছেন, পারমিশান্ নিয়েই করেছেন, যারা দপ্তরের অনুমতি নিয়ে হায়ার স্টাডি নিয়েছেন তাদেরকে নুতন ভাবে চিন্তা করে আবার পূর্বের নেওয়া স্কেলে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—অনুমতি নিয়ে যারা হায়ার এডুকেশান নিয়েছেন তারা যদি বাদ পরে থাকে নিশ্চই সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার বা দেখবেন, আর যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে সেই ৩১-১২-১৯৯৯ সালের পরে থেকে তাদেরকে এ্যাড্‌ভান্স ইন্‌ক্রিমাণ্ট দেওয়া হবে। সেটা তিনি যেখানে চাকুরী করবেন শিক্ষক মহাশয় তার হেড্ অব্ দ্যা অফিস সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক, দিতে পারেন কাজেই তবুও যদি না হয় নিশ্চই এটা দেখা হবে, কিন্তু আগের মত স্কেল দেওয়া এটা এখন পর্য্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্তে নেই। কারণ এই ধরনের হায়ার এডুকেশান্ মিলে সেটা দেওয়া হয় না কারণ স্কেল দেওয়া হয় পোষ্টের ভিত্তিতে। এখন যদি কোন পোষ্ট গ্রেজুয়েট্ সে যদি প্রাইমারী তে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকুরী পান তাকে তো এম, এ, স্কেল দেওয়া হবে না। লেক্‌চারের স্কেল দেওয়া হবে না। তাকে প্রাইমারী স্কুলের স্কেল দেওয়া হবে। স্কেলটা দেওয়া হয় পোষ্ট ভিত্তিক।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ—যদি প্রাইমারী সেক্‌শানে কোন মাষ্টার ডিগ্রি হোল্ডার বা এই ধরণের যোগ্যতা সম্পন্ন লোক হায়ার ষ্টাডি পেয়ে থাকে পরবর্তী সময় যেখানে নতুন লোক নেওয়া হবে যেমন বিভিন্ন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে কোন কোন জায়গায়, সেখানে যখন লোক নিয়োগ করা হবে তাদেরকেও ঐ জায়গায় নিয়োগের জন্য তাহলে প্রাইমারী সেকশানে ভেকেণ্ট্ পোষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং ঐ জায়গায় তাদের নিয়োগের কোন চিন্তা ভাবনা করবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—এটা একটা ভিন্ন বিষয় কারণ আমরা অনেক লোককে দেখেছি চাকুরী পাচ্ছে না সেই স্নাতক, স্নাতকোত্তর, কিন্তু দেখা যায় প্রাইমারী স্কুলে একটা পোষ্ট খালি হয়েছে, তখন দেখা যায় এমনও অনেক বেকার আছে যারা কোলকাতার বাস কণ্ডাকটর যারা ডক্টরেট পর্য্যন্ত আছে। এখন একবার যদি নিয়োগ হয়ে যায় তখন প্রশ্ন এসে যায় অনেক লোক বেকার। আমার হাতে সুযোগ কম কাজেই এটা নিয়োগ বেইস্‌ড হয়ে যায়। যিনি একবার এম, এ পাশ করে প্রাইমারিতে মাষ্টারি পেয়েছেন তাকে যখন নাকি আবার হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষকের জন্য নিয়োগ করব সেখানে দেখা যাবে যে নবীন প্রার্থীরা অনেক অনেক বেইস্‌ড নীডি। একটা কথা চলে আসে কোয়ালিটি এণ্ড কোয়ালিফিকেশান্ এবং নীডি্ আমরা এই দুটোকেই এক ভাবে দেখি। কাজেই

সবসময় আমরা শতকরা ৭০ ভাগ যখন চাকুরি দেই সিনিয়ারিটি এণ্ড কোয়ালিটি, শতকরা ৩০ ভাগ দেই নীডি, বেইস্‌ড এণ্ড সেইম্। সেই ক্ষেত্রে বাধার মধ্যে যদি পড়ে যায়, তাহলে সেখানে একটা নৈতিক ঘটনা আছে যিনি নেবেন তিনি ঠিক করবেন তাকে কিভাবে নেওয়া যায়। তবে আমরা দেখেছি অনেক জায়গায় যে ছাঁটাই হয়েছে বা কাজ করছে বা এই রকম যদি সুযোগ দেওয়া যায় দিতে কোন আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এটা খুব কঠিন যারা এই জায়গায় কাজ করেন তাদের পক্ষে বিপজ্জনক। সেই জন্য এটা করা যায় না অনেক সময়।

শ্রীমানিক দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন নন্-প্রাইমারীর ক্ষেত্রে উনি একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, প্রাইমারী স্কুলে যদি কোন্ পোষ্ট ভেকেন্ট হয়। সেই ভেকেন্ট পোষ্টের এগেন্‌ষ্টে একটা নির্দৃষ্ট কোয়ালিফিকেশন থাকে এবং একজন এম, এ পাশ বা গ্র্যাজুয়েট সেখানে এপ্লাই করতে পারবে না এবং এপ্লাই করার পর তার বিষয়টা অগ্রাধিকারে আসবে কিনা? যদি তিনি আণ্ডার টেকেন-এ এগ্রি থাকে যে আমি হাই স্কেল ডিমাণ্ড করব না প্রাইমারী এডুকেশানে যে স্কেল দেওয়া হয়েছে সেই স্কেলে আমি সার্ভিস করতে চাই। কারণ চাকুরীর বাজার তো আমরা সকলেই জানি। সেই ক্ষেত্রে সরকারের দিক থেকে কোন্ আপত্তি আছে কিনা? বা কোন্ নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা যে ইণ্টারভিউ এপিয়ার করতে পারবে না এবং সেই ইণ্টারভিউ এপিয়ার হওয়ার পর যদি চান্স পেয়ে যায়, পরে হায়ার স্কেল ডিমাণ্ড করবে এই কারনে তাকে ইণ্টারভিউতে এপিয়ার হতে দেওয় হয় না। সেই ধরণের কোন সারকুলার সরকারের দিক থেকে কোন নির্দেশ স্কুল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—এই ধরণের কোন সারকুলার দেওয়া হয়েছে কিনা এটা আমার কাছে পরিস্কার না। তবে সম্ভবতঃ প্রাইমারী স্কুলের জন্য মাধ্যমিক কোয়ালিফিকেশন দরকার এম, এ পাশও সেখানে যেতে পারে যদি সে এটা গোপন রাখে অথবা যদি বলে যে আমি আর সেই চাকুরী চাইব না। তবু সে প্রাইমারী স্কুলে এখন গরীবের সেই ঘোড়া পোষার মত ব্যাপার হয়ে যায়। পাশাপাশি টোটাল যে প্রফেশন্যাল জায়গাটা সেই জায়গায়ই নানা কারণে একটা আন-ওয়েলিং হর্স সব সময় সেখানে থেকে যাবে। সেখানে প্রাইমারী স্কুলের হেড মাষ্টারের পক্ষেই স্কুল চালানো খুব কঠিন হবে। তিনি মনে করতে পারেন যে আমি মাধ্যমিক পাশ হেড মাষ্টার কিন্তু আমার আণ্ডারে এম, এ পাশ আছে এটা শৌখিনতার ব্যাপার হয়। কিন্তু প্রতিদিন ক্লাশ রুটিন দেওয়া যে কত বড় বিপজ্জনক হয়। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই আমরা এখন এই ধরণের বিষয় জানা থাকলে আমরা তাদেরকে ইণ্টারভিউর সুযোগ দেই না।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মন্ত্রী মহোদয় যে রিপ্লাই দিয়েছেন এটার উপরে একটা ক্ল্যারিফিকেশন চাই। পোষ্টের এগেন্‌ষ্টে এখানে যে স্কেলটা দেওয়ার ক্ষেত্রে এখানে যারা উপজাতি প্রাইমারী সেক্‌সনে এপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন কিন্তু প্রয়োজনে তাদের দিয়ে হাই স্কুলে কাজ করাতে হচ্ছে।

সেই ক্ষেত্রে এস,টি, এস,সিদের এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট-এ গ্র্যাজুয়েট পোষ্ট অনেক ভেকেন্ট রয়েছে। কাজেই সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে যেহেতু পোস্টের এগেনস্টে দেওয়া হবে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—এখন যদি দেখা যায় ট্রাইবেলের জন্য একটা পোষ্ট আছে আর একজনই প্রার্থী ত্রিপুরায় ট্রাইবেল স্কুলে মাষ্টারী করে তিনি এম.এস,সি পাশ করেছেন আর কলেজে আমি একজন লেকচারার চেয়েছি রিজার্ভ পোষ্টে সেটার মধ্যে সেই প্রার্থীও আছে একজন। কাজেই সে কলেজের স্বার্থে তখন সেখানে অথরিটি বাধ্য হবে তাকে নেওয়ার জন্য। কিন্তু এটা আমাদের কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত নয়। তার লিবারটি তিনি প্রার্থী হতে পারেন ওদের লিবারটি তাকে দিতে পারেন এবং তাতে আইনত কোন বাধা নেই। কিন্তু যদি দেখা যায় সেখানে আরো অনেক প্রার্থী আছে বাইরের বেকার কাজেই প্রাইমারী স্কুলে যিনি চাকুরী করেন তিনি তার প্রেফারেন্সটা পরবর্তী স্তরে এসে যাবে সেকেণ্ডারী হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আর না। আজকে তো অনেকগুলি প্রশ্ন আছে। অনেকগুলি সাপ্লিমেণ্টারী হয়েছে ?

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস (বামুটিয়া) ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাটির পরে রেজাল্ট কত দিনের মধ্যে আউট করতে হয়। এই ধরণের কোন নিয়মনীতি আছে কি না এবং সেই নিয়মনীতি যদি থাকে তাহলে ৯১ ইং-এ সেটাকে রেইস্‌ড করা হয়েছে। সেই বছর জানুয়ারী মাসে রেজাল্ট হয়েছিল সেটা ৯ মাস পরে। সাধারণতঃ ৬ মাসের মধ্যেই রেজাল্ট হয়। ৯ মাস পরে সেই রেজাল্ট হওয়ার পরেই যারা চাকুরী করছে তারা হায়ার স্কেলের আওতায় আসছে না। এই সম্বন্ধে একটু জানতে চাই।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—এই ধরণের পরিস্কার সার্কুলার কি আছে আমার জানা নেই। তবে কখনও রেজাল্ট আউট দেরী হয় কখনও তাড়াতাড়ি হয় এই একটা সমস্যা আছেই। এটা তো প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের টাইম টু টাইম কতগুলি ক্যাজুয়্যাল প্রবলেম আছে। আদার ওয়াইজ নির্দিষ্ট সময় আছে। এটা খুব ক্যাটাগরীকেলী আমি বলতে পারছি না। আগামী সেশানে প্রশ্ন করলে ক্যাটাগরীতে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নং—৫৮।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নং ৫৮।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস। ছাত্রাবাসগুলিতে তপঃজাতি আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের বর্তমান হার বৃদ্ধি করার জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ?

১। বর্তমানে এই ধরণের কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে চলছে। এতে তাদের খরচ সংকুলান হয় না। যেহেতু মাননীয় সদস্য বলছেন এর কোন পরিকল্পনা নেই। অনতিবিলম্বে এই ধরণের চিন্তাভাবনা করার অনুরোধ করছি।

অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৯৮-৯৯ সালে ছাত্রদের বিশেষ দৈনিক বরাদ্ধ ছিল ১২ টাকা। সেটাকে করা হয়েছে ১৫ টাকা। এখন বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা না থাকলেও মাননীয় সদস্য যে প্রসঙ্গটা এনেছেনে এটা নিশ্চয় সরকারকে ভাবতে হবে। এবং নানা সময়ে আর্থিক সংকট থাকে সেই জন্য করা যায় না। এবং আমরা নিশ্চয় কার্যকরীভাবে চিন্তাভাবনা করব। কারণ দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের সংসদের ভাতা, বিধায়কদের ভাতা বেড়েছে। কাজেই এটা নৈতিক দাবী এই করলে চিন্তা করতে হবে যে কতটুকু কার্যকরী করতে পারব। সেটা নির্ভর করছে পকেটে কত টাকা আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য কাজলচন্দ্র দাস।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৩৫।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৩৫।

প্রশ্ন

১। ২০০০-২০০১ সকলে আর্থিক বছরে কল্যানপুর ব্লক এ এস সি সেটেলম্যাণ্ট স্কিমে নিয়ম বর্হিভূতভাবে বেনিফিসিয়ারি সিলেকসান করা হয়েছে।

২। প্রতি পঞ্চায়েতেই নিয়ম বর্হিভূতভাবে সেংসান করে নিয়মগুলি বাতিল করে। নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চায়েত মারফত বেনিফিসিয়ারী করা হবে কি না।

উত্তর

১। এই ব্যাপারে জানা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :-নভেম্বর মাসের দুই তারিখে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির একটি মিটিং হয় সেই মিটিং এ আমাদের কৃষি মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এস সি ওয়েলফেয়ার থেকে কল্যানপুর ব্লক ১৮ জন বেনিফিসিয়ারিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই অবস্থার মধ্যে ব্লক থেকে পঞ্চায়েত সমিতি প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতকে তাদের পঞ্চায়েত রেজিলিউশান সহকারে নাম দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেছে, পঞ্চায়েত থেকে যে নাম পাঠান হয়, তা কেটে দিয়ে নতুন বেনিফিসারীর নাম ঠিক করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই সংবাদ আছে কিনা? আর যদি না থাকে, তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্য যখন বিধানসভায় এই অভিযোগ উৎথাপন করলেন, তখন ধরে নিতে পারি, এর পেছনে কোন একটা কারণ আছে। কি কারণ রয়েছে সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব। এটা দপ্তর অভিযোগ হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তদন্ত করে দেখবে।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ইহা কি সত্য এস,সি পুনর্বাসন স্কীমে বর্তমান বৎসরে যাদের নাম সিলেক্শন করা হয়েছে তাদের পুনর্বাসন স্কীম দেওয়া হবে না, এই রকম নির্দেশ দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে কি না? যদি জানা না থাকে তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখবেন কিনা যে এই রকম নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে ত্রিপুরার ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য বেনিফিসারী ঠিক করে তাদের ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হত। সবটাই অনুদান ভিত্তিক। স্যার, এই বছর ১০ হাজার টাকা অনুদান হিসাবে রাখা হয়েছে। আর বাকী টাকা এস,সি কর্পোরেশন থেকে ঋণ হিসাবে আনতে হবে। আমরা আশা করেছিলাম, এই বছরেও সবটাই অনুদান ভিত্তিক স্কীম পাব। সেই জন্য প্রথমেই বেনিফিসারীর নাম ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু তা না পাওয়ায় এবং ঋণ ভিত্তিক হওয়াতে তপশিলী কর্পোরেশনের সভায় বসে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ দেবার জন্য রাখা হয়। এতদিন ছিল, পুনর্বাসনের জন্য ভর্তুকী। এখন এটা উঠে গেছে। তাই ঠিক করা হয়েছে, এমন বেনিফিসারী ঠিক করা হবে যাতে পজিটিভলি প্রোডাকটিভ হয় সেটা দেখা হবে। অর্থাৎ যারা ঋণ নিয়ে সেই ঋণ ফেরৎ দিতে পারে। শুধু একটি টিনের ঘর তুললেই চলবে না, যে ঋণ নেবে সেই ঋণকে ব্যবহার করে যাতে ফেরৎ দিতে পারে। যদি ঋণ যা নিয়েছে সেটা ফেরৎ দিতে না পারে, তাহলে তো ঋণের বোঝায় বিক্রি হয়ে যাব।

শ্রীসুধন দাস : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি, এই সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত না কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত? কে এই নির্দ্দেশিকা দিয়েছে? আর দ্বিতীয়তঃ তপশিলী ভূমিহীন

যারা পুনর্বাসন পাবে তাদের গ্যারান্টার কে হবে? কারণ, তাদের তো জমিই নেই, কিংবা তাদের পরিবারে হয়ত সরকারী কোন কর্মচারীও নেই, কাজেই এস,সি কর্পোরেশনর নিয়ম অনুযায়ী ঋণ নিতে গেলে গ্যারান্টার দিতে হবে। আমি জানতে চাই, গ্যারান্টার কে হবে। যদি গ্যারান্টার দিতে না পারেন তাহলে যে সব বেনিফিসারী সিলেকশন পাবেন, তারা কি বঞ্চিত হয়ে যাবেন? আমাদের সরকারের অন্যান্য স্কীমে সরকারী ভর্তুকী দেওয়া হয়, এই ক্ষেত্রেও সে রকম দেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—প্রশ্নটা শাঁখের করাতের মত। যেহেতু এটা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ তারা যে টাকা দেবে, সে টাকা ঋণ হিসাবে, অনুদান হিসাবে—আগে ছিল ৩৪ হাজার টাকা। সে টাকা কমে এখন ১০ হাজার হয়েছে। আর বাকীটা কর্পোরেশন থেকে ঋণ হিসাবে দিতে হবে। এখন যারা নিঃস্ব, রিক্ত, ঋণ ফেরৎ দিতে পারবে না, তাদের এই উপকারটুকু এই স্কীমে করা যাবে না। এখন আর,ডি ডিপার্টমেন্ট গ্রামে গঞ্জে এই ধরনের অনেক স্কীম তারা নিয়েছে। রিস্লা বা অন্যান্য স্কীম তারা করছে যেটাকে গ্রাম উদয় বলা হচ্ছে। কিন্তু এখানে এলে এই ঋণের কাছে যেতেই হবে এবং সেখানে গ্যারান্টার থাকতে হবে। কোটি কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা ঋণ নিয়েছে তাদের ঠিকানা মেলেনি। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারকে সেই টাকা সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টকে দিতেই হবে। না দিলে টাকা কেটে রেখে দেবে, জরিমানা করবে, ফতুর হয়ে যাব আমরা। এই কারণেই ঋণ নেবার ক্ষেত্রে অন্ততঃ ৪র্থ শ্রেণীর হলেও একজন কর্মচারী গ্যারান্টার রাখতে হবে যাকে পাওয়া যাবে। আগে যার ঋণ নিয়েছেন তারা পালিয়ে গেছেন। আমরা দেনার দায়ে দায়গ্রস্থ। সেই কারণেই যারা দুঃস্থ, অসহায়, যাদের জন্য দানপত্র নিয়ে পাশে দাঁড়ানো উচিৎ, তাদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারছি না। সেই কারণে অসুবিধা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে স্কীম করেছে সেটা কার্য্যকরী না হলে সেখানে যেমন আমরা অভিযুক্ত হব, আবার যারা নিঃস্ব তাদের কাছেও আমরা অভিযুক্ত। কারণ আমরা তাদের প্রতিনিধি। যাদের জন্য ঋণের টাকা এসেছে তাদের জন্য কর্মচারী গ্যারান্টার না রেখে আমরা ঋণ দেই তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা অভিযুক্ত হব।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এ বছর এস সি সেটেলমেন্ট স্কীমে ব্লক ভিত্তিক প্রস্তাব পাঠানো হলো তখন বলা হয়েছিল যে কর্পোরেশন থেকে যেসব দেবে তেমনি আর,ডি ডিপার্টমেন্টও তার পি ডি,এফ ফাণ্ড যেহেতু এটার সাথে ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট, হরটিকালচার, ফিসারী যুক্ত আছে, তারা ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দেবে। বাকী অংশটা লোন এবং সাবসিডি মিলিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্ত্তী সময়ে কোন ব্লক রাজী হয়েছে সে ফাণ্ড দেওয়ার জন্য কিন্তু দেওয়া হয় নি। এটা খতিয়ে দেখা হবে কিনা। বাকী যে অংশটা লোন পোরশান কমিয়ে পি,ডি,এফ থেকে ব্লকগুলি যদি দিতে রাজী হয় সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনতঃ কোন বাধা আছে কিনা এটা খতিয়ে দেখা হবে কি না?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, এই ব্যাপারে আমি তাৎক্ষণিক কোন মন্তব্য করতে পারছি না।

শ্রীসুধন দাস ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সরকার স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম রোজগার যোজনায় যে পরিমাণ টাকা দেয় তার জন্য গ্যারাণ্টার দিতে হয় না। তারা যে ধরণের বেনিফিসিয়ারী এস,সির ক্ষেত্রে তারাও সেই ধরণের বেনিফিসিয়ারী। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে গ্যারাণ্টার দিতে হয়। একই বিষয়ের উপর সরকারী নীতির কোন সামঞ্জস্য থাকে না। সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট এই ক্ষেত্রেও টাকা দেয়। সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট এস.সি কর্পোরেশনকে টাকা দেয়। সেই টাকার মধ্যে একই ধরণের বেনিফিসিয়ারীর ক্ষেত্রে দুই ধরণের নিয়ম হতে পারে না। এস,সি-দের এখানে বেশী বেনিফিট পাওয়ার কথা। অথচ সেই টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের পেছনে শর্ত আরোপ করে দেওয়া হলো। এই বৈষম্য দূর করা হবে কিনা? সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্টের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। একটা সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। কারণ গ্রাম রোজগার যোজনায় অন্যরা পাবে আর এস,সি-রা পাবে না এটাতো হতে পারে না। কাজেই এই সামঞ্জস্যহীনতা দূর করার জন্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—নিশ্চয়ই সেটা দেখা উচিৎ। এই দুইটা স্কীমে কোথায় ল্যাকিং রয়ে গেছে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন দফায় যখন আলোচনা করা হবে তখন দেখা যাবে।

শ্রীপ্রকাশ দাস (বামুটিয়া) ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রথমত: এই স্কীম সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে সেটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কেননা যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে। সুতরাং এটাকে বিবেচনা করে দেখা হবে কিনা? দ্বিতীয়ত:, বেনিফিসিয়ারী সিলেকশান করার ক্ষেত্রে একটা নিয়ম আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যারা একবার সেটেলমেণ্ট স্কীমে সুযোগ পেয়েছেন, দ্বিতীয়বার সিলেকশান করার ক্ষেত্রে তাদের নামই আবার সিলেকশান করা হচ্ছে। একই ব্যক্তি বার বার সুযোগ পাচ্ছে। সুতরাং যারা একবার সুযোগ পেয়েছে তারা যেন দ্বিতীয়বার সুযোগ না পায় সেই ধরণের নির্দেশ বা নীতি গ্রহণ করা হবে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—সব সময় এই ধরণের কিছু ভুল হয়। এটা মোটেই হওয়া উচিত নয়। এভাবে একটা ভেষ্টেট ইণ্টারেষ্ট অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে। এইগুলি সবাই দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতিবাদ করা উচিত এবং কাজটা খুবই কঠিন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৫।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, দশরথ দেব মেমোরিয়েল কলেজের ফাষ্ট ফ্লোর ইউ, জি, সি-এর টাকার অর্ধ নির্মিত ক্লাশ রুমগুলির কারণে জল জমে বিল্ডিংটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

২। সত্য হলে কলেজ বিল্ডিংটি রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

১। ইহা সত্য যে, বিল্ডিংটির কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় কিছু কিছু অসুবিধা হচ্ছে।

২। ভবনটির নির্মান সম্পূর্ণ করার জন্য ইউ, জি, সি-এর নিকট আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়েছে। ইউ. জি, সি-র আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেলেই অর্ধনির্মিত রুমগুলির কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা যে এই ইউ, জি, সি কোন সালে অর্থ দিয়েছিল কারণ আমরা জানি অনেক আগে অর্থ দিয়েছিল। পরবর্তী সময় থেকে বাকী অর্থ ইউ, জি, সি আর দিচ্ছে না। ইউ, জি, সির কাছে টাকা চাওয়া হয়েছিল, যদি ইউ, জি, সি টাকা দিতে অস্বীকার করে তাহলে বছরের পর বছর এটা অর্ধ নির্মিত অবস্থায় পড়ে থাকবে এবং কলেজের নীচের যে বিল্ডিংগুলি আছে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই একটা সময় পর্যান্ত দেখে অন্ততঃ এই আর্থিক বছরে বিল্ডিং রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—স্যার, ইউ, জি, সি-র কাছে আমরা টাকা চেয়েছি এবং আশা করি পেয়ে যাব। ইউ, জি, সি যে টাকা দেয় সেই টাকার অর্ধেকটা কনট্রাকশনের জন্য আর অর্ধেকটা অন্য কাজের জন্য। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের করতে হবে কারণ এইভাবে তো রাখা যাবে না। মাননীয় পূর্ত্ত দপ্তরের মন্ত্রী আমাদের পাশে সব সময় আছেন আমরা নিশ্চয়ই উনার সহযোগীতা চাইব এবং তিনি সদয় হলে কোন কাজ অসম্পূর্ণ থাকে না।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা পরিস্কার হয়নি স্যার। আমার প্রশ্ন ছিল এই আর্থিক বছরে কাজটা শেষ হবে কিনা, কারণ তার জন্য তিন থেকে চার লক্ষ টাকা লাগতে পারে নীচের বিল্ডিং নষ্ট হয়ে গেলে ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা লেগে যাবে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : মাননীয় সদস্যকে অনেক দিন ধরে দেখছি শিক্ষা দপ্তরের প্রবলেম যেখানে আছে সেখানে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছেন। এই বিষয়ে তিনি প্রফেশনাল হয়ে গেছেন এবং আকার ইঙ্গিতে কিন্তু আমি এমন প্রতিশ্রুতি কাউকে কখনও দেই নি। পূর্ত্ত দপ্তরের মাননীয়

মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই দিয়েছি। তারপরও তিনি এত উত্তেজিত হয়ে গেছেন যে এখনই চাই। "আজ নগদ কাল বাকী" এটা কোন কোন ক্ষেত্রে হয় না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছামনু) ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ইউ, জি, সি থেকে টাকা পাওয়া যাবে। আর যদি টাকা পাওয়া না যায় তাহলে ষ্ট্যাট দেবে। পাওয়া যাবে ধরে নিয়ে আপনি কাজটা সম্পুর্ন করুন তারপর ঐ টাকা দিয়ে এডজাষ্ট করা হবে। আর যদি নাও পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে সরকারের যে দায়িত্ব সেটা পালন করুন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবটা অতি উত্তম। আমার একটু অসুবিধা আছে মানে আমার কাছে এমন কনট্রাকটর নেই যিনি বাকীতে কাজ করবেন তাই বলছি আপনার কাছে যদি এমন কনট্রাকটার থাকে যিনি বাকীতে কাজ করবেন তার নামটা দিন তাহলে বাকীতে কাজটা শুরু করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং (কাঞ্চনপুর) ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২৫৯।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২৫৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের কোন কোন উপজাতি ছাত্রাবাসে দীর্ঘদিন যাবৎ ষ্টাফ কর্মরত থাকলেও তাদেরকে কোন বেতন ভাতাদি বা পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না।

২। যদি সত্য হয়, তাহলে এ সমস্ত কর্মরত ষ্টাফদেরকে বেতন ভাতাদি দেওয়ার ব্যবস্থা অচিরেই করা হবে কি না এবং

৩। করা হলে, কবে নাগাদ দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়?

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত দুই হাজার সালের প্রথম দিকে আনন্দবাজার হাই স্কুলে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজাতি ছাত্রদের হোষ্টেল খোলা হয়েছিল। এই হোষ্টেলের জন্য কুক, হেল্পার এইসমস্ত পদে কিছু লোক নিয়োগ করা হয়েছে। উনারা দীর্ঘ ১ বৎসর ধরে কাজ করে চলেছেন

কিন্তু তাদের মজুরী বা বেতনভাতা ইত্যাদি কিছুই পায়নি। হোস্টেল চলছে এবং উপজাতি ছাত্ররা তাদের স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে। যারা হোষ্টেলে কাজ করে তারা এখনও একটি পয়সাও পায়নি। এর জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে অতি সত্বর তাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হোষ্টেল খোলার পরে এইসমস্ত কুক, হেল্পার ইত্যাদি কাজ যারা নিয়োজিত থাকেন তাদেরকে শিক্ষা দপ্তর থেকে বেতন ভাতা ইত্যাদি দিয়ে থাকে। সেজন্য যে খুব বেশী বিব্রত করা হয় তা না। এটাও ঠিক কোন কোন জায়গায় ঠিকমত পাচ্ছে না। লক্ষ্য করা গেছে ঠিকসময় মত তাদের নাম পাঠানো বা এই ব্যাপারে যে কতগুলি নর্মস আছে সেগুলি ঠিকমত করা হয় না। অনেক জায়গাতে দেখা গেছে হোষ্টেল চালু হওয়ার আগেই লোক কাজ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এই যে কতগুলি বিষয় ইরেগুলারিটিস তার জন্য অনেক সময় এমন হয়। তবে মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ এনেছেন তা নিশ্চয়ই দেখা হবে। মাননীয় সদস্যকে এই বিষয়ে অনুরোধ করব তিনি যেন লিখিত ভাবে জানান দপ্তরের কাছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা যে, রাজ্যের বিভিন্ন হোস্টেলে, সিডিউলকাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইব বিভিন্ন স্কুলে অনেক স্টাফ আছেন যারা ফিক্সড পে-তে কাজ করছেন ১০-১৫ বৎসর ধরে। এর মধ্যে অনেকে হ্যাণ্ডিক্যাপড্ আছেন। পোস্ট খালি থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে রেগুলার করা হচ্ছেনা কেন এবং করা হলে কবে নাগাদ করা হবে তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হোষ্টেলগুলিতে এই পোষ্টগুলি ফিক্সড পে-তে ক্রিয়েট করা হয়। সরকারের এই ধরণের যারা ফিক্সড পে-তে কাজ করছেন, ক্যাজুয়েল ওয়ার্ক করবেন প্রায় হাজার হাজার। সকলের সংগে একই জায়গায় যদি সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আলাদা করে এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আমি সেজন্য ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টকে দায়ী করছিনা। আমাদের যতটুকু সাধ্য আছে এর মধ্যে সেই হিসাব নিকাশ করে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এই প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। এদেরকে আমরা রেগুলার করব অচিরেই।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না যে, তাদের কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে এবং সেটা খোঁজ নিয়ে অচিরেই তারা যাতে মজুরী পান তার ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি জানি তাদের কাগজপত্র সব পৌঁছে গেছে। এবং সেটা দেখার পর তাদের মজুরী দেবার জন্য সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এবং এখানে মাননীয় সদস্য যেভাবে প্রশ্ন করেছেন আমি সেভাবে বলেছি। কাজেই এখন সে বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ - মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) :-মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৬।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ-(মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এ্যাড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৬।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, মোহরছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও ঘিলাতলী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অনেকগুলি বিভাগের বিষয় শিক্ষকের অভাব রয়েছে, এবং

২) সত্য হলে, কবে নাগাদ প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষক নিয়োগ করে পঠন পাঠনের কাজ সুব্যবস্থা করা হবে?

উত্তর

২) একমাত্র মোহরছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বিষয় শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আর ঘিলাতলী বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এখন কোন বিষয় শিক্ষকের অভাব নাই।

২) মোহরছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষক দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :-সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে বলেছেন যে ঘিলাতলী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এখন বিষয় শিক্ষকের অভাব নাই। সেটা অবশ্য কিছুদিন আগে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে এবং কল্যানপুরেও পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে। আর মোহরছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বিষয় শিক্ষক দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হবে। আমার বক্তব্য কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ১১০০ অথচ সেখানে একজনমাত্র ইংরেজী শিক্ষক আছেন। ফলে উনার পক্ষে সব ক্লাশ করা কঠিন হয়ে পড়েছে সপ্তাহে ২৪টি ক্লাশ তাকে নিতে হয়। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেখানে আরো প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইংরেজী শিক্ষক দেওয়া হবে কি না? এছাড়া ঘিলাতলী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়েও ছাত্রদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সেখানেও একজন মাত্র শিক্ষক দিয়ে ইংরেজী ক্লাশ করানো হচ্ছে। সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক (ইংরেজী বিষয়ে) দেওয়া হবে কি না? আর মোহরছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এর মধ্যেই শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, ইংলিশ টীচার মানে-ইংলিশে অনার্স গ্রেজুয়েট বা পোষ্ট গ্রেজুয়েট। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংলিশ পড়ানো হয়। ইংলিশ অনার্স গ্রেজুয়েট এবং পোষ্ট গ্রেজুয়েট যত আছে তাদের সবাইকে গত লটে (অ্যাপয়েন্টমেন্ট) দেওয়া হয়েছে। আগে তো বাংলার মাধ্যমে সবাই পড়তে শুরু করেছিল এখন যদিও নতুন করে ইংলিশে পড়তে শুরু করেছে।

এখন ইংলিশ শিক্ষক নিতে হবে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য অনার্স এবং পোষ্ট গ্রেজুয়েট হতে হবে। আর বাকি কি পড়বে। আগে তো বাংলায় পড়াশুনা শুরু হয়েছিল ইংলিশ ছিলই না। এর ফলে ইংলিশ শিক্ষকের যে অভাব সৃষ্টি হয়েছে সেটাতো পূরণ করা যাচ্ছে না? কল্যাণপুর স্কুলে প্রচুর ছাত্র আছে তাদের হিসেব বেশিও হিসেব করে তো শিক্ষক দেওয়া সম্ভব হবে না। তবে চেষ্টা করা হবে দেওয়ার জন্য। এরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষক বাংলা পড়ান, আবার বাংলা শিক্ষক ইংরেজী পড়ান, সংস্কৃত পড়ান। এভাবে এড্জাষ্টমেন্ট করা হচ্ছে। তাছাড়া কল্যাণপুরে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে ইচ্ছা করলেও কোন ট্রাইবেল শিক্ষককে পাঠাতে পারি না, আবার ইচ্ছা করলেও কোন নন্‌ট্রাইবেল শিক্ষক পাঠাতে পারি না, মাঝখানে ট্রাইবেল এরিয়াতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তার জন্য পুরো থ্যামোসফিয়ারকে নষ্ট করে ফেলেছে। যাইহোক বর্তমানে ইংলিশে অনার্স গ্রেজুয়েট এবং পোষ্ট গ্রেজুয়েট শিক্ষকের শর্টেজ রয়েছে।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কল্যানপুরেই সন্ত্রাস হয় আমি উনার এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এক হতে পারছি না। রাজ্যের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে সন্ত্রাস হচ্ছে না বা হয় নাই। আর এই সন্ত্রাসের কারণে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ১২০০ ষ্টুডেন্টের জন্য বিষয় শিক্ষক দেওয়া যাবে না বলে মন্ত্রীর বক্তব্যে আমি একমত না। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ইংলিশের গ্র্যাজুয়েট বা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বেকার না পাওয়াতে বিষয় শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না বলে মন্ত্রীর বক্তব্যে আমি একমত না। ঘটনা হলো, আমার কল্যাণপুরেই এই ধরণের অনেক বেকার রয়েছেন যারা ইতিমধ্যেই ইংলিশ স্নাতক বা ইংলিশে স্নাতকোত্তর আছেন। তাহলে তাদেরকে নিয়োগ করুন—ছেলেদের পড়াশুনার সুযোগকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করুন। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কিছু জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি জানি না কল্যাণপুরে এই ধরণের কোন বেকার রয়েছে কিনা। সরকারের নিয়োগ সংক্রান্ত পদ্ধতি রয়েছে এবং সেটা মেনেই নিয়োগ করা হয়। তবে আমি এটা বলার চেষ্টা করি নাই যে সন্ত্রাসের কারণে কল্যাণপুরের ছাত্ররা বিষয় শিক্ষক পাবে না। আমি শুধু পরিস্থিতিটা বলার চেষ্টা করেছি। মাননীয় সদস্যও জানেন যে সেখানে কতদিন স্কুলগুলি বন্ধ ছিল এবং কেন বন্ধ ছিল।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কখন কি পরিস্থিতিতে হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও ভাল করেই জানেন।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা বিদ্যালয় সংক্রান্তই। বলার সুযোগ না হওয়াতে এখন বলছি। উদয়পুর উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের যে বিল্ডিংটা রয়েছে সেই বিল্ডিং-এর ছাদ চুঁইয়ে এইচ এমের রুমে এবং ক্লাশ টীচারদের রুমে বৃষ্টির জল পড়ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, এটা কি রিলেটেড্ কোন কোশ্চেন হল ? প্রশ্নটা হল বিষয় শিক্ষক সংক্রান্ত। এখানে বৃষ্টির জল আসে কি করে ?

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ—স্যার, বিষয়টা স্কুল সম্পর্কিত বলেই বলছি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বারংবার বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করেও কোন ফল পাচ্ছেন না গত ৩ থেকে ৪ বছর ধরে। কাজেই, বিদ্যালয়টি ছাদ সাড়াই করার জন্য দপ্তর কি ব্যবস্থা নেবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, এখানে মূল প্রশ্নটা ছিল টীচার নিয়ে। জল বন্ধের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন ছিল না। তবুও বলছি, এই ক্ষেত্রে সাংসদ তহবিল থেকে সাহায্য করা হয়ে থাকে। শুনে আপনারা বিস্মিত হবেন যে রাজ্যে ৩০০০ স্কুলের মেরামত ও কনষ্ট্রাকসানের জন্য বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ রয়েছে মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা। সাংসদরাও এই বিষয়ে সাহায্য করছেন। সাংসদ তহবিল-এর সহায়তায় আমরা বিদ্যালয়গুলির অনেক কাজ করতে সমর্থ হয়েছি। যেখানে যেমন সোস আছে মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি সেটাকে কাজে লাগানো যায় কিনা ভেবে দেখার জন্য।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ– সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, বিষয় শিক্ষকের অভাব রয়েছে। শহরের বাইরে বিশেষ করে উপজাতি এলাকার স্কুলগুলিতে বিষয় শিক্ষক শুধুমাত্র না, শিক্ষকেরই অভাব রয়েছে। জলেয়া, বাঁশিচন্দ্র হাইস্কুল, রইস্যাবাড়ী হাইস্কুল, রামনগর এস, বি স্কুল, জগবন্ধু হাইস্কুল, ভাইবোনছড়া হাইস্কুল (ছামনু) ইত্যাদি স্কুলগুলিতে গেলে দেখা যাবে শিক্ষকের সংখ্যা বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যার অর্ধেক হবে। করবুক হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে টীচার ১৭ জন এবং ক্লাশ ফোর স্টাফ ৩৪ জন। কাজেই এইভাবে এক একটি স্কুল কিভাবে চলতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—স্যার ভাই-বোনছড়ার কথা তিনি জানেন, আমরা সবাই জানি। এখানে ককবরক শিক্ষক অন্য কোথায় নেবে, কি অবস্থায় আছে। এমনও হয় যেখানে ককবরক শিক্ষকের কোন দরকার নেই কিন্তু সেখানে ককবরক শিক্ষকও আনতে হয় রাজনৈতিক কারণে, সামাজিক কারণে। এটাও একটা ঘটনা। কাজেই ওটাও একটা ঘটনা যে অনেক শিক্ষক আছে এই শহরের বাইরে আরও দূরে পাহাড়ে যেখানে ছাত্র আছে শিক্ষক নেই। আমি প্রসঙ্গতঃ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটি স্পেশাল ড্রাইভের কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই। জম্পুইজলা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ছাত্র হাজারের বেশী শিক্ষক নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে যাবার পর তাঁর কাছে ছাত্র অভিভাবক সাধারণ মানুষ আবেদন করে যে, আমাদের শিক্ষক চাই। স্বাভাবিকভাবে এই রাজ্যের দায়িত্বে সর্বোচ্চ শিখরে বসে আছেন তাকে যত বিপদই হউক সেখানে তাঁর কমিটমেন্ট নৈতিক রাজনৈতিক প্রশাসনিক-

ভাবে সেটা পালন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, আমরা সেই থানার কাছাকাছি ক্যাম্প করে থাকার জন্য শিক্ষকদের যাবার জন্য পুলিশ পাহাড়ায় নিয়ে যাবে। এবং মাত্র এক বছরের জন্য সেই জায়গায় যাবে দুর্গম এলাকাতে। কারণ দুর্গম এলাকায় একবার যখন কেউ যায় জীবনেও তারা ফিরে আসে না। যারা থাকে তাদের এইদিকে আসার কোন প্রশ্ন উঠে না। পনের জন শিক্ষকের নাম তালিকাভুক্ত করা হয় এবং এই পর্যন্ত সেখানে নয়জন গেছে, এরমধ্যেও আতংকিত। কিন্তু ইদানিং একটা ঘটনা ঘটেছে সেখানকার ব্লকের যে চেয়ারম্যান তিনি থানার সঙ্গে থাকেন সন্ধ্যার সময় মারুতি গাড়ী চড়ে তার বাড়ীতে এসে খুন করল। এখন সেই জম্পুইজলা থানায় ব্লকের চেয়ারম্যান তিনি থানার সঙ্গে থাকেন থানার পিঠে তার পিঠ লেগে থাকে। সেখানে যদি খুন হয়ে যায় তাহলে কি ম্যাসেজ যাচ্ছে। যাদেরকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে এবং শুধু তাদের কথা না। এমন কি সেখানে থেকে ট্রাইবেলরা পর্য্যন্ত চাপ দিচ্ছে চাঁদা দিতে হয়। এবং এই যে সম্পদসিং কলইও ট্রাইবেল। এই যদি প্রশ্ন হয় ট্রাইবেল বনাম বাঙ্গালী যে বাঙ্গালীরা যেতে পারছে না ট্রাইবেলদের ভয়ে, সম্পদসিং কলই ট্রাইবেল তাকে কে খুন করেছে? যেহেতু এগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যারা সেখানে গান পয়েন্টে সমস্ত এলাকা দখল করে বসে আছে সেগুলি দলের হউক বা দলের গোপন ঘাঁটি হউক তারা অন্য কোন দলের সমর্থককে বা রাজনৈতিক লোকদের যেতে দেবে না সেটা জাতি উপজাতি যাই হউক এই ধরণের যে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ হচ্ছে সেখানে কে ভরসা দেবে, কে সাহস দেবে যে সমতলের মধ্যে ট্রাইবেলরা থাকবে শিক্ষকতা করবে আর পাহাড়-এর মধ্যে নন-ট্রাইবেলরা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সেই উদ্যোগ নিয়েছেন। মুখ্য-মন্ত্রীর সঙ্গে আমারও এই ব্যাপারে নানারকম প্রশ্ন উঠেছে। এটা সম্ভব কি না? কিন্তু আজকে মুখ্যমন্ত্রী যে সদ্‌ উদ্যোগ নিলেন তার জবাব ওরা কি দিল? কাজেই এইভাবে রাইট টু এডুকেশনকে শেষ করে দিচ্ছে এটাই হল আমার বক্তব্য।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : স্যার, আমার উত্তর পেলাম না। এটার সঙ্গে কোন রিলেটেডই নেই। তাহলে তো এম,এল,এ মরছে, এস,ডি,ও মরছে। এস,ডি,ও মারা যাওয়ার পর তো আর একজন এস ডি,ও দিয়েছেন। এম.এল.এ মরলেও বাই ইলেকশন করে এম,এল,এ করে নিয়ে আসা যায়। তাহলে আমি বুঝব শিক্ষক দেওয়া হবে না ট্রাইবেল এলাকায়, দুর্গম এলাকায়। এটার স্পষ্ট জবাব পাইনি।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা বারবারই বলেছি যে এলাকায় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেখানে স্কুল বাড়াও। আমাদের তিন হাজার স্কুলের মধ্যে অন্ততপক্ষে দুই হাজার স্কুল গ্রামে এবং প্রত্যন্ত এলাকায়। এটা ক্ষমতায় আসার পরেই চিন্তা করা হয়েছে যে, পাহাড় অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারণ কিভাবে করা যায়। সেখানে উপজাতি বাঙ্গালীর কোন প্রশ্ন আসতেই পারে না। এবং সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি। যদি সেখানে কোন শিক্ষিত

উপজাতি শিক্ষক কাজ করতে চায় এবং তাকেই এলাকার মানুষ চায় যদি এই রকম পরিস্থিতি সেখানে তৈরী হয় নিশ্চই আমি সেগুলো দেখব। কারণ মানুষের সিদ্ধান্ত নিয়ে চলাই আমাদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, যে শিক্ষকের বাড়ী রইস্যাবাড়ী তাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে আনন্দ নগর এবং যার বাড়ী গণ্ডাছড়ায় তাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে বিশালগড় এইগুলি রাজনৈতিক কারণে বদলী করা হচ্ছে কি না মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—যার বাড়ী আনন্দ বাজারে সেখানে কাঞ্চনপুরে ১০-১২ বছর চাকুরী করার পরে সে বদলীর দাবী করতেই পারে। এবং সেখানে তাকে সেই সুযোগ দিতেই হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমি যার কথা বলছি তার বাড়ী কিন্তু রইস্যা-বাড়ীতেই। কিন্তু তাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে আনন্দ বাজারে। এখানে ট্রাইবেল নন্ ট্রাইবেলদের কথা বলছিনা।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ--মিঃ স্পীকার সার, এই প্রসঙ্গে আমি এই কথাই বলতে পারি, আমরা যারা এখানে মন্ত্রী আছি তারা তো সব ট্রান্সফার করে না। সেগুলি প্রশাসনিক স্তরে হয়ে থাকে। এবং সেখানে এমনও হতে পারে তাকে ট্র্যান্সফার করা অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে।

মিঃ স্পীকারঃ—প্রশ্নপর্ব শেষ। এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ করব যে সমস্ত তাঁরকা চিহ্নিত প্রশ্নগুলির মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেই সমস্ত উত্তরগুলি সভার টেবিলে রাখার জন্য। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। ANNEXURE "A" & "B"

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীকাশীরাম রিয়াং ঃ - মিঃ স্পীকার, স্যার, গতকাল সন্ধ্যারাতে আনুমানিক ৭-৩০ মিঃ সময় বিশালগড় থানাধীন শিখরিয়া বাজারে একদল সশস্ত্র উগ্রপন্থী এলোপাথারি গুলি চালিয়ে আক্রমণ করে। তাতে ঘটনাস্থলেই একজন মারা যায় এবং অপরজন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যায়। এছাড়া আরও পাঁচ জন আহত হয়েছেন। এটা স্থানীয় পত্রিকার খবর। যেহেতু এটা খুবই মর্মান্তিক ঘটনা তাই আমি অনুরোধ করছি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে সমস্ত তথ্য নিয়ে এই ব্যাপারে বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ - মিঃ স্পীকার স্যার, এখনই তো বিবৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। তবু আমি চেষ্টা করব তথ্যগুলি নিয়ে আজকে বিকালে বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আজ যে উল্লেখ্য বিষয় রেফারেন্স পিরিয়ড বা কলিং এটেনশান যেগুলি আছে সব গুলি মিলে মোট ১২টা আছে। তা হলে সময় আছে এক ঘন্টা। কাজেই আমি যতটুকু পারি এটাকে কাভার করার জন্য চেষ্টা করব। আর যারা ক্লারিফিকেশান করবেন মোট ৩টা করতে পারবেন। প্রশ্ন কর্ত্তা দুইটা আর অন্যান্যরা একটা করতে পারবেন। আর যদি অন্যরা না করেন তা হলে প্রশ্ন কর্ত্তা ৩টা করতে পারবেন। তাহলে পরে মনে হয় সময়টা একটু কাভার করা যাবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—স্যার, মন্ত্রী যখন উত্তর প্রদান করেন তখন উত্তরটা স্পেসিফিক হলে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—ঠিক বলেছেন, উত্তরদানকারী টু দি পয়েন্টে উনার উত্তর প্রদান করবেন। যদি টু দি পয়েন্টে উত্তর প্রদান করা হয় তা হলে সময় অনেক বাঁচে। তাহলে আজ কার্য্যসূচীতে ৬টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃত দিতে সম্মত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের উপর প্রথমটি এনেছেন সর্ব্বশ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস, দীপক কুমার রায়, কাজলচন্দ্র দাস, রতনলাল নাথ এবং সুদীপ রায় বর্মন কর্তৃক গত ১২-০৩-২০০১ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নলিখিত বিষয় বস্তুটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো ঃ—
"ভোটের রেশ না কাটতেই কদমতলা ফের উত্তপ্ত পঞ্চায়েত সমিতির বৈঠকে দুই দলে হাতাহাতি আহত পাঁচ, উত্তেজনা, ৬ই মার্চ ২০০১ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৫.৩.২০০১ ইং তারিখে পূর্ব ঘোষণা অনুসারে কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে পঞ্চায়েত সমিতির বৈঠক যথাসময়ে শুরু হয় বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্য নিয়ে। উক্ত সভায় মাননীয় শ্রমমন্ত্রী ফয়জুর রহমান ও ব্লক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। বেলা অনুমান ১২ টায় ব্লক আধিকারিক সভার কাজ শুরু করেন। তখন কংগ্রেস পঞ্চায়েৎ সদস্যগন নির্দ্দিষ্ট কর্মসূচী বহির্ভূত কিছু বিষয় নিয়ে হৈচৈ করলে এতে সভার কাজ বিঘ্নিত হতে থাকে। ব্লক আধিকারিক ও শাসকদলীয় সদস্যগন তাদের শান্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন। কংগ্রেসের সদস্যদের এই চেঁচানোকর বক্তব্য ও ধস্তাধস্তির ফলে শাসকদলের সদস্য শ্রীমতি যুথিকা নাথ ও মলিনা রায় এবং কংগ্রেস সদস্য শ্রীহীরালাল নাথ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেরকে কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরন করা হয় সুচিকিৎসার জন্য। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও কংগ্রেস দল পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় এবং তা প্রশমনের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশ

সুপার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করেন, কারণ পরদিন ঈদের অনুষ্ঠান ছিল। পুলিশ উক্ত এলাকায় টহলদারী সহ তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছেন। পরিস্থিতি সেই এলাকায় আপাতত শান্ত।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই পঞ্চায়েৎ সমিতির বৈঠক ঈদের আগের দিন ডেকেছেন। এবং এই মিটিং সাড়ে পাঁচ মাস পর করছেন। এর আগেরও ঠিক ঈদের আগের দিনই মিটিং ডাকা হয়েছিল। উদ্দেশ্য-প্রনোদিত ভাবে এই মিটিং ডেকে ছিল যাতে সদস্যরা উপস্থিত না হয় এবং সমিতির নিয়ম অনুযায়ী দুই মাস অন্তর অন্তর সমিতির মিটিং বসে। মিটিং বসার পরেই কংগ্রেস দলের সদস্যরা জানতে চেয়েছিলেন কেন মিটিং সাড়ে পাঁচ মাস পরে ডাকা হলো। তাছাড়া ৭ লক্ষ টাকা যে অন্যায় ভাবে নয়ছয় হয়েছে এই ব্যাপারে উত্তর চাইতে থাকেন। তখনই মন্ত্রী ফয়জুর রহমান সাহেব হিন্দি ফিলিমের কায়দায় অস্তিন গুটিয়ে মারের নির্দেশ দেন। নিজেও মারা আরম্ভ করেন এবং পুলিশকেও মারার জন্য নির্দ্দেশ দেন। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতকিছু তথ্য আমার জানা নেই। তবে এই তথ্য না জানলেও যদি তাই হয় ঘটনা যে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত করার পর সভা এটা পঞ্চায়েৎসমিতির ক্ষেত্রে হওয়া উচিৎ না। এটা শুধু কদমতলা না সব ক্ষেত্রেই। কারণ এই সমিতি গুলো হচ্ছে গ্রাস লেভেল অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই সময় মতো যদি মিটিং না হয় তাহলে কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। কাজেই আমি অনুরোধ করব শুধু কদমতলা না, আমাদের রাজ্যের পঞ্চায়েত সমিতি বা বি, এ, সি তাদের মিটিং গুলো প্রতি দুই মাস অন্তর যেটা করা, সেটা করা উচিৎ। মিটিং যদি দেরীতে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে সদস্যরা জিজ্ঞাসা করতেই পারেন তো আমাদের যে মাননীয় মন্ত্রী ফয়জুর রহমান তাকে তো আমরা অনেক দিন দেখছি বাইরে। ভিতরে থেকে, তিনি হিন্দি ফিলিমের কায়দায় এই রকম নির্দেশ দিতে পারেন না। এটা আমার বিশ্বাস করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। যাইহোক এই রকম ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে তার জন্য সবাই আমরা সতর্ক থাকব।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা আশ্বস্ত করেছেন হাউসকে যে সাড়ে পাঁচ মাস। আসলে এটা ঠিক শাসক দলের সুবিধা মতে পঞ্চায়েত গুলোতে মিটিং ডাকে যেমন হাউস চলছে। মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে মিটিং ডাকছে আমি এম এল, এ কিন্তু আমি তো একরডিং আওয়ার পোষ্ট আই এম অলসো মেম্বার। এটা তাদের শাসক দল তাদের সুবিধা মত পঞ্চায়েত সমিতিতে মিটিং ডাকে। নট অনলি কদমতলা সবত্রই' সুতরাং

আশ্বস্ত করছেন যদি না হয় ভাল কথা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও যেন দেওয়া হয় দপ্তর থেকে। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন মাননীয় ফয়জুর রহমান সাহেব আমরা হাউসে দেখি শান্ত ভাবে থাকে। কিন্তু তিনি নিজের এরিয়াতে বড় ডেনজারাস ব্যক্তি। কাজেই এখানে কৃষি উন্নয়নের নামে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা নয়ছয় হয়েছে এই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তথ্য রয়েছে কিনা? যদি তথ্য না থাকে এই তথ্যটা কালেকট করে এই টাকা নয়ছয়ের খোঁজ খবর নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— তথ্য আমার কাছে নেই। এই রকম যদি কোন ঘটনা সত্যিই ঘটে থাকে নিশ্চয়ই তদন্ত হবে। যেই করুক আর অর্থ যদি নয়ছয় হয়ে থাকে শাস্তি তাকে পেতেই হবে। এর জন্য কমিটির নির্দেশ আছে, তারপরে যে স্পেসিফিক্যালি এই কদমতলা ব্লক সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমরা দেখব।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) ঃ— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই সভা চলার সময় সভার ভিতরেই পুলিশ ছিল। এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবগত আছেন কিনা? এবং পুলিশ উপস্থিত থাকার কারণে এই ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি, এই ধরণের জখম হাসপাতালে প্রেরণ এবং এখানে উপ-চেয়ারম্যান আবদুল উকিল চৌধুরী এই অবস্থায় নিজেই দেখে সভা ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—এগুলো আসলে আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—শেষ হয়ে গেছে। প্লিজ বসুন, প্লিজ বসুন। তিনটা শেষ হয়ে গেছে। উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা এবং শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে আনিত ১৩-০২-২০০১ ইং উত্থাপিত নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিতে সম্মতি হয়েছিলেন। আমি এখন দপ্তরের মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :—"দ্যা ফরেষ্ট অ্যাক্ট ১৮৮০ ইং রাজ্যের কার্যাকর হয়ে জুমিয়া ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার সম্পর্কে।"

শ্রীনারায়ন রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ—১৯৫২ সনের এপ্রিল মাসে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য সরকার ২৩৪৮ বর্গ মাইল ভূমিকে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট একট্-এর আওতায় প্রোটেকড: ফরেষ্ট তৈরী করেন। ২৫ অক্টোবর, ১৯৮০ সনের আগে উপরোক্ত প্রটেক্টেড্ ফরেষ্ট বসবাসকারী জনসাধারন বিশেষ করে জুমিয়া ভূমিহীনদের সেই ভূমির উপর দখল, ব্যবহার এবং অধিকার সম্বন্ধে কোন সঠিক সার্ভে হয় নাই। জুমিয়া ভূমিহীন এই সব পরিবার বহুকাল ধরেই সেই জমি দখল ও ভোগ করে আসছে

এবং সেই ভূমিতে শুধুমাত্র জুম করার অধিকার তাদের আছে, এমন কি বাসভূমির উপরও তাদের কোনও সত্ব স্বীকৃত নেই। রাজ্য সরকার তাদের এনক্রোচার বলে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাননা। প্রোটেকটেড্ ফরেষ্টের মধ্যে ১৯৮০ সনের পূর্বঅবধি এই ধরনের দখলীকৃত প্রোটেকটেড্ ফরেষ্টের পরিমান ছিল আনুমানিক ১,২২,০০০ একর।

রাজ্যসরকার এই বিষয়ে ১৯৮০ সনের পূর্বেকার দখলীকৃত প্রোটেকটেড্ ফরেষ্ট ভূমিতে জুমিয়া ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৯৯৯ সনের মার্চে একটি প্রস্তাব পাঠান, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অদ্যাবধি ফরেষ্ট কনজারভেশান এক্টের বিধান মত কোন অনুমোদন আসেনি। তবে রাজ্য সরকারের অন্য একটি প্রস্তাব মত কেন্দ্রীয় সরকার ৯০১৯ হেক্টর অবক্ষয়িত সরকারী বনভূমিতে নীতিগতভাবে রাবার চাষের মাধ্যমে উপজাতিদের পুনর্বাসনের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ২৩-১২-৯৭ সনের চিঠি মোতাবেক ১৫০০ হেকট্র ভূমি সেইভাবে ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছেন। বিশেষ ছাড় হিসেবে সম পরিমান নন্ ফরেষ্ট ভূমিতে কম্পেনসেটারী এফোরেষ্টেশানের বিষয়টি রাজ্যসরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত সরকার মুকুব করেছেন। সেই ভূমিতে পুনর্বাসনের কাজ চলছে। ইহা ১৯৮৩ সনে কাচি গাং রিজার্ভ ফরেষ্ট ভূমিতে উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য ২৭'৪০ হেকট্র ভূমিতে ভারত সরকার ২০ বছরের লিজ ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমোদন দেন। বনবিভাগের কাছে জুমিয়া ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনে কোনও বনভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব থাকলে তা সর্বাধিক প্রাথমিকতা দিয়ে বিচার বিবেচনা করে ফরেস্ট কনজারভেশান এক্টের বিধান মত ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন আনার চেষ্টা করা হয়েছে এবং হবে।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান্ স্যার, ভারত সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করা যায় না। এই বিষয়ে ১৯৮১ সালে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একটা চিঠি দিয়ে বলেছিলেন **"The Act provides that except with the prior approval of the Central Govt. No state Govt. or other authority shall make any order for dereservation of a reserved forest or for use of any forest land.**

It is necessary to obtain the prior approval of the central Govt. before issuing any order for release of even samll areas of forest land or non forest purposes.

এখানে রাজ্যসরকার যদি কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠায় এবং কতগুলি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং কতদিন ধরে এই গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য আছে এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ—১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে একটা প্রস্তাব পাঠানো হয় এখনো অনুমোদন আসেনি।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) ঃ—কত পরিমান জমির জন্য পাঠানো হয়েছে ?

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ—১,২২,০০০ একর।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) ঃ—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান্ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে ৯০০০ হেকট্‌র জমি এখানে দেওয়া হয়েছে, আমরা দেখেছি রাজ্য সরকার থেকে যে চাওয়া হয়েছিল ১৫০০ হেকট্‌র জায়গা পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য। তখন দেখা গেল যে বেশীর ভাগ জায়গায়ই দখল করেছে বিভিন্ন ভাবে এবং দখল করে রেখেছে এই অবস্থা এখানে দেখা যাচ্ছে। আর আমরা যে হারে পুর্ণবাসনের জন্য পেতাম সেটা পেলাম না। এখন অনেকগুলি স্পট ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে করা হয়েছে পুর্ণবাসনের জন্য। এটার পরিবর্তে আলাদা কোন স্পট তৈরী করে এখানে পুর্ণবাসনের এর ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) :—স্যার, সেই রকম অনুমোদন ১ হাজার ৫০০ হেকট্‌র দেওয়া আছে। সেই ভুমিগুলিতে অনেকই দখলদার আছে। এটা আমরা পরবর্তী সময় জানতে পেরেছি। সেই বিষয়ে উচ্ছেদ তো করা যাবে না। তবে কিভাবে সমপরিমান ভুমি ব্যবহার করা হবে সেটা নিয়ে চিন্তা করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে আনীত গত ১৩-৩-২০০১ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর তপশীলি জাতি কল্যান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় তপশীলিজাতি কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :—"বর্তমান আর্থিক বৎসরে পুর্ণবাসন স্কীমে সুবিধা প্রাপকদের নাম নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও এই স্কীম কার্য্যকরী না হওয়া সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার ঃ—এটা অলরেডি আলোচনা হয়েগেছে। বেরিফাইড হলো তো আর লে করার দরকার নেই। এটা হয়েছে। মাননীয় সদস্যকে বলছি দরকার পড়লে আলোচনা করা হবে, কাট মোশানে সম্ভবত আপনারা তো আছেন সময় দেব। স্কোপ আছে আপনার। এটা অলরেডি আলোচনা হয়ে গেছে।

ANNEXURE—"C"

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) ঃ—উনার বক্তব্যটা লে হয়ে গেছে। ক্ল্যারিফিকেশনে চাওয়া তো বন্ধ হয় নি।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) ঃ—আলোচনার সুযোগ নেই বলেই, সে করার অর্ডার দিয়েছেন।

মিঃ স্পিকার ঃ—অলরেডি এটা আলোচনা হয়ে গেছে। কাজেই কোন স্কোপ নেই আর। আপনারা বসুন।

উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয়, গত ১৪-৩-২০০১ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর পূর্ত্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি পূর্ত্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো ঃ—'সরকার কিছু না করলে নিজেরাই রুখবে মাফিয়া রাজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ডাক ঠিকাদার এসোর রাজ্য সম্মেলনে" গত ৭ ই মার্চ, ২০০১ ইং তারিখে 'দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৭ই মার্চ ২০০১ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ প্রসঙ্গে। প্রকাশিত সংবাদটি বহুলাংশ অতিরঞ্জিত এবং আসল ঘটনার প্রকৃত প্রতিফলন নয়। টেণ্ডারের মাধ্যমে কাজ দেওয়ার ব্যপারে কিছু নিয়মনীতি আছে এবং সেই সব নিয়মনীতি মেনেই কাজের বরাত দেওয়া হয়। সাধারনতঃ তালিকাভুক্ত ঠিকাদারই টেণ্ডার জমা দেন ও কাজ পান। এই সব তালিকাভুক্ত ঠিকাদাররা অধিকাংশই কণ্ট্রাক্টর এসোসিয়েশনের সদস্য। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে টেণ্ডার জমা দেওয়ার সময় গোলমালের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে এবং প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজকাল অধিকাংশ ডিভিশান অফিসগুলিতে টেণ্ডার জমা দেওয়ার তারিখ পূর্বেই জানানো হয় এবং সেই অনুসারে আরক্ষা দপ্তরের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। ডিভিসান অফিসগুলি ব্যতীত অন্যান্য সাবডিভিসান অফিসগুলিতেও টেণ্ডার জমা নেওয়া হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কলিকাতায় টেণ্ডার জমা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও মেলাঘর ও সোনামুড়া পুলিশ ষ্টেশনে টেণ্ডার জমা দেওয়ার জন্য টেণ্ডার বাক্স রাখা হয়েছে। আগরতলায় নেতাজী কমপ্লেক্সে সপ্তাহে দুই দিন (মঙ্গলবার ও শুক্রবার) আরক্ষা বাহিনীর সহযোগিতায় টেণ্ডার জমা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আগরতলা ডিভিসান ও সাবডিভিসান অফিস ছাড়াও গোর্খাবস্তীতে সাব-ডিভিসান অফিসে সম্প্রতি টেণ্ডার জমা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। গত ১৫-২-২০০১ ইং তারিখে অল ত্রিপুরা কণ্ট্রাক্টর এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সহ কিছু সদস্য পূর্ত্ত মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন এবং এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৬-২-২০০১ ইং তারিখে লিখিত আকারে কিছু প্রস্তাব ও নিম্নলিখিত দাবী উত্থাপন করেন ১) আগরতলা কাজের ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বানের সময় ৫০ শতাংশ দরপত্র ফরম-৭ এর পরিবর্তে ফরম-৮ ব্যবহার করা।

২) কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্মান সামগ্রী পূর্বের ন্যায় দপ্তর কর্তৃক সরবরাহ করা।

৩) সি পি. ডব্লিউর নিয়ম অনুসারে ২য় শ্রেণীর কণ্ট্রাক্টরদের ৪০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ১ কোটি টাকার কাজ করার অধিকার প্রদান করা।

উপরোক্ত দাবীগুলি থেকে বুঝা যায় যে প্রকাশিত সংবাদটি কিছুটা অতিরঞ্জিত এবং কণ্ট্রাক্টর এসোসিয়েশনের মূল দাবীগুলির প্রতিফলন নয়। যা হোক, ঠিকাদারদের উপরোক্ত দাবীগুলি দপ্তরের পরীক্ষাধীন। কোথাও কোথাও সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া অস্বীকার করা যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রে এই সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপের দরুন কাজের গতি নিম্নমুখী। এই সব বাধা ও প্রতিকূলতা সত্বেও বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের গতি অব্যাহত রাখতে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রয়োজন অনুসারে নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। সংবাদে প্রকাশিত ঠিকাদারদের বিল পেমেন্টের তালবাহানার অভিযোগ যথাযথ নয়। কারন অনেক সময় আর্থিক অপ্রতুলতার দরুন সব ঠিকাদারদের বিল একসঙ্গে পেমেন্ট করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থা ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই বিরাজমান। তবে ত্রিপুরায় ঠিকাদারদের বিল পেমেন্ট ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়ে ভাল। সরকার এই বিষয়ে অবগত আছেন যে রাজ্যের প্রায় অধিকাংশ উন্নয়নমূলক কাজ ঠিকাদারদের মাধ্যমে করানো হয়। ঠিকাদারদের মাধ্যমে রাজ্যের একাংশ শ্রমিকের জীবিকা নির্ভরশীল। ঠিকাদার যদি ঠিক মত কাজ না করে তবে রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে কিছু কিছু গোলমালের ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা নিজেরাই জড়িত থাকেন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে সংবাদটা অতিরঞ্জিত। আমার তো মনে হচ্ছে সংবাদটা অনেক কম লিখেছে। আমি এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে চিঠিও দিয়েছিলাম বেশ কিছু দিন আগে যে, মাফিয়ারা টেণ্ডারের নামে যথেচ্ছতা চালাচ্ছে এবং এতে আইন শৃংখার অবনতি হচ্ছে এবং এখানে অনেকগুলি ঘটনা আগরতলা শহরে হচ্ছে। এর মধ্যে এই পূর্ত দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে মেইন সমস্যা দেখা দিয়েছে। অফিসে যখন টেণ্ডার জমা দেয় দেখা যায় ধরুন না কোন কারনে টেণ্ডার জমা দিল, মাফিয়ারা করে কি বাড়ী গিয়ে তাকে বাধ্য করে সেটা প্রত্যাহার করার জন্য এবং দেখা যায় উইদড্রও করে না কোন ক্ষেত্রে নিজরাই সেইম সইটা জাল করে ড্রপ করে দেয় যাতে বুঝা যায় উইদড্র করে নিয়েছে। সুতরাং আমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব এই মাফিয়া বন্ধ করার জন্য আমার সুনিদৃষ্ট একটা প্রস্তাব রয়েছে যে এখানে ফাইনেলাইজেশন করাতে হয় নেতাজী পি, ডব্লিউ, ডি কমপ্লেক্সে। আমার বক্তব্য হল এস, ডি, ও অফিসে টেণ্ডার ড্রপ হোক সাব-ডিভিসান অফিসগুলিতে এবং সেখানে ফাইনেলাইজেশন হোক এগ্রিমেণ্টও সেখানে। কারন কোন্ না কোন উপলক্ষে এই

কমপ্লেক্সে ৬/৭ মাস আগে এই অফিসটার উপরে যেখান থেকে একটা মাফিয়াচক্র অফিস করে বসে রয়েছে। সেখানে গেলে লাল ফ্লেগ চিহ্ন এখন এটা বন্ধ রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও জানেন আমার অনুরোধ থাকবে এইগুলির বন্ধে উনি বলবেন কেউ তো কমপ্লেন করে না। স্যার, কমপ্লেনের পরিবেশ নেই এখানে যে কতগুলি খুন হয়েছে ইট ইজ ওয়ান অব দ্যা রিজান। সুতরাং এটা সিরিয়াসলি দেখা উচিৎ। আমি অনুরোধ রাখব এই বিষয়ে, এখানে বানিয়ে কথা বললে হবে না এবং বলেছি এই নিউজে আছে যে মাফিয়ারাই শুধু নয় বিভিন্ন সরকারী অফিসে একশ্রেণীর অসৎ অফিসার কর্মচারীদের কারনেও ঠিকাদারদের ভুগতে হচ্ছে। তারা টু পাইস না পেলে বিল পেমেন্ট হয় না। তার উপর রয়েছে এল, ও, সির বাহানা। চুক্তি অনুযায়ী কাজের ৬ মাসের মধ্যে বিল মিটিয়ে দেওয়ার কথা সেখানে কিন্তু ৬ বছরেও বিল পেমেন্ট হয় না। এই রিকুইজিশানের মধ্যে কাজ হওয়ার বা করাই এক লক্ষর কাজ ২০ হাজার ৪০ হাজার কাজ দিয়ে দিতে হয় মাফিয়াদের। আর এই কাজ হবে ৬০ হাজার টাকা। সেটাতো পিউর ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফিসারদের। সুতরাং এইগুলি বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা, মাননীয় পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, সাব-ডিবিশানে টেণ্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি সাব ডিবিশানে কনট্রাক্টার ইচ্ছা করলে টেণ্ডার জমা দিতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ ব্যবস্থা করেছি। কনট্রাকটর এ্যাসোসিয়েশান সেখানে আমার সঙ্গে মিট করেছিল। তারা বলছিল যে গোর্খা বস্তিতে আরেকটা বাক্স রাখায় ব্যবস্থা করে দিতে যাতে জমা দিতে পারে টেণ্ডার। তাদের এই সাজেশান অনুসারে সেখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং টেণ্ডারের জন্য আগে থেকেই তারিখ নির্দিষ্ট করা থাকে। সেই তারিখে আরও দপ্তরের লোকেরা উপস্থিত থাকে তাদের টেণ্ডার জমা দিতে কোন রকম অসুবিধা না হয়। সেই সমস্ত দিক থেকে আমরা সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। টেণ্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে, সেটেলম্যাণ্ট এর ক্ষেত্রে যেটা বলা আছে সেটা তো একজন এস, ডিওর নির্দিষ্ট পাওয়ার আছে। সেই ক্ষমতার মধ্যে যেগুলি টেণ্ডার পরে বা টেণ্ডার হয় সেটা এস, ডিও অফিস তার সমাধান করেন। বাকী সব টেণ্ডার তো একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিসে হয়। স্বাভাবিক কারণে ইঞ্জিনিয়ারের কাছে সেই টেণ্ডারগুলি আসে। সাব-ডিবিশানে যে সমস্ত টেণ্ডারগুলি পড়ে সেগুলি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে আসে। সেই অনুযায়ী যে টেণ্ডারগুলি আছে সেটা ইঞ্জিনিয়ার তার বা সীমার মধ্যে বজায় রাখে। যেগুলি আসে সেগুলি থেকে তার উর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ সেগুলি করেন। প্রতিটি স্তরে অফিসারের কতটুকু ক্ষমতা থাকে সেগুলি নির্দিষ্ট করা আছে। সেই নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী যারা সমাধান করেন সেটা তারা সেইভাবেই সমাধান করেন। এবং সেইভাবেই আমাদের সিদ্ধান্ত হয়।

শ্রীমাণিক দে ঃ—মাননীয় সদস্য রতন লাল নাথ কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। এটা ঠিক যে টেণ্ডার ক্ষেত্রে কিছু ঘটনা ঘটেছে। উনি কিছু স্পেসিফিক সাজেশান দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টিতে যেটা পরিস্কার হতে চাই টেণ্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট কাজ করতে হবে এটা কারেকট্। এবং এস,ডি ও অফিসে কিছু করা যায় যত কিছু অফিস ব্যবস্থা করা যায় এটা করা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে পেমেন্ট-এর সময় একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিসে যিনি কাজ করেন তাকে আসতে হয়। তখন তার উপর বিভিন্ন চাপ সৃষ্টি হয়ে যায়। যে এলাকায় এ্যাসিটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বা এস, ডি, ও অফিগুলি আছে সেখানে পেমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে কি আপত্তি থাকতে পারে। পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেউ কোন কনট্রাকটার এস, ডি, ও এর ক্ষেত্রে যদি পেমেন্ট নিতে বলেন তাহলে সেই ব্যবস্থা করতে কি আপত্তি আছে?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, এটা আমার জানা নেই। যিনি কাজ করাবেন তাকে পেমেন্ট করতে হবে। এস, ডি, ওর যে কাজ টা হবে সেখান থেকে পেমেন্ট করতে হবে। এখানে পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে অন্য কোন পদ্ধতি নেই। ইঞ্জিনিয়ার এর অফিসে যে পেমেন্টা হবে বা আরও জায়গায় সেই টাকা নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন আছে। অফিসের ফাইল পত্র সেখানে সই করার প্রশ্ন আছে। এই ভাবে একটা অফিস সেইভাবে দৌড়াদৌড়ি করা যায়না। সেই জায়গার মধ্যে অন্য অন্যান্য পদ্ধতি আছে কিনা, এটা আমার জানা নেই। যে পেমেন্টের ব্যাপারে কিভাবে স্পেসিফিক করা যায় বা সরাসরি তিনি কিভাবে পেতে পারেন সেইগুলি নিশ্চয় খুটিয়ে দেখতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেটা আমি বললাম টেণ্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে আটকে দেওয়া হয়েছে। কনট্রাকটার এ্যাসোসিয়েশানে যে সমস্ত টেণ্ডার যায় তারা ইচ্ছা করলেও ডাক যুগেও সেখানে টেণ্ডার পাঠাতে পারেন, এই টুকুর কোন অসুবিধা হয় না। সেই জায়গার মধ্যে অন্য কোন পদ্ধতি আছে কিনা আমার জানা নেই। স্যার, পেমেন্টের ব্যাপারটাকে আরো কিভাবে সিমপ্লিফিকেশান করা যায় সেটা আমার জানা নেই। খতিয়ে দেখতে হবে। আর সেকেণ্ড হচ্ছে টেণ্ডার জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমিতো বললামই, কণ্ট্রাকটর এসোসিয়েশান অফিসে সমস্ত টেণ্ডার যায়। তারা ইচ্ছা করলে ডাক যোগেও টেন্ডার পাঠাতে পারেন।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ স্যার, ড্র-ব্যাকের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে। সাব-ডিভিশানে হয় এটা আমরাও জানি। মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রীও ঘটনা জানেন। .একটা রিপ্লাই দিতে হবে হাউসে সেজন্য দিতে সমস্যায় পড়ে যাচ্ছেন। আমার প্রশ্ন হলো, এটাতো হাউসকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্ন হচ্ছে? আমার বক্তব্য হলো, বেশীর ভাগ কাজই হচ্ছে আগরতলা শহরে, নট অনলি আগরতলা শহর, অন্যান্য জায়গারও সব কাজই নিগশিয়েশনে চলছে। নিগশিয়েশানে হতে আপত্তি নেই, কিন্তু পাবলিকের ডিমাণ্ড হল, কাজ উন্নত মানের করতে হবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। কারণ, নিগসিয়ে-

শানের জন্য ৫০ হাজার টাকা দিয়ে দিতে হচ্ছে। কাজে কাজেই সিমপ্লিফিকেশান বা সরলীকরণ কি করে করা যায় সেটা দেখতে হবে। নতুবা, এমন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন যাতে ফ্রিলি টেণ্ডার জমা দিতে পারে। আপনি বলেছেন, পত্রিকায় দেওয়া হয়। কিন্তু বিজ্ঞাপন নীতির ফলে পার্টলি দেওয়া হয়। টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশান থাকে না। যেহেতু দপ্তর ফেইল্যুর, মাফিয়াদের আটকাতে পারছে না এতে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। স্যার, যখন ঘটনা হয় তখন আমরা কাছাকাছি জায়গায় থাকি। আমি একটি চিঠি দিয়েছিলাম, সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে ফোনে থ্রেট করা হয়েছে। সুতরাং আমার অনুরোধ থাকবে, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন। সব ব্যাপারেই কি দপ্তর ব্যর্থ হবে? কিছুক্ষণ আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে জবাব দিলেন এই রকম ভাবেই কি চলবে? পাবলিকের ডিমাণ্ড অনুযায়ী কাজের মান উন্নত করার জন্য আমি যে প্রস্তাব রাখছি সেই প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করব। শুধু নেতাজী চৌমুহনী বাঁধের পাড়ের কাছে ঐ এম, আই এফ, সি, দেখালে হবে না। সেখানে মানুষ যেতে পারেন না। আমার কথা হল, এখানে বলতে অসুবিধে হলে দপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন। নতুবা কেহ চলতে পারবেনা।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য, যা বললেন তাতে বাইরে কোথায় কি ঘটছে তা আমি জানি না। আমাদের যে রুলস, সেই রুলস অনুযায়ী আমাদের কাজ হচ্ছে। কন্ট্রাকটর এসোসিয়েশান আজ আমার সঙ্গে মীট করেছেন। তাদের মেমোরেণ্ডাম আমার কাছে আছে আমি এটা প্লেস করতে পারি। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব, সেটা দেখার জন্য। আর এখানে যে স্কুলের কথা বলা হয়েছে তাতে বলতে পারি আমরা কন্ট্রাকটরদের বলছি, তাদের কোন অসুবিধে থাকলে আমাদের জানাতে। আমরা নিশ্চয়ই দেখব। কারণ, তাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের কোন কাজ হবে না। সময়ে সময়ে এসে তারা তাদের অসুবিধের কথা জানান। আমরা তাদের সাহায্য নিয়েই সব করছি। না হলে, এই রকম পরিস্থিতিতে কোন কাজই করা সম্ভব হত না। পূর্ত দপ্তরে শতকরা সেন্ট পারসেন্ট কাজ তাদের সাহায্যে হয়ে থাকে।

মিঃ স্পিকার :—উল্লেখ্য বিষয়ের পঞ্চমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহাদয় কর্তৃক গত ১৫ ৩, ০০০ ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :—

"গতকাল (১৪-৩-২০০১) সন্ধ্যায় জম্পুই-জলা ব্লকের বি,এ,সি চেয়ারম্যান সি পি,আই (এম) নেতা সম্পদ সিং কলই-এর নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল (১৪ ৩-২০০১ ইং)

সন্ধ্যার জম্পুইজলা ব্লকের বি,এ,সি চেয়ারম্যান সি পি,আই (এম) নেতা সম্পদ সিং কলই-এর নিহত হওয়া সম্পর্কে'।

১৪-৩-২০০১ ইং সন্ধ্যা ৭-০৫ মিনিটের সময় চীৎকার ও শোরগোলের শব্দ শুনতে পেয়ে ও সি,, পি,এস টাকারজলা, ডিসি ও পি,এস ৯৪ বি,এস,এন,সি,আর,পি এবং উপস্থিত ষ্টাফসহ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে দেখতে পান যে, সম্পদ সিং কলইয়ের বাড়ীর উঠোনে সম্পদ সিং কলই তার প্রথম স্ত্রী শম্ভুলক্ষ্মী কলই পড়ে আছেন। তাদের দেহে একাধিক ছুরিকাঘাতের, কোপের চিহ্ন ছিল। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাদের টাকারজলা হাসপাতালে পাঠান এবং সেখান থেকে পুলিশ প্রহরায় তাদের জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ও, সি পি, এস, টাকারজলা সম্পদ সিং কলইয়ের ২য় স্ত্রী শ্রীমতী জবতী কলইয়ের কাছ থেকে মৌখিক অভিযোগ গ্রহণ করেন। তাতে তিনি বলেন ঐ দিনই সন্ধ্যা ৭টার দিকে বৃদ্ধি দেববর্মা (পিতা শম্ভু দেববর্মা, গ্রাম শোভাঠাকুর পাড়া, টাকারজলা থানা) একজন অজ্ঞাত পরিচয় যুবক সহ সম্পদ সিং কলইয়ের ঘরে প্রবেশ করে। ঠিক তখনই এই দুই যুবক ঘরে সম্পদ সিং কলইকে টেনেহেঁচড়ে উঠানে নিয়ে আসে এবং একটা ছুরি জাতীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে থাকে। ১ম স্ত্রী শম্ভুলক্ষ্মী কলই তার স্বামীকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে তাকেও একরূপভাবে আঘাত করা হয়। যখন অন্যান্য ঘরের বাসিন্দারা চীৎকার করতে আরম্ভ করেন, তখন উক্ত দুস্কৃতিকারীরা মেইন গেইট দিয়ে পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাবার সময় তারা শূন্যে গুলি ছোঁড়ে। টাকারজলা পি,এস কেইস নং ৬/২০০/ইউ/এস৪৪৮/৩২৬/৩০৭/৩৪ আই,পি,এস এণ্ড আরমস এ্যাকট হিসেবে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হয়। জি,বি, হাসপাতালে পৌঁছবার পর সেখানে সম্পদ সিং কলইকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অপর আহত ব্যক্তি শ্রীমতি শম্ভুলক্ষ্মী কলই জি,বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

টাকারজলা থানা থেকে এক অফিসার এবং পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী পাঠিয়ে বৃদ্ধি দেববর্মার বাড়ীতে রেইড করা হয়। তদন্তকারী অফিসার, ইউ/এস ১৬১ সি,আর,পি,সি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন :—

১। সাধন দেববর্মা পিতা মিঠুন কুমার দেববর্মা, টাকারজলা থানা।

২। মালতী দেববর্মা, স্বামী সুধন দেববর্মা, টাকারজলা থানা।

৩। শ্যামলী দেববর্মা, স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ দেববর্মা, টাকারজলা।

৪। ধনরাজ দেববর্মা, পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ দেববর্মা, টাকারজলা।

সম্পদ সিং কলইয়ের বাড়ী থেকে এন,এল এফ,টি উগ্রপন্থীদের ৩টি চিঠি উদ্ধার করা হয়। সেগুলি সম্পদ সিং কলইয়ের রাজদূত ডায়রীতে ছিল। চিঠিগুলো রোমান হরফে ককবরকে লেখা এবং জে, বসং, এন,এল,এফ,টি লীডার-এর সই করা। চিঠিগুলির মধ্যে ২টা চাঁদা দেবার ডিমাণ্ড নোটিশ এবং অপরটি ছিল এন,এল,এফ,টি সহযোগী হেমন্ত দেববর্মার মুক্তির ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবার হুমকি।

হেমন্ত দেববর্মাকে ০৯-০২-২০০১ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং আদালতে প্রেরণ করা হয়েছিল। অবশ্য ঐ তিনটি চিঠির ব্যাপারে তিনি পুলিশকে জানান নাই। ঐ রাতেই এডিশ্যনাল এস,পি (রুরাল), এস,ডি,পি.ও বিশালগড়-এর পর্যবেক্ষণে কতিপয় অভিযান চালানো হয় বুদ্ধি দেববর্মাকে ধরার জন্য এবং তার সহযোগীদের (উত্তম দেববর্মা, সন্ধিরাম দেববর্মা, নিতু দেববর্মা ইত্যাদি) ধরার জন্য। এখন পর্য্যন্ত কেউ ধরা পড়ে নি। এরা সবাই পলাতক। তাদেরকে ধরার সবরকমের চেষ্টা পুলিশ চালিয়ে যাচ্ছে।

১১.০৩.২০০১ ইং তারিখে পোষ্টমর্টেম শেষে সম্পদ সিং কলইয়ের মৃতদেহ তাঁর আত্মীয়স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এন, এল, এফ, টি-কে চাঁদা না দেওয়ায় এবং তাদের কথা অনুযায়ী এন. এল. এফ, টি বৈরী সহযোগী হেমন্ত দেববর্মার মুক্তির ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা না নেওয়াই এই ঘটনার প্রাথমিক কারণ বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমানিক দে :– পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের ষ্টেটমেন্টে এটা পরিস্কার যে সম্পদ সিং কলই নিহত হওয়ার আগে তাঁর উপর একটা থ্রেট ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা যে তিনি আগে যে বাড়ীতে থাকতেন উগ্রপন্থীর থ্রেটের মুখে তাকে সে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে। এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে থানার পাশেই একটি ঘরে তিনি থাকতেন। সময় সময় থানা কর্তৃপক্ষকে তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি অবহিত করতেন। এইভাবে সন্ধ্যার সময় থানার নাকের ডগায় তাঁকে খুন করা হলো অথচ থানা তাদেরকে ধরতে পারলো না এই বিষয়ে থানার বক্তব্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জানিয়েছে কিনা? তাঁকে খুন করে যাওয়ার পথে কোন ফায়ার আর্মস ব্যবহার করেছে কিনা? থানার সামনেই গুলি করা হলো এবং গুলির আওয়াজও তারা শুনলেন কিন্তু খুনীদেরকে ধরার ব্যাপারে থানা কর্তৃপক্ষ কোন ভূমিকা নিতে পারলো না কেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীমহোদয় এখানে বলেছেন যে চিঠিতে থ্রেট ছিল যেটা সম্পদ সিং কলই আগে পুলিশকে অবহিত করেন নি। আমি উনার এই কথার সাথে একমত হতে পারছি না। আমি যতটুকু জানি উনি সময় সময় উনার নিরাপত্তার বিষয়টি থানা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন এবং এমনকি সি. পি. আই (এম) পার্টির পক্ষ থেকেও এই বিষয়গুলি থানা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছিল উনার সিকিউরিটির ব্যাপারটি দেখার জন্য। এই কারনেই থানার পাশেই তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। এর থেকে এটা পরিস্কার যে সিকিউরিটির প্রশ্নেই তিনি থানার পাশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় আসবে কিনা। তিনি থ্রেটের মুখে দাঁড়িয়েও সেখানে একজন জননেতা হিসাবে জনগনের সেবা করতেন। মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন বলেই তাকে এই ভাবে প্রাণ দিতে হলো.

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় এক সাথে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছেন। হয়তো প্রাসঙ্গিক বলেই করেছেন। সম্পদ সিং কলই আগে যে বাড়ীতে থাকতেন জম্পুই-জলায়, সে বাড়ীতে তিনি অনেক দিন যাবতই থাকতে পারছিলেন না সন্ত্রাসবাদীদের হুমকির মুখে। গত এ, ডি সির নির্বাচনে আই পি, এফ, টির টিকিটে যিনি তার জয়কে নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন সে পাড়ারই তিনি বাসিন্দা। প্রসঙ্গতঃ আমি বলছি আজ থেকে কয়েক মাস আগে এই ব্লকের একটা সভায় আমার থাকার সুযোগ হয়েছিল। তখন আমি সম্পদ সিং কলইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি বাড়ীতে থাকতে পারেন কিনা? উত্তরে তিনি আমাকে বলেন যে তিনি থাকতে পারেন না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার প্রতিবেশী কারা কারা? উত্তরে তিনি এ, ডি, সির বর্ত্তমান যে মেম্বার তার কথাই বলেছিলেন। এবং উনি কিছুক্ষন পরেই আসেন, তখন আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার আপনারা থাকতে পারেন সবাই আর উনি বি, এ, সির মেম্বার উনি থাকতে পারেন না। তখন উনারা বললেন ওটার কারণ তিনিই ভাল জানেন। এটা শুনার পর আমার মনে হয়েছে এই প্রশ্ন করা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে, এটা ঘটনা। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন তিমি নিজের বাড়ীতে থাকতে পারছেন না এটা সঠিক। তারপর যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন এটা তো ঠিক নিরাপত্তাজনিত যে কারণ সেই কারণেই তিনি বাড়ী ছেড়ে টাকারজলায় এসেছেন। টাকারজলা আসলে ছোট্ট জায়গা বাজারের মধ্যেই থানা তার পাশেই তিনি থাকতেন। বি, এ, সি মিটিং-এ যেতেন সেখানে গাড়ী করেই তাকে যেতে হত এবং তাঁর যাতায়াতের পথে খানিকটা প্রটেকশনের ব্যবস্থা ছিল। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে থানার পাশেই দুর্ঘটনা ঘটে গেল এবং সেখানে দুষ্কৃতিকারীদের ধরা গেল না। সেটাও নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যজনক। মাননীয় সদস্য যে ফায়ারিং-এর কথা বলেছেন, আমার ষ্টেটমেন্টে আমি বলেছি যে তারা ফিরে যাওয়ার পথে শূন্যেগুলি ছুড়েছে। কয়টা গুলি ছুঁড়েছে সেটা স্পষ্ট করে বলা নেই। তাই পুলিশ চেস্টা করছে ধরবার জন্য। তবে এটা ঘটনা যে ঐ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের সাথে বি, এ, সিকে যুক্ত করে একটা বিশেষ ভূমিকা তিনি নেবার চেষ্টা করেছিলেন এবং এই এলাকার মধ্যে গত দেড় বছর দুই বছর ধরে যে পরিস্থিতির বিরাজ করছিল গত ৪/৫ মাসে তার চেষ্টায় কিছু পরিবর্ত্তন সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আপনারা যারা খবরাখবর পড়েন। গুজরাটের যে ঘটনা সেই ঘটনার জন্য তিনি ওখানে ৩/৪টা বাজারে চাঁদা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করেছেন এবং এই কাজে তিনি সামনের সারিতে ছিলেন। তার ফলে দেখা গেছে এই কাজে মানুষ ভাল সাড়া দিয়েছেন। তারপর গ্রামের ভিতর গিয়ে কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট মিটিং করে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে এবং উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসার জন্য বলেছেন। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী যে শিক্ষা দপ্তরের ব্যাপারটা বলেছিলেন তাতেও গারজিয়ানদের ইনভলব্ করে সেখানে যাতে মাষ্টার মহাশয়রা আসতে পারেন এবং নিরাপত্তায় থাকতে পারেন এই সমস্ত বিষয়গুলি তিনি উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ এলাকা তো এক সময় খুব দুর্গম ছিল, অনুন্নত এলাকা

ছিল। এই এলাকা খানিকটা উন্নত হয়েছিল গত কয়েক বছরের চেষ্টায় তুলনামূলকভাবে। কিন্তু আর এই সমস্ত কারনে এখন একেবারে বলা যায় অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে অনুপজাতীয় অংশের যারা, তারা তো প্রায় সবাই ওখান থেকে বাড়ী-ঘর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কথা বলেছেন, সে পার্টির ঐ এলাকার যিনি সম্পাদক তিনি তো তার বাড়ী-ঘর ছাড়া এবং তার ঘরের টিনের ছাউনি সেগুলিও তুলে নিয়ে চলে গেছে। তার বড় ভাই তাকেও কিডন্যাপ করে খুন করেছে। তিনি একজন উপজাতি রমনীকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার সন্তান-সন্ততিরা তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে না, তারা কক্-বরক্ ভাষায় কথা বলে, তারাও ঐ এলাকায় থাকতে পারছে না এই হচ্ছে ঘটনা। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির তিনি ঐ এলাকার লোক্যাল কমিটির সম্পাদক ছিলেন। এখন তিনি বিশালগড় বিভাগের সম্পাদক তার ছেলেকেও তারা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থার মধ্যে খানিকটা পরিবর্ত্তন সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, তাই এটা সহ্য হচ্ছিল না এবং এই ঘটনায় যারা এই এলাকাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে চায় এটা তাদের উৎসাহিত করবে। এটা বেদনাদায়ক, দুঃখজনক তাই এই ধরনের ঘটনা যাতে আমরা এড়াতে পারি তার জন্য চেষ্টা থাকবে। পুলিশের চেষ্টার মধ্যে কোন ফাক-ফোকর আছে কিনা নিশ্চয়ই এটা আমাদের তদন্ত করে দেখতে হবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ইদানিং কালে আমরা যে ভাবে দেখছি উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা। বিশেষ করে উগ্রপন্থী এন, এল, এফ, টি নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড দলবাজী এবং এ, ডি সির বর্ত্তমান যে অবস্থা চলছে সবটা মিলে প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্থ এই গোষ্ঠী। তাদের সেই হতাশা কাটিয়ে এবং জনগণের মধ্যে ভয়ভীতি জাগিয়ে রাখার জন্য হতাশার কারণ থেকে এটা করেছে কিনা ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, সম্পদ সিং কলই-এর পরিবারের যারা আহত এখন আহত হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে তাই তার চিকিৎসার জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং তার পরিবার বেঁচে থাকার জন্য কি ধরণের সাহায্য সহযোগীতা যেটা করা হয়ে থাকে সেটা করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— প্রথম যে প্রশ্ন সেটা তো বিশ্লেষনের ব্যাপার তাই এটা চট করে আমার পক্ষে বলা অসুবিধা। এটা মনস্তাত্তিক ব্যাপার কিসে কার হতাশা হচ্ছে তার পরিনতিতে এই জিনিস ঘটছে কিনা এটা চট করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা বিশ্লেষণ করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে তার দেখভালের ব্যাপার। সেটা সরকার থেকে দেখা হচ্ছে এবং এই ধরণের ব্যাপারে যে ধরনের সাহায্য এই জাতীয় আমরা ভিক্টিমাইজড ফ্যামিলিকে করে থাকি, তারা নিশ্চয়ই সেই সাহায্যের আওতায় আসবে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক দে মহোদয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, চেয়ারম্যানের থে্রট পারসেপশান ছিল এবং সময় সময় উনি থানাকে জানিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে পার্টিং থেকেও উনার থে্রট পারসেপশান আছে বলে উনাকে জানিয়েছেন। তারপরেও ঘটনা ঘটে গেল এবং থানার সাথে। তাহলে-ত বোঝা যাচ্ছে থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কর্তৃপক্ষ উনার গাফলতি ছিল। গাফিলতির জন্য একজনের প্রান চলে গেল, তিনি একজন চেয়ারম্যান। গাফিলতির জন্য যদি হয়ে থাকে, প্রশাসনিকভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়া হয় অন্য ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে সেই অ্যাক্‌শান নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—এটা আমি আগেই বলেছি আমি আমার স্টেটমেন্টে যে চিঠিগুলি পাওয়া গেছে সেই চিঠিগুলি সম্পর্কে। সম্পদ সিং কলই বা তার পরিবারের তরফ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে কোন অভিযোগ সেখানে যা করা হয়েছে এইরকম কিছু রেকর্ড পরিস্কার কিছু নাই। এখানে মাননীয় সদস্য যেগুলি বলেছেন, আমি প্রথমেই বলার সময় বলেছি এই জায়গাতে কোন ল্যাপসেস আছে কিনা সেটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে। তদন্ত করে সেটা যা যা বের হবে তার বিরুদ্ধে অ্যাক্‌শান নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—উল্লেখ্য বিষয়ের আরেকটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুদন দাস, শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় কর্তৃক আনীত গত ১০-৩ ২০০১ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়-বস্তুটির উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :—

"গত ১৭ ই ফেব্রুয়ারী ২০০১ ইং তারিখে স্থানীয় "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত" ত্রিপুরার পুলিশ আসামে তদন্তের নির্দেশ—এমপি,র এই শিরোনামে সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনার অনুসন্ধানক্রমে জানা যায় যে গত ১৩-০২-২০০১ ইং তারিখে ত্রিপুরার কয়েকজন কংগ্রেস আই মাননীয় বিধায়ক ও কর্মী লোকসভার কংগ্রেস সদস্য ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসন্তোষ মোহন দেবকে স্বাগত জানিয়ে আনার জন্য আসাম-ত্রিপুরা সীমানা অতিক্রম করেন। কিন্তু ইহা সত্য নয় যে বিধায়কগনের ব্যাক্তিগত এবং অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মীগন, ও উনাদের অনুগমন করেছেন। ত্রিপুরার পুলিশ ত্রিপুরার সীমান্ত পর্য্যন্ত গেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রীসুবোধ নাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"ত্রিপুরাতে তৈল অনুসন্ধানের জন্য ও,এন,জি,সি কর্তৃক ডিপ ড্রিলিং করে তেলের অনুসন্ধান সম্পর্কে।"

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টি মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এনেছিলেন এবং এই বিষয়টির উপর আমি ১২ তারিখ বলেছিলাম যে আজকে উত্তর দেব। আমরা ১২ তারিখে পাঠাই ও.এন.জি,সিতে এটা ফারনিশ করার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা সেটা সংগ্রহ করতে পারে নি। তাদের একটা সিস্টেম আছে এই ব্যাপারে তারা সেটা দিল্লীতে পাঠায়। কালকে আমি দুইবার, তিনবার দিল্লীতে যোগাযোগ করেছি এবং ত্রিপুরা ভবনের সাথেও কনট্রাক্ট করেছি। তারা বলেছে তারা সেটা মিনিষ্ট্রিতে পাঠিয়েছে। এটার নিয়ম হল তাই, এটা মিনিষ্ট্রিতে আসতে পারে। কিন্তু মিনিস্ট্রি থেকে এখনও আসেনি। এই কারণে জবাব দিতে পারলাম না। তবে যখনই আসে আমি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ - মি. স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০১ ইং স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত 'তিন কোটিরও বেশী টাকার পাম্প কেলেংকারী' শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।"

স্যার, নির্বাহী বাস্তুকার রিসোর্স ডিভিশন আগরতলা এন.আই,টি নং যব'ই,ই,'আর ডি'৯৯— ২০০০, তাং ৩-৭-৯৯ মূলে ৭৫০টি সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প সেট সরবরাহ করার নিমিত্ত সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করে। এর উত্তরে নিম্নেবাণত ৮ (আটটি) সরবরাহ সংস্থার নিকট হইতে দরপত্র পাওয়া যায়।

১) মেসার্স কে, এস, বি. পাম্প লিমিটেড, কলিকাতা

২) মেসার্স ওয়াসপ পাম্প লিমিটেড, কলিকাতা,

৩) মেসার্স জ্যোতি লিমিটেড, বরোদা,

৪) মেসার্স কিরলোস্কার ব্রাদার্স লিমিটেড, কলিকাতা

৪) মেসার্স গ্রীভ্‌স্‌ লিমিটেড, কলিকাতা

৬) মেসার্স এস, এ, আই, ভি, পাম্প প্রাঃ লিঃ কোয়েম্বাটুর,

৭) মেসার্স আয়রণ ম্যাক্স ফ্লো পাম্প, নতুনদিল্লী,

৮) মেসার্স মাদার অ্যাণ্ড প্ল্যাট্ ইণ্ডিয়া লিঃ, কলিকাতা।

দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত শর্তাবলী পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মেসার্স মাদার অ্যাণ্ড প্ল্যাট্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের দরপত্র সর্বনিম্ন হিসাবে বিবেচিত হয়। মেসার্স মাদার অ্যাণ্ড প্ল্যাট কর্তৃক দাখিলিকৃত বিক্রয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের বিষয়ে মেসার্স কির্লোস্কার ব্রাদার্স দ্বারা আপত্তি ওঠায় উক্ত বিষয়টি আইন দপ্তরের গোচরে আনা হয়। আইন দপ্তরের সিদ্ধান্ত (সংযোজনী বি) অনুযায়ী মেসার্স মাদার অ্যাণ্ড প্ল্যাট দ্বারা জমাকৃত দরপত্র বৈধ বিবেচিত হওয়ায় সকল দরপত্র বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য সাপ্লাই এড্‌ভাইজারী বোর্ডের নিকট পাঠানো হয়। উক্ত বোর্ড কর্তৃক সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণের অনুমোদন পূর্ত সচিবের নং-১৩৫ তারিখ ৬-৩-২০০০ সেহামূলে প্রকাশিত হওয়ার পর মেসার্স মাদার অ্যাণ্ড প্ল্যাটের পক্ষে ৭৫০টি পাম্পসেট পঞ্চমুখ ষ্টোর এলাকায় সরবরাহের নিমিত্তে নির্বাহী বাস্তুকার, রিসোর্স ডিভিশন, আগরতলা নং ইই/আর,ডি/সি,এস/১৩ ১)/১০১৪-১০২২ তাং ১৫-৩-২০০০ (সংযোজনী-ডি) এই দরপত্র প্রদান করেন। পরবর্তী পর্যায়ে মেসার্স মাদার অ্যাণ্ড প্ল্যাট কর্তৃক দাখিলীকৃত বিক্রয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটকে আপত্তি জানিয়ে মেসার্স কির্লোস্কার ব্রাদার্স, কলিকাতা, গৌহাটি হাইকোর্টে মামলা (কোইস্‌ নং-ডব্লিউ, বি পি, ১০, সন ২০০০) রজু করে। মাননীয় হাইকোর্ট তার রায়ে মত প্রকাশ করেন যে বর্তমান মামলায় প্রতিবাদী অথবা সাপ্লাই অ্যাডভাইজারি বোর্ড গঠনকারি সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন পক্ষপাতিত্বের বা অনিয়মের অভিযোগ নেই। বর্তমান মামলাটি দুই বিবদমান ঠিকাদারের মধ্যে যথা-আবেদনকারী এবং প্রতিবাদী নং-৫। মামলার সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্তসার অবলোকনপূর্বক মাননীয় হাইকোর্ট ভারতীয় সংবিধানের ধারা নং ২২৬ বলে মত প্রকাশ করেন যে বর্তমান মামলাটি মাননীয় হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের পর্যায়ে পড়েনা এবং মামলাটি ২৬-৪-২০০০ এই তারিখে বাতিল বলিয়া রায় দেন।

মেসার্স কির্লোস্কার ব্রাদার্স লিমিটেড, কলিকাতা, মাননীয় গৌহাটি হাইকের্টের ডিভিসন বেঞ্চের নিকট মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্টের আগরতলা একক বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে পুন বিচার প্রার্থনার আবেদন করে। মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্টে ১৩-৬-২০০০ তারিখের রায়ে পুনঃবিচারের আবেদন খারিজ ঘোষণা করেন। পাম্পসেট সরবরাহের আদেশপত্র পাওয়ার পর মেসার্স মাদার অ্যাণ্ড প্ল্যাট ৭৫০টি পাম্পসেট ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থা 'রাইটস' দ্বারা পরিদর্শন ও চুক্তি শর্তাবলী অনুযায়ী সঠিক ঘোষণা করার পর রিসোর্স সাব-ডিভিসন নং-১ এর অধীন পঞ্চমুখ ষ্টোর প্রাঙ্গনে

সরবরাহের জন্য আনে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে সরবরাহের চুক্তি মোতাবেক দপ্তর কর্তৃক রাইটস্ কে পরিদর্শনকারী সংস্থা হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। তথাপি পাম্পসেট গ্রহনকালে পাম্পের ওজন তথা বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যেমন নেমপ্লেট, পাম্প ফ্রেঞ্জ ইত্যাদি সনাক্তকরণেয় অসুবিধা দেখা দেওয়ায় সরকার চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পাম্প সেটের গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করার জন্য শ্রী জি, কে, মালাকার, চীফ, ইঞ্জিনীয়ার, পি এইচ, ই'র সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন ঃ—

১) শ্রী এন, সি, সেন, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, অর্থ দপ্তর
২) শ্রী স্বপন চক্রবর্তী, প্রফেসর, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ।
৩) শ্রী কে, এল, দাস, সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ার (বিদ্যুৎ) জেনারেল সার্কেল।
৪) শ্রী এস, সি, ভৌমিক সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ার, পি, এইচ, ই।
৫) শ্রী আর, দাসগুপ্ত, সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ার, চতুর্থ সার্কেল।

উক্ত কমিটি পূর্ত সচিবের এফ, ১৮ (২) পি, ডব্লিউ, ডি, (ডব্লিউ) ৯৫ তাং— ৩০/১১/২০০০ মোহামূলে (মেমোরেণ্ডাম গঠন করা হয়। কমিটি উক্ত পাম্পসমূহ পরিদর্শন করেন এবং রাইটস্ সংস্থার পরিদর্শক ইঞ্জিনীয়ার শ্রী এম, কে সিং এর উপস্থিতিতে ১১/১/২০০০ তারিখে পাম্পের কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া মুখ্য বাস্তুকার পি, এইচ, ই, এবং কমিটির সভাপতি তাঁর এফ ১৫ (২)/ পি, এইচ ই, (ডব্লিউ), ২০০০, তাং ১৯/১/২০০১ মেহামূলে দপ্তরের নিকট রিপোর্ট প্রদান করেন। কমিটি পাম্প সরবরাহের চুক্তি শর্ত অনুযায়ী তা গ্রহনযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করে।

সরকার কমিটির রিপোর্ট গ্রহন করেন যাহা পূর্তসচিবের এফ, ১৮ (২)-পি ডব্লিউ, ডি ডব্লিউ)/ ৯৫ তাং ২৭/১/০০১ মেহামূলে প্রকাশিত হয় এবং পাম্পসেট সরবরাহে প্রকৃত সংখ্যা অনুযায়ী এবং চুক্তির শর্তাবলী ও আনুমানিক নিয়মাদি মানিয়া সরবরাহকারী সংস্থাকে বিলের টাকা প্রদান করার ব্যবস্থা নেন। তদুপরি, সম্প্রতি শ্রীপূর্ণেন্দু বিকাশ ধর, এডভোকেট্ স্বয়ং জনস্বার্থ সম্পর্কিত একটি মামলা রজু করেন। (কেইস নং ডব্লিউ, পি, (সি) (পি, আই, এল)/৫৪ তারিখ ১৯ ২/২০০০) সেটিও মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্টের আগরতলা বেঞ্চে বাতিল বলিয়া রায় ঘোষণা করেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয়মন্ত্রী বলেছেন যে চুক্তি অনুসারে মেসিনের কতগুলি যন্ত্র ঠিকভাবে সরবরাহ করা হয় নাই এবং ৫২ কে,জি করে ওজনেও কম রয়েছে। এছাড়াও আর কি কি ত্রুটি ছিল যার ফলশ্রুতিতে সরবরাহকারী সংস্থাটির ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করতে হয়েছিল—এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা? এবং মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা কত টাকা দেওয়া হয়েছে?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, বিষয়টা নিয়ে প্রথমে হাই কোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চে এবং পরবর্তী

সময় ডাবল বেঞ্চেও শুনানী হয়েছে। রায় বের হওয়ার পর দরপত্রে যিনি সর্ব্বনিম্ন দরদাতা ছিলেন উহাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কেননা, হাইকোর্ট বলেছেন সর্ব্বনিম্ন দরদাতাকে দিলে সরকারের সাড়ে সাতাশ লক্ষ টাকা সেইফ্ হবে। সাপ্লাই হওয়ার পরই টাকা দেওয়া হয়েছে। এক সঙ্গে সব টাকা দেওয়া হয় নাই। মাল সরবরাহ করার পর মালগুলি নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে সরকার একটি হাই লেভেল টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করেছিল। তারপর তারাই সব কিছু পরীক্ষা করে দেখেছেন সরবরাহকারী সংস্থাটি চুক্তির শর্ত সঠিকভাবে অনুসরণ করে মাল সরবরাহ করেছে কিনা?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মালগুলিতে অসঙ্গতি কি ছিল?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—না, না, অসঙ্গতি কিছুই ছিল না। সব কিছু দেখার পর তারা বলেছেন সবটাই ঠিক আছে। টেণ্ডারে যেসমস্ত টার্মস্ এণ্ড কণ্ডিশান ছিল সেগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এগুলি করা হয়েছে। এর বাইরে কোনটাই করা হয় নাই। কমিটি তার রিপোর্টে সেই কথাই বলেছে। রিপোর্ট সঙ্গে আছে। চাইলে দেখাতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—না সেটা, আমার দরকার নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ চারটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি দেওয়ার কথা রয়েছে। যেহেতু হাতে আর সময় নেই সেজন্য আমি এগুলি লে করে দেওয়ার ব্যাপারে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ, এরপরই শুরু হবে প্রাইভেট মেম্বার রেজিউলিয়েশান। তাতে তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। এরপর ভোটিং রয়েছে।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল (কুলাই) ঃ - মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটা ছিল খুবই ইমপর্টেন্ট। এই জন্য আপনার কাছে আমার সাবমিসান আমার নোটিশটা যেন সভায় ডিসকাশান হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—ঠিক আছে, তাহলে রাংখলবাবুর নোটিশটির উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দেবেন এবং অন্য তিনটি নোটিশের উপর যে বিবৃতিগুলি মাননীয় মন্ত্রীদের দেওয়ার কথা ছিল সেগুলি লে করে দেওয়ার জন্য মন্ত্রী মহোদয়দের কাছে অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—'D'

মিঃ স্পীকার ঃ এই সভা বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P M.

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর কৃষি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে একটি

বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ — **"Due to non marketing of Pineapple the growers are facing acute economic problem."**

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে আনুমানিক বিয়াল্লিশ হাজার (৪২,০০০) টন আনারস উৎপাদন হয়। এর মধ্যে কুইন জাতের আনারস হয় পনের হাজার (১৫,০০০) টন। এজাতের আনারস মূলতঃ টেবল পারপাসে ব্যবহৃত হয়। কিউ জাতের আনারসের মোট ফলন ২৭,০০০ টন। ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কিউ জাতের আনারস হয় দুই হাজার ছয়শত সাতানব্বই হেক্টর জমিতে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় কুইন জাতের আনারস দুই হাজার হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়।

এই উৎপাদিত আনারসের কিছু অংশ ন্যারাম্যাক কর্ত্তৃপক্ষ কেনেন। এছাড়া আনারস উৎপাদকরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে স্থানীয় বাজার এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যের বাজারে বাজারজাত করে থাকেন। ন্যারাম্যাক কর্ত্তৃপক্ষ ১৯৯৭-৯৮ সনে ১৩৫২ টন আনারস ক্রয় করে,
১৯৯৮-৯৯ সনে ৯০০ টন আনারস ক্রয় করে,
১৯৯৯-২০০০ সনে ৮৭৫ টন আনারস ক্রয় করে।

কিন্তু গত মরসুমে প্রথম দিকে ন্যারাম্যাক কর্ত্তৃপক্ষ আনারস না কেনার আনারস উৎপাদকরা বিপদে পড়েন। ন্যারামাকের রস ঘনীভূত করার কারখানায় যান্ত্রিক ত্রুটি থাকায় তারা প্রথমদিমে আনারস কেনা বন্ধ রাখে। রাজ্য সরকারের উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য গত মরসুমে কার্য্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছিল। ধলাই জেলা ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্থানে এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের নিয়ে জনসচেতনতার মাধ্যমে নানান বিভ্রান্তি দূর করে আনারস বিক্রীর ব্যবস্থা করে। গত মরসুমে ন্যারামাক কর্ত্তৃপক্ষ বলেছিলেন ১৫০০ মেঃ টন আনারস ক্রয় করবেন। যদিও ন্যারাম্যাক ক্ষমতা ২৭৬০ মেঃ টন। ন্যারাম্যাক কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত সংস্থা। তারা কারখানা চালু করার উদ্যোগ নেন কিন্তু সময়মত কারখানা চালু করতে না পারায় তাদের আনারস কিনতে দেরী হয়। শেষ সময়ে ৫৩ টন আনারস কেনেন। মুখ্যসচিব তিনবার সংশ্লিষ্ট এলাকার আনারস চাষী, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং দফতরের অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করেন। অন্যান্য বিদেশীরাষ্ট্রে আনারস রপ্তানীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হয়। বাংলা দেশের হাইকমিশনারের মাধ্যমে ১৫টি বাংলাদেশের ফল আমদানী সংস্থার নাম সংগ্রহ করে, এই সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ করা হয়। করার পর ন্যারামাক, ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন, দারচৈ প্যাকস্‌কে জানানো হয়। রাজ্য সরকারের হর্টিকালচার দফতর উৎপাদকদের ক্ষতি মেটাতেও উদ্যোগী হয়। এবার যাতে আরও বেশী উৎপাদন করে গত মরসুমের ক্ষতি কিছুটা কমান যায়

তার জন্য ১৬০ জন চাষীকে সহায়তা করে। এরা দারচৈ ও তৎসংলগ্ন এলাকার আনারস উৎপাদক। এ বাবদে এক লক্ষ দুহাজার টাকা ব্যায় করা হয়েছে। সাধারণতঃ ন্যারাম্যাক প্রতিবছর জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাদের কারখানা চালু করেন। দফতর ন্যারাম্যাকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন যাতে ন্যারাম্যাক সময়মত কারখানা চালু করে ও আনারস ক্রয় করে।

গত ১৩ই মার্চ, ২০০১ ইং গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত ন্যারাম্যাক-এর বোর্ড অব্ ডাইরেকটরসের সভাতেও দফতর থেকে কারখানার যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত করে আগামী মরসুমে (জুন ২০০১) সময়মত আনারস ক্রয় করার দাবী রাখা হয়েছে। দফতর আনারস বাজারজাত করার ব্যাপারে সচেতন আছে এবং সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে এবং নিতে থাকবে।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আনারস হচ্ছে সহজ পন্থায় উৎপাদনশীল ফসল। এবং সেগুলি উৎপাদনের জন্য খুব বেশী ভাল জমির দরকার নেই। স্লোপল্যাণ্ড বা টিলা জমিতে এই ফসলগুলি করতে পারে। আমাদের রাজ্য উত্তর ত্রিপুরাতেও আছে এবং দক্ষিণ ত্রিপুরাতেও আছে। আমি মনে করি রাজ্য সরকার যদি কিছু উদ্যোগ নিয়ে ন্যারামেককে অর্গনাইজ করার কথা বলে তাহলে এটা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের জন্য একটা ইকনমিক গুডস্ হবে। সেখানে যদি সরকার ১০০ শতাংশ না হলেও ৫০ শতাংশ সাহায্য করেন। এখানে যে মাননীয় মন্ত্রী লিখিত রিপ্লাইগুলি পড়েছেন সেটি তো লেভেলিং মাত্র। আমি এখানে জানতে চাই রাজ্য সরকারের সেই ধরণের কোন পলিসি আছে কি না। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা দেখি আমাদের এখানের অনেক জিনিষ আমদানি রপ্তানি হয়ে থাকে। যদি আনারসও সেইভাবে আমদানি রপ্তানি করা সুযোগ করে দেওয়া হয় তাহলে আরও বেশী ইকনমিক গুডস্ হত। কিন্তু তার বাজার খুবই সিমিত খুব বেশী হলে আসামের শিলচর করিমগঞ্জ পর্য্যন্ত। তার এখানে যে গুজব চলে যে আনারসে পইজন আছে। সেটি খেলে পরে রোগ হয় সেই সমস্তগুলি আইন করে বাধা দেওয়া উচিৎ। আনারস খেয়ে কোনদিন রোগ হয় না। কাজেই আমার রিকোয়েষ্ট থাকবে, সরকার উদ্যোগ নিয়ে যাহাতে নেরামেক ৫০/৬০ শতাংশ সেখানে হাত দেয়, রাজ্যের গরীব চাষীদের কথা মনে রেখে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ন্যারামেক একটা কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্ব সংস্থা। ১৯৮৮ সাল থেকে এখানে কাজ করছে। এবং তার যে কেপাসিটি আমি আগেই বলেছি ৬,৭০০ মেঃ টন মাত্র। ন্যারামেক কোন বছর তাদের টার্গেট অনুসারে ক্যাপাসিটি প্রকিউর করতে পারে না। এই হচ্ছে ঘটনা। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সব সময় চেষ্টা বা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যাহাতে রাজ্যের গরীব আনারস চাষীরা বেশী করে উৎপাদন করতে পারে তাদের কাছে যাহাতে বেশী করে অর্থকরী হয়। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার লেখা হয়েছে ন্যারাম্যাক কে অধুনিকীকরণ করার জন্য। কিন্তু কোন কার্যাকরী

উত্তর এখনো আমরা পাই নি। আগে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের সঙ্গে একটা চুক্তি ছিল যে এখানের তৈরী রস বা জুস কন্সেন্ট্রেটর এখান থেকে নিবে। কিন্তু এখন আর নেয় না। না নেওয়ার ফলে প্রশ্ন উঠল এখানে যে কয়টা প্রিজার্ভ করে ক্যামিকেল দিয়ে সংগ্রহ করে তারা বলল যে এই ক্যামিকেল দিয়ে রস আমরা নেবনা। আমরা আসল রস চাই। তা হলে আমরা কিনতে পারি, তা না হলে আমরা কিনবনা। এই বিষয়গুলি আসে, এই বিষয়গুলি আসার পরে তখন সেই ভাবেই ন্যারামেক তাদের মেসিনের যে ত্রুটি ছিল এইগুলিকে সারাই করার জন্য বোম্বে থেকে ইঞ্জিনিয়ার এনে চেষ্টা করল কিন্তু দেখা গেল যে এই মেশিন সারাই হলোনা। এই মেসিন সারাই না হওয়ার ফলে তারা আর কৃষকদের কাছ থেকে কোন আনারস কিনলনা। তার লাস্ট ইয়ারে মাত্র আনারস কিনল এবং এটার জন্য আমরা তাদের যে রিজন্যাল হেড কোয়ার্টার আছে সেখানেও আমরা তাদের দৃষ্টিতে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম যে এটা ঠিক কর্‌া কৃষক কোথায় যাবে। কিন্তু ন্যারামেক খুব উৎসাহজনক ভাবে সেই জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হচ্ছেনা। আমরা আরো চেষ্টা করব এবং পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ন্যারামেক যতই আনারস কিনুক না কেন এই আনারস বেশী বিক্রি হত আসাম সহ অন্যান্য রাজ্যে। গত বৎসর একটা গুজব ছড়িয়ে দিল যে ট্রাইবেলদের আনারসে বিষ মিশানো। এটা খেলে মারা যাবে। যার জন্য বিক্রি কমে গেল। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিটিং করলাম যেটা আমি আমার ষ্টেটমেণ্টে বলেছি সরকারী ভাবে বাংলাদেশ, বিভিন্ন সংস্থা, বে-সরকারী সংস্থা, যারা এই ব্যবসা করছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আনারসগুলি বিক্রির চেষ্টা করি। কিন্তু এইগুলি স্টোরিং করার কোন ব্যবস্থা নেই। এখন এই বিষয়গুলি দেখতে পারি এই আনারসগুলি এই কিভাবে বাজারজাতকরণ করা যায় এবং এটাকে সংরক্ষণ করা যায়। এই ব্যাপারে একটা প্রপার প্লেনিং নিয়ে আমরা অগ্রসর হব এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ-পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, এই যে দারচৈ বা বেতছড়া এই সমস্ত এলাকায় বা রাজ্যে যে আনারস হয় সেটা ভারত এর মধ্যে এবং বাইরেও আনারস কিনছে। কমলা আর আনারস এটা ত্রিপুরা রাজ্যের খুবই উন্নত মানের। খুবই মিষ্টি এবং রসালো। এটা ভারতবর্ষের মধ্যে খুবই গ্রহণযোগ্য। এখানে গত কয়েকটা বৎসর ধরে দারচৈ পেক্স তারা আগে আনারস কিনত কিন্তু এখন তারা আর আনারস কিনছেনা। তারা ক্রয় করা বন্ধ করে দিয়েছে।

আর দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে এই আনারস যেটা ন্যারামেক কিনছে আর সেখানেও দেখা গেছে যে তারা আড়াই কেজির কম ওজনের আনারস তারা কিনছে না। তারা আড়াই কেজি ওজনের

আনারস কিনছে। কিন্তু সব আনারসের ওজনেত আড়াই কেজি হবে সেটা সম্ভব না। এই মেশিনটার মধ্যে কোথাও ক্রটি আছে। আমি নেরামেকের সঙ্গে কথা বলেছি তারা বলেছে যে, যে মেশিনের মাধ্যমে আনারসের চামরাটা ফেলে দেওয়া হয় এই জায়গায় যদি আমরা আড়াই কেজি ওজনের কম আনারস ঢুকিয়ে দেই তা হলে চামরাসহ চলে যাবে। এই আড়াই কেজি ওজনের নিচে তারা কিনতে চায়না। এটা যেহেতু সেন্ট্রাল গর্ভমেন্টের স্কীম হতে পারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বাইরে না। আলোচনা ক্রমেই হয়েছে এবং এটাকে আরোও অধুনিকীকরণ করে এটা ছোট হোক বড় হোক রস নিয়ে হয়েছে কথা। এটা যদি করা যায় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগ নেবেন কিনা এবং পেক্সাস-এর মাধ্যমে ক্রয় করা যায় কিনা এটা সমবায় মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে ক্রয়ের ব্যাবস্থা করা হবে কিনা। যাহাতে কৃষকরা মার না খায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— স্যার আমি তো বলেছিলাম যে কৃষকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় গত বার যা হয়েছে পরবর্তী সময়ে যাতে না হয় তার জন্য একটি প্রপার প্ল্যানিং এই আনারস গুলো বাজারজাত করার চেষ্টা নিশ্চই আমাদের আছে।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) ঃ— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, আনারস শুধু ন্যারামেক কিনে না গতবার ন্যারামেক কিনার পরে আনারস চাষীরা মার খেয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের টি এস আই সি কিনে থাকে কিন্তু ঐ বছর কিনেছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী এর কাছে এই রকম তথ্য আছে কিনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— স্যার আমরা সবাইকে বলি যখনই আনারস প্রডাকশন হয় তার প্রায় একমাস বা দুই মাস আগে সবাইকে বলার চেষ্টা করি যে যারা যে রকম আনারস দরকার যাতে রস দেখে আনারসটা কিনে। কাজেই টি এস আই সি বাদ যাবে না তারাও কিনেছে কিন্তু সব আনারস কিনবার ক্ষমতা তাদের থাকতে হবে না। এটা বলে অর্থ নাই। এবং সমস্ত এ ডি সি কে আমরা অনুরোধ করি, গতবারই এই ধরণের ঘটনা হয়েছে বাইরের ব্যাবসায়ীরা নানা ধরণের ভয়, থ্রেট ইত্যাদি দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আর না প্লিজ বসুন।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ—স্যার গতবার যে আনারস চাষীদের যে বিপাকে ফেলল, স্যার এই বিপাকে ফেলার ব্যাপারে কোন তদন্ত হয়েছে কিনা। এই ঘটনা কারা ঘটালো।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী ঃ— স্যার সরকারী ভাবে যে উদ্যোগ নিয়ে যারা এই আনারসের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে নিয়েই এই ধরণের আলোচনা করে মিটিং কি সর্বদলের মিটিং থাকতে হবে এটা তো আমার অভিজ্ঞতা নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো লেয়িং অব, রিপ্লাইস্‌ টু দি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্‌। বিধানসভার গত অধিবেশনে পোস্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৩ এবং আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্‌ নাম্বার ৭২ এবং ১৩৪ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখন আমি শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ডষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৩ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, গত অধিবেশনে পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৩ এবং আনস্টার্ড কোয়েশ্চানস্‌ নাম্বার ৭২ এবং ১৩৪-এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭২ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীসুকুমার বর্ম্মন (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭২ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করছি। **ANNEXURES-'E' & 'F'**

PRESNTATION OF THE REPORT OF THE AD-HOC COMMITTEE ON QUESTIONS

Mr. Speaker :—Now the business before the House, presentation of the Report of the AD-HOC Committee on the Question of the formation of Departmentally Related Subject Committee in the Tripura Legislative Assembly.

Now, I request the Hon'ble Minister, Ex-Officio Chairmen of the Ad-hoc Committee, Shri Keshab Majumder to present a copy of the Report of the Ad-hoc Comnittee on the Table of the House.

Shri Keshab Majumder (Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to present a copy of the report of the Ad-Hoc Committee on the Question of Formation

of Departmentally Related Standing Committee in the Tripura Legislative Assembly on the Table of the House.

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 2001–2002

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :–'২০০১-২০০২ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উত্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ'। আজকের কার্যাসূচীতে ২৫ টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনার শেষে ভোট গ্রহণ হবে। মাননীয় সদস্য মহোদয়গন আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচী অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং সেই সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে পাশ করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাটমোশানস্) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গনকে অনুরোধ করব তাঁরা তাঁদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন এবং তারা তাঁদের নামগুলো দেবেন।

STATEMENT MADE BY CHIEF MINISTER

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে প্রথম বেলার অধিবেশনে গতকালকে শিখরিয়ায় যে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমনের কারণে তাতে মাননীয় সদস্য কাশিরাম রিয়াং মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। আমি বলেছিলাম যে বিকেলের অধিবেশনে দেব, এই ষ্টেট্ম্যাণ্টটা পড়ছি।

On 15.03.2001 at about 1830 hrs unknown extremists 10/12 in civil dress armed with sophisticated weapons including AK-47 entered Shikharia market from Batambari side and opened indiscriminate firing resulting severy injuries to 7 persons out of which one (unknown tribal youth) died at the spot and another one (non-tribal youth) succumbed to his injuries on way to G B Hospital. They also opened fire towards Police party (HC-1, Constable-3) which was present at the market causing extensive damage to Police vehicle, Police persons took position and returned the fire,

Police party from the P.O informed PS Bishalgarh over wireless where from SDPO and O/C PS along with reinforcement rushed to the spot. Police party from nearby Lalsighmura DAR camp reached Sikharla immediately and chased the extremists.

An encounter between the chasing Polisce party and the extremists followed. However, there was no causality on either side. Police fired 8 rounds from stengun, 20 rounds from SLR and 4 rounds. 303 rifles. Police shifted the dead body of an unknown tribal youth and other infured persons to Bishalgarh hospital.

On receipt of information DIG, Range, SP (West), Addl. SP (Rural/West) also rushed to the spot and supervised investigation and combing operations, Three ops parties from CRPF ex-Chechrimail, and TSR ex-Gakulnagar/Beshalgarh were sent from different directions to cover all possiblet retreat routes. All the security camps, BSF BOPs. and PSs in the district were alerted to prevent any ethnic flare-up and escape of extremists. Nearby South district was also alerted. During operations following two persons were detained by the security forces on suspicion of their involvement in the case.

1. Prasun Dabbarma (25). S/O Shri Rabindra Debbarma of Bathanmura PS Bishalgarh.

2, Chadra Kumar Debbarma (42) S/O Late Pravat Debbarma of do.

Additional forces including STF and CRPF from other parts of the district were also rushed which are now conducting special operations in the area. Six empty cartridges of AK series rifle, 3 empty and one misfired round of 9mm ammunition were recovered. from the P. O.

The list of victimcs of the incident is given as under :—

1. Unknown tribal youth aged about 22 years died on the spot. He had thee bullet and sharp cutting injury)

2. Shri Surajit Ghosh @ Neetu (24) S/O Shri Sadhan Ghosh of Sikharia PS Bishalgarh. (succumbed to his injuries on way to G.B. hospital. He had bullet injury).
3. Shri Haradhan Debnath (50) S/O Late Kulak Debnath of do PS do.
4. Smti. Anjali Debnath (45) W/O Shri Haradhan Debnath of do PS do.
5. Kishore Debnath (14) S/O Shri Haradhan Debnath of do PS do.
6. Abdul Rashid Miah (70) S/O Late Hussein Ali of do PS do.
7. Dhiraj Debbarma (24) S/O Late Gobinda Debbarma of Mandabkilla PS do.

(SL No. 3 to 7 sustained bullet injuries and shifted to G.B Hospital).

MOTIVE—Seems to be terrorising the non-tribals of Sikharia so that they move fo another place and to attack police party.

GANG INVOLVED—From the circumstantial evidences collected so far, the incidents seems to be handiwork of NLFT extremists.

CASE—On the complaint of Sri Swapan Ghosh S/O Sri Purna Chandra Ghosh of Sikharia, PS Bishalgarh, Bishilgarh PS case no. 18/2001 u/s 148/149/326/302 IPC and 27 of Arms act has been registered in c/w the case. Post mortem examinations on the dead body of deceased are being arranged.

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য (বড়দোয়ালী) ঃ—পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, গত কাল যে এই রকম ঘটনা হবে, ইনটেলিজেন্টস ডিপার্টমেন্টের তারা কোন প্রি-ইনফরমেশেন দিয়ে ছিল কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—এই রকম তো আসলে আমার জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, এর আগেও এখানে পাশ্ববর্তী গ্রাম থেকে অনেকেই উগ্রপন্থীর ভয়ে গ্রাম ছেড়ে এখানে চলে আসে। তারপর বহুদিন ধরে তারা এখানে ক্যাম্পের দাবি করে আসছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এখানে ক্যাম্প দেওয়া হয়েছে কিনা। আর ক্যাম্প না দেওয়া হলে কেন দেওয়া হল না যার ফলে এই ঘটনা ঘটেছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথাটা আগে বলেছি, হয় তো মাননীয় সদস্য লক্ষ্য করেননি। অল রেডি সেখানে একটা ক্যাম্প আছে। যারা ফাষ্ট রাস

করেছেন তারাই প্রথম অ্যাটাক্ হয়েছে। এখানে অল রেডি একটা ডি, আর, এ আছে, একটু দূরে মানে কি প্লেস অফ অকারেন্স কোন জায়গা হবে এই রকম জেনে কি কোন জায়গায় দেওয়া যায় না। আসলে বাজারের পাশেই শিখুরিয়া গ্রাম ? সেখানে আপনিও গেছেন, আমিও গেছি। লালসিংমুড়া এই জায়গাটার মধ্যে তারা নতুন করে কর'র চেষ্টা করছে। আজ থেকে ৭, ৮ মাস আগে তো এখানে পর পর কতগুলি ঘটনা হয়েছে এবং এটার জন্য স্পেশাল অপারেশন কনডাকট করা হয়েছে এবং স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। ঐ এলাকাটা একটা বিরাট রেডিয়াম প্লেস এডজাষ্ট ইন সোনামুড়া সাবডিভিশন, এই দিকে বিশালগড় বিরাট রে ডয়াস প্লেস বেশ কয়েক জায়গায় এই ধরণের ঘন ঘন ক্যাম্প আছে। এনটি ডোগাটক স্কোয়াড থেকে আরম্ভ করে সবটাই আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা আপনি বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—ক্যাম্পে যারা ফোর্স ছিল তারা কি ক্যাম্পের ভিতরেই ছিল।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্য এটা তো ঠিকই তারা একটা ক্যাম্পাস বা আউট পোষ্টের মত কাজ করছে। বাজার বসছে অল ইন সার্ডেন, সেটা মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন, আগে থেকে কোন ইনফর্মেশন ছিল কি না। এটা আমার জানা নেই। কিন্তু তারা আছে বাজার হয়, সন্ধ্যা ৭ বা ৭.৩০ এর পরে হয়েছে। এটা একটা সাপ্তাহিক অ্যাটাক। ইট ইজ প্রি -প্লেন অ্যাট্যাক। এটা তো ঘটনা। এবং উগ্রপন্থীরা যখন আক্রমন করে তখন তারা একটা প্লেন নিয়ে করে। যদি আগে থেকে জানা যায় তাহলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, নিশ্চইয় জানেন এটা একটা বড় বাজার। এখানে যদি ৫ জন পুলিশ পাহাড়ায় থাকে তাদেরকে দৌড়ে যেতে হবে, তা নয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় সদস্য আমি যেটা বলবার চেষ্টা করছি। পুলিশ তারাই প্রথম অ্যাটাক্ হয়েছে। তারা যদি সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিতেন তাহলে সেখানে আরও বড় ধরণে ঘটনা ঘটতে পারত। এবং ওখানে তারা যখন একদিকে মোভ করছেন তাদেরকে কাউন্টার করছে। অপর দিকে তারা বিশালগড় পি এস এর সঙ্গে যোগাযোগ করছে। এটা কাছাকাছি হওয়াতে খুব দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া গেছে। না হলে আরো বড় ধরণের ঘটনা ঘটে যেতে পারত।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ আমার ছোট একটা প্রশ্ন স্যার, মন্ত্রী মহোদয় যেহেতু বলেছেন লালসিং মুড়াতে এটা ঠিকই আছে। কিন্তু পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা করবেন কিনা আর একটু টেনকথ বাড়িয়ে।

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে স্যার, যে কোন ঘটনা যখন উগ্রপন্থীরা করে যায় যে কোন দল তারপরে একটা বিস্তৃত এলাকা বলে সেখানে হয় কি একটা টেনসান হয় একটা দাঙ্গার সৃষ্টি হয় একটা ঘটনার সঙ্গে আর একটা ঘটনা যুক্ত হয়ে যায়। শিকরিয়ার লালসিংমুড়া একটা বিস্তৃত এলাকা। এখন আমার কাছে খবর আছে স্যার যে ১০টায় আসার সময় খুব টেনশন চলছে। যাতে সাম্প্রদায়িক কোন ঘটনা না হতে পারে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—এটা কালকে ঘটনার প্রথমেই ইন্‌ফরমেশানের সঙ্গে সঙ্গে ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে। আমাদের ডি,জি অসুস্থ আমি জানতাম না। যখন প্রথম খবরটা আমাদের পার্টি অফিসে আসে সেই সময় আমি এই বিধানসভা শেষ করে সেক্রেটারিয়েটে গেছি। বিশালগড় পার্টির সেক্রেটারী সুব্রত চক্রবর্ত্তী এই যে কমরেডটি মারা গেলেন ওখানকার তার ডেডবডি পৌঁছে তিনি ফিরে এসেছেন। বাড়িতে আসার পর তিনি খবর পান এবং তিনি প্রথম ইন্‌ফরমেশান দেন আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি কথা বলার চেষ্টা করি পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে। তখন তারা অফিস থেকে বেড়িয়ে গেছেন। ডি,জিকে বাড়িতে কনট্রাক্ট করি তিনি অসুস্থ। তিনি বললেন আমি এইমাত্র খবর পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে যা ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে সেই এলাকায় রি-ইন্‌ফোর্স কর। বিশ্রামগঞ্জ বাজার, চড়িলাম বাজার বিশালগড় এই জায়গাগুলোতে ইমিডিয়েটলি সেখানে রি-ইনফোর্স কর যাতে অন্য রকম ঘটনা ঘটতে পা পারে। এই এলাকায় মনিপুরিরা আছে, ট্রাইবেলরা আছে, মুসলিমরা আছে, তপশীলিরা আছে এই এলাকার বিভিন্ন গ্রামে। এটা আমার সুভাগ্য দুর্ভাগ্য যাই বলুন আমার ঘোরবার কিছু সুযোগ হয়েছে। সব বাড়ীতে আমি যেতে পারি নি কিন্তু এই এলাকাটাতে এক সময় আমাদের সংগঠন খারাপ ছিল না এখনও যে খারাপ ঘটনা তা না। আক্রমণের জন্য এই বাছাই করার একটা অন্যতর কারণও হতে পারে। ট্রাইবেল, মুসলিম, মনিপুরী তপশীলি সবাই মিলে তারা সেখানে রাত জেগে পাহাড়া দেন এটা ঘটনা। এখানে যেটা বলেছেন আউট পোষ্টের সংখ্যা খুব কম তার বেশী কিছু না। ৪/৫ জন এটা তো এলিমেন্ট টেরাটরি নাথিং এলস্। গ্রামের মানুষ মিলে কিন্তু এখানে পাহাড়াদারীর ব্যবস্থা তারা করেছেন। গ্রামের মানুষের সহযোগিতা ছাড়া পুলিশের পক্ষে বেশী কিছু করা সম্ভব না। যেটা আপনি বলেছেন এটা অলরেডি কালকে বলা হয়েছে এবং ১১-৪০ এ (রাত) লাষ্ট ইন্‌ফরমেশান নেই। ফরম যাই এস,পি অপারেশন। কারণ বিভিন্ন রকম খবর আসাতে অনেকে বলেছে ২০-২২ জন ইনকোল্ড হয়েছে। এই রকম খবর আসছিল। লাষ্ট যে খবর তখন যারা আক্রান্ত হয়েছেন সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। দুই জন সেকাম করেছেন, একজন অন্ দি স্পষ্ট তার ডেডবডি হচ্ছে বিশালগড় হাসপাতালে আর একজন অন্ দি ওয়ে মারা গেছে।

মিঃ স্পীকার :— আলোচনা শেষ হয়েছে এখন বাজেটের উপর আলোচনা হবে। কাট মোশান সহ। আমি মাননীয় সদসাদের জানাচ্ছি আলোচনার তো সময়টা আজকে কম কাজেই এখানে বিরোধী দল ৩০ মিনিট আর ট্রেজারী বেঞ্চ ৪৫ মিনিট। মোট এক ঘণ্টা ১৫ মিনিট-এর বেশী হলে কারণ তারপরে প্রাইভেট মেম্বার রেজিলিউশন আছে। দীর্ঘ সময় চলে যাবে তারপরে পাসিং মোশান আসবে। তাতেও অনেক সময় নেবে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে বলব উনার আলোচনায় অংশ নিতে। ৫ মিনিট করে ৬ জন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : আমি দুই মিনিট সময় নিয়ে ২টি সাবজেক্টের উপরে বলব। এটা হচ্ছে শিক্ষার ব্যাপার। মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে বিরাট ট্রাইবেল এলাকা নন-ট্রাইবেল এলাকা গ্রামে পাহাড়ে যেখানেই উগ্রপন্থী আছে যেখানে নেই সব এলাকাতেই বিশাল একটা অঞ্চল জুড়ে শিক্ষা ব্যবস্থা অচল। এই ব্যাপারগুলি শুধু একস্‌ট্রিমিষ্ট প্রোভলেম এই হিসাবে দেখা উচিৎ হবে না। আমার প্রস্তাব হচ্ছে উনার এলাকার শিক্ষকদের প্রতিনিধি, অবিভাবকদের প্রতিনিধি এবং এলাকার যে রাজনৈতিক প্রতিনিধি ছাত্রদের প্রতিনিধি গিয়ে বসে যদি শিক্ষা দপ্তর উদ্যোগ নেয় তাহলে পরে এটা এখনও ৫০ পারসেন্ট ইনভলব করা যায় খুব কম সময়ের মধ্যেই। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার অম্পি এলাকার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছিল। কিন্তু এখানে শাসক দলের চাপে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এখানে যারা অম্পিনগর হয়ে লিখেছেন এটা আমি মিনিষ্টারের কাছে নিতে চাই। ওরা লিখেছেন যে এখানে কোন ক্লাস হচ্ছে না। ওখান থেকে মাষ্টারদের নিয়ে আসা হয়েছে। এখানকার প্রধান শিক্ষক ভরত দেববর্মা, করনীক উষা দেববর্মা এবং হোষ্টেল সুপারিনটেনডেন্ট প্রদোষ চৌধুরী এই তিন জন মিলে অম্পি এলাকায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি এই ব্যাপারে চিঠি পাঠিয়েছি যে সেখানে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। আর সেখানে ষ্টাইপেণ্ড ঠিকমত যায় না। বডিং-এর মধ্যে খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক মত মিলছে না ছাত্রদের। এই সংকট ব্যবস্থা থেকে কি করে মুক্তি দেওয়া যায় এটা আপনি ব্যবস্থা নিন। আমি আবার বলছি এই এলাকায় যদি বিভিন্ন স্কুল এক সঙ্গে ব্লক ভিত্তিতে অথবা এলাকা ভিত্তিতে মিটিং করেন তাহলে সেখানে একটা সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। আর পঞ্চায়েত ব্যাপারে আমি আরও এক মিনিট কথা বলব। এখানে গণতান্ত্রিক সংস্থা তার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চলছে। পঞ্চায়েতে বিরোধিয়া গণতান্ত্রিক মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের উপর আক্রমণ প্রতিনিয়ত চলছে। কোন ক্ষমতাই তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না, কেড়ে নেওয়া হয়েছে এই পঞ্চায়েতের সমস্ত অধিকার। যেমন এখানে আড়ালিয়া গাঁওসভায় ৯ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে ৪ জন কংগ্রেস এবং ৫ জন বামফ্রন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। এই চার জনের মধ্যে তিন জন কংগ্রেসের মহিলা এবং এক জন পুরুষ আর বাম ফ্রন্টের পাঁচ জনই পুরুষ। এই গাঁও সভাটা মহিলা প্রধানদের জন্য সংরক্ষিত।

কিন্তু হঠাৎ করে মিটিং বসে তার বিরোদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়েছেন। অনাস্থায় বামফ্রন্টের ক্লোজ বেশী তাই সেখানে খারিজ করে দিয়েছেন। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল যে এটা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত তখন দাবী উঠল যে সেখানে আবার নির্বাচন করতে হবে। সেখানে আবার বিরোধীরা জিতলেন। তাকে আবার নমিনেশন করা হল। পরে তাকে নোটিশ দেওয়া হল যিনি আইন মত মহিলা সংরক্ষিত আসনে ওই ক্ষমতা পেতে পারেনা। অথচ তাকে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখানে সমস্ত পঞ্চায়েত ফাণ্ড থেকে টাকা তুলে আত্মসাৎ করেছেন। ঘর তারা দিচ্ছেন, গাড়ী কিনেছেন এই রকমভাবে একটা ব্যবস্থা করে যাচ্ছে। তারপর অমরপুর মহিলা ও বীরগঞ্জ দুটি বিরোধী দলের। পঞ্চায়েত ব্লক থেকে সমস্ত বেনিফিসিয়ারী সিলেকশান করা হয়েছে। বাম নেতারা সবটা সিলেকশান করেছেন। এই করে সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ইরিগেশনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ইরিগেশনের দিকে তাকালে দেখব কোন নতুন প্রজেক্ট নেওয়া হয় নি। এমন কি যে সব লিফট ইরিগেশন প্রজেক্ট ছিল সেগুলিও সবগুলি অচল হয়ে আছে। স্যার, আর এখানে পানীয় জল নিয়ে কত কথা বলা হচ্ছে? স্যার, পানীয় জল নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। গতকালও আমার এলাকা থেকে ৩ ৪ জন লোক এসে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে এবং দুর্নীতি নিয়ে কথা বলে গেছে। আর এখানে মন্ত্রী বড় বড় কথা বলছেন। মন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। আমি জানি না, তিনি পদত্যাগ করবেন কিনা? কাজেই এই বাজেট অর্থহীন। এই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং বিরোধী দল দিকে আনীত সমস্ত কাট মোশানের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এখানে এনেছেন তার সবগুলি কাট মোশনকে সমর্থন করে এবং মূল যে গ্রান্ট সরকার চেয়েছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমরা বিরোধী দল থেকে যদি কাট মোশান আনি, তাহলে দেখা যায় ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় মন্ত্রীরা রাগ করেন। কেন রাগ করেন জানি না। এই কাট মোশান দেখলেই মনে হয় তাঁদের এলার্জি হয়। এখানে বসে তাঁদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চুলকানি হয়। স্যার, এখানে তো ১৭ জন মন্ত্রী আছেন। এই ১৭ জন মন্ত্রীর মধ্যে কেহ কি বলতে পারবেন ১৭ জনের মধ্যে উনার দপ্তরটাই ভাল চলছে? স্কুল খুলে না? উনারা বলবেন, উগ্রপন্থীর কারণে খুলে না। স্বাস্থ্যের কথা বললে বলবেন, ডাক্তার যেতে চান না। বিদ্যুৎ বাইরে থেকে আসে না। কৃষির কথা বললে, বৃষ্টি হয়, তাই ফসল উৎপাদন হয় না, আর, ডি-র কথা বললে, ভূমির জল স্তর নেমে গেছে কিংবা ত্রিপুরায় খরায় জল শুখিয়ে গেছে,কাজেই ইরিগেশন হয় না। কাজ হয় না দেখেই আমরা এখানে কাট মোশন আনি। উনারা

কেন সেটা বুঝতে চান না আমরা বুঝি না। স্যার, কাজ না হলে কি হবে মূল বাজেট আসার আগেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পাশ করতে হয়। স্যার, পেটের অসুখ থাকলে এত খান কেন? তাহলে কোনটা ধরে নেব? পেট অসুস্থ নয়? মাথা ছোট, পেট মোটা। সবতো পেটে ঢুকছে। কই, আমাদের তো এরকম চেহারা নয়?

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ—আয়নায় নিজের চেহারা দেখুন)

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখি বলেইতো বলছি। স্যার, রতন বাবু বলেছেন, ফয়জুর বাবু নাকি ধর্মনগরে গেলে বাদশা হয়ে যান, আর হাউসে আসলে নিরিবিলিতে থাকেন। সত্যি স্যার, কি করে যে কথা না বলে থাকেন, বুঝতে পারি না। পাশের মন্ত্রীর সঙ্গেও একটা কথা বলেন না। স্যার, আমি উনাকে এখানে লক্ষ্য করেছি। শুধু বসে বসে পান চিবান। এই পান চিবান বন্ধ থাকে না। স্যার, ডিমাণ্ড নং ৬, মেজর হেড ২২৩৫ সেখানে আমার ওয়াকফ্ বোর্ডের উপর একটি কাট মোশান আছে। ওয়াকফ্ বোর্ডের মাদ্রাসা আছে, কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। আমরা দেখেছি, আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। এখানে প্রশ্নও করেছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারেন নি। ওয়াকফ্ বোর্ডের টাকা আছে, কিন্তু কয়টি মুসলিম টাকা পেয়েছে? ওরা কোন টাকাই পায় নি। উনি কত টাকার পান চিবান আমার জানা নেই। তবে ওয়াকফ্ বোর্ডের সব টাকা পান চিবাতেই লেগে যায়। কাজেই মারিং ছাড়া আর কিছু করার নেই। স্যার, তারপর ডিমাণ্ড নং ৬, মেজর হেড ৩৪৭৫ ওয়েট অ্যাণ্ড মেজারস্। সেখানে আমার একটি কাট মোশান আছে। ওজন ও পরিমাপ দপ্তর। এই ধরণের যে একটা দপ্তর আমাদের রাজ্যে আছে এটা বোঝা বড় কঠিন স্যার। আজকে এক কেজি'র জায়গায় সাড়েসাতশত গ্রাম দিয়ে অসাধু ব্যাবসায়ী আজকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। আইনে আছে ওজনে যদি একটু কম হয় তাহলে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। স্যার, আইন আছে, সেটা দেখার জন্য অফিসারও নিয়োগ করা আছে, ইনসপেকটর নিয়োগ করা হয়েছে। সমস্ত কিছুই আছে, ঢাল আছে তরোয়াল আছে কিন্তু কাজ নেই। স্যার ওরা কাজ করে না। আজকে রাজ্যের সবত্রই এই অপরাধমূলক কাজ হচ্ছে মানুষকে ওজনে কম দেওয়া হচ্ছে, ঠকানো হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মুচকি হাসছেন। সত্য বলেই হয়তো তিনি হাসছেন। এই সত্য জিনিষটা যদি উনি এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলতেন তাহলে আরও ভাল হতো, সুন্দর হতো। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বুঝতে পারত যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আসলে কিছুই করতে পারছেন না। এখানে তাদের বেতন দেবার জন্য টাকা ধরতে হবে। তাদের টি, এ, ডি, এ, কোথা থেকে ফলস বিল এনে দিল তার জন্য টাকা দিতে হবে। এইভাবে স্যার দপ্তরটা চলছে। স্যার, অসাধু ব্যবসায়ীরা কোন সময় পাল্লার মধ্যে মাটি দেয়, কোন সময় পাথরের মধ্যে চুম্বক লাগিয়ে, কখনও বা লোহার দাঁড়ি পাল্লার পরিবর্তে কাঠের মোটা ডাণ্ডা এবং তাতে মোটা দড়ি বেঁধে ওজনে কম দিচ্ছে। নানাভাবে তারা মানুষকে ঠকাচ্ছে। কিন্তু ওজন ও পরিমাপ দপ্তরের কোন একটি

ভিজিট এখানে নেই। তারপর স্যার, এ্যাক্সপেণ্ডিচার অন ডিজেল পাওয়ার। ডিজেলের যে পাওয়ার মেশিনগুলি চলছে, সেগুলি মান্ধাতা আমলের। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বড় বড় করে বলেছেন যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। এইগুলি কি পরিবেশ দূষণ করছে না? এগুলি কত সাল আগের? গাড়ীর ক্ষেত্রে একটা সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে এর পর এগুলিকে সারাই করতে হবে। বম্বে এবং দিল্লীতে এগুলি করা হয়েছে। ত্রিপুরাতে এখনও করা হয় নি। কিন্তু ডিজেলের মেশিনগুলি কি পরিবেশ দূষণ করছে না। নিশ্চয়ই করছে। কিন্তু এগুলিকে সারাই করা হয় না। বছরের তিন ভাগের দুই ভাগ সময় এই গুলি নষ্ট থাকে। এগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবেশ দূষণ করছে এবং এই ডিজেলের মেশিন প্রাইভেটেও চলছে শহরের প্রতিটি অলিতে গলিতে। এগুলি অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ। কারণ, এগুলি থেকে শব্দ দূষণ হচ্ছে, পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। তারপর স্যার, যারা গরীব, বিশেষ করে যারা রোগী তাদেরকে সাহায্য করার জন্য টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। গরীব উনারা কাদেরকে বুঝতে চাইছেন। আগে বলা হত বামফ্রণ্ট সরকার গরীবের বন্ধু। তারা রাজ্যের কর্মচারীদের বন্ধু। এই ধরণের শ্লোগান আগে শুনা যেত। কিন্তু এখন আর শুনা যায় না। এখন তারা পুঁজিপতিদের বন্ধু। চন্দন বসুর মতো পুঁজিপতিদের বন্ধু। তাদেরকে উনারা কাছে পেতে চান। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুঁজিপতিদের, কনট্রাকটরদের পয়সা পাইয়ে দিতে চান। আজকে গরীবের কথা বুঝতে চান না। সরকার থেকে ফিনান্সিয়াল এসিষ্ট্যান্স পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে টাকা দেওয়ার নীতি আছে। মুখ চেনা মুগের ডাল" স্যার, কারণ যারা পার্টির কেডার তারা গরীব না হলেও তাদের দেওয়া হচ্ছে কিন্তু যারা আসল গরীব এবং যারা অন্য পার্টি করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টার বলছেন লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। কিন্তু সেই টাকা তো ঠিকভাবে খরচ করা হচ্ছে না। কথায় কথায় মাননীয় মিনিষ্টাররা বলেন আর্থিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া রাজ্য। কিন্তু সি, পি এমের পার্টির অফিস দেখলে তো সেটা মনে হয় না। কারণ উনাদের মেলারমাঠের পার্টি অফিস শ্বেত পাথর এবং মোজায়েক দিয়ে তৈরী করা হয়েছে ঠিক যেন স্বর্ণ মন্দির দিল্লীর পার্টি অফিসেরও একই অবস্থা। বিলোনীয়া, ধর্মনগর, খোয়াই প্রত্যেকটা জায়গাতেই এই ভাবে পার্টি অফিস তৈরী করা হয়েছে। এমন কি গণ্ডাছড়ায় সেই গরীব মেহনতীর মানুষের রাজ্যে এই ভাবেই পার্টি অফিস তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য টাকা কোথা থেকে আসে? এই টাকার কথা জিজ্ঞাসা করলেই বলা হয় আমরা চাঁদা তুলে পার্টি অফিস তৈরী করে। আসলে কিন্তু তা নয়, কারণ বাজেটের এই দরিদ্র রাজ্যের গরীব মেহনতি মানুষের জন্য যে টাকা দেওয়া হয় সেই টাকা দিয়েই উনারা পার্টি অফিস তৈরী করছেন? এই ভাবেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রকে বঞ্চিত করে এবং গরীব মানুষকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তার জন্য এই সভায় আমরা বার বার বলেছিলাম কিন্তু মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বলেছে সমস্ত কিছুই নাকি করা হচ্ছে। তাহলে আজকে কেন ট্রাবেলদের এই অবস্থা। ট্রাইবেলদের আর্থিক কাঠামো

উন্নতি করার জন্য আমরা বার বার বলেছি এবং তাদের জমি ফেরৎ দেওয়ার কথা বলেছি কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেন উপজাতি, উপজাতি করবেন না। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ১০ লক্ষ উপজাতি যারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই হাউসে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বার বার বলা হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে উনার নাকি আত্মিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের রাজাদের বহু স্মৃতি বিজড়িত যে মালঞ্চনিবাস সেই মালঞ্চ নিবাসকে তো রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। স্যার, ট্যুরিজম ডিপার্টমেণ্ট কি করছে? স্যার, এখান থেকে বিধানসভা যখন চলে যাবে তখন এই বিধানসভারই একই অবস্থা হবে। স্যার, তাই বলছি বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকাগুলি সঠিকভাবে খরচ করা হচ্ছে না এবং অপচয় করা হচ্ছে সে জন্যই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাট মোশান আনতে হয়েছে। সে জন্যই বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেই কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে এবং মূল বাজেট-এর তীব্র বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমার ৩টি কাটমোশান আছে। আমি খুব সংক্ষেপে বলব এবং একটার উপর আলোচনা করব। আমার বাকী যে সময়টা থাকবে সেটা রতনবাবুকে দেওয়ার আপনার কাছে অনুরোধ করছি। স্যার, বিরোধী দল কর্তৃক আনীত সমস্ত কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার ডিমাণ্ড নং ৩১, মেজর হেড ২৫০৫ "Need to stop Corruption & party viasness on Jawhar Rozgar Yozana."

জওহর রোজগার যোজনা। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এটা অত্যন্ত দরকার গ্রামের মানুষকে শক্তিশালী করার জন্য এবং তাদের রুজি-রোজগারের জন্য এটা একটা বিরাট পরিকল্পনা। আমরা দেখতে পাই গ্রামের যারা বি পি, এল কার্ড হোল্ডার তারা কিছুই পায়না, যারা পার্টির ওয়ার্কার তাদেরকে ঘরে বসিয়ে টিপ সই দিয়ে পাইয়ে দেওয়া হয়। কাজেই আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রীকে এগুলি যাতে ইমপারশিয়েল হয় সেগুলির দিকে নজর দেওয়ার জন্য। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমার বাকী সময়টা যাতে রতনবাবুকে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টার বাদল চৌধুরী মহাশয় ভাষণে বলেছিলেন যে এখানে উপজাতি ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হতে পারেনি এমন কোন ঘটনা নাই। আমরা সবাইকে ভর্তি করে দিয়েছি। আমার কাছে ২৫ টা নাম আছে যারা ত্রিপুরা ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হতে পারে নাই।

এখানে ভর্ত্তি হতে হলে টোট্যাল ৩৯ পারসেনটিজ এবং সাবজেক্ট ওয়াইজ ৪৫ পারসেনট পেতে হয়। এখানে পলিটেকনিকেও ৩৫-৩৬ পারসেন্ট পেলেই ভর্ত্তি হয়ে যায়। কাজেই ইউনিভারসিটিতেও এগুলি রিলাক্স করে অন্ততঃ তাদের ভর্ত্তির ব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন রইল। তারপর স্কুলের কথা বলে লাভ নেই। কোথাও স্কুল বন্ধ আছে কোথাও খোলা আছে। এটা পরিস্থিতি এইরকম। কিন্তু সেগুলি চলছে যেমন ময়নারমা, ছৈলেংটা মনু, ছামনু এগুলিতে ছাত্রও আছে, মাষ্টারও আছে। ময়নারমা, ধূমাছড়া, মাছলি এগুলিতে কোন ডিসটারবেন্স নাই, মাষ্টারও আছে, ছাত্রত আছে। ময়নারমার রেজাল্টও প্রত্যেক বৎসর ভাল হয়। কিন্তু সেখানে সমস্যা হল, সেখানে বসার জায়গা নাই, বসার জায়গা মোটেই ভাল না। সেটা কিভাবে ব্যবস্থা করা যায় সেটা দেখার জন্য অনুরোধ করছি। তারপর কৃষি মন্ত্রী বলেছেন বিজয় বাবুর প্রশ্নের উত্তরে যে আনারসের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিছু করছে না। হ্যারামেকের কথা বলা হয়। এটা আমাদের জানা আছে, এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট আণ্ডারটেকিংস। তাদের উপর বসে থেকে-ত লাভ নেই। রাজ্য সরকারেরও রেসপনসিবিলিটি আছে। এখানে দারচই বেতছড়াতে প্রতি বৎসর ১০ থেকে ১২ লাখ আনারস উৎপাদন হয়। গতবার ২৫ পারসেণ্ট বিক্রী করতে পারেননি। এটা অঘোরবাবু নিজেই জানেন এবং বলেছেন তার ষ্টেটমেণ্টে কি কি কারণে এটা হয়েছিল। এখানে টি. এস, আই, সি থেকে একটা ব্যবস্থা নিয়ে সেগুলি প্রিজারভেশান করে রাখা যায় কিনা তার জন্য মানমীয় সদস্য অনিলবাবু বলেছেন। বাইরে-ত আনারসের দাম খুব বেশী। দিল্লীতে ১ গ্লাস আনারসের জুস ১২ টাকা থেকে ১৫ টাকা করে কিনে খেতে হয়। ফলে ত্রিপুরার আনারস, এটা যা তা আনারস নয়। কাজেই এইভাবে আনারস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা ত ঠিক না। এটা দুর্ভাগ্যজনক। তাদের গতবারও প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন লাখখানেক টাকা খরচ হয়েছে। এটা বোধহয় এডেকুয়েট নয়। কারণ যেখানে ৩০-৪০ লাখ টাকা খরচ হয় সেখানে সাপোর্ট প্রাইস যদি দেওয়া যেত কমপেনসেশান দেওয়া যেত, এবার এইরকম কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কিনা। সীমান্ত রাজ্য আসাম, মিজোরাম মনিপুর, আসামে-ত প্রচুর চাহিদা আছে। এগুলি প্যাকসের মাধ্যমে পাঠিয়ে বিক্রী করার জন্য যদি গার একটু প্রচেষ্টা নেন। তাহলে বোধহয় গরীব কৃষকরা খুবই উপকৃত হবেন। এবং সীমান্ত রাজ্য আসাম মনিপুর এবং মিজোরামে আনারসের প্রচুর চাহিদা আছে। Pacs মাধ্যমে সেখানে পাঠিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করলে আমার গরীব আনারস চাষীরা উপকৃত হবেন। সব আনারস চাষী কিন্তু গরীব নয়। ইনজেনারেল সবাই এতে উপকৃত হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তো আমাকে বলতেই সুযোগ দেন নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— না, না এটা কিন্তু ঠিক না। আমি বলতে সুযোগ দে না এটা কিন্তু ঠিক না। আপনার যা সময় আছে তার থেকে বেশী সময় পেয়েছেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—সভায়, আপনিতো বিরোধী দল নেতাকে ৫১ মিনিট সময় দিয়েছেন আর আমার ৭ মিনিটের সময় লাল আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। আমি কোন প্রতিবাদ করি নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনাকেও সময় দিয়েছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—ঠিক আছে আমি বেশী সময় নেবনা। আমার তিনটা কাট মোশান আছে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে কেশব বাবুর ব্যাপার ডিমাণ্ড নং ৫২ মেজর হেড ২২১০ ফেইলুয়র টু কন্ট্রোল এন, এম বি, প্রগ্রাম। যেটা বলে উনি শুধু পৌর সভার উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন এটা হয় না। এটা আপনার দায়িত্ব। এটা আপনি লায়বল! এই যে মশা আগে কয়েক শত হত। এখন লক্ষ লক্ষ মশা হচ্ছে। আগে কুঞ্জবনে কোন মশা ছিল না। সেখানে কোন ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই কোথাও জল জমিয়ে থাকার ব্যবস্থা নেই কিন্তু সেখানে এখন প্রচুর মশা। কাজেই এই ব্যাপারে অতিসত্তর প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা? সেটা আবার জানতে চাইছি। আমার আরেকটা ডিমাণ্ড হচ্ছে ৬, মেজর হেড ২২৩৫ সেটা হচ্ছে Failore to control & eliminata expanditure of Exgratia payment to public members affected by Extremists violence.” ৯৫ সনে যারা মারা গেছে তাদের পরিবার এখনো ক্ষতিপূরণ পায় নাই, চাকুরী পায়নাই এই রকম বহু কেইস আছে। আমি অবশ্য আপনাকে ধরে ৩টা কেইস করেছি। আরো ২টা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পাঠিয়েছি। ৯৫ সনে যারা মারা গেছে তাদের উত্তরাধিকারীরা কি খাবে এবং কিভাবে চলবে এটা আপনার চিন্তা করা উচিৎ। এটা তো অমানবিক ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য এই ডিমাণ্টা সকলেরই অপোজ করা দরকার। এমন কি কলিং যারা আছে তাদেরও এটা অপোজ করা দরকার। তার পরে আছে ডিমাণ্ট নং ৩৩, মেজর হেড-২০৭১ এম, এল, এ, দের পেনশনের ব্যাপারে। পেনশান এখন একটু বাড়ানো হয়েছে, ২৫০০ টাকা করা হয়েছে। আগের থেকে একটু ভাল হয়েছে। এটা বোধহয় আরেকটু বাড়ানো দরকার। তিন থেকে সাড়ে তিনহাজার করলে ভাল হবে। আমাদের হরিচরণ চৌধুরী উনারই আত্মীয় চা বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছে। আরেকজন হরিচরণ সরকার উনি সি, পি এম-এর, উনারও একই অবস্থা। আরেকজন হচ্ছে পাখি ত্রিপুরা উনি খেতে না পেয়ে এখন আই, পি এফ টি, করছেন। আমি আর বেশী বলছি না। এই রকম অনেক আছে। তাদের জন্য একটু চিন্তা করা দরকার। ফ্লাডকন্ট্রোল নিয়ে আমি বাদল বাবুর সঙ্গে অনেক বার আলোচনা করেছি উনিও আমাকে ডেকেছেন। এই ফ্লাডকন্ট্রোল হচ্ছে শুধু শহর ভিত্তিক। কিন্তু গ্রামে কোন কাজ হচ্ছেনা। আমার গ্রামে ময়নামা বাজারের কাছে একটা রাস্তা ভাংগতে ভাংগতে প্রায় ২০, ২২ টা পরিবার উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। এমন কি ময়নামা হাই স্কুলের কাছে এটাও প্রায় যায় যায় অবস্থা। এইগুলি হলো উদাহরণ। এই রকম বহু আছে। এই ফ্লাডকন্টোল শহরমুখী না হয়ে গ্রামেও ছড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা সেই চিন্তা করা দরকার। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ, আপনার সময় ১০ মিনিট।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার তিনটা কাট মোশান আছে। বাকী বিরোধী দলের আনিত কাট মোশানগুলির সমর্থন করে এবং মূল বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। ঐ দিন বিধুবাবু এখানে বলেছেন যে উনার দপ্তর কত ভাল চলছে। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি—শচীন্দ্র নাথ দত্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তিনি মারা গিয়েছেন। উনি রামনগরে থাকতেন। মারা যাবার পর ১৮-১১-২০০০ ইং উনার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের জন্য কিছু টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত উনার ছেলে সেই টাকা পাননি। উনার ছেলে শ্রীমানস দত্ত বার বার দপ্তরে খোঁজ নিয়েও কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। আমি সেই অনুমোদন পত্রটি মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে সেটা পাঠালাম আশা করি তিনি নিশ্চই ব্যবস্থা নেবেন। স্যার আমার ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭ এবং মেজরহেড হচ্ছে ২২২০ "Disapproval of Govt. policy on Advertisement" আমি স্যার, বেশী বলব না। এখানে স্যার, বিজ্ঞাপন নীতির কারনে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের থেকেই পত্রিকাগুলির উপর আঘাত জানতে শুরু করে। দৈনিক গনরাজ, নাগরিক, জাগরণ এই সমস্ত পত্রিকাগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাপ্তাহিক পত্রিকা িল রুদ্রবীণা উনার সম্পাদক প্রয়াত খগেন চক্রবর্ত্তী তীব্র আর্থিক সংকটে শুধু প্রকাশনাই বন্ধ করেননি শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঔষধ কিনতে পারেননি। স্যার, জোট আমলে পত্রিকাগুলির জন্য সব ইনফরমেশান সেন্টারে পত্রিকা কেনার জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই অর্ডারগুলি বাতিল করে দেয়। অথচ এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পেছনে এই পত্রিকাগুলির বিরাট ভূমিকা ছিল। স্যার, এই সরকারকে যারা সাহায্য করে তাদের উপরই আঘাত আনে এটা ঠাকুরের লীলা। অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য সংবাদপত্রগুলি ধ্বংস করে দাও। স্যার পালস্ পোলিও এবং এই সব প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এবং ইউনিসেফ এবং হু থেকে প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করে থাকেন। এবং বিজ্ঞাপনের জন্যও প্রচুর টাকা আসে। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তর এবং আই, সি, এ, টি দপ্তর পার্টিকুলারলি কয়েকটি পত্রিকাকে দিচ্ছে বাকি পত্রিকাগুলিকে দিচ্ছে না। সুতরাং আমি এটাকে বিরোধীতা করব না। স্যার, উনার স্যাংশান অর্ডারে লেখা আছে ২৩-১০-৯৮ ইং তারিখে নতুন বিজ্ঞাপন নীতি চালু হয়েছে। আর নতুন বিজ্ঞাপন রেইট দেওয়ার ক্ষেত্রে উনি ঠিক করেছেন ২০০০ ইং সালের ডিসেম্বর মাস। এখানে লেখা আছে ২৩-১০-৯৮ ইং এণ্ড সাবমিট ইউর বিল ইন ডুপলিকেট এবং উইথ ভাউচার কপি টু দি আণ্ডারসাইন করবেন। এই নিয়ম যদি মানেন তাহলে বিজ্ঞাপন দিত। কিন্তু তিনি টাকা দিচ্ছেন ডিসেম্বর মাসের ২০০০ ইং এর। মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দেবেন। স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে শুধু একটি কথা বলব এই আমাদের কথা পত্রিকা এই পত্রিকাটা টি, জি, ই এ একটি হ. গ ব সংগঠনের মাসিক মুখপত্র, এটা শুধু কর্মচারীরা

পড়ে। এটা আমাদের লাইব্রেরীতে কিনেনা, মন্ত্রীর দপ্তর কিনেনা এমনকি কোন দপ্তর কিনেনা এবং হকাররাও বিক্রি করে না। কারা পড়ে? ঐ সংগঠনে যারা আছে তারা পড়ে। সেখানে টেণ্ডার দেওয়ার অর্থ কি? তাহলে আমি মনে করব হ, গ, বর কিছু সংখ্যক কর্মচারী এই ঠিকেদার মাফিয়াদের সঙ্গে যুক্ত আছে? এটার কি উত্তর তিনি দেবেন? আমাদের কথা পত্রিকাকে উনি টেণ্ডার দিয়েছেন তাহলে কি কর্মচারীরা মাফিয়ার সাথে সরকারের সাথে তাদেরকে পাইয়ে দেবার জন্য উনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, এটা উনি কোন বিজ্ঞাপন নীতি পেয়েছেন? এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিলে আমি খুশী হব।

স্যার, আমি উনাকে খুব বেশী কথা বলব না শুধু একটা কথা বলব যে বিজ্ঞাপন নীতির কথা বললাম এটার উত্তর যাতে উনি দেন।

স্যার, আমি আর একটি কাট মোশান এনেছি "Disapproval of Govt, policy on Welfare of Backward Classes (S.C , O,B.C, Minorities') । স্যার, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এই হাউস চলার সময় একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে ও, বি, সিদের সংরক্ষনের ব্যাপারে দিল্লী যাওয়া হবে। আজকে নয়মাস এটর্নী জেনারেলের সঙ্গে অ্যাপয়নমেণ্ট নেওয়া যায় নি সেটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? নয় মাস এ্যার্টনী জেনারেলের সঙ্গে অ্যাপয়নমেণ্ট পাওয়া যায় না আমি এর জন্য টাকা ধরব? সাত দিনের বেশী সময় লাগার কথা নয় এ্যাটর্নী জেনারেলের সঙ্গে অ্যাপয়নমেণ্ট পেতে। এখানে একটা জিনিষ বাজেটে এস, সি, ও বি, সি মাইন-রেটিজের জন্য ১৯-৪৬ কোটি টাকা ধরেছে। কিন্তু সংখ্যা কত? ত্রিপুরা রাজ্যে ৫২ শতাংশ এস, সি, ও, বি, সি, মাইনরটিজ-এর জন্য এই টাকা ধরা হয়েছে তাদের সংখ্যা কি মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণবাবু কালকে বলেছিলেন। এখানে যে সংখ্যাটা সেই সংখ্যাটা খরচ হবে ৫২ শতাংশের জন্য এস সি, ও, বি, সি, মাইনরেটিজের জন্য। এখানে এস, টি, ওয়েলফেয়ারের জন্য ধরা হয়েছে ৮০-২২ কোটি টাকা এখানেও ৮ কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমতাটা কি, কিসের সমতা। এটার জন্য আরও বাড়ানো উচিৎ। সামনে এস সি, , ও, বি, সি, মাইনরেটিজের জন্য আরও বাড়াতে হবে। এটা কি মাননীয় দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে কোন উত্তর আছে কিনা আমি জানি না। স্যার, এখানে ও, বি, সিদের জন্য একটা অ্যাপয়নমেণ্ট পলিসি কি? পারসনস, বিলংগিং টু আদার বেকওয়ার্ড কমিউনিটিজ শেল বি গিভেন প্রেফারেন্স ফর অ্যাপয়নমেণ্ট ইন গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস অ্যাজ ইনষ্ট্রাকশান ইস্যুড। বলছে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে ও, বি, সিদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। কোন পদ্ধতিতে? কালকে মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি যে সস্তা জনপ্রিয়তা নেবেন না। যেখানে প্রভিশন নেই, নো রিজারভেশন থাওকা ও, বি, সিদের সমর্থন পাওয়ার জন্য এইসব। বলছে কি চাকুরী দিচ্ছে। ৫ হাজার ৪৫০ জনকে চাকুরী দিয়েছে? বলতে পারবে ও, বি, সি কতজন বলতে পারবে না। স্যার, এই দেখুন একটা

সার্টিফিকেট এটার নাম হলো ফ্রম অব ও. বি, সি সার্টিফিকেট, কে বলছে ? নট ফর গভর্ণমেন্ট জব ! এই সরকার বলছে চাকুরী দেওয়ার জন্য না আবার এই সরকারের অ্যাপয়নমেন্ট পলিসি বলছে যে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। মিথ্যার আশ্রয় কেন ?

মাননীয় মন্ত্রী বলবেন মিথ্যার আশ্রয় কেন ? এখানে একটা প্রশ্ন ছিল যে, ইহা কি সত্য রাজ্যের তপশিলী জাতির উন্নয়নে পূর্বের আর্থিক বরাদ্দের চেয়ে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ? উত্তর, হ্যাঁ, কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ ইং সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কেবল এটা না। ইহাও কি সত্য রাজ্যে ও বি সি এর মামরিতি পরিকল্পনার রাজ্যের আর্থিক বরাদ্দ অতি নগণ্য ? উত্তর ও বি সিদের জন্য কোন অর্থ পৃথকভাবে বরাদ্দ হয় না এস সি দের জন্য বরাদ্দ অর্থ থেকে এস সি ওবিসিদের জন্য হয়। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী কি বলবেন। মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবুর একটা প্রশ্ন রাজ্যে আবাসিক স্কুলের সংখ্যা কত। এবং এর মধ্যে তপশিলী জাতির জন্য কত ? তপশিলী জাতিদের জন্য এখন পর্যান্ত কোন আবাসিক বিদ্যালয় খুলা হয় নি। আর এখানে ও বি সিদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫৫ লক্ষ টাকা কত টাকা খরচ হয়েছে, খরচ হয়েছে মোট ৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু এটা সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কীম ১০০ শতাংশ কেন টাকাটা দেওয়া হল না। স্যার, উনার কেন্দ্রের অন্তর্গত একজন লোক বিপ্লব নাথ। আজ থেকে এক বছর আগে ওবিসি ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনে একটা লোনের জন্য দরখাস্ত করছে গ্রোসারী দোকানের জন্য। সরকারী নীতি আছে এবং যা দরকার সব দিয়েছে। কিন্তু তাকে এখন পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। এখানে আশ্রম চৌমুহনী বাড়ী। তাদের পার্টির লোক হলে পরেই টাকা দেওয়া হবে। এবং এখানে এস সি ওয়েলফেয়ার একটি কমিটি আছে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করছে কেন দিনের পর দিন এস সি কল্যাণের জন্য টাকা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারপর এখানে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী ফাইনান্স কথা দিয়েছিল যে টাকা বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু তারপরেও টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। এই হল পরিস্থিতি। এখানে মাননীয় মন্ত্রী সুধীর বাবু নগর উন্নয়ন মন্ত্রী। এখানে পৌরসভাতে জলের কানেক্শন পাচ্ছে না। হাজার হাজার দরখাস্ত জমে আছে। কারা পাছে তাদের ঐ মৃদুল দাস ইঞ্জিনিয়ার তারা। আর একজন পেয়েছে বিদুর দাস। হাফ ইঞ্চি লাইন দেওয়ার কথা আর সেখানে দেওয়া হয়েছে পাঁচ ইঞ্চি লাইন। আর লোকে দিচ্ছে বাধা। সেখানে চেয়ারম্যান বলছে অবৈধ লাইনগুলি কেটে দেওয়া হবে। আর সেখানে মন্ত্রী বলছে অবৈধ লাইন যেগুলি সেগুলিকে আমি আইন সিদ্ধ করে দেব। মানুষ তো তাদেরকে নিয়ে বিপদে পরছে। স্যার, কমলপুর, কৈলাশহর, ধর্মনগর সেখানে মানুষ জলের লাইন না পেয়ে পাইপ লাইন ফুটু করে লাইন নিচ্ছে। এটা চাক্ষুস করে এসেছেন যখন এষ্টিমেট কমিটি সেখানে টুরে যায়। চেয়ারম্যান ছিলেন সমীর দেব সরকার এবং আমাদের নগেনবাবুও ছিলেন। ফুটু করে জল নেওয়া আমরা সমর্থন করি না। কারণ সেখানে রোগ হতে পারে। কিন্তু সেখানে

৮৩ শতাংশ লোক এই ফুট্ করে জলের লাইন নিচ্ছে। এটা কমিটি দেখে এসেছে। সেখানে পাব্লিক হেল্থ লাইন দিচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে তারা এইভাবে জল নিচ্ছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ যাহাতে এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে সুব্যবস্থা করেন। তাহাতে নগরপঞ্চায়েতের আয়ও বাড়ত। জোট আমলে কি হয়েছে তারা কি করে গেছে সেটি দেখে লাভ নেই বলে লাভ নেই। যেহেতু এখানে আমি এম এল এ হয়ে এসেছি নীতি ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলার জন্য। আপনি যেহেতু মন্ত্রী, মন্ত্রী হিসাবে আপনার করনীয় কি সেটি আপনাকে করতে হবে। সুতরাং আমরা যে কাট মোশানগুলি এনেছি সেটি যেন গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং এস্যুইর করে যে আমরা এই জিনিষগুলি আমরা করব। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ—এখন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুধীর দাস মহাশয়।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ আরবান দপ্তরের ডিমাণ্ড নং ৩৫, মেজর হেড ৪২১৫ ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কাট মোশান এনেছেন। এটাও আগরতলার জন্য না শুধু নগরপঞ্চায়েতের জন্য। নগরপঞ্চায়েত এরিয়ার মধ্যে জলের ব্যাপারে কাট মোশান এনেছেন, যেটা আমি এটার বিরোধীতা করছি এবং বিরোধীদের তরফ থেকে আনা সমস্ত কাটমোশানগুলিকে বিরোধীতা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। আমাদের রাজ্যে মোট ১২ টা নগর পঞ্চায়েত এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সেখানে আমাদের এই নগরপঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালিটি তারা যেমন পানীয় জলের জন্য কাজ করে তার পাশাপাশি পি. এইচ. ই. দপ্তর তারা এই নগরপঞ্চায়েত এর টাউন এলাকায় মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। এই যে আর্থিক বৎসর চলছে এই আর্থিক বৎসরে প্লেনে আমাদের ২০ লক্ষ টাকা ধরা ছিল। ইতিমধ্যে ১৯ লক্ষ টাকা নগর পঞ্চায়েতগুলিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর বাকী ১ লক্ষ লাষ্ট কোয়ার্টারও দেওয়া হবে। আগামী আর্থিক বৎসরে ২০০১-২০০২ তাতে বাজেটে ধরা আছে ১২ লক্ষ টাকা। গত বৎসর নগর পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে বিভিন্ন ভাবে মার্ক টু টিউবওয়েল, মার্ক-থ্রি টিউবওয়েল, রিংওয়েলের মেরামত আমরা করেছি। এই কাজ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সমস্ত নগরপঞ্চায়েতগুলির মধ্যে জল দেওয়ার ক্ষেত্রে সবটাই সফল করতে পেরেছি এই দাবী আমি করছিনা। নিশ্চই ঘাটতি ও দূর্বলতা আছে এবং আমি তা স্বীকার করছি। তার পরেও বলা যায় যে আমরা একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি বিশেষ করে পি, এইচ, ই, দপ্তর তারা সারা রাজ্যে নগরপঞ্চায়েত গুলির মধ্যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লেন্ট তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমাদের এই আগরতলার বাধারঘাটে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লেন্ট হয়ে গেছে। তার থেকে জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে পাইপ লাইনে বিরাট সমস্যা রয়ে গেছে। তার কারণ এই পাইপলাইনগুলি

দীর্ঘ্য দিন আগে বসানো হয়েছিল এবং সেই পাইপ লাইনগুলি অনেক মাটির নীচে দিয়ে গিয়েছে। এই লাইনগুলি অনেক জায়গায়াতেই ডেমিজ হয়ে গেছে। এইগুলিকে রিপ্লেইসমেট করার জন্য দপ্তরের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই রিপ্লেইসমেন্টের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা আশা করছি বাধারঘাট থেকে জল সরবরাহের কাজ শুরু করা যাবে। বাধারঘাট ওয়াটার ট্রিটমেন্টের যে ক্ষমতা তাতে আগরতলার মধ্য জোনের মধ্যে জলসরবরাহ করা যাবে। এখানে মাননীয় বিধায়ক উল্লেখ করেছেন যে সাপ্লাই লাইন পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম চলছে, এটা ঠিক যে কোন কোন ক্ষেত্রে যারা আগে দরখাস্ত করেছেন এই গুলির মধ্যে সবগুলি দেওয়া যায়নি। আবার এটাও ঠিক গত কয়েক বৎসর আগে দরখাস্তকারীদের তাদেরকে প্রাইওরিটির ভিত্তিতে না দিয়ে কিছু বেনিয়ম করে করা হয়েছে। তার মধ্যে আমরা এইগুলি খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা পরিষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি, সঠিক ভাবে যাতে দেওয়া যায় তার উদ্যোগ চলছে। কাজেই বেনিয়ম হয়েছে। সারা রাজ্যের ক্ষেত্রেই শুধু আগরতলা না, নগরপঞ্চায়েত গুলো যেমন ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর, উদয়পুর এবং সোনামুড়া এই সমস্ত জায়গায় মধ্যে কয়েকটি জায়গায় ট্রিটমেন্ট শেষ হওয়ার পথে এবং কোন কোন জায়গার মধ্যে আরম্ভ হবে। এবং আমাদের বিশেষ করে পি. এইচ. ই দপ্তরে যে পরিকল্পনা আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের সমস্ত নগর পঞ্চায়েতগুলো যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, আমরা আশা করতে পারি এই সামগ্রিক পরিকল্পনাটা বাস্তবায়িত করতে পারলে পানীয় জলের সমস্যা এটা সমাধান করার ক্ষেত্রে একটি ভাল জায়গাতে আমরা পৌছতে পারব এটা আমাদের আশা। কাজেই যেমন মাননীয় বিধায়ক যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন যে সমস্যা রয়ে গেছে। উনি যে দৃষ্টি ভঙ্গিতে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন কিছুই হয়নি, এটার সঙ্গে আমি একমত না। এটা ঠিক না আমরা অনেকটা করতে পেরেছি, দুর্বলতা রয়ে গেছে পানীয় জলের মত বিষয়গুলো নিশ্চই গর্ভমেন্টের দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে। দপ্তর পৌরসভাগুলো এবং নগর পঞ্চায়েতগুলো এবং পৌরসভা উদ্যোগে কাজগুলো আমরা আগামী দিন করতে পারি তার জন্য আমরা আগামী দিন উদ্যোগ গ্রহণ করুক এটা আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা পারব ইতিমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করছি। এই সম্পর্কে আমরা এর মধ্যেই যে এলাকাগুলো আমরা কাভার করতে পেরেছি সেই এলাকারগুলোর মধ্যে পাইপ লাইন করার এবং হাইড্রেন পয়েন্ট যেগুলো করার দরকার সেগুলোর জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং এটা ঠিক যে বিশেষ করে টাউন এর মধ্যে আমাদের যেটা লক্ষ্যনীয় যেটা বস্তি এলাকায় যেগুলো আছে সে জায়গাগুলোর মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা তুলনামূলক বেশী তার জন্য আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনীয়ার এর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এলাকার মধ্যে কিছু ডিপ টিউবওয়েল করার জন্য উদ্যোগ চলছে এবং ইতিমধ্যেই দুইটি ডিপ-টিউবয়েল আমরা করেছি বিশেষ করে বিটারবন এলাকা

গুলোর মধ্যে কোন পানীয় জলের ব্যাবস্থা ছিল না। ইতিমধ্যেই পাবলিক হেলথ ইঞ্জিঃ আমাদের পৌরসভার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে তার একটি ডিপ টিউ-বওয়েল করছি পাইপ লাইনের কাজ চলছে আমরা আশা করছি পাইপ লাইনের কাজ শেষ হলে পরে বিস্তৃর্ণ বিটারবন যে এলাকা যেখানে পানীয় জলের সংকট ছিল এটা দুর করার সঙ্গে অনেক বেশীর সাহায্য করা দরকার। কাজেই আমি এই ব্যাপারে। আর কিছু বলতে চাই না। আমি আমার বক্তব্য এটাই যে আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে পানীয় জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নগরপঞ্চায়েতের যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগ যেভাবে চলছে আমরা স্বাভাবিকভাবে আগামী দিন সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে যেগুলো রয়ে গেছে সেগুলো একটি ফলপ্রসু ভূমিকা আগামী দিন গ্রহণ করতে পারব। এই কথা বলে বিরোধীদের যে সমস্ত কাট মোশান আনলেন তার বিরোধীতা করে এবং আমাদের বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ—এখন আলোচনা করবেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা আমার দপ্তর গুলোতে তিনটি কাট মোশান এনেছেন। ঠিক সেই রকমভাবে যে সমস্ত বিষয় তারা উত্থাপন করেছেন এটা ঠিক সুনির্দিষ্ট কিছু নেই বা বিরোধীতা করার কিছু নেই। উনি জবাব চেয়েছেন নিশ্চই বলব। দপ্তর তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবে যে তারা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কিছু বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। যে এখন আমরা জিজ্ঞেস করছি এই সমস্ত প্রশ্নের যদি ইতিহাস টানেন কিন্তু নিজেরাও বলার ক্ষেত্রেতে যে তারা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কিছু বলার সুযোগ করে দিয়েছেন যে এখন আমরা জিজ্ঞেস করছি এই সমস্ত প্রশ্নের যদি ইতিহাস টানেন কিন্তু নিজেরাও বলার ক্ষেত্রেতে যে এটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে এটা বলবেন। সমস্ত কাজকর্ম সেখানে সম্পুর্ণ চাহিদা পূরণ না করে গেলেও দৃষ্টি ভঙ্গীর মধ্যে সদ্বইচ্ছা এবং সততা কাজ করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা যে প্রতিফলন তার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে। এবং একটা কাজ করার সুনির্দিষ্ট প্রতিফলন তার মধ্যে দেওয়া. এখানে প্রথমেই বলতে চাই আর, ডি, কয়েকটা আইটেম সম্পর্কে প্রস্তাব এখানে এনেছেন। উনারা বলছেন যে গ্রামের সব সি, পি, এম-রা সব পেয়েছেন। গ্রামের সব গরীব লোকরা যদি সি, পি, এম হয় কার হবে ধনীর তো আর হবে না। গরীব মানুষ সি, পি, এম-র পক্ষে হবেই। কাজেই গরীব মানুষরা পান উনারা এতে অখুশি। আর এখানে যে বলছেন রুরাল হাউজিং, গ্রামে গৃহহীন গরীব মানুষদের ঘর দেওয়া হচ্ছে, এই সম্পর্কে উনার আপত্তি তারা পান কেন। আমি স্যার, একটা উদাহরণ দিতে চাই এই যে অগ্রগতি মানুষের মধ্যে যে আশা আখাংকা সঞ্চার হয়েছে এই কারণে উনারা সংকিত, আমি শুধু রুরাল হাউজিং আগে হয়ত অন্য নাম ছিল তার একটা পরিসংখ্যান দেব স্যার, ৯০-৯১ যখন

এখানে অন্য সরকার ছিল সর্বমোট গ্রামে ঘর হয়েছে মাত্র ৪৯১ টি, ৯১-৯২ তে ৪৭২ টি এটা হল হাউজিং। কিন্তু ল্যাফট্ গভর্নম্যান্ট যখন আসল ৯৪-২০০০ এর মানে লাষ্ট ফিনানসিয়াল ইয়ার পর্যন্ত এটা হয়েছে ৪৬,৬৯০, দ্যাট্ ইজ্ ৪৬,৬৯০ বি, পি, এল, ফেমিলিজ দে গট্ সেলটার আণ্ডার দ্যা রুরাল হাউজিং স্কীম্ এবং চলতি অর্থ বছরে সেখানে আমরা মোট যে ঘর অন্যান্য সাহায্য সহ সেখানে ঘর দিচ্ছি ১৬,৮৯৭, কোথায় এক বছরে ৪৯১,৪৭২ তাও ঠিক মত হত কিনা জানিনা। আর এখন হচ্ছে এটা তো কেন্দ্রের সহযোগীতা ঠিক, কেন্দ্র এই স্কীম চালু করতে বাধ্য হল কেন সেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় থেকে এবং আমরা ৭৫:২৫ এই শেয়ারে আমরা ঠিক এইভাবে মেচিং করতে পারছি। এবং এই বছর ১৬,৮৯৭ এটা অলরেডি আমরা টাকা পয়সা প্রেস করে দিয়েছি। ঘর, টিন এইগুলি আপ-গ্রেডেশানের জন্য পৌছে যাচ্ছে। আর আমাদের যে এচিভ্ম্যান্ট এই রুরাল হাউজিং এটা সেন্ট্রাল গভর্ণম্যান্ট রাজনৈতিক ভাবে বিরোধী হওয়া সত্বেও সেখানে ইনকম্পেশান্ টু দ্যা আদার ষ্টেট্স আমাদের যা পারফরমেনস্ সেই কারণে আমরা এডিশ্যানাল আর দুই কোটি টাকা চাইছি কারণ আমি গতকাল বিকেলবেলা চলে গিয়েছিলাম যোগাযোগ করার জন্য এবং মিনিষ্ট্রি অফিসাররা বলছে যে স্যার আপনাদের পারফরমেন্স এক্সিলেন্ট উইল কি এবল টু ফ্লো টু ক্রোরস্ রুপিস্। অর্থাৎ আরও দুই কোটি টাকার মত আমরা পেতে পারি। সো দিজ্ দ্যা এচিভ্ম্যান্ট কার জন্য এবং এইভাবে গত বছর পর্যন্ত ৪৬,৬১৯ টি এই বছর ১৬৮৯৭ টি এইটুকুতে আমরা সন্তুষ্ট না আমরা চাই এই রকম ত্রিপুরাতে ৯৮ এ যে বি, পি, এল এর যে সার্ভে এখানে ০২,৪৯,৭৭৬ টি পরিবার বি, পি, এলের আওতায়। আমরা যদি ৪৯০০০ থেকেও ধরি যে তাদের ঘর আছে এইরকম আরও দুই লক্ষ পরিবারকে ঘর দিতে হবে। তারমধ্যে এখন পর্যন্ত ৬০,০০০ হয়েছে অর্থাৎ আরও দেড় লক্ষ পরিবারকে ঘর দেওয়ার জন্য সেই রকম সিদ্ধান্ত বা সেই রকম স্কীম্ আমরা হাজির করতে চাইছি সেন্ট্রাল গভর্নম্যান্টের কাছে। নিশ্চই আমরা সেই কাজ চাইব এই যে দক্ষতা আরও বেশী এটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এই ক্ষেত্রে সহযোগীতা চাইব যাতে কাজ হয়। সেকেণ্ডলী মাননীয় রবীন্দ্র বাবু বলছেন গ্রামে কাজ হয় না, গ্রামে আমরা সুদ্লী কাজ করতে পারছি তাও আমরা বলছি না। আজকেই সকাল বেলা এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটা ষ্টেটম্যান্ট্ দিতে হল। কি ষ্টেটম্যান্ট জম্পুইজলায় চেয়ারম্যান সম্পদ সিং কলই। তিনি শুধু বর্তমান এর চেয়ারম্যান না, তার আগেও চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি জনগণের জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। এবং সেখানে সম্পদ সিং কলই যারা আরও বহু যারা এই রকম গ্রামের গরিব মানুষের জন্য, রুরাল ডেভেলাপমেন্ট এর জন্য কাজ করেন। তাঁরা জনগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন এবং এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। দেয়ার আণ্ডার। প্রেটস এবং কোন কোন জায়গায় সেখানে সন্ত্রাসবাদী কাজ করলে পরেই আগে বন্দুক নিয়ে হাজির হয়। প্রতিটি

ওয়ার্ক অর্ডার এর যা তার থেকে শতকরা ১৩ ভাগ টাকা দিতে হবে। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই ঘটনাগুলির সঙ্গে আমরাই ফেইস করছি, আমরাই মোকাবিলা করছি। আমরাই জানি শুধু এই কথা না। নিশ্চয়ই বিরোধী বেঞ্চের লোকরাও জানেন। যদি সত্যই গ্রামের উন্নয়নের জন্য আমাদের সমালোচনা, আমাদের কোথায় দুর্বলতা, ত্রুটি এটা চিহ্নিত করে যদি কাট মোশন আনা হত তাহলে নিশ্চয়ই এই কথাগুলি বলা যেত। এতে কোনটাসা করা যেত। যারা এই উন্নয়নের বিরোদ্ধে যারা উপজাতি বিরোধী, এই রাজ্যের মানুষের কল্যানের পরিপন্থি, যারা কাজ করছেন তাদেরকে চিহ্নিত করে দেন। তা না কাজ হচ্ছে না। এটা বলে কি হবে। এতে ওরা খুশি হবে, আমরা কাজ করতে চাই বলেই সম্পদ সিং কলইরা প্রান দিচ্ছে এবং শহীদ হচ্ছে। আরও এই রকম বহু আমাদের কর্মী আছেন। কাজকর্মে আমাদের সাফল্য এগিয়ে নিয়ে যেতে কোথায় অসুবিধা আছে। এই গুলি না ধরে শুধু সাফল্যকে খাটো করার জন্য যে কথা বলছেন নিশ্চয়ই আমি আশা করব উন্নয়নের স্বার্থে এবং রাজ্যের যে আজকে পশ্চাদপদতা থেকে, বেড়িয়ে আসার স্বার্থে এই বিরোধীতা তারা করবেন না। এর পরেও কাজল দাস মহোদয় বলছেন যে দিস এপ্রোভাল অফ গভর্ণমেন্ট পলিসি সেখানে গ্রামে গঞ্জে কাজ হচ্ছে না, জি আর ওয়াই হচ্ছে না। রতিমোহন জমাতিয়া এনেছেন, আমি বলব যে এই সময়তেই ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, আমরা সুনির্দিষ্ট ভাবে আমাদের পরিকল্পনাকে তৃণমূল স্তরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রামউদয় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গ্রামের মানুষ সরকারী এক্স কর্মী সকলে মিলে সম্পদের চিহ্নিতকরণ করছে এবং রিসোর্স দাবি করছে। শুধু মাত্র পরিকল্পনা উপর থেকে চাপিয়ে দিলে হবে না। গ্রামের মানুষকে এই পরিকল্পনাগুলি জানতে হবে, হুয়াট ইজ প্ল্যানিং, কার জন্য প্ল্যানিং কেন প্লানিং কি হবে। এবং সেই প্ল্যানিং এর উপর ভিত্তি করেই আমরা ফুডগ্রিণ্ডস উৎপাদনের একটা লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। এবং সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। তবে বলা দরকার বলে মনে করি না। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বেশীর ভাগ মানুষ কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই তার গতি বাড়াতে হবে। এবং আমাদের এই জমিগুলি ভালভাবে সদ্ব্যবহার করতে হবে। গতকাল এখানে অনেক কথাবর্তা হয়েছে জুমের উপর এটা খুব ভাল কথা। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলছেন না আরও জুমের উপর বেশী নজর দেওয়ার দরকার। আরও বেশী সাইন্টিফিক ইমপ্রোভ করা দরকার, ট্যাকনোলজি দেওয়া দরকার। আমি ওয়েলকাম জানাব এই সাজেশানকে। সেই জায়গায় আমরা এই গ্রামে জি আর ওয়াই, এবং ই এ এস এবং ই এস, জে আর ওয়াই এই রকম সেন্ট্রাল স্পন্সবড় স্কীম থাকেনা। এ আই বি পি এসেলারিটেড ইরিগেশন বেনিফিট প্রোগ্রাম যেখানে থাকে। কিন্তু সেখানে আগে ঋণ পাওয়া যেত কিনা আমি জানি না। আমাদের জানা ছিল না। আমরা সেখানে জোর করে আমাদের রাজ্যে এই সেচের আওতায় আরও বেশী জায়গা আনার চেষ্টা করছি।

সেই জায়গায় এটা হিসাব নিকাশ করে দেখা গেছে যারা বিশেষজ্ঞ তারা বলেছেন ত্রিপুরায় যে সর্বমোট ১ লক্ষ ১৭ হাজার হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা যেতে পারে। এবং আমরা দেখেছি এখন অব্দি সর্বমোট ১২/১৩ শতাংশ এই রকম হবে। এই জায়গায় আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই খাদ্য এগ্রি করার লক্ষ্যে আমাদের টারগেট এই সমস্ত জমি তার একটা ভাল অংশে আমরা সেচ পৌঁছাতে পারি এবং ব্যাপকভাবে এ, আই, বি, পি এবং মাইনর ইরিগেশান সকলেই মিলে যৌথভাবে তা আমরা করছি। কাজেই এটা যদি এচিভম্যান্ট না হয় এটা যদি বলা হয় যে উন্নয়ন না, তাহলে আমি বলব উন্নয়ন সম্পর্কে সংজ্ঞা নিশ্চয়ই আমাদের নতুন করে জানতে হবে বা আগে যে রকম উন্নয়ন দেখেছি সেই রকমই উন্নয়ন হবে কিনা নিশ্চয়ই জনগণ এটা মানবেন না রিজাক্ট করবেন। তারপর রতন বাবু যেটা এনেছেন এডভাইজমেন্ট পলিসির উপরে এবং একটা বিষয় এখানে এনেছেন তিনি মানে একটা পত্রিকা আমাদের কথা কেন পাচ্ছে আমি অবাক। আমরা সকলেই বিধায়ক আমরা আইন তৈরী করি কেন তৈরী করি গনতন্ত্রের স্বার্থে গনতন্ত্রকে আরো শক্তিশালি করে মানুষের চেতনা এবং উন্নয়নে, বিকাশে এই গণতন্ত্রের স্তম্ভে যখন মানুষ আমরা সেই মানুষকে বলি সংগঠিত হও। আজকে সি, পি, আই, এম, কংগ্রেস আই, জাতীয় দল, তৃনমূল বা আই, পি, এফ, টি দল স্বীকৃত হয় নি ন্যাশনালি তারাও একটা অঙ্গ। তারা সেখানে আই, পি এফ, টি না হয়েও এখানে অন্যভাবে আসেন এবং তার শাখা সংগঠন ছাত্র, যুব, নারী, শ্রমিক দেয়ার অল্ দি ইন্‌ভিলিয়েন্স অব দি ডেমোক্রেটিক মোভমেন্ট। হোক্ টি, জি, ই, এ বা টি, জি, এ, টি বা আই, এন, টি, ইউ, সি বা সি, আই, টি ইউ দেয়ার অল বিল্ংস টু দিস্ ডেমোক্রেটি মোভমেন্ট। কাজেই আমি বলব মাস অরগানাইজেশান তার ডেমোক্রেসীকে বা তারা মেভমেন্টকে ষ্ট্রেংদেন করার জন্য এদেরকে সংগঠিত হতে বলব, তখন বলব না তার এই পত্রিকাকে। রিটায়াড্র কর এই পত্রিকাকে কোন ইনপরটেন্স দেওয়া যাবে না। আমার কাছে তো নট অন্‌লি টি, জি, ই, এ। আই, এন, টি, ইউ, সির নীরোদ বরন দাস আমার কাছে এসেছিলেন আমি অর্ডার দিয়েছি তাদেরকে দিতে হবে এই রকম। আমি বলব একটা মাস আরগানাইজেশান ইফ দেয়ার বিলংস টু দি ইফ দেয়ার দি ইনগেটিং অব দি ডেমোক্রেট মোভমেট। আমি বলব না এদের পত্রিকা চলবে না তাদের পত্রিকা ইন্‌পরটেন্স দেওয়া যাবে না। আমরা বিধায়ক বিধানসভায় দাঁড়িয়ে কথা বলি আইনের কথা বলি গণতন্ত্রের বলি আর এই জায়গায় গণতন্ত্রকে স্বীকার করব না। আমি আশ্চয্য হই। রতন বাবু আইনের বড় বড় বই নিয়ে আসেন আবার কথা বলেন এই রকম। তারপর বলছেন বিজ্ঞাপন নীতি মানি না। এইসব আমি বলতে চাচ্ছি না বলার দরকার নেই।

মিঃ চেয়ারম্যান —ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু সংক্ষিপ্ত করুন।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আজকে বিরোধী দল নেতা নেই উনার চার্জে আছেন আমি

বলব কালকে বলেছেন কবে স্টাডি কমিটি করল। স্টাডি কমিটির মেম্বার সই করি নি। একজন বিরোধী দলনেতা ইমপরটেন্ট ব্যক্তি এমন বলে ফেললেন, দুর্ভাগ্য কালকে আমি এটা নিয়ে আসতে পারি নি। না হলে আমি চট করে দেখাতে পারতাম। আজকে এনেছি দিস্ ইজ দি স্টাডি কমিটি আই ডু দিস সিগনেচার অব অল দি ফাইভ মেম্বারস অব দি স্টাডি কমিটি। উনি বলেছেন করেন নি। স্টাডি কমিটিতে আমরা সাংবাদিক এবং মালিক বন্ধুদের তরফ থেকে আমরা রাখলাম কেন তা আমরা এখানে স্টাডি কমিটি করেছি। একটা সুনির্দিষ্ট কারণে সেখানে ত্রিপুরার যে সংবাদপত্রের বিকাশে তহবিল কি করতে পারে সো মোর দি হয়ে করছেন। তহবিল কি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে সেই স্টাডি যদি না করতে পারি আমরা, আমরা যদি না জানি তাহলে কি করে সরকার তার ভূমিকা পালন করবে, আর সেই জায়গায় উনারা বলছেন না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা —ঃ এটা লে করে দেবেন।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— যাই হোক এটা আমি লে করব। এই রকম সেখানে বলছেন না, গণতান্ত্রিক পত্রিকা দেওয়া হচ্ছে না, এই হচ্ছে না আমি আরো কয়েকটা উদাহরণ দিতে চাই এখানে। আর একটা পত্রিকা বলেছেন যে কেন হচ্ছে না। স্যার, আমি ফর ইনফরমেশান অব্ দি অনারেবল মেম্বারসদের বলব ৯৮ ইং সালের শেষের দিকে আমরা বললাম সমস্ত তথ্য কেন্দ্র থেকে অভিযোগ আনতে রতন বাবু এখানে বলেছেন কেন সব ইন্‌ফরমেশন সেন্টার কিনে না। হ্যাঁ, ঠিকই। এটা বামফ্রন্ট সরকারই চালু করেছিলেন তার পরেও ছিল এবং এইগুলি বাণ্ডিলে বাণ্ডিলে কেনা হত। ১৬ বা ২০ তারিখে আমাদের ডাক ব্যবস্থা যায়। কিনতে হবে ৪০০—৫০০ কপি। আবার সেখানে পোসটেজ করার পরে পাঠাতে হবে। আমরা যারা সংবাদপত্র বের করি সেখানে আমাদের দায়িত্ব না। আমি বললাম আই উইল পারচেস ফর অল দি সাব-ইনফরমেশান সেন্টারস, বাট ইট শোড বি মেইড্ এভাইলেবল টু দি পয়েন্ট অব ইনফরমেশান সেন্টার আমি বললাম যে আগামী মাস থেকে সেগুলি আমরা কিনব। কিন্তু কেন ? পাঠকদের কাছ থেকে কমপ্লেনটি আসছে। আমি আই, সি এ টি দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমাকে ছেলেরা বলল যে এই হল আপনার পত্রিকা। এটা ২০ দিন পরে এসেছে এটা আপনারা পড়ুন। পত্রিকাগুলি আমার গাড়িতে দিয়ে দেওয়া হল। গভঃমেন্ট কি এই জন্য পয়সা দেয়। এই গভর্মেন্ট কি পত্রিকা মালিকদের স্বার্থে না আমাদের স্বার্থে। সব জায়গা থেকে কমপ্লিন আসছে। যে জায়গায় ইনফরমেশান সেন্টার, সাব ইনফরমেশন সেন্টার সেই জায়গায় সেটা যদি সকালে না পাওয়া যায় এটলিষ্ট সন্ধ্যায় পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করুক। আমরা বললাম যে মালিক বাবুদের এইবার আপনারা সহযোগিতা করুন। দেখা গেল ডেইলী দেশের কথা দৈনিক সংবাদ পত্রিকা পাশাপাশি স্যান্দন এবং দর্পন ছাড়া আর কোন পত্রিকা সহযোগিতা করেনি

আমি গতকাল বলেছি উই টু রিগার্ডস্ টু দিস পেপারস, উই ডো রিগার্ডস্ টু দি পিউপলস্। কাটাখালের এই পার হাওড়ার ওই পার পত্রিকা যায়না। এর জায়গায় গণদূত পত্রিকা ১৯৯৭ তে ২৫,৯০০ কপি এবং অডিটব্যুরু সার্টিফিকাইট করলেন। ১৯৯৯ সালে সেখানে আবার স্ট্যাটমেণ্ট দিল ১৫,৬৮৬ কপি। অডিটব্যুরু সেখানে গেলে ভদ্রলোক মেসিন বন্ধ করে পালিয়ে গেলেন। দিস ইজ দি নিউজ পেপারস ইন ত্রিপুরা। আপনাদের জন্য এখানে চিৎকার করছেন আমি খুশী হতাম স্যার।

শ্রীরতন লাল নাথ :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, আমি সেখানে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। উনি ময়দানে উঠে অন্য কথাও বলেন। বলছে সংবাদপত্র সাংবাদিক জড়িত। হকার, সংবাদপত্রের শ্রমিক কর্মচারী সবার স্বার্থ নিয়ে কথা বলছেন। উনি পারটিকুলার দুই-একটা পত্রিকার এজেন্ট হিসাবে কাজ করলেন। আমার কিছু বলার নেই।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—স্যার আমি বলছি সবার জন্য। দ্যাটস হোয়াই উই হ্যাভ কনসটিটিউটেড দি ষ্টাডি কমিটি এ্যাণ্ড ফর ইনফরমেশন দি মোষ্ট অব দি নিউজ পেপারস ভিড: নট কোপারেটড্ টু দিস নিউজ পেপারস দি স্টাডি কমিটি। সেই কারণে এই সময়ে নিতে হয়েছে। এ নিয়ে ও উই থ্যাংক টু দি স্টাডি কমিটি মেম্বারস। তারা জমা দিয়েছেন আমরা নিচ্ছি। আমরা আমাদের সাধ্যের মধ্যে, স্বার্থের মধ্যে যেটুকু পারি ইন কনসালটেশন ইজ দি ওয় কিং জার্নালিষ্ট এ্যাণ্ড নন্ জার্নালিষ্ট ওয়ার্কাস সবার সাথে কথা বলে আমরা ষ্টাডি কমিটিতে কি করা যায় সেটা উইল টেইক দি পজিটিভ স্টেপ।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (মিঃ চেয়ারম্যান) ঃ— মাননীয় মন্ত্রী সংক্ষেপ করুণ।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—সেখানে বলা হয়েছে যে, চালু হল। আপনারা করুন। কিন্তু তিন চার দিন পর তারা বললেন না, আমাদের বিজ্ঞাপন দিতে হবে। কিন্তু এরজন্যে আমরা কোন তথ্য দেব না, হিসাব দেব না, আমরা নিয়ম মানি না। আরে গভর্ণমেণ্টের এ্যাডভারটাইজ যাবে জনগণের কাছে কি উদ্দেশ্যে ? এটা নিউজ-পেপার। স্যার, জাগরণ পত্রিকা বন্ধ সম্পর্কে গতকাল আলোচনা হয়েছে। তবু আমি আজ একটু অলোচনা করছি। জাগরণের হিসাব অনুযায়ী, জাগরণ পত্রিকা বন্ধ হবার আগের দিন পর্য্যন্ত যে সার্কুলেশন হয়েছে তা ১২,৩৪৫। পত্রিকার সেলিং রেট ১৭০ টাকা। যদি এটা সত্য হয়, তাহলে বছরে রিটার্ণ আসে, ৭১ লক্ষ ৪৬ হাজার৫০ টাকা। এ্যাডভারটাইজমেণ্ট দিয়েছেন গভর্ণমেণ্ট, ২ লক্ষ, ১ হাজার, ৭০০ টাকা। গভর্ণমেণ্টের কাছে পেপার বিক্রি করে আরো পাবেন ২৫ হাজার ৫৮৪ টাকা। তাহলে ৭৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৮৬ টাকা হবে। অ্যাকসেপ্ট ইন দি প্রাইভেট এ্যাভভারটাইজমেণ্ট। না, গভর্ণমেণ্টকে সেই পত্রিকা চালাতে

হবে? এটা কি সম্ভব? মালিকদের কথায় গভর্ণমেন্ট রেট বাড়িয়েছে, গ্রেড বাড়িয়েছে। এগুলি আমরা করেছি। তারপরও আমি বলছি, আমরা আরো করব। কাদের জন্য করব? ওয়র্কিং জানালিষ্ট যারা আছেন তাদের জন্য করব। মেসিনে যারা কাজ করছেন, যারা টাইপ করছেন তারা সাধারণ শ্রমিকেরও অর্ধেক দিনের পয়সা পান না। মর্যাদা পান না। তাদের জন্য গভর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই কিছু করবে। আমি তাবড় তাবড় নেতাদের বলছি, আপনারা রাস্তা দেখান, আমরা করব। কাজেই, এখানে যে কাট মোশন এনেছেন তার বিরোধিতা করে এবং বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— স্যার, আমাদের একটি পত্রিকা আছে। নাম চিনিকক্। জোটের আমলেও আমরা বিজ্ঞাপন নিই নি। বামফ্রন্টের আমলেও নিচ্ছি না। এটা আমাদের নীতি।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— আপনারা এপ্লাই করুন, দিয়ে দেওয়া হবে। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তৃতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠি, ভাষা গোষ্ঠি বিশেষ করে কক্-বরক, এই ভাষায় একটি দৈনিক বেড়িয়েছে। এই সব কাজের জন্য যদি দরকার হয়, তাহলে অ্যাডভার-টাইজ নীতির অ্যামেণ্ডমেন্ট অবশ্যই করা হবে। কারণ, এটা শুধু পত্রিকার নয়, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ভাষা-সংস্কৃতিরও বিকাশ। এর ফলে ত্রিপুরায় পিস্ অ্যাণ্ড ইন্টিগ্রিটি রক্ষা পাবে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (মিঃ চেয়ারম্যান) ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমার ৪টি ডিমাণ্ড আছে। ডিমাণ্ড নাম্বার, ১, ৬, ১৪ ও ৫২ এই ৪টি ডিমাণ্ডের জন্য আমি এই হাউসের কাছে আগামী বছরের জন্য ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি। আমি আশা করব, এই ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করে আগামী অর্থ বৎসরে কাজকর্ম করার জন্য এই হাউস অনুমোদন দেবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যে মন্ত্রীরা রয়েছেন সেই অনিল সরকার বাদল চৌধুরী, নিরঞ্জন দেববর্মা, জিতেন্দ্র চৌধুরী, পবিত্র কর, সুধীর দাস ও বিধুভুষণ মালাকার এই হাউসে আজকে তাঁদের ডিমাণ্ডগুলিতে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন সেগুলি সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সব ব্যয় বরাদ্দের উপরে যাঁরা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন, সেই ছাটাই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা থাকলে সরকার অবশ্যই দুর্বলতা দূর করবে। কিন্তু অযৌক্তিক বলে তার বিরোধিতা করছি এবং বিরোধিতা করে আমি ২/১টি কথা বলতে যাচ্ছি। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবু উনি উনার ছাটাই প্রস্তাবে উল্লেখ করেছেন, ওয়াকফ বোর্ডের টাকা কিভাবে খরচ হয়। স্যার, আমরা দায়িত্বে আসার পর লক্ষ্য করেছি, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য যে ওয়াকফ বোর্ড আছে সেখানে আগে টাকা খুব কম ছিল। আমরা প্রায় চার গুণ বাড়িয়েছি এই আর্থিক অসঙ্গতির মধ্যে তাদের সুযোগ সুবিধা যাতে করা যায়, দুঃস্থ মানুষের সাহায্যের জন্য

১৯৯৮-৯৯ সালে ছিল, ৩০, ৪৫, ০০০ টাকা। ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩৮ লক্ষ টাকা। ২০০০-২০০১ সালে ৩৮ লক্ষ টাকা এবং এই বছরে ৪৪ লক্ষ টাকা চেয়েছি তাদের সহায়তা করার জন্য। এই ওয়াকফ বোর্ড যে সমস্ত স্কীমে সহায়তা করে থাকেন বা এর মধ্যে করেছেন এই তিন বছরে গ্রামীণ দুঃস্থ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘর সংস্কার বাবদ ১২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা খরচ করেছেন। দুস্থঃ রোগীদের সাহায্য বাবদ ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, বেকারদের স্বনির্ভর কর্মসংস্থান বাবদ ১০ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য তারা ৪৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা স্টাইপেণ্ড হিসাবে এই ২/৩ বছরে দিয়েছে। তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ, মাদ্রাসা এগুলি সংস্কার করার জন্য ১২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা খরচ করেছেন। তাদের সংস্কৃতির বিকাশ-জারী, সারী ইত্যাদি উৎসব করার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খরচ করেছেন। আগরতলা শহরে তারা পান্থ নিবাস করেছেন। আগরতলা শহরে এলে মুসলীমদের থাকতে অসুবিধা হয়, ছাত্ররা এখানে এসে কোথাও থাকতে পারে না তাদের জন্য তারা ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছেন। সেগুলি রক্ষনা বেক্ষনের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা তারা খরচ করেছেন। তারপর প্রশাসনিক ব্যয়, এগুলি করতে গিয়ে তারা ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এর মধ্যে খরচ করেছেন। আমি এখানে ৯৮ ইং সাল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০০০ ইং সাল পর্যন্ত হিসাব দিয়েছি। এর মধ্যে তারা আরও অনেক খরচ করেছেন। এই সব ব্যাপারে তারা ১ কোটি ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা খরচ করেছেন। যেটা আগে ৩০ বছরের সবটা মিলিত সময়েও এত টাকা খরচ হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। আমরা যদি আরও বেশী টাকা খরচ করতে পারতাম তাহলে খুশী হতাম। আমরা যেমনটা চাইছি তেমনটা খরচ করতে পারলে সবচেয়ে বেশী খুশী হতাম। এগুলির মধ্যে যদি কোন রকম আর্থিক অসঙ্গতি থাকে, যদি কোন রকম দুর্নীতি থাকে তাহলে আপনারা উল্লেখ করুন। আমি স্বীকার করি যে যতটা টাকা দেওয়া দরকার ততটা আমরা দিতে পারছি না আর্থিক স্বল্পতার কারণে। কিন্তু এর মধ্যে যদি কোন রকম আর্থিক দুর্নীতি বা অসঙ্গতি থাকে তাহলে উল্লেখ করুন। আরও বেশী টাকা দিতে হবে এ কথা আমরাই বলি। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা যে কাটমোশান এখানে উৎথাপন করেছেন আমি তার পূন বিরোধিতা করছি। উনি না জেনে না শুনে এই সব কথা বলেছেন। স্যার ডিমাণ্ড নং ৬ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় এখানে উল্লেখ করেছেন-উগ্রপন্থীদের দ্বারা যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের আর্থিক সহায়তাদানের ক্ষেত্রে ৯৫ ইং থেকে কেইস পেণ্ডিং আছে। এটা থাকতেই পারে। স্যার, সরকারের যে নিয়ম আছে, সেই নিয়মে কাগজ পত্রের যদি অসঙ্গতি থাকে তাহলে এই প্রসেসে ঘুরে আসতে আসতে অনেক সময় লেগে যায়। যেখানে ঘটনা ঘটে, এই সব জটিলতা যাতে তাড়াতাড়ি দূর করা যায়, পরিবারগুলিকে যাতে তাড়াতাড়ি সরকারী সাহায্য দেওয়া যায়, তার জন্য সরকার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে দরখাস্ত করলো কি করলো না তার জন্য বসে থাকার প্রয়োজন নেই। যে সাবডিভিশানে এই ধরণের ঘটনা ঘটে, এ্যান্টি_মিষ্টদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে

লোক মারা যায় সেখানে মহকুমা শাসক নিজেদের উদ্যোগে এই সব কেইসগুলি প্রসেস করে পাঠাবেন যাতে দেরী না হয়। এই ধরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছি। ভেতরকার ট্রাইবেল, যারা লেখাপড়া জানেন না দরখাস্ত লিখতে পারেন না, কাউকে ধরে দরখাস্ত করতে হয় এতে করে অনেক সময় চলে যায়। সুতরাং এই সময়টুকু যাতে চলে না যায় সেই জন্য সরকারের কত সদিচ্ছা রয়েছে তারই প্রমাণ এই সিদ্ধান্তটা। এস, ডি, ও-দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেউ দরখাস্ত করতে দেরী করলে এই সব চলবে না। আমরা সিদ্ধান্ত করেছি এক মাসের মধ্যে অন্ততঃ প্রসেসটা আসতে হবে। সেই জন্য বলব মাননীয় সদস্য যেটা উল্লেখ করেছেন এই ধরণের যদি থাকে তা'হলে বলব কিন্তু তার জ্ঞাতার্থে আমরা এই কথা বলতে চাই ১লা মে ১৯৯৩ সাল থেকে এই স্কীমটা চালু করেছি তাতে এখন পর্য্যন্ত আমাদের কাছে ১২৬৪ টা দরখাস্ত এসে পৌঁছেছে। সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট্ লেভেলে সমস্ত হিসাব করে ১২৬৪টি এর মধ্যে ৩৭৩টি ৩১শে ডিসেম্বর অবধি ছিল তদন্তাধীন। বিভিন্ন জায়গায় এইগুলি প্রসেস করে দেখে এর মধ্যে আমি বলব ডিসেম্বর থেকে এই পর্য্যন্ত প্রায় ৫০টির উপরে আরও নূতন করে বিভিন্ন দপ্তরে সুপারিশ করে তাদের চাকুরীর জন্য ৩৭৩-এর মধ্যে যা এসেছে সেগুলি আমরা প্রসেস করে পাঠিয়ে দিয়েছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, গতবারেরটা পাওয়া গেছে কিন্তু এর আগের বছরেরটা এখনও পাওয়া যায় নি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— কাগজপত্রের নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে, হয়তো। আপনি দয়া করে দিলে নিশ্চয়ই সেগুলি দেখব। এখন পর্য্যন্ত আমরা যা চাকুরী দিয়েছি, ৫৭৫টি চাকুরী হয়েছে। আর্থিক অনুদান তাদের পরিবারে চাকুরী করার মত লোক নেই কারণ আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে পরিবারে উপযুক্ত লোক আছে তাদের একটি চাকুরী দেওয়া হবে আর যাদের পরিবারে চাকুরী করার কেউ নেই তাদের আগে ৫০ হাজার টাকা করে আমরা দিতাম কিন্তু এখন এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান আমরা দিচ্ছি। এই সিদ্ধান্ত মূলে আমরা ২০০টি পরিবারকে আর্থিক অনুদান এর মধ্যে দিয়েছি। ৫৭৫টি চাকুরী হয়েছে। আর ১১৬ টা যে দরখাস্ত এইগুলি রিলেভেন্ট নয় তাই এইগুলি বাতিল হয়েছে। আর ৩৭৩ টি এর পরে আরও যা এসেছে ৫০ টার উপরে দরখাস্ত আমি সই করেছি যেগুলি নূতন চাকুরীর সুপারিশ করে পাঠানো হয়েছে সুতরাং এই ব্যবস্থা আছে স্যার। উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিহত হয়েছে শুধু তাদেরই সাহায্য করা হচ্ছে এ রকম নয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে যাদের ধরে নিয়ে চলে গেছে বা কোন রকম কিডনাপ হয়ে গেছে এবং কোন খবরা খবর ইত্যাদি নেই তাদের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হয়েছে দুই বছর পর্য্যন্ত যারা এই রকম কিডনাপ হয়ে আছেন,

যাদের হদিশ নেই দুই বছর পর্য্যন্ত তাদের ধরে নিতে হবে যে হয়তো আর ফিরবেন না। এই রকম ধরে নিয়ে তাদের পরিবারগুলি যাতে খুব অসুবিধায় না পড়ে যায় তাই সে পরিবারগুলিকে সে ভাবেই সাহায্য করা হবে যে ভাবে উগ্রপন্থীদের দ্বারা যারা খুন হয় তাদের পরিবারের জন্য সে রকমই সাহায্য করা হবে। এই রকম ৩৯টি দরখাস্ত এর মধ্যে আমরা পেয়েছি। এই ৩৯টি দরখাস্তের মধ্যে ৩১ জনকে আমরা চাকুরী দিয়েছি, একজনকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে, দুটি দরখাস্ত বাতিল হয়েছে আর ৫টি এখন প্রসেসের মধ্যে রয়েছে। আমাদের সামাজিক দায়িত্ব এটা পালন করার জন্য দেখা গেছে এ্যাকষ্ট্রিমিষ্ট ভায়লেন্স ঘটল, এ্যাকষ্ট্রিমিষ্ট এটাক ঘটল তখনই দেখা যায় এটার সঙ্গে একটা ক্লেশ ঘটে যাচ্ছে। এই ক্লেশ মূলত উপজাতি অংশের কিছু যুবক যুবতী মানুষ ইত্যাদি দ্বারা লোকজন আক্রান্ত হচ্ছে। যেটা আজকে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন লালসিংমুড়ায় গতকালকে একটা ঘটনা ঘটেছে এটা এ্যাটাকের ফলশ্রুতি হিসাবে খানিকটা টেনশান ক্রিয়েট হয়েছে সেই রকম ক্ষেত্রে এই রকম ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ উগ্রপন্থী আক্রমণ সম্পর্কিত যে সব ঘটনা এবং তাতে উগ্রপন্থীদের দ্বারা প্রাণ হারিয়েছে সেই সব পরিবারকে সাহায্য করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই রকম ৪টি দরখাস্ত এখন পর্য্যন্ত আমাদের কাছে এসেছে আমাদের সিদ্ধান্তটা হয়েছে মার্চ মাসের ৩ তারিখে। অর্ডার বেড়িয়েছে মার্চ মাসের ৩ তারিখে। এই পর্য্যন্ত আমরা ৪টি দরখাস্ত পেয়েছি। তার মধ্যে দুই-জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আর দুটি তদন্তাধীন আছে। এগুলি এলে দিয়ে দেব সুতরাং এই পরিসংখ্যান থেকে এটা আরও পরিষ্কার যে এই দায়িত্ব পালনে, এত আর্থিক অসংগতি থাকা সত্বেও সরকারের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। সেগুলি আমরা করে আসছি। মাননীয় সদস্যের কাছে আবেদন করব, যদি এই ধরণের কিছু কেইস থাকে যেগুলি সরকারী প্রসেসে কিছু বিলম্ব হতেই পারে, সেগুলি আমাদের দৃষ্টিতে নিলে নিশ্চয়ই সেগুলি যাতে হয়, আমরা সেই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব। তার অর্থ এই নয় যে এর জন্য টাকা পয়সা কমিয়ে দিতে হবে। যে সুযোগটা আমরা করে দিচ্ছি, যদি আমরা এটা নাই পাই তাহলে কি করে তাদের এই সাহায্য করব? আমি শ্যামাচরণ বাবুকে মনে করি, তিনি একজন বিচক্ষণ বিধায়ক। তিনি বিধায়ক হিসাবে দীর্ঘদিন আছেন। তিনি ভালই ছিলেন, ওদের সঙ্গে থেকে এই অবস্থা হয়েছে। নাহলে আগে তো উনি যুক্তিসংগতই কথাবার্তা বলতেন। উনি কেন যে এখানে কাটমোশান আনতে গেলেন, আমি বুঝতে পারলামনা। আমি শ্যামাবাবুকে অনুরোধ করব এগুলি তুলে নিয়ে সহযোগিতা করুন। আমরা নিশ্চয়ই এগুলি দেখব। স্যার, আমাদের এখানে ওয়েটস অ্যাণ্ড মেজারসের কথা বলা হয়েছে। স্যার, এটা সম্পর্কে আমি খুব বেশী বলতে চাইনা। ওয়েটস্ অ্যাণ্ড মেজারসে আমাদের ম্যান পাওয়ার বাড়েনি। আগে যা ছিল, অর্থাৎ ৯০ এর দশকের প্রথম দিকে ম্যান পাওয়ার যা ছিল মোটামুটি একই আছে। পুরানো যারা রিটায়ারমেন্টে গেছেন, তাদের জায়গায় ২.১ জন নতুন নিয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং সেই হিসাবে আমি এখানে একটা পরিসংখ্যান দিচ্ছি। ওজন এবং পরিমাপ দপ্তর মানুষজনকে ব্যবসায়ীরা

যাতে ঠকাতে না পারে, অন্যায়ভাবে কোনরকম ব্যবস্থা নিতে পারে ওজনে হোক বা অন্য কিছুতে হোক সেদিকে নজর রাখছেন। ৯১-৯২ সনে তখন রাজ্যে শ্যামাবাবুরা ছিলেন। তখন ম্যান-পাওয়ার যা ছিল বা দোকান যা ছিল এখনও তাই আছে। সেই সময়েতে ওরা কেইস ভেরিফিকেশান করেছে ৬ হাজার, ইনস্পেকশান করেছেন ১৫ হাজার, রেইড্ করেছে ২৪০ টা। এইসব করে যা অপরাধীর থেকে পেয়েছে, তার থেকে কালেক্শান হয়েছে ২ লাক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এটা রেভিনিউ তারা পেয়েছে। সেই জায়গায় ৯৭-৯৮ সনে আমাদের রেভিনিউ কালেক্শান হয়েছে ৯ লাখ। আমরা ভেরিফিকেশান করেছি ১৮ হাজার, ইন্সপেকশান করেছি ৩৪ হাজার কেইস রেইড্ হয়েছে ১ হাজার ৫০০। কত বেশী? একই ম্যান পাওয়ার, একই দোকান, একই পরিস্থিতি আছে। ৯৮-৯৯ সনে রেভিনিউ কালেকশান হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা একই অবস্থা নিয়ে। কাজের যদি গতি না বাড়ত, আমরা যদি সেগুলি না বাড়াতে পারতাম, জনগনের কল্যাণে যদি দপ্তরকে ব্যবহার করতে না পারতাম, এটা তো এমনি শখ করে কেউ এসে দিয়ে যায়নি। ২২ হাজার কেইস ভেরিফিকেশান হয়েছে, ইনসপেকশান হয়েছে ৮৮ হাজার এবং রেইড্ হয়েছে ২ হাজার ৯০০। ২০০০-২০০১ ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত আমাদের যা হিসাব তাতে আমাদের রেভেনিউ কালেকশান হয়েছে ২২ লাখ টাকা, ২১ হাজার কেইস ভেরিফিকেশান হয়েছে, ১ হাজার ৭০০ রেড্ হয়েছে। স্যার, এগুলি ১০ বৎসরের মাথায় যদি হিসাব করি কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে। ২ লাখ ৪০ হাজার থেকে ২৫ লাখে চলে গেল, ভেরিফিকেশান ছিল শুধু ৬ হাজার সেটা চলে গেছে ২২ হাজারে। সেজন্য আমি বলব মাননীয় সদস্যরা সহায়তা করুন। এই যে যা হয়েছে তার জন্য আমরা খুব তৃপ্ত, তা না! এর চাইতে অনেক বেশি ব্যবসায়ী রয়েছে, দোকান রয়েছে। আরও ভেরিফিকেশানের প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু আমাদের তত ম্যানপাওয়ার নেই। যারা অন্যায় করছে, মানুষকে ঠকাবার চেষ্টা করছে সেগুলি যদি সব বন্ধ করতে পারতাম, তাহলে আমরাই সবচেয়ে বেশী খুশী হতাম। যেখানে এপ্রিশিয়েশান পাওয়া দরকার, হ্যাঁ, অনেক দূর যেতে হবে, সেই জায়গায় যাওয়া যায়নি। এটা ঠিক। কিন্তু যতটুকু করেছি, সেই জায়গা থেকে তোলে নিয়ে এসেছি—এটার জন্য তো এপ্রিশিয়েশান পাওয়া দরকার। সেজন্য আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব যাতে আমাদের কাছে তাদের সাজেশানটা দেন—সেটা তারা দিতে পারেন। কিন্তু বিপরীতভাবে ক্রিটিসিজম্ করে নিরোৎসাহ করার কোন প্রশ্নই নেই। সেজন্য আমি বলব যে এই রাস্তা ওরা যেন ছেড়ে দেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে মশার কামড় বেশী খেয়ে উনি এইসব কথা বলছেন। স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে মশার খুব উপদ্রব। মশা দু'রকম আছে কেউ কেউ নিরীহ মশা যেগুলি কামড়ালে অসুখ বিসুখ হয় না। শ্যামাবাবুর চারিদিকে হয়তো যেসব মশা রয়েছে তারা নিরীহ মশা। লোককে মশা যদি কামড়াতো তাহলে কত রকমের যে ম্যালেরিয়া হতো তা' বলা মুস্কিল।

সুতরাং সেজন্য হয়তো উনার চারিপার্শ্বে নিরীহ মশা বসবাস করছে। এটাই হোক। স্যার, এটা হচ্ছে—সেন্ট্রালী স্পোনসর্ড স্কীম। এই স্কীমে আমরা যা দেখি—আমরা যা চাই তাতো পাই না। আমরা যখন ৩'৪৩ কোটি টাকার বাজেট প্রভিশন রাখলাম এবং এটা করার পরে আমরা যখন ৩'৪৩ কোটি টাকা চাইলাম ওরা দিলো ১'৯০ কোটি টাকা। এতে আমাদের স্প্রে করতে হয়, বছরে দুইবার আমরা স্প্রে করাই। এছাড়া স্প্রে করে যারা—তাদের মজুরী, তাদের কেরিং চার্জ, এসব আমাদের মেইনলি খরচ করতে হয়। আর অন্য যেসব মেডিসিনস্ রয়েছে—যেমন ফুয়েল চার্জেস, রয়েছে। মেডিসিনস, তাদের ওখান থেকে আসে। এইসব ব্যাপার আমাদের এখানে রয়েছে। সেজন্য আমরা এইটা চেয়েছি যাতে এটা ফুল কভারেজ দেওয়া যেতে পারে। ফুল কভারেজ করার জন্য আমরা যা চাইলাম সেটা আমরা পেলাম না। সেজন্য পুরো রাজ্য কভার করা যায়নি স্যার। এতদসত্বেও এটা জানার বিষয় যে ম্যালেরিয়া প্রবণ রাজ্য হিসেবে আমাদের নর্থ ইষ্টার্ন রিজিওনে তিনটা ষ্টেট্ রয়েছে। সেগুলি হলো—আসাম, মিজোরাম, এবং ত্রিপুরা। আমার কাছে যে হিসাব রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৩ সালে আসামে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগী যাদের শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবানু পাওয়া গিয়েছে তার সংখ্যা হলো—৭৩,১৬৮ জন, আর ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৬৪ জন। মিজোরামে রোগীর সংখ্যা ১০,৯৪৭ জন, আর মৃত্যু হয়েছে—৫০ জন। ত্রিপুরাতে ম্যালেরিয়ার জীবানু পাওয়া গিয়েছে এমন রোগীর সংখ্যা—১৪,৪০৮ জন এটা ৮২'৫ পার্সেন্ট কেসেসে রক্ত পরীক্ষা করে পাওয়া গিয়েছে। তাতে আমাদের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা ১১ টা। সারা নর্থ ইস্টার্ন রিজিওনের মধ্যে যেগুলি ম্যালেরিয়া প্রবন এলাকা রাজ্য সে সব রাজ্যের যে হিসেব সেই হিসেবে ত্রিপুরা পেছনে। কিন্তু এটাতে আমরা খুশী না। একটা লোকও মরবে কেন? ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে একটা লোকও মারা যাবে কেন? স্যার, ২০০০ সাল থেকে এই পর্যন্ত ২০০১ এ আসামে এই পর্য্যন্ত মৃত্যু হয়েছে—২৬ জন, মিজোরামে ২০ জন, আর আমাদের ত্রিপুরায় এই পর্যান্ত ৬ জনের ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়েছেন। তো, এই কাজ করবার জন্য যেমনটা চেয়েছিলাম তেমনটা যদি পেতাম নিশ্চয়ই এটা আমরা বলতে পারতাম যে—না, এই রকম অবস্থা আর হবে না। কি ধরনের অবস্থায় এই রোগ হয় সেটা আমরা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রচার করে থাকি।

ম্যালেরিয়া নিবারনের জন্য যেসব স্থানে মশার উৎপত্তি হয় সেসব স্থানে মশা যাতে না হতে পারে-তারজন্য ডি. ডি টি. স্প্রে করার ব্যবস্থা করা হয়। বছরে অন্তত দুইবার আমরা ডি. ডি. টি স্প্রে করি বিশেষ করে লার্ভা ইত্যাদি বা মশার ডিম ইত্যাদি যাতে না হয় তার জন্য। মশা জঙ্গলে বেশী হয়। সেখান থেকেই আসে। যেসমস্ত খানা-খন্দ আছে সেখানে মশা তৈরী হয়। ম্যালেরিয়া স্কীম অনুসারে রাজ্যব্যাপী ব্যাপক প্রচার কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। বাড়ি-ঘর

যাতে পরিষ্কার রাখা হয়, বাড়ির চারপাশে পচা জল যাতে না জমতে পারে এবং যে সমস্ত জায়গাতে মশার উপদ্রব বেশী হয়-সেগুলি বন্ধ করার কথা প্রচার কর্মসূচীতে বলা হয়ে থাকে। গ্রামে যাতে ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতি না হতে পারে সেজন্য আমরা সাধ্যমত মশারি বিলি করছি। গত বছর আমরা ৭৬০০ মশারী বিলি করেছি। এই বছর আমরা ৮০০০ মশারি দিচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা এই স্কীমটির কিছু পরিবর্তনের কথা বলেছি। বর্তমানে আমরা যে সংখ্যক মশারি দিতে পারছি সেটা দিয়ে গ্রামের সবাইকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একটি গ্রামের সবাই যাতে মশারি ব্যাবহার করতে পারে সেটার কথাই আমর কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। অন্যথায় ম্যালেরিয়া আটকানো খুবই দুরূহ কাজ হবে। আগে কেন্দ্রীয় সরকার ম্যালেরিয়া নির্মূলের জন্য দেশব্যাপী ডি. ডি. টি স্প্রে করার একটি কর্মসূচী নিয়েছিল এবং সে অনুসারে করাও হয়েছে। কিন্তু এরপরও ম্যালেরিয়া দূরীকরণ সম্ভব হচ্ছিল না বলে ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বলে স্কীম চালু করে। এরপরও কন্ট্রোল করা সম্ভব হচ্ছে না। বারংবার ম্যালেরিয়া ঘুরে-ঘুরে আসছে। মশার জন্ম হচ্ছে এবং কামড়াচ্ছে। এখন আবার নতুন করে এন্টি ম্যালেরিয়া প্রোগ্রাম নাম দেওয়া হয়েছে। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা রয়েছে কিভাবে এটাকে নির্মূল করা যায়। শহরে-বন্দরে ম্যালেরিয়া হচ্ছে এটা ঠিক। তবে গ্রামে এর ব্যাপকতা বেশী। আমরা চাই, একটি মানুষ ও যেন ম্যালেরিয়াতে না মারা যায়। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের যদি কোন সাজেসান থেকে থাকে বলবেন, নিশ্চয়ই আমরা দেখব। কাজেই, আমি আশা করি, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা তাদের কাট-মোশান প্রত্যাহার করে মূল বাজেটকে সমর্থন করবেন। এইটুকু বলেই শেষ করছি. ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি প্রথমেই বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের ধন্যবাদ দিচ্ছি এই কারণে যে, তাঁরা আমার দপ্তরগুলির উপর একটি মাত্র কাট-মোশান দিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই আমরা ধরে নিতে পারি যে আমার দপ্তরগুলি বেশ ভালই কাজ করছে। রবীন্দ্রবাবু যে কাট মোশান এনেছেন, পাওয়ারের উপর এনেছেন। আমি জানি না, উনি তো পাওয়ার মন্ত্রী ছিলেন। আসলে ভুলতে পারেননি সেই পাঁচ বছরের মন্ত্রীত্বের কথা যে লাগুক বা না লাগুক তাতে ফ্রান্সে যাওয়া যায়, বিলাতে যাওয়া যায়, সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা যায়। সেই দিনগুলির কথা যখন মনে পরে তখন তার মনে হয় এখনও ঐ শখটা হজম করতে পারছেন না। ডিজেল সম্পর্কে এনেছেন, আমরাও এখানে আলোচনা করেছি। আমরা চাই না এই ওয়েষ্টফুল এক্সপেণ্ডিচারটা হউক। কিন্তু কতগুলি বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক এটা আমাদের চালু রাখতে হয়েছে। রাজভবনের জন্য, জি বি. হাসপাতালের জন্য, আই,

জি, এম হাসপাতালের জন্য এবং আগরতলার পৌরসভার কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের এটা চালু রাখতে হচ্ছে। সেই কারনে খরচ বেশী হলেও এটা আমাদের বন্ধ করার কোন উপায় নেই। আমি এটা বলতে পারি এই সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ দপ্তর অন্যান্য যেসমস্ত কাজকর্মগুলি আমরাতো বলেছি এখনও সিকিমকে বাদ দিলে পরে সব চেয়ে কম দামে বিদ্যুৎ আমরা কনজিউমারস্‌দের এখনও সরবারহ করছি। আমি এই সভার মধ্যে বলেছি ২ টাকা ৯১ পয়সা করে বিদ্যুৎ কিনে এনে এখানে ১ টাকা ২১ পয়সা করে আমাদের বিক্রি করতে হচ্ছে। গরীব অংশের মানুষ যাতে বিদ্যুৎ পেতে কোন রকম অসুবিধা না হয়, বিশেষ করে বি, পি, এল কার্ডধারী যারা আছেন, উপজাতি অংশের মানুষ যারা আছেন তাদের ঘরে যাতে বিদ্যুৎ পৌঁছতে পারে আমরা আমাদের কর্মসূচীর মধ্যে এটাকে অগ্রাধিকার আমরা দিয়েছি। আমি যতটুকু জানি আমি যখন দপ্তরের দায়িত্ব নেই সারা রাজ্যে তখন এই কুটির জ্যোতিতে সুযোগ পেয়েছেন মাত্র অল্প কয়েকটা। গত তিন বছর আমরা এটাকে ৩৬ হাজারে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছি বিশেষ করে বি, পি, এল ভুক্ত যারা তাদের কাছে। ৩৫ মিটারের মধ্যে এই ধরনের বি, পি. এল, কার্ড হোল্ডার যারা আছেন, স্থানীয় লাইন থেকে আমরা তাদের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছাতে চাই। এবং এবারও আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি প্রতি ব্লক আমরা তিনশ জনকে দেব। সেই জায়গার মধ্যে আমরা বলেছি কম করেও সেখানে ৫০ শতাংশ ট্রাইবেল হতে হবে। দফতরের অফিসারদের সেই নির্দেশ দেওয়া আছে। যদি ৩৫ মিটারের মধ্যে কোন ব্লকে এই রকম নাম আছে যে উপজাতি এই এই ৩৫ মিটারের মধ্যে আছেন জুমিয়া বি. পি এল হোল্ডার তারা তিনশ হলেও সেখানে যদি দরকার হয় পাঁচশ আমরা সেই এলাকায় সেইভাবে বিদ্যুৎ আমরা সংযোগ যাতে পেতে পারে সেই সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করছি। এই সময়ের মধ্যে আমাদের বাজেট পেশ করার সময় আমি সেইগুলি বলেছি। এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দুইটি প্রজেক্ট—এর কাজ আমরা শুরু করেছি। একটি রুখিয়াতে ২১ মেগাওয়াটের আর একটি বড়মুড়ায়। আমরা আর একটা কেন্দ্রীয় সরকারের নজর দৃষ্টিতে আনছি যে এখানে নেপকোর সঙ্গে পাঁচশো মেগাওয়াটের জন্য আমরা সই করেছি বেসরকারী কোম্পানীগুলি আসছে তাদের আমরা উৎসাহিত করছি। কিন্তু এখানে যেটা সমস্যা এটা হচ্ছে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে সবটাতো আমাদের এখানে ব্যবহার হবে না, এটাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন থাকবে। সেই কারনে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বলেছি এন, ই যেসমস্ত রাজধানীগুলি আছে সেগুলিকে যাতে এইচ, পি লাইনের সাথে যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ ২২০ ভল্টেজের হয়, ডাবল সার্কিটের না হলে ৪৪০ ভোল্টেজের লাইনের সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজধানীকে যাতে যুক্ত করা যায়। যাতে অতিসহজে ন্যাশানাল গ্রীডের সঙ্গে আসতে পারি। আমাদের উদ্বৃত্ত যদি বিদ্যুৎ থাকে সেটা যেমন আমরা বাইরে নিতে পারি, যাতে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারি বা কোন কারণে যদি

আমাদের বিদ্যুৎ কোন সময় ঘাটতি পরে সর্টেজ হয় তাহলে আমরা যাতে ন্যাশানল গ্রীড থেকে সেই বিদ্যুৎ আমরা নিতে পারি চাহিদা মেটাতে পারি সেই জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে আমরা এনেছি আমাদের দিক থেকে। দপ্তরের সমস্ত দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত হয়েছে। আমাদের ট্রান্সমিশন লস, আমাদের প্রায় ৫০ শতাংশ মিটার যেখানে প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে আছে সেইগুলি আরও কিভাবে কমানো যায় এবং সেন পারসেন্ট মিটারিং করা এটা চালু করা সেগুলি সম্পর্কে আমাদের বিদ্যুৎ দপ্তর আমাদের কর্মসূচীর মধ্যে আছে। এটা আমাদের কাছে খুবই পরিস্কার। আপনারা যতই কথা বলেন না কেন। আপনারা জল সরবরাহের কথাই বলেন না কেন, জল সেচের কথাই বলেন না কেন। মূল কথা হচ্ছে বিদ্যুৎ কতটুকু সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। আর ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে কতটুকু ব্যবস্থাপনা আমরা করতে পারলাম। এটা না হলে পরে অনেক উন্নয়ন সেখানে বিশেষত হতে পারে না। সুতরাং সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমরাদের বিদ্যুতের কর্মসূচী রেখেছি। এছাড়া আমরা আমাদের পূর্ত দপ্তরের সেই রাস্তার কথায় বলুন আর জল সেচের কথাই বলুন এখানে বাজেটে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আমাদের কর্মসূচী এবং উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে না পরে তার জন্য আমরা কেন্দ্রিয় যেসমস্ত অর্থনৈতিক সংস্থা আছে সেখান থেকে টাকা ঋণ করে হলেও আমাদের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে বিশেষ করে রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার যে ইম্পরটেন্স তার জন্য ঋণ নিয়ে কাজ করতেও আমরা কোনরকম পিছপা হচ্ছি না। আমরা রাস্তা ব্রিজ এই সবগুলির কাজ করার জন্য আমরা এক দিকে যেমন হাতকুম থেকে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করছি। আবার নাবার্ড থেকেও টাকা নেওয়া চেষ্টা করছি, আর বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নেওয়ার জন্য চিন্তাভাবনা করছি। এখন আবার বিশ্ব ব্যাঙ্ক এগিয়ে এসেছে। তারা বলেছেন প্রজেক্ট তৈরী করার জন্য। তারাও ১৯ কোটি টাকা দেবেন। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এজেন্সি এপয়েন্ট করার কাজ করা হয়েছে। তারা ইতিমধ্যে কাজ করা শুরু করেছে। এই সমস্ত রিসোর্স যে আছে সেগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আর বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলগুলিতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রাস্তার কাজ, বিশেষ করে ব্রিজ যেখানে কাঠের ব্রিজ বেশী সেখানে টিকে না সেখানে সেই সমস্ত ব্রিজগুলিকে কংক্রিট করার জন্য আমরা একটা প্রজেক্ট সাবমিট করেছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। সেখানে ৪৫ কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট জমা দেওয়া হয়েছে। সেই দুর্গম অঞ্চল আছে যেখানে বেশীর ভাগ আমাদের উপজাতি অংশের মানুষ থাকে সেখানে যাহাতে কাঠের ব্রিজ বাধ দিয়ে বেইলি ব্রিজ করা যায়। আমাদের সেই প্রজেক্ট প্লেনে কমিশন অনুমোদন করেছেন এবং এই বছর পাঁচ কোটি টাকা দিয়েছেন। আর একটা জাতীয় সড়কের কাজ যেটা হচ্ছে সেটা করতে বিলম্বিত করছে। সেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিয়েছি। আইজল পর্যন্ত দ্বিতীয় সড়ক সেই কাজটা তারা

দ্রুত শুরু করে। আর একটা বাজেটের মধ্যে ধরেছি। এখানে হালালালি থেকে শুরু করে আমবাসা, রাঙ্গাবাড়ী অমরপুর বগাফা বিলোনীয়া পর্য্যন্ত ১৬৫ কিলোমিটার রাস্তা সেই রাস্তাও প্ল্যানিং কমিশন অনুমোদন করেছেন। এবং তারা বলেছেন যে তারা এই কাজটা কি আর ওকে দিতে চাই। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের সম্মতি দিয়ে দিয়েছি যদি সেখানে কি আরও করে আমাদের দিক থেকে কোন রকম আপত্তি নেই। এবং আমরা আশা করছি এটা আমাদের আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের মত একটা পেরালও দক্ষিণ থেকে উত্তর ত্রিপুরার জনগণকে আরও কাছে আনবে যোগাযোগের মাধ্যমে। এবং সমস্ত রাস্তাগুলি আসবে উপজাতি পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে। যে সমস্ত এলাকায় এখনো রাস্তা যোগাযোগের ব্যবস্থা খুব একটা নেই। এই রাস্তা মহলে পরে আমাদের উত্তর ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা ব্যবধান আর কমিয়ে আসবে। আমি এখানে লক্ষ্য করেছি মাননীয় সদস্যরা বার বার বলতে চেষ্টা করছেন যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ক্ষেত্রে টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে ট্রাইবেলরা অবহেলিত হচ্ছে। আজকে রতনবাবু আরও একটু বাড়িয়ে বলেছেন এস, সি ; ও, বি-সিদের বরাদ্ধ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে বলতে পারি এস সি দপ্তরের বরাদ্ধ ছিল গতবারে ১৮ কোটি ৭৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, আর এই বাজেটে রাখা হয়েছে ১৯ কোটি ৪৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ১৯৯৭—৯৮, ৯৮-৯৯ সালে বাজেটে টাকা কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিধানসভায় প্রশ্ন এসেছিল। এবং তার উত্তরও দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী ঃ - আমি তো বলছি যে, বাজেট এট্-এ গ্রাণ্ডস্ আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি। গত বৎসর কত বরাদ্দ ছিল, এবার কত বরাদ্ধ রাখা হয়েছে তার মধ্যে আছে। আপনার হাতের কাছে এটা আছে। আমরা গত বৎসর টাকা কমাইনি।

শ্রীকাশিরাম রিয়াং ঃ—স্যার, ১০ পারসেন্ট তো এমনিতেই বাড়ে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ - সেটা তো থাকে সেলারী-টেলারী সব মিলিয়ে। টাকা যেটা ধরা হয়েছে এটা যথেষ্ট এটা আমরা কোন বারই বলছিনা। এটা তো আপনারা জানেন প্লেনটা আমাদের এই রকম ডিবিজিবোল পোল, এই দপ্তরগুলি ডিবিজিবোল পোলের জন্য টাকা পায়। কিন্তু আমাদের ডিবিজিবোল পোলটা ক্রমে ক্রমে কমে যাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি এটাকে ডেভলাপ করার জন্য। এবারকার বাজেটের মধ্যে আমরা ঝুকি নিয়েছি যে প্লেন হেডে সেলারির জন্য যে টাকাটা খরচ করতে হতো সেটাকে আমরা নন্-প্লেনে ডাইভার্ড করেছি যাতে এটার ডিভিজিবোল পোল অন্য দপ্তরগুলি প্লেনের টাকা টা যাতে প্রকৃত ভাবে খরচ করতে পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইগুলি আমরা আরো আগে নিতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু যেহেতু পরিকল্পনার আমাদের জন্য যে টাকা বরাদ্ধ করে সে

টাকা আমাদের কোন অবস্থার মধ্যেই যথেষ্ট নয়। এটা তো আপনারা যখন ছিলেন জোট আমলে তখন সেই কথা বলেননি। আমরা তো বলছি উত্তর পূর্বাঞ্চলে আমাদের জন্য যে বরাদ্ধ পরিকল্পনা যাতে এটা বলা যায় আমাদের চাহিদার তুলনায় একেবারে নগণ্য। স্বাভাবিক কারণে টানা হেঁছড়া করে আমাদের দপ্তরগুলিকে চলতে হচ্ছে। দ্বিতীয় যেটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে ২০০০—২০০১ সনে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য বরাদ্ধ ছিল ৮০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা এবং রিভাইজ বাজেটে আমরা সেটা করেছি ৮২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। আর ২০০১-২০০২ সনের বাজেটে বরাদ্ধ রাখা হয়েছে ৮০ কোটি ২১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। আমি প্রথমত বলব যে এটা হলো এই রকম। এখানে টাকা কমেনি, গত বৎসর আমরা ৮০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ধরেছিলাম ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য তাতে এ, আই, বি, পি-এর ৫ কোটি টাকা ছিল। এই টাকা ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ারকে দেওয়া হয়েছিল। তারা সেই টাকা খরচ করতে পারেনি। যার কারণে এ, আই, বি, পি-র টাকা খরচ করা যায়নি। রিভাইজ বাজেট যখন করি আমরা সেটাকে কমিয়ে এনে ৫ কোটি থেকে ৩ কোটি টাকা করেছি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নতুন এ, ডি, সি এসেছে তাদের শেয়ার অব্ টেক্স-এ কিছু টাকা তারা আমাদের কাছে পাওনা ছিল সেটা আমরা বাজেট এষ্টিমেটের মধ্যে দেখাই। এবং আমরা যখন এখানে এটা তৈরী করি রিভাইজ বাজেট তাতে প্রায় ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার মত শেয়ার অব টেক্সেস্ হিসাবে সেটা এ, ডি, সি-এর টাকা আমরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে তাদেরকে দেই সেটার জন্য এখানে টাকা বাড়াতে হয়েছে। এছাড়া রিভিশান অব পে-স্কেল আমরা রাজ্য সরকার করেছি এবং এ, ডি, সি-ও করেছে তাতে গিয়ে তাদের আরো প্রায় ৩ কোটি টাকা বাড়তি লেগেছে। স্বাভাবিক কারণে রিভাইজ বাজেট যখন আমরা করি তারা যখন রিভিশান অব পে সেখানে করেছেন সেই টাকাও রাজ্য সরকার তাদেরকে মিটিয়ে দিতে হয়েছে। সেই কারনে গত বারের আমাদের ৫ কোটি টাকা এ, আই, বি, পি-এর কমে গেলে পরেও ৫ কোটি টাকার মধ্যে ২ কোটি টাকা কমলে পরেও কিন্তু এ, ডি, সি-কে আমাদের প্রায় ৫ কোটি টাকার উপর দিতে হয়েছে সেলামী এবং অন্যান্য শেয়ার অব টেক্সেস্ ইত্যাদি বাবদ। এই কারনে রিভাইজ বাজেটে আমাদের বরাদ্ধ বেড়ে গেছে। এবার সেটা আমরা করেছি ২০০১-২০০২ তে এ, আই বি, পি স্কীমে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য কোন টাকা বরাদ্ধ করিনি। কারণ ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট বা এখানকার আর, ডি বা অন্যান্য দপ্তরগুলি তারাই এই টাকাটা খরচ করার দায়িত্ব নিয়েছে এবং তাদের মধ্যে সেই টাকাটা বন্টন করা হয়েছে। সুতরাং টাকার অংক হিসাব করলে এ, ডি, সি-র টাকা কমানো হয়নি। এবং কমানোর কোন প্রশ্নই নেই। এবং আপনারা দেখবেন বাজেট এই এ গ্রেণ্ডসের মধ্যে আমরা দেখিয়েছি যে ৬টা দপ্তর মূলত এ, ডি, সি কে টাকা দেন প্রত্যেক বৎসর বাজেটে। সেখানে গত বৎসর এই ৬টা দপ্তরে ৬৮ কোটি টাকা ছিল এবার বাজেটে প্রায় ৮০ কোটি টাকা তাদের জন্য এ, ডি, সি-র বরাদ্ধ করা হয়েছে। এই সমস্ত দিক দিয়ে

উপজাতি অঞ্চল পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জন্য আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের এই কর্মসূচীগুলিকে রূপায়িত করছে। অনেকে আমাদেরকে মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন যে আপনাদের আর্থিক অবস্থা কিরকম। কিরকম চলছে এই সব কিছু। আমরা বলছি ভাল সবকিছু চলছে এটা তো জোর করে বলা যায়না। আমরা বলছি অন্তত এখানকার যে লাইবেলিটিস, কমিটেড যে এক্সপেনডিচার আমরা অন্তত এইগুলিকে মিট করতে পারছি। আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল-এর রাজ্যগুলি দেখুন, বিহার দেখুন এবং আরো কয়েকটা রাজ্য দেখুন সেখানে শিক্ষকদের ৭-৮ মাস ধরে বেতন দিতে পারছেনা। আমাদের পাশের রাজ্য আসামে সেখানে ৮ মাস ধরে বেতন পায় না শিক্ষকরা। তাদের সচিবালয়ের কর্মচারীদেরও অনেক সময় বেতন দিতে পারেন না। নতুন যেটা ৫ম পে-কমিশন চালু হওয়ার পর এই যে পে রিভিশান এখনও উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনেকগুলো রাজ্য তারা এটা করতে পারেনি। আমরা পে-কমিশন গঠন করেছি, আমরা যে রিভিশন করেছি এবং সেই ভাবে নতুন স্কেল ইন্ট্রোডিওস্ করেছি. সেন্ট্রাল ডি-এর ক্ষেত্রে এই ৪১ পয়েন্ট কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন আমরা এপ্রিল-এর ১ তারিখ থেকে সেখানে ৩২ পয়েন্ট কার্যকর করার সিদ্ধান্ত করেছি। অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে ইউ, জি, সি স্কেলের দিক থেকে আমরা বলতে পারি ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের তিনটি রাজ্য তার মধ্যে আমাদের একটি রাজ্য। তারপরে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশ তারাই শুধু ইউ, জি, সি স্কেল দিয়েছেন। আর বাকি ভারতবর্ষের অন্য রাজ্য পারেনি। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটগুলোতে টেকনিক্যাল-এর এ. আই. সি. টি. ইউ যে স্কেল আমরা এখানে ইনট্রিডিওস করেছি এবং এই কথাতো আগে বলতে পারছি না যে অথচ আমরা বেতন দিতে পারছি না বা কোন জায়গা কোন কর্মচারী ১ দিন পরে বেতন পান। অন্তত সেই অবস্থার মধ্যে আমরা পড়িনি। আমরা এটা বলতে পারি প্ল্যান, নন্ প্ল্যান যা আমরা বরাদ্ধ করেছিলাম অন্তত কোন দপ্তরের কোন টাকা আমরা কাটিনি। এবং তারা যদি সেই জায়গার মধ্যে ঠিক মত রূপায়িত করতে পারেন আমরা সে দিক থেকে সেগুলো দেখছি। আমি ভাষণের মধ্যেও এই কথা বলার চেষ্টা করেছি যে পথে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যে উদারীকরন, বিশ্বায়ন তার যে কি পরিনতি হয় এখন তো দেখছেন তেহেল্কা ডট কম, তেহেল্কা—কম পরিনতিটা কি উদারীকরনের দিয়ে পরিধিতে কি দেখছেন, এখন তো সব চেয়ে বেশী আমাদের দেশের এই অবস্থা কখনও হয়নি। এখন সমস্ত তার পরিনতি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের মধ্যে আলোচনা উঠছে। আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে দুর্নীতির দায়ে তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। এই অস্ত্র কেনা এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে। বালকোনী, লাভজনক সংস্থা যার পুঞ্জি হচ্ছে ৫.৫ হাজার কোটি টাকার মত, ৫০১ কোটি টাকার বিনিময়ে আরেকটা বেসরকারী কোম্পানীর কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। ব্যাঙ্কগুলো এই রকম হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক।

সেই কয়েকজন লোকের হাতে ছিল। সে দিক থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যাঙ্ক জাতিয়করণ করা হল, এবং তারপরে আজকে যেসমস্ত মালিকদের পুঁজিপতিদের চাপে এখন ব্যাংক বিলগ্নি করানোর প্রস্তাব, আজকে সেখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। যতগুলো সরকারী লাভজনক সংস্থা আছে তারইতো পরিনতি উদারীকরনের পরিনতি, এরও অপেক্ষা করুন কোন টাকার মধ্যে আমাদের দেশটাকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তো জানিনা অন্ততঃ এখানে বলেছেন বি, জে, পি গর্ভমেন্টকে মোরাল গ্রাউণ্ডে অন্ততঃ সরে যাওয়া উচিৎ। তারা একটু দেরিতে বুঝেছেন। যদি তাড়াতাড়ি বুঝতেন আমরা সবাই খুশি হতাম। তার পরে জানিনা আবার তারা কোন পথে যাবেন। কিন্তু এই পর্যান্ত যা করেছেন এটা খুব খারাপ রাস্তা। অন্ততঃ আর্থিক উন্নতির দিক থেকে দেশটা বিক্রি করে যে পরিকল্পনা নিয়েছে। আমরা এটা বলতে পারি আমরা এখানে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। যেখানে ১০০টা মানুষের মধ্যে ৭০ জন মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে সেই অনুসারে মানুষটি যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে অতন্তঃ আমরা সেই পথটা বের করে দিয়েছি। ছোট রাজ্য ত্রিপুরা। আমরা বলেছি কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা এই পরিস্থিতির মধ্যে কি বিকল্প হতে পারে, সেই বিকল্প রাস্তাটাই আমাদের রাজ্যের বাজেটের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কাদের জন্য টাকা দেওয়া হয়, পরিকল্পনা কি হওয়া উচিৎ এই সমস্ত টাকা পাওনার মধ্যে একটি রাজ্য আমাদের সংবিধান যে ন্যুনতম ক্ষমতার মালিক সেই পরিস্থিতির মধ্যে বিকল্প কি হওয়া দরকার সাধারণ মানুষ গরিব মানুষ এখানকার উপজাতি পিছনে পড়া মানুষ তাদেরকে কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে বাজেটের মধ্যে আমরা সেই আরেকটা চিহ্নিত করার সাহায্য করেছি এবং চাই ভারতবর্ষকে বাচাতে সাহায্য করবে এই কথা বলে এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদেরকে বল কাট মোশানগুলো এনেছেন এগুলো প্রত্যাহার করে নেন এবং বাজেট যেটা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করুন এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, আমেরিকায় কি হচ্ছে বিশ্বে কি হচ্ছে, দিল্লিতে কি হচ্ছে এ দিয়ে কি হবে, করমছড়ায় কি হচ্ছে এটা বলুন। করমছড়ায় যে ডাইভারশান্ স্কীম্ ছিল এটা কি বাতিল হয়ে গেছে?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার নগেন্দ্র বাবু ভাল করেই জানেন এন পি, সি, সি-তে কাজ ধরা হয়েছে বিধানসভায় আলোচনা করা হয়েছে, যদি এখানে সিডিউলড্ এর মধ্যে না উঠে থাকে নিশ্চই এটা দেখা হবে। আমি তো আর দেখিনি সিডিউলড্ তৈরী হয়েছে, কিন্তু আমি দায়িত্ব নেব। হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই কাজ হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, উনারই দপ্তরই, আমাদেরই সময় একটা ডিপ্‌টিউব

ওয়েল সেংশান্ করা হয়েছিল, এবার আমি যখন যাই তখন ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে বলে যে এখানে হবে কিন্তু উনার সিডিউলড ওয়ার্কস-এ এটা নেই।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ—মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু আপনারা তো বলেছেন এই কথা পরবর্তী সময় হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—আরেকটা স্যার, ভুলুমায় এখানেও পানীয় জল নেই। এটাও সেংশান করা আছে।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ—ঠিক আছে এটা মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে ঠিক করে নেবেন। এখন আলোচনা রাখবেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ - মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ২০০১-২০০২ সালের অর্থ বছরে শিক্ষা, বিদ্যালয় শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা, তৎসহ তপশিলী জাতি, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন তাকে সমর্থন করে এবং যে কয়েকটা কাট্ মোশান এসেছে তার বিরোধীতা করে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। প্রধানতঃ নয়া অর্থনীতি এবং আজকে ভয়ংকর আক্রমন এক লক্ষ্য। ভারতবর্ষের ১০০ কোটি মানুষের, মানুষকে যদি বিশ্বায়নের অবাধ লুণ্ঠ রাজ এবং আভ্যন্তরীন ভাবে ভারতবর্ষের জমি, সমুদ্র, জলাশয়, বনাঞ্চল কল-কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতাকে বন্ধ করে দেওয়া যায় মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য দেশপ্রেমের জন্য, বিকাশের জন্য এবং যে কোন অর্থনৈতিক অবরোধের বিরোদ্ধে পাল্টা জবাব দেবার জন্য অর্থনৈতিক সামর্থ করে তোলার সমস্ত ক্ষমতা হারায় তাহলে বিশ্বায়নের জন্য ওয়ান গ্লোব গ্লোবাল ভিলেজ, ওয়ান মার্কেট, ওয়ান প্রাইস্, ওয়ান সুপার প্রফিট্, এণ্ড ফিউ প্লাণ্ডারিং কনসার্ন। তাদের জন্য যে সেবা দাস বাহিনী গড়ে তোলা দরকার দেশে দেশে। কাজেই আমরা চাই ভারতবর্ষে অর্থনীতি, ভারতবর্ষের শিল্প বিপ্লব, ভারতবর্ষের কৃষি স্বয়ম্ভরতা আর যে দিন আমরা আমেরিকার বিরোদ্ধে পাল্টা অবরোধ গড়ে তুলতে পারব সেই দিনই আমরা মনে করব, আমরা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের এবং মানব জাতির পূর্ণ বিকাশ করতে পারবে। তা না হলে কিউবার মত, চীনের মত, মধ্য প্রাচ্যের মত, ইরাকের মত, আমাদের দেশকেও ক্রমাগত একটা অবরোধের সামনে দাড়িয়ে থাকতে হবে। যেটা কাশ্মীর সমস্যার সময় আমরা অনুভব করছি। আমেরিকার পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে কাশ্মীরকে পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ ব্যবহার করতে চাইছে। আন্তর্জাতিক ডমিনিশনকে তৈরী করার জন্য সেই ক্ষেত্রে যেমন রিসোর্স মানব শক্তি বিকাশ, সমস্ত শক্তি বিকাশের উৎস ভূমি। নোবেল বিজয়ী অর্মত্য সেন কিছুদিন আগে কেরালায় একটা শিক্ষা সম্মেলনে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এবং সেই কনফারেন্স থেকে আওয়াজ উঠেছিল সমস্ত অগ্রগতির বাধা হলো শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের অনগ্রসরতা। ইগনোরেন্স, ইলিটারেসি সমস্ত প্রগতির পক্ষে

প্রতিবন্ধক। প্রগতি মানে সম্পদের সমহারের বিকাশ, সম্পদের সমবণ্টন। আমেরিকায় আজকে তার সম্পদের কোন শেষ নেই। আরব দুনিয়ার বাদশারা গোটা আমেরিকা কিনতে পারে, তাদের এত টাকা। কিন্তু যেখানে সম্পদের কোন সমবণ্টন নেই। একদিকে স্কাইস স্কোপার ভোগের আর একদিকে দারিদ্রের গাড় অন্ধকার। এর বিরোদ্ধে প্রতিটি মানুষকে রাইট টু রিসোর্স, রাইট টু পাওয়ার, রাইট টু এমপাওয়ারম্যান্ট এবং রাইট টু সোসিয়েল জাস্টিস এটা হলো সাম্য। অর্থাৎ শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হলো যাবতীয় ডিসক্রিমিনেশনের বৈশম্য দূর করা। এবং সেখানে উচ্চারিত হয়েছে ক্লাস কাষ্ট এ্যাণ্ড সেকস, ডিসক্রিমিনেশন। আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কমিশন থেকে কোটারী কমিশন পর্যান্ত বলা হয়েছে ব্যয় বরাদ্ধের, জাতীয় ব্যয় বরাদ্ধের শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষার জন্য খরচ করতে হবে। শিক্ষার জন্য যেমন রিসোর্স ডেভেলপমেণ্ট যে মানব জাতি হাজার হার বছর ধরে আনপ্রোডাকট পতিত হয়ে পড়ে রইল, তাঁকে বিকশিত করার জন্য। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, কারণ আমার এই কথাগুলি অনেকের বুকে বা কানে লেগেছে। তাতে যদি তারা অসুস্থ হন, আমি দুঃখিত থাকব। আমি কিন্তু শিক্ষার জন্যই বলছি। সেই দিক থেকে বলা হয়েছে শতকরা ১০ ভাগ জাতীয় আয়ের ব্যয় শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। কিন্তু শিক্ষাটা কেন্দ্র এবং রাজ্য সেই যুগ্ম তালিকার মধ্যে। শিক্ষার যে ব্যয়, ব্যয়এর জন্য যে অর্থ বরাদ্ধ প্রয়োজন হবে সেটা কেন্দ্র এবং রাজ্য সমভাবে বণ্টন করবে। ২০০০-২০০২ সালে আমাদের দেশে আমাদের যে বাজেট যে বাজেটে যশোবন্ত বলেছেন যে আমরা ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থিদেরকে ভেষ্ট এড়ুকেশান দেওয়ার জন্য ৯ বছর ব্যাপী আমরা নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে সর্বশিক্ষা অভিযান। আমাদের স্বাধীনতার শুরু হয়েছিল ১৪ বছর পর্যন্ত সবার জন্য স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। কিন্তু এবার সেই কেন্দ্রের সরকার এন, ডি, এ সরকার বলেছেন ১৪ বছর পর্যন্ত সর্বশিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যান্ত পড়তে বাধ্য করা। সেই জন্য বরাদ্ধ রেখেছেন মাত্র ১'১৮ এই কথাটা বলার জন্যই আমি বলেছিলাম আজকে অ্যামেরিকা অবরোধের সামনে আমরা অস্থির ভাবে দাড়িঁয়ে আছি। আগামী দিনের বিকাশ হবে যাতে আমরা আমেরিকার মত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনীতিকে অবরোধ করতে পারি সেটাই হবে বিকাশের চরম লগ্ন। তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলছে যে শিক্ষার অনগ্রসরতা মানুষকে সেই স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যর্থ হয়ে গেছে আমাদের দেশে। লোক সংখ্যা পৃথিবীর ৬ জনের মধ্যে আমাদের দেশে একজন। তাহলে আমাদের দেশের পৃথিবীর ৬ জনের নিরক্ষরের মধ্যে একজন নিরক্ষর হওয়া উচিৎ। কিন্তু আমাদের দেশে বিশ্বের তিনজন নিরক্ষরের মধ্যে একজন নিরক্ষর হওয়া উচিৎ। কিন্তু আমাদের দেশে বিশ্বের তিনজন নিরক্ষরের মধ্যে আমাদের দেশে একজন। শিক্ষায় এই কতগুলি আমি বলছি এর পরে ১৪ বছর পর্যান্ত ৯ বছরের উন্নত শিক্ষার জন্য ২০০০ থেকে ২০০১ ইং সালে ৩৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে মাত্র ১ কোটি টাকা। ডাঃ তাপস মজুমদার কমিটির ১৮ জন

সদস্য কমিটি তাদের প্রতিবেদনে বলেছে ২০০১ ইং সালের সেই আমাদের দেশে ৬ থেকে ১১ বছরের সেই শিশুদের সংখ্যা হবে ১১ কোটি ৮২ লক্ষ এবং ১১ থেকে ১৪ বছরে পর্যান্ত শিশুদের সংখ্যা হবে ৭ কোটি ৪ লক্ষ মোট সংখ্যা হবে ১৯ কোটি ২৭ লক্ষ। এদের জন্য যদি সর্বশিক্ষা অভিযানে কর্মসূচী সফল করতে হয় ৯ বছরে এদের টাকা দরকার হবে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯২২ কোটি টাকা। বছরে ১৫ হাজার ২০১ কোটি টাকা ২০০১-২০০২। আগের বছরে যে বেকলক্ এটা সহ বরাদ্দ হয়েছে ৩ হাজার ৮০২ কোটি টাকা। কাজেই শিক্ষাটা আজ নগদ কাল বাকি না আজ বাকি কাল নগদ কোনটা। যেখানে ১৫ হাজার কোটি টাকার দরকার সেখানে ৩ হাজার ৮০২ কোটি টাকা সেই হারেই কিন্তু আমরা আমাদের শিক্ষার বাজেট করেছি। কারণ এটা যুগ্ম তালিকার মধ্যে আছে কেন্দ্র এবং রাজ্য ব্যয় বরাদ্ধ সেটা তৈরী করে। মাধ্যমিক শিক্ষা ২০০১-২০০২ ইং সালের এক লক্ষাধিক বিদ্যালযের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ধরা হচ্ছে ১ হাজার ৩০৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় বিদ্যালগুলির জন্য আছে ৫৯৬ কোটি টাকা, নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য আছে ৪৪৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং এক লক্ষাধীক স্কুলের ছাত্রদের জন্য আছে ২৬৮ কোট ১৪ লক্ষ টাকা। কাজেই এই জন্যই বলা হয়েছে আমি যে কথাটা শুরু করেছিলাম এই যে আন্তর্জাতিক বানিজ্যিক দাসত্ব আমার জন্য নেমে আসছে আমাদের দেশে কৃষকের জন্য ভরতুকী দেওয়া হয় মাত্র ৫০০ কোটি টাকা। সেখানে ৭০ কোটি হল কৃষক। কৃষির উপরে নির্ভরশীল। আর আমেরিকায় ভরতুকী দেওয়া হয় ৫ হাজার কোটি টাকা। সেখানে কৃষক হল মাত্র ৯০ লক্ষ। ৯০ লক্ষ চাষীর জন্য আমেরিকা ভরতুকী দেয় ৫ হাজার কোটি টাকা। আর আমার দেশে ৭০ কোটি চাষী মানে কৃষির উপরে নির্ভরশীল মানুষের জন্য ভরতুকী দেই মাত্র ৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু যেহেতু সেই ডব্লিউ. টি, ও, আন্তর্জাতিক ট্রেইড ইউনিয়ন আই এম, এফ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং তাদেরকে কনট্রোল করেন আমেরিকা এবং সেই বিশ্ব ব্যাঙ্ক সারা পৃথিবীর মালটিন্যাশনালগুলির পৃথিবীর সেই কনর্জামশান এবং তার ১০ শতাংশ কনট্রোল করে। আন্ত-র্জাতিক ট্রেট ইউনিয়ন, আই, এম, এফ বিশ্ব ব্যাংক তাদের কন্ট্রোল করেন। আমেরিকা সেই বিশ্ব ব্যাংক সরা পৃথিবীর বা মালটিন্যাশনালগুলি পৃথিবীর সেই কনজামশান এবং রিলিফ তার ৯০ শতাংশ কন্ট্রোল করে। এবং সেই জন্য বলছি আমাদের দেশে ভর্তুকী ঢেলে দিতে হবে। ভর্তুকী ঢেলে দেওয়ার জন্য আমাদের দেশে শবা হয়ে যাচ্ছে ইনকমপেটিভ থাইল্যাণ্ড থেকে থেকে যে বাসমতি চাউল আসে তার সঙ্গে আমাদের বাসমতি চাউল বাজারে কমপিটিটিভ-এ পড়ে না। আমাদের বাসমতি চাউলের দাম ৩২ টাকা প্রতি কেজি। আর ওদের বাসমতি চাউলের দাম হচ্ছে কেজি প্রতি ১১ টাকা। চীন থেকে যে সাইকেল আসে তার দাম হল ৭০০ টাকা আর আমাদের সাইকেলের দাম হল ১৭০০ টাকা। আমেরিকা থেকে যে চিকেন আসবে তার দাম হবে প্রতি কেজি ৩৫ টাকা আর আমদের এখানে চিকেন হচ্ছে প্রতি কেজি ৭০ টাকা। কাজেই এর ফলে মার খাচ্ছে কে?

হাইয়েষ্ট পপুলেশান বিগেষ্ট পপুলেশান। ৪০ হাজার কোটি টাকার শস্য গোডাউনে জমে যাচ্ছে বিক্রি করা যাচ্ছে না। এই যে ইকোনমিক সেলভারিং আসছে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য যে মস্তিস্কের বিস্ফোরণ এবং মেধা শক্তির প্রয়োজন। তার স্বদেশপ্রেম, তার প্রোডাকটিভিটি, তার ক্রিয়েটিভিটি এটাই হল হিউমেন বিসনেস এডর্ভানমেন্ট কিন্তু সেটাকে যদি বাতিল করে দেওয়া যায় তাহলে এই দেশে হাজার হাজার বছর ধরে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে নিম্ন বর্গের হিসাবে এই তারাই হল সোস্যাল সারভেন্ট। সেই দিক থেকে আমাদের রাজ্যের বাজেট এবং কেন্দ্রীয় এই ভাবে কাটছাট করা হয়েছে। যেটা এই মনুষ্যেত্বের কোন জাগরন বা বিকাশ হয় না। সেই দৃষ্টি কোণ থেকে আমরা যদি ব্যর্থ হই তাহলে আমরা ছেইলেংটার কথা বলে লেংটা হয়ে থাকতে পারব। কিন্তু সেই বন্ধের আয়োজন হবেনা। সেই জন্য আগে ছৈইলেংটার সঙ্গে আগরতলা আগরতলার সঙ্গে দিল্লী এবং দিল্লীর সঙ্গে মস্কো বিগিং বা নিউইয়র্ক যোগ না করলে বিশেষ নাগরিতাবোধ না করলে পরে তারা হয়ে যাবে সংকীর্ণ এবং তারা হাতে নিবে টাকল অথবা বন্দুক। এবং তারা ঘোষণা করবে সেই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশেষ মৌলবাদের ধরণ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সিডিউল টাইম শেষ তাই তার পরেই রেজিলিউশান আছে কাজেই অমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব অল্প কথায় শেষ করার জন্য।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— এরপর উচ্চ শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। স্যার, উন্নত রাষ্ট্র-গুলিতে ১৮ থেকে ২৩ বছরের যুবক যুবতীর মধ্যে ৮০ শতাংশ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে। বিকাশশীল দেশে ৩০ শতাংশ আর তৃতীয় বিশ্ব অবশ্য এখন আর তৃতীয় বিশ্ব নেই ২য় বিশ্ব সবটাই সেখানে ২০ শতাংশ। আর ভারতবর্ষে ৬ শতাংশ। আর ২০০০—২০০১ সালের বাজেটে ধরা হয়েছে ২৫৯১ কোটি টাকা। এই বছর সেখানে আরো ১ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যেও ত্রিপুরায় হাই, হাইয়ার এডুকেশনের জন্য ১৭ শতাংশ অর্থ বরাদ্ধ করেছে। কেন্দ্র করেছে, ১.১৮ শতাংশ। যারা এটা দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন মানসিকভাবে ভাবছেন ১ লক্ষ পারসেন্ট তা কি কিন্তু নয়। আমরা সেখানে গর্ববোধ করছি না। আমাদের আয়োজন আছে, রিক্রুটমেন্ট আমরা করি। কিন্তু পাঠানো যায় না বন্দুকের জন্য। এবং বন্দুকের ব্যর্থ এবং গুপ্ত ভক্ত আছে তাদের জন্য। যারা বন্দুক ধরেছে তারা সিঙ্গেল স্ট্যাণ্ডার্ড, আর যারা বন্দুক ধরেছে তাদের গোপনে সাপোর্ট করে, তারা ডাবল স্ট্যাণ্ডার্ড শত্রু।

(ভয়েসেস, ফ্রম অল অপজিশান বেঞ্চ ঃ—আপনি কোনটা),

আমাকে তো বলতেই হবে, আমি সিঙ্গেল পরেন্টের।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি কাট মোশনের উপর আলোচনা করুন।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—(মন্ত্রী) কাজেই আমাদের ত্রিপুরায় তিন সহস্রাধিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয় আছে। তার জন্য আমরা বাজেটে বরাদ্ধ করেছি। এ জন্য আমরা গর্ববোধ করছি না। আমরা মনে করি, এখানেই শেষ নয়। এটাকে আরো বাড়াতে হবে। এবং কেন্দ্রের বাজেটকে ১০ পারসেন্ট এই জায়গায় বাড়াতে হবে। কাট মোশান দিয়েছিলেন, জওহর বাবু। তিনি এখানে নেই। রতিমোহন বাবু মিড-ডে মিলের সম্পর্কে বলেছেন। এটা বিস্তৃত বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রায় লক্ষাধিক প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী আছে মিড-ডে-মিল পেয়ে থাকে। সেটা করা হয়েছে ইনটেনসিভ হিসাবে। শুনে আপনারা খুশী হবেন যে, আমাদের এইখানে লিটারেসি যেখানে ছিল ৬০ শতাংশ সেটা এখন এভাব ৮০ পারসেন্ট।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অল অপজিশান বেঞ্চ :—তাহলে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে আছে কেন?) একদিকে যেমন প্রাইমারী স্কুলের এই ইনটেনসিভ অন্যদিকে ইল্লেটেরেসি মিশনের মুভমেন্ট এই দু'টি যোগ করে আমরা ত্রিপুরায় সেন্ট পারসেন্ট লিটারেসির দিকে যাচ্ছি। মিজোরামের পরেই আমাদের স্থান হবে। কাজেই সেখানে কাট মোশান আনাটা ঠিক হয়নি। সেখানে যদি কোন দুর্নীতি থাকে, অভিযোগ থাকে, সেটা বলুন, আমরা অবশ্যই অভিযোগগুলি তদন্ত করে দেখব। শিশুদের খাদ্য নিয়ে দুর্নীতি করবে, শিক্ষক, রেশনশপের ডিলার এবং রেশনসপের এজেন্ট তাহলে ওরা তো সমাজের শত্রু। শিশুদের অভাব এটা অপরাধ নয়, যারা এই সমস্ত দুর্নীতি করছে তারা অপরাধী। এই সমস্ত পাপের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। শিশু খাদ্য চুরি করলে চীনে ফাঁসি হয়ে যায়। রতন বাবু যে কথাটা বলেছেন, ও. বি. সি. এর জন্য বাজেট সেন্ট্রো মাননীয় অর্থমন্ত্রী জবাব দিয়েছেন। এটা নিশ্চয় হিসাব করে দেবেন এই টাকা কিভাবে খরচ হচ্ছে। দেখবেন, যারা ওইকার সেকশন, এস, সি, এস, টি, ও বি সি মাইনোরিটি. উইম্যান তাদের জন্য। অথচ যাদের জন্য রিজারভেশনের প্রশ্নটা এজেণ্ডা ভুক্ত হয়েছে তাদেরকে সমান করার জন্য একমাত্র পজিটিভ মেথড হলো রিজারভেশন। এটাকে বলা হয়েছে পজিটিভ ডিস্ক্রিমিনিশন। আইনের চোখে সবাই সমান, ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান, মন্ত্রীর চোখে সবাই সমান। এটা বললেই হবে না, তাকে লিগেলী রিজারভেশন দিতে হবে। একই মায়ের যে শিশু সবল, তাকে ডাল ভাত দিলেই চলে, আর যে শিশু দুর্বল তাকে দুধ ভাত দিতে হয় সঙ্গে মেডিসিনও থাকে। কিন্তু মায়ের চোখে দু'টিই সমান। যে দুর্বল তার জন্য পজিটি ডিস্ক্রিমিনেশন এবং সেটা থাকবে। কাজেই নীতিগতভাবে আমি সেটাকে সমর্থন করি। নারী এই দেশের অর্দ্ধেক। তাদের কল্যাণের জন্য যে ব্যয়, যে কোন ডিপার্টমেন্টেই হোক তার গড় হিসাব করে অন্ততঃ পক্ষে ৩৩ পার্সেন্ট যেন ইনিশিয়েল ষ্টেজে করা হয়। কাজেই এটা নীতিগত ব্যাপার। আমরা সব সময়ই বলছি নারীর সমান অধিকার দেবার জন্য। ৫০ বছর তো হয়নি। অপেক্ষা

করে আছি কবে এটা আইন হবে। সেই দিকে মাননীয় সদস্য রতন নাথ মহোদয় যে প্রশ্নটা করেছেন ক্রিটিক্যাল এ্যাংগল থেকে অথবা এন্টাগনিষ্টিক এ্যাংগল থেকে, এন্টগোনিষ্টিক এ্যাংগল থেকে হলে এটাকে আমি সমর্থন করি না, ক্রিয়েটিভ, পজিটিভ এ্যাংগল থেকে হলে আই এপ্রিশিয়েট ইট। আমি মনে করি এই জায়গায় 0 পয়েন্ট থেকে উই শুড স্টার্ড। এটার নাম হলো ঘ্যানদিক প্রক্রিয়া। এজেণ্ডা তো তুলতেই হবে, তারপর বিচার বিশ্লেষণ হবে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যে বিষয়টা ৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এবং ৫০ হাজার কর্মচারী শিক্ষক মিলিয়ে সাড়ে সাত লক্ষ। এই সাড়ে সাত লক্ষর সঙ্গে হিউম্যান রিসোর্স ডিভেলাপমেন্ট-এর জন্য যে কাজটা ২৫ লক্ষ মানুষ এটার সঙ্গে যুক্ত আছে। এবং তার জটিলতা অত্যন্ত বেশী। আমরা বলছি স্কুল চলবে। আপনারা সেখানে অক্ষম হয়ে বসে আছেন যে স্কুল বন্ধ হয়ে আছে। আমরাও অক্ষম হয়ে বসে আছি স্কুল বন্ধ হয়ে আছে। এই পজিশানটা কি? এখানে চিৎকার দিয়ে বললাম স্কুল বন্ধ হয়ে আছে মিড-ডে-মিল কি করে চলবে? আবার মিড-ডে-মিল চলছে স্কুল চলে না কেন? তাল আগে না শব্দ আগে। এই সমস্ত কুটতর্ক বহুদিন যাবৎ করে আমরা আত্ম প্রতারনা করেছি এবং দেশকে প্রতারনা করছি। এবার অন্ততঃ আত্মসমালোচনা করা উচিৎ। সেই দিক থেকে হল্লাই করেন, আর চীল্লাই করেন আর ইশ্বরের নামে জপেন তবু ভাল যে আপনারা ঘুম থেকে উঠার চেষ্টা করছেন এবং জেগে ঘুমায় ভান করছেন না। ধন্যবাদ।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :— স্যার, ২৫ জনের মত ট্রাইবেল ছাত্রী আর্টস-এ ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তী হতে পাচ্ছে না সে ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা বিবৃতি দেবেন বলেছিলন।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, এভারেজ আর্টস এ ৪০ পার্সেন্ট এবং সাবজেক্ট-এ হলো ৪৫ পার্সেন্ট। এটা একটা কমন ষ্ট্যাণ্ডার্ড। এখন এটাকে যদি শিথিল করা হয় তাহলে পরবর্ত্তী সময়ে এমন একটা অবস্থা হবে এটাকে আর রক্ষা করা যাবে না। সেই জন্য আমরা ট্রাইবেল ষ্টুডেন্ট যত পেয়েছি তার মধ্যে এমনিতেই ১০ পার্সেন্ট ছাড় দেওয়া হয়েছে এভারেজ স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে। কাজেই এটা আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কমিউনিকেশনের একটা নিয়ম যদি রাখা না হয় তাহলে অসুবিধা আছে তবুও যদি সম্ভব হয় ভর্ত্তি করা এটা তারা দেখবেন এবং কনসিডারেশনের মধ্যে যদি থাকে এটা নিশ্চয়ই দেখতে পারেন। কিন্তু নিয়মগত ভাবে এটা করা খুবই কঠিন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, ৩৯ পারসেন্ট কিন্তু করতে পারে নাই।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—না আমি তো ৩৯ পারসেন্টকে প্রীচ করেছি। এখন ৩৯ পারসেন্টকে দিলে আর একজন বলবে ৩৮ পারসেন্ট দাও এবং আর একজন বলবে ৩৭ পারসেন্ট দাও কোন দিকে যাচ্ছে কাজেই এটা হয় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমাদের সময়ে ৪৫ পার্সেন্ট ছিল পলিটেকনিক কলেজে এস, টি এবং এস, সিদের জন্য। আমরা যখন দেখলাম ভেকেন্ট রয়ে গেছে আমাদের মেয়েদের কোয়ালিফায়িং মার্কস নেই তখন আমরা এটা ৩৪ পারসেন্ট পর্য্যন্ত নামিয়ে এনেছি।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ— (মন্ত্রী)—না, না, জয়েন্ট এন্ট্রান্সে কোয়ালিফায়িং করে তো ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ভর্তি হচ্ছে কিন্তু এটার জন্য তো জয়েন্ট এনট্রান্স নেই যে জয়েন্ট এনট্রান্সে থার্ড ডিভিনে পাশ করে সিলেকট্ হয়েছে। এমন কি আপনি শুনে বিস্মিত হবেন যে ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করেও ট্রাইবেল ছেলেরা পলিটেকনিকে এখন চান্স পাচ্ছে না।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, ২০০১—২০০২ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি আলোচিত ২০০১—২০০২ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Now I am putting the Cut Motions on Demand No 4 to votes. There are 4 (four) Cut Motions on the Demand.

Now the question before the House is the Cut Motions moved by Hon'ble Member Shri Billal Mia on Demand no-20, Major Head-2225.

That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on financial Assistance to the patients.

(The Motion was put to Voice Vote and Lost).

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Kajal Chandra Das on Demand No. 20, Major Head-2225.

That the amount "of the Demand be reduced to Re. 1/-to reprecent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on O.B.C".

(The Motion was put to Voice Vote and Lost).

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Ratan Lal Nath on Demand No. 20, Major Head-2225.

That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on welfare of backward classes (S. C; O. B. C and Minorities".

(The Motion was put to Voice Vote and Lost).

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia on Demand No 20, Major Head-2404.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate expenditure on Dairy Development project".

(The Motion was put to Voice Vote and Lost).

Now I am putting the Demand No, 20 to vote. The question before the House is the Demand No 20 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the S C. Welfare Department, that a sum not exceeding Rs. 88 33,75,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :—

2029—Land Revenue	Rs.	2,34,000
2202—General Education	Rs.	14,36,28,000
2204—Sports & Youth Services	Rs.	8,01,000
2205—Arts & Culture	Rs.	4,70,000
2210—Medical & Public Health	Rs.	2,00,88,000
2220—Information & Publicity	Rs.	3,15,000
2225—Welfare of ST/SC/OBC	Rs.	19,45,69,000
2230—Labour & Employment	Rs.	20,000
2235—Social Security & Welfare	Rs.	52,80,000
2236—Nutrition	Rs.	1,71,72,000
2401—Crop Husbandry	Rs.	4,49,28,000

2402 --Soil & Water Conservation	Rs.	5,05,000
2403—Animal Husbandry	Rs.	45,89,000
2404—Diary Development	Rs.	1,09,000
2405—Fisheries	Rs.	38,41,000
2406—Forestry & Wildlife	Rs.	96,65,000
2407—Plantation	Rs.	5,00,000
2425—Co-operation	Rs.	11,34,000
2435—Other Agricultural Prog.	Rs.	43,00,000
2501—Special Programme for Rural Development	Rs.	41,80,000
2505—Rural Employment	Rs.	7,37,18,000
2515—Other Rural Development Programme.	Rs.	5,62,08,000
2702—Minor Irrigation	Rs.	14,66,000
2851—Village & Small Industries	Rs.	35,91,000
3425—Other Scientific Services	Rs.	2,00,000
3452—Tourism.	Rs.	7,00,000
4210—Capital Outlay on Medical & Public Health	Rs.	87,08,000
4215—Capital Outlay on Water Supply & Sanitation.	Rs.	2,39,42,000
4216—Capital Outlay on Housing	Rs.	10,91,88,000
4425—Capital Outlay on operation	Rs.	30,06,000
4515—Capital Outlay on Other Rural Development Programme.	Rs.	6,13,88,000
4701—Capital Outlay on Major & Medium Irrigation	Rs.	80,00,000
4702—Capital Outly on Minor Irrigation	Rs.	2,64,00,000
4711—Capital Outlay on Flood Control.	Rs.	1,64,48,000
4801—Capital Outlay on Power	Rs.	57,99,000
4810—Capital Outlay on Non-conventional Sources of Energy.	Rs.	4,00,000

4860—Capital Outlay On Consumer Industry.	Rs.	8 00,000
5054 —Cap'tal Outlay on Roads & Bridges.	Rs.	2,65,00,000
5425—Capital Outlay on other Scientific & Enviornmental Research.	Rs.	1,00,000
5465—Investment on General Financial & Trading Institution	Rs.	18,85,000

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, Iam putting the Demand No. 39 to vote. The question before the House is the Demand No. 39 moved by the Hon'ble Minster-in-charge of the Education Department that a sum not exceeding of Rs. 36,61,58.000/-be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 on respect of Demand No. 39 under the following Major Heads :—

2002—General Education	Rs.	24,80,09,000/-
2203—Technical Education	Rs.	7,26,51,000/-
2204—Sports & Youth Services	Rs.	1,01,69,000/-
2205—Art Culture	Rs.	2,82,74,000/-
4202—Capital Outlay on Eduction, Sports, Art & Culture.	Rs.	70,55,000/-

(The Demand was put to vice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 40 moved by Hon'ble Member Shri Jawhar Shaha on Demand No. 40 Majot Head 2202.

That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt. policy on Language Development.

The Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :-Now the question before the House is the cut motion

on the Demand No. 40 moved by Hon'ble Member Shri Ratimohan Jamatia on Demand No. 40 Major Head-2236.

That that amount of the Demand be reduced to Rs. 100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter vix :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Mid—day meals.

(The Motion was put to voice vote and losti)

Mr. Speaker :— Now, Iam putting the Demand No. 40 vote. The question before the House is the Demand No. 40 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department that a sum not exceeding of Rs. 3,88,79,09,000/- be granted to defray the charges, whic will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :—

2202—General Fducation	Rs.	3,87,90,49,000/-
2236—Nutrition	Rs.	38,60 000/-
4059—Capitai Outlay on Public Works.	Rs.	50,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Spaaker :- Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 13 moved by Hon'ble Member Shri Kajal Ch. Das on Demand No. 13 Major Head 2945,

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate expenditure on collection charges of Electricity duty."

(The motion was put to voice vote & lost.)

Mr. Speaker :- Now, Iam Putting the Demand No. 13 to vote. The question before the House is the Demand No. 13 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works department that a sum not exceeding of Rs. 2,40,46,72,000/ (Excluding Charge amount of Rs. 14,19,81,000) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :

2045—Other Taxes and Duties on Commodities & Service.	Rs.	21,60,000/-
2059—Public Works	Rs.	64,91,91,000/-
2216 Housing	Rs.	2,00,00,000/-
3054—Roads & Bridges	Rs.	17,00,00,000/-
4059—Capital Outlay on Public Works	Rs.	6,16,49,000/-
4216—Capital Outlay on Housing	Rs.	100,00,00,000/-
4552—Capital Outlay on North Eastern Areas	Rs.	8,00,00,000/-
5054—Capital Outlay on Roads and Bridges	Rs.	42,13,72,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Demand No, 14, There is one Cut Motion, I am putting to vote.

Now the question before the House is the Cut Moti on Moved by Hon. Shri Rabindra Deb Barman on Demand No. 14, Major Head-4801—

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particularl matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Diesel Power."

(The Cut Motion was put to and lost by voice Vote.)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 14 to Vote.

The question before the House the Demand No. 14 moved by the Hon. Minister-in-charge of the Power Department that a sum not exceeding of Rs. 234,80,90,000/- (Excluding Charge amount of Rs. 13,91,25,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

2801—Power	Rs.	118,03,15,000/-
4552—Capital Outlay on North Eastern Area—	Rs.	40,00,000/-
4801—Capital Outlay on Power Projects.	Rs.	80,77,75,000/-

(The Demand was put to and passed by voice vote.)

Mr Speaker :- Now, Iam putting the Demand No. 15 to Vote. The question before the House is the Demand No. 15 moved by the Hon. Minister-in-charge of the Water Resource (PWD) Department that a sum not exceeding of Rs. 72,31,1100/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No, 15 under the following Major Heads :—

2702—Minor Irrigation—	Rs.	32,71,30,000/-
2711—Flood Control & Drainage	Rs.	10,36,20,000/-
4701 --Capital Outlay on Major and Minor Irrigation.	Rs.	3,79,09·000/-
4702—Capital Outlay on Minor Irrigation.	Rs.	20,03,00 000/-
4705—Capital Outlay on Command Area Development.	Rs.	2.00·000/-
4711—Capital Outlay on Flood Control Projects,	Rs.	5,39,52·000/-

(The Demand was put to and passed by voice vote.)

Mr. Speaker :- Demond No. 43. There is one Cut Motion on this Demand. I am putting it to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demond No. 34 moved by Hon. Shri Shyama Charan Tripura.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilatee the specific grievance that :—

Need to increasc M.L.A.s' Pension. "

(The Cut Motion was put to and Lost by voice vote.)

Mr Speaker :—Now I am putting the Demand No. 43 to vote. The question befor the House is the Demand No. 43 moved by the Hon. Minister-in-cearge of the Finance Department that a sum not exceeding of Rs. 271, 76,12,000/- (Excluding Charge amount of Rs. 250,27,29,000/-) be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 43 under the following Major Heads :—

2052—Secretariat General Services.	Rs,	41,00,000/-
2070—Other Administrative Services,	Rs.	103 38,00,000/-
2071—Pensions and Other Retirement Benefits.	Rs.	156,96,26 000/-
2075—Miscellaneous General Services.	Rs,	86,000/-
7610—Loans to Government Servants.	Rs.	11,00,00,000/-

(The Demand was put to and Passed by Voice Vote)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No.—43 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding of Rs. 271,76,12,000/—(Excluding Charge amount of Rs. 250,27,29,000/-) be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March 2002 in respect of Demand No. 43 under the following Major Heads :—

2052—Secretariat General Service	Rs.	41,00,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs.	103,38,00 000/-
2071—Pensions and Other Retirement Benefits	Rs.	156.96,26,000/-
2075—Miscellaneous General Services	Rs,	86,000/-
7610—Loans to Government Servants	Rs.	11,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker : Now I am putting the Demand No. 44 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,99,89, 000/be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st Maich, 2002 in respect of Demand No. 44 nnder the following Major Heads :—

2047—Other Fiscal Services	Rs.	77,14,000/
2075—Miscellaneous General Services	Rs.	50,000/
5465—Investment in General Financial and Trading Institutions	Rs.	1,22,25,000/

(The Demand was put to voice and passed)

Mr Speaker :—Now I am puting the Demand No. 45 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,46,24,000/— be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 45 under the following Major Heads :—

2020—Collection of Taxes on Income and Expenditure	Rs.	20,85,000/-
2039—State Excise	Rs.	55,05.000/-
2040 –Taxes on Sales, Traed etc.	Rs.	1,70,34,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker –Now I am putting the Demand No. 46 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs, 3,05,11,000/ be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 46 under the following Major Heads :—

2030—Stamps and Registration	Rs.	15,00.000/-
2054—Treasury and Accounts	Rs.	2,90,11,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No.—51 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 66,53,39,000/- be granted to defray the charges. which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 2002 in respect of Demand No, 51 under the following Major Heads :—

2215—Water Supply and Sanitation Rs. 23,46,38,000/-
4215 –Capital Outlay on Water Supply
and Sanitation Rs. 43,07,01,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now I am puting the Demand No. 1 to Vote. Now the question before the House is that a sum not exceding of Rs. 3,98,23,000/- (excluding charge amount of Rs. 5,50,000/-) be granted to defray the charges. which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 1 under the following Major Heads :—

2011—Parliament, State/Union Territory Legislature Rs. 3,98,23,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed)

Mr. Speaker :— Demand No. 3. There are three Cut Motion on this Demand. (1) Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Shyama Charan Tripura on the Demond No. 3. Major Head—2235, "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular viz :—

"Failure to control & eliminate expenditure on Exgratia payment to Public members affected by Extremists violence."

(The Motion was put to voice vote and lost)

Mr Speaker :— Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Rabindra Debbarma, on Demand No. 6, Major Head

2235, "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on grants to wakf Board."

(The Motion was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that Cut Motion moved by Shri Rabindra Debbarma, on Demand No. 6, Major Head-3475, "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Regulation of Weights & Measures."

(The Motion was put to voice Vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Revinue Department that a sum not exceeding Rs. 49,36,79,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the31st March, 2002 in respect of Demand No. 6 under the Major Heads :—

2029 – Land Revenue	Rs.	14,79,62,000/-
2030 – Stamps and Registration	Rs.	1,05,00,000/-
2053 – District Administration	Rs.	11,03,33,000/-
2235 — Social Security and Welfare.	Rs.	4,76,00,000/-
2245 — Relief on Account of Natural Calamities	Rs.	5,47,00,000/-
2252 – Other Social Service.	Rs.	50,00,000/-
2506 – Land Reform	Rs.	8,88,97,000/-
3475 – Other General Economic Service.	Rs.	1,21,12,000/-
4070 – Capital Outlay on Other Administrative Services.	Rs.	1,65,75,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now the Demand No. 16 There is no Cut Motion on this Demand. Now I am putting the Demand to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 42,37,41,000/- be granted to defray

the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 16, under the Major Heads :—

2210—Medical and Public Health	Rs.	37,52,66,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	20,00,000/-
3454—Census Surveys and Statistics	Rs.	21,38,000/-
4210—Capital Outlay on Medical aud Public Health	Rs.	3 38,37,000/-
4552—Capital Outlay on North Eastern Areas	Rs.	1,05,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr Speaker :—Now the Demand No, 52. There is one Cut Motion on this Demand.

The question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Shyama charan Tripura on the Demand No, 52, Major Head—2210—

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/ to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

"Failure to control & eliminate expenditure on National Malaria Eradication programme."

(The Motion was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :- Now the Demand No. 52. There is on Cut Motion on this Demand, I am putting the Demand to vote, The question before the House is that a sum not exceeding of Rs. 56,28,63,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 52 under the following Major Heads :—

2210—Medical and Public Health	Rs.	32,32,38,000/-
2211—Family Welfare	Rs.	22,07,00,000/-
4210—Capital Outlay on Medical and Public Health	Rs,	1,89,25,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed .)

Mr. Speaker :— Next Demand No. 12. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge a sum not exceeding of Rs. 9,17,73,000/- (excluding Charge amount of Rs. 76,04,000/-) be granted to defray the charges, which will come into course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of demand No. 12 under the following Major Heads :—

2425—Co-operation	Rs.	6,70,57,000/-
4059—Capital Outlay on Public Works	Rs.	3,00,000/-
4425—Capital Outlay on Co-operation	Rs.	1,20,62,000·/-
6425—Loans for Co-operation	Rs.	1,23,54,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is Demand No. 17. The Cut motion moved by Hon'ble Member Shri Ratan Lal Nath on Demand No. 17 under the Major Head-2220. That the amount of the Demand be reduced to re-1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz .—

Disapproval of Govt. policy on Advertisement.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 17 to vote. The question before the House it the Demand No. 17 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge that a sum not exceeding of Rs 8,16,94,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect Demand No. 17 under he following Major Heads :—

2205—Arts & Culture	Rs.	30,25,000/-
2220—Information & Publicity	Rs.	7,01,60,000/-
3452—Tourism	Rs.	85,09,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker : --Now, I am putting the cut motion on Demand No. 31 to vote The question before tha House is the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Kajal Chandra Das on Demand No. 31 under Major Head 2505,

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to stop corruption & party viasness on Jawhar Rozgar Yozana"

(The cut motion put into voice vote and lossed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 31 to vote. Tho question before the House Is the Demand No. 31 moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 70,13,72 000/-(Excluding Charge amount of Rs. 29,45,000/-) be granted to defray the charges, wich will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 31 under the following Major Heads :—

2070 —Other Administrative Service	Rs.	7,50,000/-
2215—Water supply and Sanitation	Rs.	34,70,96,00/-
2501 – Special programme for Ruarl development	Rs.	3,41,97,000/-
2505—Rural Employment	Rs.	7,40,11,000/-
2515—Other Rural Development programme	Rs,	2,76,65,000/-
4215 - Capital outlay on Water Supply & Sanitaion	Rs.	4,40,65,00/-
4216—Capital outlay on Housing	Rs.	14,40,44,000/-

4514—Capital outlay on Other Rural Development programme	Rs.	2,95.44,000/-

(The Demand put into voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 33 to vote. The question before the House is Demand No. 33 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge that a sum not exceeding of Rs. 93,57,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect Demand No. 33 under he following Major Heads :—

2501—Special Programme for Rural Development	Rs.	19,000/-
2810—Non-Conventional Sources of Energy	Rs.	39,17,000/-
3425—Other Scientific Services	Rs.	49,00,000/-
4810—Capital outlay on Non-Conventional Sources of energy	Rs.	3,21,000/-
5425—Capital outlay on Other Scientific & Environment Research	Rs.	2,00,000/-

(The Demand put into voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 42 to vote. The question before the House it the Demand No. 42 moved by the Hon'ble minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 32,89,77,000/-be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand no. 42 under the following Major Heads :—

2204—Sports & Youth Service	Rs.	12,78,32,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	30,00,000/-
4202—Capital outlay on Education Sport, Arts & Culture	Rs.	19,91,45,000/-

(The Demand put into voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 24 to vote. The question before the House is Demand No 24 moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 27,87,80,000/- (Excluding Charge amount of Rs. 4,00,00,000)-be granted to defray the charges, which will come in course of payment during year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heads : -

2230—Labour and Employment	Rs.	1,28,18,000/-
2407—Plantation	Rs.	6,00,000/-
2851—Village and Small Industries	Rs.	11,58,62,000/-
2875—Other Industries	Rs.	6,05,00,000/-
4860—Capital outlay on Consumer Industries	Rs.	6,45,00,000/-
4385—Other Capital outlay on Industries and Mineral	Rs.	45,00,000/-
5465—Investment in General Financial and Trading Institution	Rs.	2,00,00,000/-

(The Demand put into voice vote and passed)

Mr. Speaker. :—Now I am putting the Demand No. 24 to vate. The question before the House is the Demand No. 24 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry and Commerce Department that a sum not exceeding of Rs. 27,87,80,000/- (Excluding charge amount of Rs. 4,00,00,000/- be granted to defray charges which, will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect

of Demand No. 24 under the following Major Heads :—

2230—Labour and Employment	Rs.	1,28,18,000/-
2407—Plantation	Rs.	6,00,000/-
2851—Village and Small Industries	Rs.	11,58,62,000/-
2875—Other Industires	Rs.	6,05,00,000/-
4860—Capital Outlay on Consumer Industries	Rs.	6,45,00,000/-
4885—Other Capital Outlay on Industries and Minerals	Rs.	45,00,000/-
5465—Investment in General Financial and Trading Institutions	Rs.	2,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 49 to vote. The question before the House is the Demand No. 49 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Fire Service (Home) Department that e sum not exceeding of Rs. 9,16,55,000/-(Excluding charge amount of Rs.13,30,000/-) be grantad to defray the charges. which will come in course of paymant during the year ending on the 31st March 2002 in respect of Demand No. 49 under the following Major Heads :-

2070—Other Administrative Services	Rs.	8,91,55,00/-
4070—Capital Outlay on Other Administrative Services	Rs.	25,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr Speaker :—Now I am putting the Demand No. 56 to vote. The question before the House is the Demand No. 56 moved by tae Hon'ble

Minister-in-charge of the Information, Technology Department that a sum not exceeding of Rs. 50,00,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 56 under the following Major Heads :—

2070—Other Administrative Services Rs. 50 00 000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the cut Motion on on the Demand No 35 moved by Shri Rotanlal Nath, That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on Urban Water Supply".

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost)

Mr Speaker :— Now I am putting the demand No 34 to vote. The question before the House is the Demand No. 35 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Department that a sum not exceeding for Rs. 15,87,68,000/- (Excluding Charge amount of Rs. 8,00,000/-) be granted to defray the chadnes which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—

2070—Other Administrative Service	Rs. 16,00,000/-
2217—Urban Development	Rs. 11,20,08,000/-
4215—Capital Outlay on Water Supply & Sanitation	Rs. 1,06,28,000/-
4216—Capital Outlay on Housing	Rs. 1,65,00,000/-
4217—Capital Outlay on Urban Development	Rs. 1,80,32,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— I am putting the Demand No. 41 to vote. The question

before the House is the Demand No. 41 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department that a sum not exceeding of Rs. 53,82,86,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending the 31st March, 2002 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heads :—

2202—General Education	Rs 23,34,32 000/-
2235—Social Security and Welfare	Rs. 28,03,14,000/-
2236—Nutrition	Rs. 2,45 40 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— স্যার, একটা ব্যাপার, আজকে হাউজ শেষ হয়ে যাবে, পুলিশের রেশনিং এর ব্যাপারে সি. আর পি এফ. এবং অন্যান্যদের যে এলাউন্স ৬৭৫ টাকা পুলিশ বর্তমানে পাচ্ছে ৩৮০ টাকা করে, আর টি এ. বিল ৪ বৎসর ধরে জমে আছে। এই ব্যাপারে একটু দেখবেন। আর মেন্টিনেন্স এলাউন্স এটা ২৫ বৎসর আগের বোধ হয় ৩৫ টাকা করে পাচ্ছেন। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দেখবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— একটু সময় রিসেস্ দিচ্ছি, তার পরে রি-এ্যাসেম্বল হবে। এই সভা ৩০ মিনিটের জন্য মুলতুবী রইল। AFTER RECESS 6 15 P.M.

GOVERNMENT BILLS-Introduced, Considered and Passed

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The Tripura Appropriation Bill, 2001 (Tripura Bill No, 1 of 2001)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপনা। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী)**ঃ —** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation Bill, (Tripura Bill 2001 No 1 of 2001)." পাশ হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো ঃ— "The Tripura Appropriation No. 2 Bill, 2001 (Tripura Bill No 2 of 2001)."

পাশ করা হউক। উক্ত বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো। পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 2001 (Tripura Bill No 2 of 2001),

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 2001 (Tripura Bill No. 2 of 2001)." বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Appropriation No. 2 Bill, 2001 (Tripura Bill No 2 of 2001)" উক্ত প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :— ' The Tripura Appropriation (No. 2 of 2001)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিছি যে, "The Tripura Appropriation (No 2) Bill, 2001 (Tripura Bill No. 2 of 2001)." পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Appropriation (No, 2) Bill, 2001 (Tripura Bill No. 2 of 2001)." পাশ করা হউক। উক্ত আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমি এই স্তরে একটি কথা বলব, সিরিয়াল অব্ ওয়ার্ক যখন পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিন তেমনি ইরিগেশান এর উপর যে তথ্য দেখা হচ্ছে ট্রাইবেল এলাকায় যেসমস্ত ডাইভারশান স্কীম দেখিয়েছেন এই সব স্কীম-এর এগিনেষ্ট-এ উনি যে টাকা বরাদ্দ দেখিয়েছিলেন পরবর্তী

সময়ে দেখা যায় এটা জিরো হয়ে গেছে। কাজেই এটি একটি খুব হার্ড বিং-এর ব্যাপার এটা এপ্রেপ্রিয়েট বাজেট হয়নি এটা তার প্রমান। কাজেই বাজেট যেখানে এপ্রেপ্রিয়েট নয় সেখানে খরচটা খরচই হয় না এপ্রেপ্রিয়েট প্রশ্নই হচ্ছে না। কাজেই গত বছর যেটা হয়েছে এটার যদি পুনরাবৃত্তি এই বাজেট হয় তাহলে পরে আমরা বলব ঠিক বাজেটের সময় যে ভাবে ট্রাইবেলদের খুশি করানো হয় সেখানেই হয় এটা একটা ভাওতা-যাতে না হয় এটা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থ মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি। এটা উচিৎ না একটি স্কীম না হয়ে খরচ নাও হতে পারে। আপনি দেখুন মনু ঘাটের ডাইভারশান স্কীম মনু ব্লকে। তারপরে অমরপুর ব্লক. কাজেই এটা এপ্রেপ্রিয়েট হয় না এটা যেন উন্নতির খেয়াল থাকে যে এই বাজেটের পুনারাবৃত্তি যেন আগামী বছর না হয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ - মাননীয় স্পীকার স্যার এপ্রেপ্রিয়েশান্ বিল মানেই তো আগামী বছর যে বাজেটটা হবে এটার অনুমোদন না. এটাতো বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে. সাপ্লিমেন্টারী বাজেট. বাজেট আলোচনা. কাট্ মোশান এইগুলি নিয়েই বহু আলোচনা হয়েছে. এটা তো এপ্রেপ্রিয়েশানের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা ঃ— স্যার, উনি যেটা এপ্রেপ্রিয়েশান বিল নং ১, সাপ্লিমেন্টারী তো।

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা হচ্ছে নং ওয়ান্।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— আমি একটা ইন্স্টান্স দেই। ছাউমনু টু শিকারীবাড়ি এটার এগেইনেস্ট সিডিউলড্ ওয়ার্কের টাকাও এলোকেশান্ ছিল. কিন্তু এটার এক পয়সাও খরচ হয় নাই, এইভাবে ট্রাইবেল এলাকায় যেসমস্ত রোড সিডিউলড্ করা হয়েছে কিংবা এল. আই স্কীম যেমন তিলক পাড়ার কিছু এখনো কনক্লুশান হয় নাই। এবং এটার জন্য উগ্রপন্থী অবশ্য দায়ী আছে, কিন্তু তাই বলে কমপ্লিট ফাণ্ডটাকে ডাইভার্ট করে বা এটাকে ফাণ্ড করে রাখা বোধহয় উচিৎ হবে না। কাজেই এটা যদি এপ্রেপ্রিয়েট হয় এটার জন্য নজর রাখতে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো. অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো ঃ— The Tripura appropriation Bill No. 1 2001, (Tripura Bill No 1 of 2001)" বিবেচনা করা হউক।

অতএব প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহিত হলো।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি বিলের অন্তর্গত ১, ২ ও ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিডিউল' এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক। অতএব, উক্ত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনীভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক।" বিবেচনা করে।

অতএব বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Appropriation Bill. No 1 2001 (Tripura Bill No. 1 of 2001)." পাশ করার জন্য উত্থাপন। অর্থ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriate Biil, No. 1 2001 (Tripura Bill No 1 of 2001)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো। " The Tripura Appropriation Bill, No. 1 2001 (Tripura Biil No 1 of 2001)" পাশ করা হউক। অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকর :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো,' The Tripura Appropriation (No 2) Bill, 2001 (Tripura Bill No 2 of 2001)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Approriation Bill, (No. 2) (Tripura Bill No. 2 of 2001.)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। এখন আমি ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Appropriation Bill, (No-2) 2001 (Tripura Bill No 2 of 2001)." বিবেচনা করা হউক।

অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১, ২ ও ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক। অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা করা হউক। অতএব, উক্ত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলে :— "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক"। অতএব, বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Tripura Appropriation (No 2) Bill, 2001 (Tripura Bill, No. 2 of 2001)." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Appropriation Bill, (No. 2) 2001, (Tripura Bill No. of 2001)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 2001 (Tripura Bill No 2 of 2001)." পাশ করা হউক। অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 2001 (Tripura Bill No. 2 of 2001," পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "The Tripura

Appropriation (No. 2) Bill 2001 (Tripura Bill No. 2 of 2001)" পাশ করা হউক।
দ্যা বিল ইজ পাস্ড।

মিঃ স্পীকার :– এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :– The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 2001 (Tripura Bill No 2 of 2001)'" পাশ করা হউক। অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

ASSENT TO BILLS

মিঃ স্পীকার :– সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলগুলিতে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় এবং মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় উনাদের সম্মতি দিয়েছেন। বিলগুলির নামের পাশেই উনাদের সম্মতি তারিখ জানাচ্ছি।

বিলগুলির নাম	সম্মতির তারিখ
1) The Tripura Public Premises (Eviction of un-authorised occupants) (Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 11 of 1989).	26-10-1990 PRESIDENT
2) The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 4 of 1994).	11-02-1996 PRESIDENT
3) The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Seventh Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 1 of 1997.	27-2-1997 PRESIDENT
4) The Tripura Motor Vehicles Tax (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 1 of 1989)	30-4-1990 GOVERNNR
5) The Tripura Tax on Luxuries in Hotel and Lodging Houses Bill, 1990 (Tripura Bill No. 1 of 1990)	16-7-1990 GOVERNOR
6) The Tripura Profession, Trades Callings and Employments Taxation (Second Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 3 of 1990).	6-7-1990 GOVERNOR

7)	The Tripura Purchase Tax Bill, 1990 (Tripura Bill No. 10 of 1990).	16-8-2990 GOVERNOR
8)	The Tripura Aditional Sales Tax Bill, 1990 (Tripura Bill No 11 of 1990).	6-7-1990 GOVERNOR
9)	The Tripura Excise (Amendment Bill, 1992 (Tripura Bill No. 1 of 1992)	29-5-1992 GOVERNOR
10)	The Tripura Salse Tax (Fifth Amendment) Bill, (1994 (Tripura Bill No, 5 of 1994)	5-11-1990 GOVERNOR
11)	The Tripura Motor Vehicles Tax (Fifth Amendment) Bill. (Tripura Bill No. 10 of 1994).	5-11-1994 GOVERNOR
12)	The Tripura Sales Tax (Sixth Amendment) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 3 of 1995).	5-5-1995 GOVERNOR
13)	The Tripura purchase Tax (Amendmen) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 4 of 1995).	5-5-1995 GOVERNOR
14)	The Tripura Sales Tax (Seventh Amendment) Bill, 1996 (Tripura Bill No. 1 of 1996).	31-31.96 GOVERNOR
15)	The Tripura Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remaid Bill, 1996 (Tripura Bill No. 4 of 1996).	1-5-1997 GOVERNOR
16)	The Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation Bill, 1997 (Tripura Bill No. 2 of 1997).	13-6-1997 GOVERNOR
17)	The Tripura Public Premises (Eviction of un-authorised occupents) (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 1 of 1998).	24-12-1998 GOVERNOR
18)	The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Tweneth Amendment) Act, 1998 [Tripura Act No. 10 of 1998]	11-9-1998 GOVERNOR

19)	The Tripura Profession, Trades, Calling and Employments Taxation (Amendment) Bill, 1999 (Tripura Bill No, 5 of 1999)	20-4-1999 GOVERNOR
20)	The Tripura Additional Sales Tax (Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 6 of 1994).	5-11-1994 GOVERNOR

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION-Adopted :

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, প্রাইভেট মেম্বার রিজিউলিউশান"। আজকে কার্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বার রিজিউলিউশান আছে। প্রথম রিজিউশনটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয় এবং দ্বিতীয় রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয় এবং তৃতীয় রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করছি। রিজিউলিউশানটি হলো :— এই বিধান সভা প্রস্তাব করছে যে, ক্রমবর্ধমান বেকারদের কর্ম সংস্থানের স্বার্থে রাজ্যে প্রাপ্ত গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে গ্যাস ভিত্তিক ও কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে তোলার জন্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করুক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রাজ্য পিছিয়ে পড়া সীমান্ত ঘেরা রাজ্য। এই রাজ্যে জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ আমরা বসবাস করছি। দেশ বিভাগের ফলে বহু উদবাস্তু এই রাজ্যে এসেছেন। যে সমস্ত দেশত্যাগী উদবাস্তু তাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা সেটা খুবই খারাপ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্যার, আমাদের রাজ্য একটা পিছিয়ে পড়া সীমান্ত ঘেরা রাজ্য। এই রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ আমরা বসবাস করছি। দেশ বিভাগের ফলে বহু উদবাস্তু এই রাজ্যে এসেছে এবং দেশত্যাগী যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা তাদের যে আর্থিক অবস্থা ভীষণ খারাপ অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের রাজ্যের উপজাতি মানুষের কল্যাণে বা রাজ্যের উন্নয়নে যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কথা ছিল সেই জিনিসটা আমরা স্বাধীনতার পর থেকে দেখতে পাইনি। আমাদের রাজ্য ছোট সীমান্ত ঘেরা রাজ্য হলেও তার যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ খনিজ সম্পদ ছিল এই রাজ্যে যে লাল মাটি সেই মাটিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন হয় এবং যে প্রাকৃতিক সম্পদ খনিজ সম্পদ সেটাকে কাজে লাগিয়ে এই

রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের শিল্প কলকারখানা গড়ে তোলা সম্ভব হত এবং সেই কাজটা আমরা লক্ষ্য করি যে স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও আমাদের দেশে বা আমাদের রাজ্যে এই যে উন্নয়ন প্রাকৃতিক সম্পদ এবং খনিজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্প সৃষ্টি করা যেত। যেমন আমাদের রাজ্যে প্রচুর পরিমানে গ্যাস পাওয়া গেছে সেই গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে আমাদের এখানে গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা আমরা তৈরী করতে পারতাম, পেট্রো ক্যামিকেলস্ কারখানা আমরা তৈরী করতে পারতাম, ডিজেল কেরোসিন এই সমস্ত কারখানা আমরা তৈরী করতে পারতাম এবং বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী করতে পারতাম এই গ্যাসকে কেন্দ্র করে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে এই গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে যে শিল্প কলকারখানা গড়ে তোলার সম্ভবনা ছিল যার মূল দায়িত্ব সংবিধান অনুযায়ী আমাদের দেশের যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সেটা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। দায়িত্বটা নির্ভর করে কোন রাজ্যের পরিবহন এর জন্য। তার শিল্প কলকারখানা স্থাপনের যে উন্নয়নে এটা সবটাই আমাদের দেশের সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এটা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও এই সুযোগগুলি থাকা সত্বেও আমাদের রাজ্যের যে গরীব মানুষ তাদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে সেই সুযোগগুলি করা হল না। আজকে যদি এই সমস্ত কলকারখানাগুলি থাকত তাহলে পরে আমাদের রাজ্যে এখন তিন সাড়ে তিন লক্ষ্য বেকার আছে শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত মিলিয়ে সেই বেকারদের একটা আংশিক কর্ম সংস্থানের একটা সুবিধা হত। আমাদের এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের একমাত্র উপায় সরকারী যে অফিস আদালত এই সমস্ত কিছুর মধ্যে। কিন্তু আজকে যদি কলকারখানাগুলি থাকত সেখানে একটা বিরাট অংশের বেকার ছেলেমেয়ে কাজ করতে পারত এবং কলকারখানাগুলিকে ভিত্তি করে আরো প্রচুর লোক নিজেদের স্বনির্ভর করে নিজের পরিবার প্রতিপালনের সুযোগ সেই সুযোগ তারা করতে পারত। আমাদের রাজ্যে যে পরিমাণ রাবার উৎপাদন হয় রাবার ভিত্তিক শিল্প সেখানে করা যেত। চা, কফি এইগুলিকে নিয়ে কৃষি নির্ভর যে শিল্প সেইগুলি এখানে আমরা তৈরী করতে পারতাম। আখ, তৈলজবীজ এই সমস্ত জিনিসগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের রাজ্যে কৃষি নির্ভর শিল্প কারখানা সেগুলি আমরা এখানে তৈরী করতে পারতাম। কিন্তু এইগুলিও এখানে তৈরী করা হল না, যার ফলশ্রুতিতে সারা রাজ্যে ব্যাপী বেকারের যে দুর্বিসহ যন্ত্রনা মর্মবেদনা সেটা রাজ্যে আজকে গুমরে গুমরে কাটছে। এমন কোন ঘর নেই যেখানে বেকার নেই এমন কোন ঘর নেই যেখানে বেকারীর যন্ত্রনায় গোটা পরিবার আজকে দুঃসহ যন্ত্রনার মধ্যে দিন যাপন করছে না। দুই আড়াই বছর আগের আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে আমাদের রাজ্যে ওভার এইজ বেকারের সংখ্যা কত। তাতে ১৫ হাজারের উপরে বলা হয়েছিল। আজকে আড়াই বছরে আরো কয়েক হাজার বেকার বেড়েছে। তা

হলে প্রায় ১৮ হাজারের মত বেকার এরা ওভার এইজ হয়ে গেছে। তাদের চাকুরীর আর কোন আশা নাই। যে পরিবারগুলি তাদের মা, বাবা তাদের শেষ সম্বলটুকু বিক্রী করে লেখাপড়া শেখাল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীখগেন্দ্রগোবিন্দ দেববর্মা :— সেই ছেলেমেয়েরা আজকে তার বোনের বিয়ে দেবার জন্য, সেই বৃদ্ধ মা বাবার মুখে খাদ্যটুকু তুলে দেবার জন্য যে আশা সেই আশা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে আজকে কিসের জন্য, কাদের জন্য আমি হাউসের সমস্ত সদস্যদের কাছে এই অনুরোধটুকু করব আমাদের সময়ের চেয়ে কাদের জন্য আজকে আমাদের দেশে আমাদের রাজ্যে এই লক্ষ লক্ষ বেকার সৃষ্টি হল তারা তাদের পরিবার প্রতিপালন করতে পারছে না কেন এই অবস্থা সেটা আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। এই যে পরিস্থিতি এটা কাদের জন্য, কিসের জন্য আমি সমস্ত হাউস এবং দেশের কাছে এই অনুরোধ করব সেই আমাদের সময় এসছে যে কাদের জন্য আমাদের রাজ্যে এই লক্ষ লক্ষ বেকার সৃষ্টি হল তারা তাদের পরিবার প্রতিপালন করতে পারে না। এই বিচার বিশ্লেষণ যদি করতে চাই তাহলে আমরা দেখি যে স্বাধীনতার ৫০ বছর ও আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে রাজ্যগুলি আমাদের রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বিমাতৃসুলভ এবং এই রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া এই রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থা তৈরী না করে, রেল সম্প্রসারণ না করে এই রাজ্যের সম্পদ এবং কৃষি ভিত্তিক ফসল সেইগুলিকে প্রাকৃতিক কাজে লাগিয়ে যে কৃষি নির্ভরশীল শিল্পের সম্ভবনা ছিল কেন্দ্রীয় সরকার সেইভাবে কোন দৃষ্টি এই রাজ্যের প্রতি দেয় নি। ৫০ বছর ধরে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের যে পরিকল্পনা গোটা দেশ পরিচালনা করছে তার ফলশ্রুতিতে সারা দেশে কোটি কোটি বেকার সৃষ্টি হয়েছে। বেকারের যন্ত্রনায় সারা ভারতবর্ষ ভুগছে। সারা পৃথিবীর মধ্যে বেশী বেকার আমাদের এই ভারতবর্ষে। এমন হওয়ার কথা ছিলনা। যদি আগে আমাদের দেশের সম্পদ, জমি কলকারখানা এইগুলিকে কাজে লাগিয়ে যে উৎপাদন হয় এই উৎপাদন আগে চাহিদা ভিত্তিক হত। উৎপাদন যদি মুনাফা-ভিত্তিক- হত তাহলে ভারতবর্ষ এ বেকার থাকত না। সারা ভারতবর্ষের মানুষ একটা সুস্থ সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষ তুলতে পারত। কিন্তু ৪৭ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে কংগ্রেস দলের এক নাগারে গোটা ভারতবর্ষ শাসন করেছে। সেই শাসন ব্যবস্থার ফলে গোটা ভারতবর্ষ-এ দরিদ্রতা বেড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার একটা ভয়ংকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যে ভয়ংকর পদক্ষেপের ফলে আমাদের রাজ্যে এই শিল্প কল কারখানাগুলি তৈরী হওয়ার বদলে একটা কুয়াশার মধ্যে আমরা পড়ব।

আমাদের রাজ্যের গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে আমাদের রাজ্য সরকার তার শিল্প দপ্তর কয়েকটা প্রকল্প প্রপোজাল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে সেই সরকারের বিভিন্ন কাজগুলি সেই গুলিকে এগিয়ে নেওয়ার জায়গায় না গিয়ে তারা সারা দেশে যে শিল্প বিষয় সেটাকে পেছনে কেড়ে নেওয়ার জন্য বেসরকারীকরণ উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের দিকে এগিয়ে চলছে এবং গোটা দেশের যে অর্থনীতি সেটাকে এই ধরণের রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে। এতে দেশের শিল্প ব্যবস্থাকে পেছনদিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে সরকারীকরণ, উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের দিকে এগিয়ে চলছে এবং গোটা দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে। এন. ডি. এ সরকারের অর্থনীতির যে নীতি সেই নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করেছিলেন এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তা ইমপ্লিমেন্ট করছে। তাদের এই কয়েক বছরের শাসনে দেশের কি অবস্থা হয়েছে একটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় ক্ষেত্রে সংক্রান্ত যে প্রগতি রিপোর্ট তাতে দেখা যায় চলতি আর্থিক বছরে জাতীয় এবং মাথা পিছু আয় উভয়ই কমছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রগতি তাহার ৬'৬ শতাংশ ছিল, আর ২০০০-২০০১ সালে তা ৬'১ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তেমন জনগণের মাথা পিছু আয় ৪'৮ শতাংশ থেকে এই বছরের হ্রাস পেয়েছে ৪'৪ শতাংশ নেমে এসেছে। এই সরকার আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানাগুলিকে হয় বন্ধ করে দিচ্ছে, নতুবা বিক্রি করে দিচ্ছে। লাভজনক কারখানাগুলিকে বে-সরকারী মালিকদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। যার মধ্যে ব্যালকো একটি। সারা ভারতের যুবকদের স্বনির্ভর করার জন্য ব্যাঙ্কগুলি যেখানে ১৯৬৯ সাল :৬২ কোটি টাকা স্ব-নির্ভর প্রকল্প এবং কৃষি প্রকল্পে ব্যয় করেছিল সেখানে ১৯৯৯ সালে ব্যয় করেছে, ২১২'৪ কোটি টাকা। আর ১৯৬৯ সালে ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৬০ হাজার কোটি টাকা সেখানে এই ঋণের পরিমাণ স্ব-নির্ভর প্রকল্প সহ অন্যান্য ঋণে দাঁড়িয়েছে, ৩৬৯ হাজার কোটি টাকা। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের চিন্তা করতে হবে দলমত নির্বিশেষে, এই রাজ্যকে যদি আমরা ভালবাসি, রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের যদি ভালবাসি, তাদের জন্য মায়াকান্না নয়, তাদের জন্য সত্যি সত্যি কিছু করতে চাই, তাদের স্ব-নির্ভর করতে চাই, শুধু সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নয়, তাদের স্ব-নির্ভরতার রাস্তায় নিয়ে যেতে চাই, তাহলে আমাদের রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ কাজে লাগিয়ে আমরা এইখানকার কৃষিকে কাজে লাগিয়ে কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাতে হবে। তাঁদের অনিচ্ছুক হাত থেকে আদায় করতে যাতে পারি সেই কারণে আমি সমস্ত সদস্যদের কাছে, আবেদন করব দলমত নির্বিশেষে কেন্দ্রের কাছে নিয়ে যাই এবং ঐক্যবদ্ধভাবে রাজ্যের মানুষের স্বার্থে, জাতি-উপজাতি মানুষের স্বার্থে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প, কৃষি ভিত্তিক শিল্প তৈরী জন্য। নমস্কার।

মিঃ স্পীকার ঃ— কেউ বলবেন ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— আমি ও কিছু বলব। স্যার আমার মনে হয়, উনি যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তা খুবই ভাল প্রস্তাব। তবে এটার মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয় নি। লোকাল প্রডাকশনের উপর শিল্পের প্রস্তাব এর আগে আরো দুটি এসেছে এবং হয়েছে। একটি ন্যারম্যাক আর একটি জুটমিল। স্যার ন্যারম্যাক সেন্ট্রাল আণ্ডার টেকিংস। কিন্তু দেখা গেছে সেটা ভাল চলতে পারছে না। মেইনলি, পাইন-অ্যাপেল দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে। শুনা গিয়েছিল, বড় বড় প্যাকেটে না করে ফ্রুটির মত ছোট ছোট প্যাকেট তৈরী করা হবে। কিন্তু সেই প্রস্তাব কেন বাতিল হয়েছে জানি না, এখনতো নতুন নতুন পরিস্থিতিতে গভর্ণমেন্ট আণ্ডারটেকিংস কোন শিল্প রাখবে না। গতকালও আমি টি ভি তে বলতে শুনেছি, আগে দেশে কোন বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল না। সে জন্য গভর্ণমেন্ট এগিয়ে এসেছিল। এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। শঙ্কর রায় চৌধুরী বলেছেন, নর্থ-ইষ্টার্ণে তেমন শিল্প গড়ে উঠেনি। কাজেই ন্যারম্যাককে স্টেট গভর্ণমেন্ট কিনে নিক। আর জুট মিল সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, কোন প্রডাকশানই তো নেই সেখানে।

মিঃ স্পীকার ঃ— ন্যাচেরাল গ্যাসের কথায় আসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার আমি আসছি সেখানেই। তবে একটু অন্য শিল্পগুলির কথা বলে নিচ্ছি। বাজেট দেখুন, তাহলে দেখবেন, জুটমিলের জন্য কোন টাকাই স্টেট গভর্ণমেন্ট ধরে নি। শুধু সেন্ট্রাল স্পনসরের টাকা আছে। তাহলে কি করে হবে ? আমরা জোট আমলে মিথাইল গ্যাস কারখানা খোলার জন্য বিশালগড়ে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়কে দিয়ে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়েছিলাম। এই কারখানা গড়ে উঠলে ২৫০০ লোকের চাকুরীর সংস্থান হত। এই রাজ্য সরকার এসে একেবারে চুপ। ঐখানে শিলান্যাসটি গিয়ে পর্য্যন্ত দেখলেন না। এখানে প্রজেক্ট তৈরী করা আছে। আড়াই হাজার বেকারের চাকুরী হতে পারে অথচ উনারা এটা হাতে নিলেন না। এখানে গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা করা যেতে পারে। আমাদের রাজ্যে যে সারের প্রয়োজন আছে সেটা বাজারের উপর ভিত্তি করেই করা যেতে পারে। ফারটিলাইজার কনজাম্পশানের জন্য কমপক্ষে ৪ থেকে ৫ কোটি টাকা লাগবে। এটা বাজারের উপর ভিত্তি করেই হতে পারে। কিন্তু প্ল্যান কোথায়। কোন প্রজেক্ট নেই। কাজেই সত্য কথা বলুন। এখানে এসে বড় বড় বিপ্লবের কথা বলবেন এবং এই সমস্ত কথা বলার জায়গা বিধান সভা নয়। আপনারা এটা করুন অথবা প্রাইভেট পার্টিকে আহ্বান জানানো হবে কিনা সেটা স্পেসিফিক বলুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য জয়গোবিন্দ দেবরায় এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেটার সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করি কিন্তু তাঁর যে প্রস্তাব এটা অবাস্তব। এখানে শিল্প করার মতো ক্ষমতা সরকারের নেই। আর বাইরে থেকে কেউ এসে এখানে শিল্প করে কেউ রিস্ক নেবে সেই সম্ভাবনাও নেই। এই রিজিওনের ইম্ব্যালেন্সের একমাত্র কারণ হচ্ছে এখানকার ন্যারাচার রিসোর্সকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরাতে প্রতিদিন ১০ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস প্রসিউস হয়। প্রতিদিন ৬০ লক্ষ টাকার গ্যাস ও এন জি সি বিক্রি করছে। তারমানে মাসে ১৮ কোটি টাকা। আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড-এর ক্ষেত্রে ন্যাচারাল রিসার্স থেকে ৬০ পার্সেন্ট টাকা স্টেট গভার্ণমেন্টকে দিতে হয়। আমাদের এখানেও একই নর্মস ৬০ পার্সেন্ট হওয়া উচিৎ। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে অন্যরকম ব্যাপার। এটা যদি হত তাহলে বছরে কমপক্ষে ১০৮ কোটি টাকার রেভিনিউ স্টেট রাজ্য কোষাগারে জমা পড়ত। আসামের অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি ভারত সরকার কিনে নিচ্ছেন ২৭০ টাকা পার টন। অথচ মিডেলইষ্ট থেকে কিনতে হচ্ছে ২৭০০০ টাকা পার টন। তাহলে ১০ ভাগের মাত্র এক ভাগ দেওয়া হচ্ছে আসামকে। এটা পুরাপুরি ঔপনিবেশিক মানসিকতা। পুরো টাকা যদি আসামকে দেওয়া হত, তাহলে সেই টাকা নর্থ-ইষ্টার্ণ ডেভেলপমেন্টের জন্য খরচ করা যেত। তাহলে আমাদের এই রিজিওনের এই ইম্ব্যালেন্স থাকত না। আমাদের এই দিকে এগোতে হবে। বিচ্ছিন্ন ভাবে শিল্প করে কিছুই হবে না।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন এটা খুবই ভালো প্রস্তাব। কিন্তু এখানে এই প্রস্তাবের বাস্তব কয়েকটি দিক আলোচনা করার দরকার আছে। উনি উনার প্রস্তাবে বলেছেন যে রাজ্যের প্রাপ্ত গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে গ্যাস-ভিত্তিক ও কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে তোলার জন্য কিন্তু আমাদের রাজ্যে চিনি কল করা হয়েছে, জুট মিল করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি আজকে বাস্তব অবস্থায় নেই। এখানে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো আমাদের রাজ্যে শিল্প গড়ার জন্য যৌথ মনোভাব রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নিন। এই ভাবে প্রস্তাব আনলেই আমি মনে করি ভাল হবে। তা না হলে এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তাতে রাজ্যের বেকারদের খুশী করার জন্যই হবে, বাস্তবে বেকারদের আশা পূরণ হবে না। কাজেই এখানে যাতে বাস্তব সম্মত প্রস্তাব নেওয়া যায় সেই ভাবে চিন্তা করেই আনা হোক। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :- মাননীয় সদস্য, শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ত্রিপুরায় গ্যাস এগো বেইস ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব উৎথাপন করেছেন সেই

প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত। বিরোধী দলের তিন তিন জন মাননীয় সদস্য যে আলোচনা করেছেন তাতে তারা স্বীকার করেছেন কিন্তু যেহেতু শাসক দলের একজন বিধায়ক এনেছেন তাই সরাসরি তারা বিরোধীতায় না গিয়ে নেগেটিভ সাইড আনার চেষ্টা করেছেন। পরবর্ত্তী সময়ে মাননীয় সদস্য প্রকাশ দাস যে কথা বলেছেন রাজ্য সরকারের কি দায়িত্ব ? আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা কি ভাবে আমাদের রাজ্যের যে প্রকৃতিক সম্পদ আছে তাকে ব্যবহার করে এটা করতে পারি তার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সেখানে কথাবার্তা বলেছি এবং সেখানে কিছু অগ্রগতিও হয়েছে। এখানে প্রথম যখন গ্যাস উত্তোলন হয় সেটা ছিল ৪'৫ মিলিয়ন কিউবিক ষ্টাণ্ডার্ড পার ডে প্রডাকশন। ও এন.জি সির পক্ষ থেকে বার বার বলা হয়েছিল আমরা নূতন এ্যাক্সপ্লোশান করব না যে-হেতু গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে না। তাই শিল্প উদ্যোগীদের টেনে আনবার জন্য রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ নেওয়া হোক। আমরা ও.এন.জি.সি এবং গেইল এই দুটি সংগঠন এবং কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক উনাদের যে মিনিষ্টার তাদেরকে যুক্ত করে আমরা ২০০০ইং সালের মার্চ মাসের ৩০ তারিখ দিল্লীতে ইনভেষ্টমেন্ট মিটিং করি তাতে প্রায় ৮০ জনের মত বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগী তারা অংশ গ্রহণ করেন। তার পরবর্তী পর্য্যায়ে ২০০০ ইং সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখ কোলকাতাতে আর একটা এই ধরণের ইনভেষ্টমেন্ট মিটিং করি এবং সেখানে প্রায় ৫০-৬০ জন শিল্প উদ্যোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম আমাদের যে মিটিং হয় সেই মিটিং-এ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম এবং নেচারাল গ্যাসের মাননীয় মন্ত্রী রাম নায়েক তিনিও উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় যে মিটিং হয় সেই মিটিং-এ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম দপ্তরের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সন্তোষ কুমার গাঙ্গোয়ার তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই দুটি মিটিং করে আমরা দেখেছি যে এটার ফল আমরা পেয়েছি। কারণ যেখানে গ্যাসের এলোকেশান দিতেই পারত না তার পরবর্ত্তী সময়ে আমাদের টোটাল যে গ্যাস ৪'৫ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস এটা এখন সবটাই এলোকেটেড হয়ে গেছে। তারপর যেটা এলোকেটেড হয়েছে সেটা সূর্য্যচক্র পাওয়ার কর্পোরেশন '৫ তাদের নামে এলোকেশন হয়েছে। আর একটা পাওয়ার প্রজেকটের জন্য ০'১৫ এটা গ্রীনভিউ পাওয়ার প্রজেকট, আর একটা পাওয়ার প্রজেকট এটা গাভাসকার এটা হলো '০৭৫ নেপকো ২ মিলিয়ন তাদের নামে হয়েছে। এখন ফুল ইউটিলাইজেশান আছে। এলোকেশনের দিক থেকে আমরা যেখানে বলেছিলাম ঐ মিটিং-এ আমরা পাওয়ার প্রজেকট থেকে বেশী করি মূলত ফারটিলাইজার বেইসড কোন ইণ্ডাষ্ট্রি হলে কারণ তাতে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন অনেক বেশী করে হবে। আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যের যে দরকার সেখানে ফারটিলাইজারের সেটাও মিট-আপ করা যেতে পারে সেই বিষয়টার জন্য আমরা আলাদাভাবে জোর দিয়েছিলাম। তাকে ভিত্তি করে এর আগে মিনিষ্টার যিনি ছিলেন এখন তিনি একটা চিঠি দিয়েছিলেন ফারটিলাইজার মিনিষ্টারকে। তারপর আমি সেই চিঠির উত্তর দেই। তখন

যিনি ফারটিলাইজার মিনিষ্টার ছিলেন মি: এম এস. গিংসা। তারা আমাদের এখানে ফারটিলাইজার প্ল্যান করতে পারেন বলে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। মাননীয় সদস্য রতন বাবু যেটা বলেছেন মিথানল প্রজেকটের জন্য। একটা প্রপোজাল এসেছিল এবং তখনকার সময়ে আমরা এই প্রপোজাল পারস্যু করি কিন্তু দেখা যায় যে তখনকার সময়ের পেট্রোলিয়াম মিনিষ্টার তাদেরকে গ্যাস এলোকেশন দিতে পারেন নি ফলে গ্যাসের এলোকেশন আমরা দিতে পারি নাই। সুতরাং তখনকার সময়ে তারা এগিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আমরাও কথা বলেছি। তারা দিল্লীতে কথা বলেছেন মিনিষ্টার তাদের এলোকেশন দেয় নি। এই কারণেই সেখানে তারা আসে নি। এই বিষয়ে তাদের উদ্যোগ আছে, তারা এগিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছেন, তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, আমরা কথা বলছি, তারা দিল্লীতে কথা বলেছে। মিনিষ্ট্রি তাদেরকে এলোকেশান দেয় নাই, এই কারণে তারা এখানে আসে নাই। এখন আমি বলার পরে তারা একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। আমি স্পেশ্যালি বলেছি ক্রিপকো, তার একটি কোঅপারেটিভ আছে ক্রিপকো। এই দুটোকে যুক্তভাবে আমাদের এখানে এসে দেখার জন্য। উনি সাথে অফিসারদের ডেকেছেন ত্রিপুরাতে ভিজিট করার জন্য বলেছেন এবং বলেছেন রাজ্য সরকার কি কি দিতে পারে। আমি বলেছি তাদের টিম এখানে আসুক, যদিও প্রজেক্ট যে পজিশান তাতে গ্যাসের এলোকেশান আর নাই, যদি নতুন করে এক্সপোর্ট আর না হয়। এই প্রশ্নটা তারা তুলেছেন। আমরা তাদেরকে বলেছি যে একটা ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট করার জন্য। [illegible] অথবা ৪ এই ধরনের গ্যাস প্রয়োজন হয়। তারা যদি শুরু করে, তারা যদি পজিটিভ রেসপন্স করে আমাদের কাজ করে, আমরা একটা চিঠি দিয়ে তাদেরকে জানিয়েছি, আমরা গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে কথা বলব। আমাদের প্রথম প্রেফারেন্স হল ফার্টিলাইজার। ফলে সেইদিক থেকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছি এবং তিনি উত্তরে জানিয়েছেন তাদের বোধহয় কোম্পানীর যারা হেড, যাদের আসার কথা ত্রিপুরাতে, উনারা যেখানে ভূমিকম্প হয়েছে সেখানে গেছেন। তারপর তারা এখানে আসবেন। আমি আশা করব তারা যদি এখানে আসেন, তারা যদি পজিটিভ রেসপন্স করেন এবং আমি মিনিষ্টারকে বলেছি দরকার হলে আমরাও যাব, কথাবার্তা বলব। উদ্যোগ আমরা আমাদের পক্ষ থেকে নিয়েছি। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকেই বলে আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করতে চাইনা। এই প্রজেক্টগুলিতে যাতে হতে পারে তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে আমরা জড়িত। এখানে শ্যামবাবু একটা ভাইটেল পয়েন্ট উপস্থিত করেছেন যে দীর্ঘ ৫০ বৎসর যাবৎ এই অঞ্চলের যে সম্পদ আছে এটা ব্যবহার করে এবং এই সম্পদের যে রেভিনিউ ভাগ এটা যদি আমাদের আসত তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও বেশী হত। এটা ঠিক যে বোম্বেতে যে পারসেনটিজ, গুজরাটে পারসেনটিজ দেওয়া হয়, ত্রিপুরাতেও সেটা দেওয়া হয়। আমাদের যে গ্যাস এখানে উত্তোলন করছে সেটা ভাল।

সেখানে যদি রেভেনিউ আসত আমরা অনেক বেশী উপকৃত হতাম। তারপর হচ্ছে পরিকাঠামো। ওরা আমার কাছে জানতে চেয়েছে, ওরা আমাকে চিঠি দিয়েছে। আমরা আগে কথা বলব দিল্লীতে ডি, জি বর্ডার রোডের সঙ্গে যে কার্টিলাইজার প্ল্যান যদি করতে হয় এখানে মেশিনারীজ আমরা আনতে পারব কিনা। আমরা বলেছি কথা বলুন, আমরা দরকার হলে বাংলাদেশ গভর্ণমেন্টের সংগে কথা বলব, কারণ ও,এন, জি, সির কিছু মেটেরিয়েলস্ বাংলাদেশে আনা হয়েছে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। এইসমস্ত অসুবিধার জন্য আপনাদের যা যা প্রয়োজন আমরা রাজ্য সরকার থেকে টেক আপ করব। আপনারা এখানে এসে ফ্যাক্টরী করুন। সিরিয়াসলি যাতে আমরা এই ব্যবস্থাটা করতে পারি আমরা তার চেষ্টা করছি। আমি খুব সংক্ষেপেই বলার চেষ্টা করছি। তার পর আছে সেকটার। অ্যাগ্রো বেইসড সেকটার এবং ফরেষ্ট বেইসড সেকটার। শুধু এগ্রো না এই দুইটাকে ব্যবহার করে আমরা কিভাবে রাজ্যের মধ্যে শিল্প গড়ে তুলতে পারে এর জন্য চেষ্টা করছি। আজকের সকালে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়েছে ন্যাগমেক নিয়ে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা, পাঁচ বৎসর ধরে বন্ধ ছিল আমরা তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর অনেক অনেক পারসয়েশান করার পর খোলা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে এটা লস্-এ চলে গেছে। তারপরও দেখা গেছে এই প্রজেক্ট থেকে কিছু টাকা এসেছিল। আমরা আমাদের সংকারের দিক থেকে এটাকে মর্ডানাইজ করার জন্য, তার প্যাকেজিং যদি ভাল না হয় তাহলে সেটা হতে পারে না, তার জন্য আমরা এগুলি করছি আমরা আমাদের রাজ্য সরকারের যে ইউনিট আছে টি, এস, আই, সি আমরা তাকে মর্ডানাইজ করেছি এবং এটার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা ১ কোটি টাকার প্রজেক্ট পাঠিয়েছি। যাতে এটাকে আরও মর্ডানাইজ করা যায় তার প্যাকেজিং সহ। আমাদের এখানে অরগেনিক ফারমিং হচ্ছে। পাইন-অ্যাপেল যেটা অনেক বেশী ভেল্যুয়েশান নিতে পারি, যদি আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি। এটার সার্টিফিকেশানের জন্য এডরিডে আমাদের সংগে কথাবার্তা বলছে ওরা এসেছে আমাদের সার্টিফিকেট দেবে এবং এটার ফারমিং শুরু হয়েছে লক্ষ্মণটেপাতে পাইন অ্যাপেল এর অরগেনিক ফার্ম। ফলে আমাদের প্রচেষ্টার কোন অভাব নেই। আমরা আরও চেষ্টা করছি, আরও কিছু ছোট ইউনিট আমরা করতে পারি কিনা টি এস আই, সি-কে ভিত্তি করে। আমরা কুমারঘাটে, দারচইতে, সোনামুড়াতে এবং উদয়পুরে আমরা এটাকে কমবাইন করে এই যে আনারস উৎপাদন হয় তাতে আমরা কতখানি প্রসেস করতে পারি এবং আমরা তার মার্কেটিং-এ আনার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি যাতে করে আমরা এক্সপোর্ট এবং দেশের অভ্যন্তরে যে বাজার আছে, সেই বাজারে পৌঁছাতে পারি। ইতিমধ্যে ২-৪টা প্রাইভেট ইউনিটও এগিয়ে এসেছে। দু'টি বিস্কুটের ফ্যাক্টরী রয়েছে। তারা ভালই করেছে। আমরা আমাদের যে বাঁশ, সেই বাঁশকে আরও কিভাবে ব্যবহার করতে পারি তার জন্য এখানে নর্থ ইস্টার্ণ রিজিয়নে যে টেকগুলি আছে এবং

সর্বভারতীয় যারা এক্সপার্ট যারা আছেন তারা সহ আমাদের এখানে একটা সেমিনার হয়েছে। সেখান থেকে আমরা আমাদের এখানে যে বিরাট সম্ভবনাময় সম্পদ আছে যেমন বাঁশ তাকে ভিত্তি করে কিভাবে হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট্‌স্ বা এই রকম বিভিন্ন আইটেমস্ আমরা করতে পারি তারজন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। কাজেই আমাদের এই ব্যাপারে উদ্যোগের কোন অভাব নাই। কাজেই আমি বলব-রাজ্য সরকার এর দিক থেকে আমাদের উদ্যোগের কোন অভাব নাই। আমরা তাদের সঙ্গে ক্লোজলি যুক্ত আছি।

তারপর চা শিল্প এটাকে যাতে বাড়ানো যায় চেষ্টা করছি। তবে এতেও কিছু সংকট চলছে। আমরা চাইছি এই চা শিল্প ক্ষেত্রে আরো মডার্ণ ফ্যাক্টরী করা যায় কি না সেটা দেখছি। আমরা আমাদের সরকার বিভিন্ন স্মল গ্রোসার্স বিভিন্ন প্ল্যান্টার্সদের নিয়ে মিটিং করেছি। এই ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছি। এবং পাশাপাশি যাতে কোয়ালিটিও কিভাবে বাড়াতে পারি তারজন্য আমরা নতুন ফ্যাক্টরী করার চেষ্টা করছি যাতে করে চা প্রোসেস্ করা যায়। কাজেই এই ক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগের অভাব আছে বলে আমি মনে করি না। তাই আমরা বলব সেই জায়গায় যদি কেন্দ্রীয় সমর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে এগিয়ে আসেন তাহলে আমাদের এখানে যে সম্ভাবনাময় সম্পদ আছে সেটাকে কাজে লাগাতে পারি। কিন্তু এই ব্যাপারে তো কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। রাজ্য সরকার এটা নিশ্চিন্তভাবে করতে চায় কারণ এছাড়াতো আমাদের রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান এবং রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থক ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো— "এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে ক্রমবর্ধমান বেকারদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে রাজ্যে প্রাপ্ত গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে গ্যাসভিত্তিক ও কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে তোলার জন্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করুক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার ঃ— দ্বিতীয় রিজিলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রী মানিক দে ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিলিউশানটি হলো:— "শেয়ারের ৬০ শতাংশের অধিক বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে কার্যতঃ জাতীয়কৃত ব্যাংক সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও

মালিকানা বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে, ত্রিপুরা বিধান সভা তার বিরোধীতা করছে এবং দেশের স্বার্থ বিরোধী এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছে"। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাবটি এনেছি এটা দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা যার উপর নির্ভর করে দেশের আর্থিক কাঠামো কি থাকবে, দেশের উন্নয়ন থেকে সমস্ত কিছু এর উপর ডিপেন্ডেন্ট। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বিল নং— ১৯৫ এবং ২০০০ এক্যিউজিশান অ্যাণ্ড ট্রেন্সফার অব আণ্ডারটেকিংস অ্যাণ্ড ফিনান্‌সিয়াল ইনস্‌টিটিউশানস্ লজ অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ২০০০ এটা এনে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ডে-ন্যাশানালাইজ করার জন্য তারা উদ্যোগ নিয়েছেন। এখানে পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে টু রিডিউস দ্যা প্রেসক্রাইবড্ মিনিমাম শেয়ার হোল্ডিংস অব দ্যা সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট ইন নেশন্যালাইজড্ ব্যাংক ফ্রম ৫১ পার্সেন্ট টু ৩৩ পার্সেন্ট। এটা বিলের মধ্যে পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। এর থেকে পরিস্কার যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা আর সরকারের হাতে থাকছে না। এখানে আমি খুব বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যায় না গিয়ে কারণ এখানে সমস্ত সদস্যরা অবগত আছেন ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও অর্থনীতি সম্পর্কে। আজকে অগ্রগতির যুগে গভার্ণমেন্ট বলছে যে তারা রিফর্মিষ্ট তারা বলার চেষ্টা করছে যে আমরা সংস্কার করছি, উন্নয়ন করছি।' উন্নয়ন যদি হয় সামনের দিকে যাবে, কিন্তু সামনের দিকে না গিয়ে পেছনের দিকে হাঁটা চেষ্টা করছে কেন? এখানে প্রাইভেট সেকটরে এনকারেজ করার কারণ প্রাইভেট সেক্টরই একমাত্র উত্তম সেক্টর এটা বলার চেষ্টা করছে। কারণ প্রাইভেট সেক্টরই একমাত্র উত্তম সেক্টর এটা বলার চেষ্টা করছে।

১৯৬৫ সালে অল্ দ্যা ব্যাংকস ওয়ার ইন্ দ্যা প্রাইভেট হ্যাণ্ডস্। দিজ ওয়ার সেট আপ বাই ইন্‌ডিভিজুয়েল সদসল ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল হাউসেস্ লাইক টাটার সেন্ট্রাল ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া, বীরলার-ইউকে ব্যাংক, ওয়ালচাঁদ, হিরাচাঁদ-ব্যাংক অব্ বরোদা, করমচাঁদ থাপা-ওরিয়েন্টাল ব্যাংক, বাংগুরস,-নাও বাজাংক ব্যাংক, জেটিয়ার্স-ইণ্ডিয়ান ব্যাংক, পার্লস সিণ্ডিকেট-এই ব্যাংকগুলি সরাসরি ছিল প্রাইভেট সেক্টরে এবং এরা এইগুলি কর্তৃত্ব করতো।

১৯৭০ সালে যখন তৎকালীন শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে ব্যাংকে যারা টাকা রাখতেন হঠাৎ করে দেখতেন যে ব্যাংকের দরজা বন্ধ। টাকাও মার খেল। তখন প্রাইভেট সেক্টরে ব্যাংকগুলিতে টাকা রাখার ব্যাপারে কোন নিরাপত্তা ছিল না এবং জনস্বার্থে ব্যাংকগুলি তখন কোন কাজই করত না। তখন ১৯৬৯ সালে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী দেশের বেশ কিছু ব্যাংককে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে সেটাকে আইনে পরিণত করা হয়েছিল। এমন কিছু ব্যাংক ছিল যেগুলিকে জাতীয়করণ করা হয় নাই। মানুষের জমানো টাকা দিতে পারছিল না-ব্যাংকগুলি দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে-এই ধরণের কিছু ব্যাংককে

জাতীয়করণ করা হল। এগুলির মধ্যে রয়েছে:—

১) ব্যাংক অব্ করাচি লিমিটেড্—এস বি.আই-এর সঙ্গে মিশে গেল।

২) লক্ষ্মী কমার্শিয়াল ব্যাংক— কানাড়া ব্যাংকের সঙ্গে মিশে গেল।

৩) হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড্— পি.এন.বির সঙ্গে মিশে গেল।

৪) মিরাজ স্টেট ব্যাংক লিমিটেড্— ইউনিয়ন ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে মিশে গেল।

৫) দ্য ট্রেডার্স ব্যাংক লিমিটেড্— ব্যাংক অব্ বরোদার সঙ্গে মিশে গেল।

৬) দ্য ব্যাংক অব্ তামিলনাড়ু লিমিটেড্— ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ্ ব্যাংকের সঙ্গে মিশে গেল।

৭) ব্যাংক অব্ থাঞ্জাবর লিমিটেড্-ইণ্ডিয়ান ব্যাংকের সঙ্গে মিশে গেল।

৮) দ্য বাবু সেন্ট্রাল ব্যাংক লিমিটেড -ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে মিশে গেল।

৯) দ্য ইউনিয়ন ইণ্ডাস্টিয়াল ব্যাংক লিমিটেড্ এলাহাবাদ ব্যাংকের সঙ্গে মিশে গেল।

১০) দ্য পূর্বাঞ্চল ব্যাংক লিমিটেড সেন্ট্রাল ব্যাংক অব্-ইণ্ডিয়ার সঙ্গে মিশে গেল।

১১) ব্যাংক অব্ প্যারাড্ লিমিটেড্-ব্যাংক অব্ হাওড়ার সঙ্গে মিশে গেল।

১২) বারিলি কর্পোরেশন ব্যাংক লিমিটেড্-ব্যাংক অব্ বরোদার সঙ্গে মিশে গেল।

১৩) সিকিম ব্যাংক লিমিটেড -ইউনিয়ন ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে মিশে গেল।

এই ১৩টি ব্যাংককে জাতীকরণের জন্য পরিস্থিতি তখন বাধ্য করেছিল। কাজেই, এর থেকে পরিস্কার যে তারা যে যুক্তি দেখাতে চাইছে সেটা মানা যায় না। ১৯৬৯ সালে দেশের বিভিন্ন ব্যাংকর প্রায় ৮,২৬২টি ব্রাঞ্চকে জাতীয়করণের আওতায় আনা হয়েছিল। মার্চ, ২০০০ পর্যান্ত সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৬০,১৭১টি ব্রাঞ্চ। প্রাইভেট ব্যাংক সহ মোট ব্যাংক ব্রাঞ্চের সংখ্যা সমগ্র দেশে রয়েছে ৬৫,৩৪০টি। এর মধ্যে গ্রামীন এলাকাতে আছে ৩১,৬৩৪টি। ১৯৬৯ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ১৮৩৩ টা। সেমি আরবান এলাকায় ১৯৬৯ সালে ব্রাঞ্চের সংখ্যা ছিল ৩৩৪২টি। ২০০০ সালে এই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ১২,৭৬৮টি এর থেকে পরিস্কার যে গ্রাম শহরের মানুষ এই ব্যাংকগুলির ব্রাঞ্চ থেকে উপকৃত হয়েছেন ১৯৬৯ সালে ব্যাংকগুলিতে টোটাল ডিপোজিট ছিল ৪৬২৩ কোটি টাকা। বর্তমানে এই টাকার পরিমান হচ্ছে ৭,৩৭,৩১০ কোটি টাকা। এর থেকেই পরিস্কার যে জাতীয়করণ করার পর থেকেই ব্যাংকগুলি দায়িত্ব নিয়ে ভাল কাজ করছে। কাজেই জাতীয় করণের মাধ্যমেই জনস্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। এখন চেষ্টা করা হচ্ছে ব্যাংকগুলি সম্পর্কে একটি বাজে ধারনা জনগণের সামনে তুলে ধারার জন্য। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় ১৯৯৭ সালে ছিল ৩১ শতাংশ। ২০০০ সালে সেটা হয়েছে ২৭.৭ শতাংশ। অর্থাৎ কমেছে। অথচ ওয়েষ্টার্ণ রিজনে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৭ সালে ছিল ৬৭.২ শতাংশ এবং এটা বর্তমানে ৭৪.১ শতাংশ। অর্থাৎ সেখানে ইনভেস্টমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এইভাবে নর্থ-ইষ্টার্ণ রিজনকে বঞ্চিত করেছে। ১৯৬৯ সালে ছিল ৯০টি ব্রাঞ্চ ২০০০ সালে সেই

সংখ্যাটা হল ২৮৮৯টি। জওহরলাল নেহেরু যখন সরকারে ছিলেন তখনই ১১৮টা ব্রাঞ্চ খোলার জন্য প্রাইভেট ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় দেখা যায় যে, ১.৭.১৯৫১ থেকে ৩০.৬.৫৫ ইং পর্যন্ত ৬৩ টা ব্রাঞ্চ মাত্র খোলা হয়েছে। এই কারণে ১৯শে জুলাই ১৯৬৯ ইং ১৪টা মেজর ব্যাংকে ন্যাশন্যালাইজ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ১৯৮৪ ইং সালের পরে প্রতি বছর ছাঁটাই অথবা রিয়ারেস দেবেন মোট ৬ লক্ষ কমাবে এবং মোট ব্রাঞ্চের অর্দ্ধেক তুলে দেবেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে দেখা যায় যেগুলি বিদেশী ব্যাংক যাদের হাতে শেয়ারটা বিক্রি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। আমরা যদি হিসাব দেখি ফরেন ব্যাংক ৪৪টা আছে আমাদের ভারতবর্ষে। তারমধ্যে তাদের ব্রাঞ্চ মাত্র ১৮০ টা। মোট ব্যাংকিং পরিষেবা ০.২৫ শতাংশ মাত্র তারা কভার করে। একটা ফরেন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে লাগে ১৫ হাজার টাকা। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ১৪টি বেসরকারী ব্যাংক উঠে গেছে। উঠে গেছে মানে তারা তালা ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। ১৯৯৭-থেকে ১৯৯৮ সালে নেট মুনাফা রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্র থেকে ১০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা, ১৯৯৮-৯৯ সালে এটা ১০ হাজার ৫৭৮ কোটি টাকা, এটা বেড়েছে। এর থেকে বুঝা যায় ন্যাশনালাইজ ব্যাংক সেখানে প্রফিট করছেন। এবং এখানে বিদেশী ব্যাংকগুলির চিত্র দেখা যায় ১৯৯৭-৯৮ সালে তাদের লাভের পরিমাণ ছিল ৬৪২ কোটি টাকা। এটা ১৯৯৯ সালে ৩১১ কোটি টাকা এখানে রিডিউস করেছে। তাহলে ন্যাশন্যালাইজ ব্যাংক যে লাভ করে না যে বক্তব্যটা এটা ভুল তথ্য এখানে বলা হয়েছে। ব্যাংকে বর্তমান আমানতের সংখ্যা ৮ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে কৃষি সেক্টরে ৩৪ হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা এই পর্যন্ত। ক্ষুদ্র শিল্পে ৫৮ হাজার ১০৯ কোটি টাকা এবং সেলফ এমপ্লয়মেন্ট-এর জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকা। বণ্ডের মাধ্যমে সরকারগুলি ঋণ নিয়েছে ব্যাংক থেকে ২ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকা। বৃহৎ শিল্পপতিরা সময়ে সময়ে তারা ঋণ নিয়ে গেছেন ১ লক্ষ ৯৪ হাজার কোটি টাকা। এই হলো ব্যাংকিং সেক্টরের যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা অতীতের যে ব্যবস্থা গুলো সেগুলি সঙ্গে প্রতিটি বেসরকারী মালিকানা যেমন—।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যকে বলছি আমার মনে হয় আর একটু শর্ট করলে ভাল হয়।

শ্রী***মানিক দে :—*** আমাকে যদি দশ-পনের মিনিট সময় না দেন তা হলে কিভাবে বলব ?

মিঃ স্পীকার :— বলেছেন, মোটামোটি কম বলললেন নি। ঠিক আছে বলুন।

শ্রী***মানিক দে :—*** এখানে পরিস্থিতির মধ্যে আমার বক্তব্য হলো যারা উল্টো পথে হাঁটার চেষ্টা করছেন এটা জাতীয় স্বার্থে বিপন্ন করছে এবং কোন অবস্থাতেই এটা যখন কৃষকরা আক্রান্ত হবেন, শ্রমিকরা আক্রান্ত হবেন এবং আমরা যে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট স্কীমের কথা বলছি সেগুলি কার্যকর

হবে না। তার সঙ্গে যুক্ত আমরা পরিস্কারভাবে যেটা বলতে চাই ৫৮ হাজার কোটি টাকা তারা ব্যাংক থেকে নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না। তাদের স্বার্থটা রক্ষা করার জন্য এই যে এইসব ঘটছে ভারতবর্ষে এখন এগুলির পেছনেও এইসমস্ত কারণ আছে। এই লেনদেন ইত্যাদি বিষয় থাকতে পারে। সব কিছু মিলে একটা সম্পদকে ধ্বংস করার জন্য যে পথে তারা যাচ্ছেন এটাকে আমরা বিরোধীতা করছি এবং আমি মনে করি আমাদের জাতীয়স্বার্থ দেশের এবং এই ধরণের যে সম্পদ যেখানে আছে যেখান থেকে রাজ্য কেন্দ্র উভয় সরকার সময় সময় সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন মানুষের স্বার্থে এখানে গ্রাম থেকে শহর পর্য্যন্ত যুক্ত আছে। এবং দেশের উন্নয়নের প্রশ্নে ব্যাংকিং সেক্টর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই প্রশ্নে আমি যে প্রস্তাব হাউসের সামনে রাখলাম এবং আমি এটা আশা করি যে এই প্রশ্নে মাননীয় বিরোধী সদস্যরাও এক মত হবেন। কারণ এটা কোন দলের প্রশ্ন না, এটা ন্যাশন্যাল ইনটারেস্ট ইনভলব। যারা এটা করেছেন তারা দেশকে বিক্রি করে দিতে চাইছেন তাদের কাছে আত্মসমর্পন করার কোন প্রশ্ন নেই। যাদের ন্যাশানাল ইনটারেস্ট আছে, জাতীয়তাবোধ এবং দেশাত্মবোধ আছে তারা এটাকে কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারে না। যেহেতু এটা পরিক্ষীত প্রমানীত যে বেসরকারী পরিচালন ব্যবস্থা খেয়ে ফেললে, চুরি করে এই কারণে এটা সেখানে এই সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে অধিগৃহীত করা হয়েছে। কাজেই, দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এটাকে সমর্থন করবেন বলে আমি আশা করি। এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য মানিক দে অনেক কিছু বলেছেন তাই আমাকে বলতে হচ্ছে যদি কম বলতেন তাহলে বলতাম না। স্যার, আমি কিছু বুঝিনা উনি সি.পি.এমের নতুন বৈরাগী কিনা। প্রয়াত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন বেসরকারী ব্যাংকগুলিকে জাতীয়করণ করার জন্য যখন প্রস্তাব রাখলেন তখন এই সি পি.এমই আকাশে বাতাসে কাঁপিয়ে বলতে লাগলেন যে জাতীয়করণ করা যাবে না, করা যাবে না বলে চিৎকার করেছিলেন।

শ্রী মানিক দে :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, সিরিয়াস কনডেম এত বড় অসত্য কথা কি করে বললেন ? তখন আমরাই বলেছিলাম জাতীয়করণ করার জন্য। আপনারা বলেছিলেন যে কাল আইন করার জন্য এটা করা হয়েছে এটা বলেছিলেন আর এখন যখন বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে আমার বলছে কেন বেসরকারী করণ করবে। পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেছে কম্পিউটারের বিরুদ্ধে কি আন্দোলন আর যখন দেখা গেল ভারতবর্ষে কম্পিউটার আসল তখন দেখা গেলে ঘরে ঘরে কম্পিউটার, এম ডি ও, বি ডি ও সবার ঘরে ঘরে। এই কম্পিউটারের বিরুদ্ধে তখন আন্দোলন। কম্পিউটার আসলে পরে মানুষের কাজ থেকে ছাটাই হবে এটাই ছিল তখন আপনাদের বক্তব্য এবং নীতিতে কথা

বললে শুনতে ভাল লাগত। এটা কি করে হয় ডুয়েল নীতি সুবিধা নীতিএকবার বলেন ইন্দিরা ভাল নাএকবার বললেন ভাল। আবার বলবেন কংগ্রেস বি জে পি-র থেকে অনেক ভাল। যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল তখন আপনারাই সেই ময়দানে অটলজী, জর্জ ফার্নাণ্ডেজ এবং জ্যোতি বসু এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা রাখছিলেন। কাজেই এটা শুভা পায় না এক থাকা ভাল, ধন্যবাদ।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াঃ— দেশের কোন সম্পদ সরকারী থাকবে না সবটাই সরকারী হবে এই রাশিয়াতে করা হয়েছিল নীতি কিন্তু তারা বিফল হয়ে গেছেন রাশিয়ার ধ্বংসের মূল কারণ এখানে। উনি যেটা বলতে চাইছেন যে এখানে কোনটাই বেসরকারী হবে না শুধু সারের রপ্তানী বেসরকারী হবে ত্রিপুরাতে। এটা কি রকম। কালে এখানে সারের বন্টনটা বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে এটা বললেন না কেন। বেসরকারীকরণেরও কিছু দরকার আছে যেগুলি সরকারীকরণের ফলে দুর্বল হয়ে গেছে। সেই জায়গায় চিকিৎসা কি হতে পারে তার বিকল্প হিসাবে। বেসরকারীকরন জাতীয়করণ করেন কিন্তু জাতীয় স্বার্থক বিসর্জন দিয়ে নয়। কিন্তু এখানে সারটাকে বেসরকারী করণ করেছেন, এটা কি নীতি হল।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে মহোদয় যে প্রস্তাবটা এনেছেন এটা খুবই সময় উপযোগী। গত বৎসর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যখন বাজেট ভাষণ দেন তখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ব্যাঙ্কের সরকারী মালিকানা ৫১ শতাংশ নীচে নামিয়ে আনা হবে। এবং এই বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়া সুচারু রূপে সম্পূর্ণ করার জন্য এবং দেশীয় শিল্পপতি এবং বিদেশি বহুজাতিকদের রাষ্ট্রীয়ত্ব ব্যাংকের শেয়ার কেনার জন্য উৎসাহিত করতে সংস্কারের নামে কতগুলি কর্মসূচী তারা ইতিমধ্যে সেখানে কার্যাকরী করেছেন। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ব্যাঙ্ক শিল্পে আয়তন কমানোর জন্য অলাভজনক শাখাগুলিকে সেখানে তুলে দেওয়া হবে দ্বিতীয় হচ্ছে ২০০১ সালের মধ্যে ব্যাঙ্কের ৭০ ভাগ কাজ কর্ম কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করা হবে। তৃতীয় হচ্ছে যে এখন থেকে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে ২৫ শতাংশ কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর প্রকল্পে ছাঁটাই করা হবে। এইগুলি রূপায়িত করতে পারলে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের এখন আছে ৬৬ হাজার শাখা, তার মধ্যে ৩৩ হাজার শাখা বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এটা করার জন্যই সংসদে তারা বিল এনেছেন, সেটা হচ্ছে ৭৯ সালে যে আইনটা করে ব্যাঙ্কটাকে জাতীয়করণ করেছিলেন এবং তাতে একথা পরিস্কার ছিল সেই আইনে ষ্টেট ব্যাঙ্ক এর ৫৫ শতাংশ শেয়ার সরকারী মালিকানায় থাকবে তার বাকী যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি আছে তাদের ক্ষেত্রে ৫১ শতাংশ এটা বাধ্যতামূলক থাকবে। এবং বর্তমানে যে সংশোধন তারা চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে এখন এটাকে কমিয়ে সেটাকে ৩৩ শতাংশ এর মধ্যে নামিয়ে আনা হবে। এই ঘোষণা দেওয়ার পরও

সরকার বলছে তার পরেও এর উপরে সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে, সরকারের নিয়ন্ত্রন থাকবে। এটাকে করার জন্য যেমন সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করেছেন তেমনি কেন্দ্রীয় সরকার তার ১০০ শতাংশ ইকুইটি শেয়ার নিয়ে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে ঢালাও ব্যবসার সুযোগ তারা দিচ্ছেন। এতে নাকি প্রতিযোগিতা বাড়বে। এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি যে অচিরে এই বহুজাতিক যে কর্পোরেশানগুলি আসবে তা তাদের কারায়ত্বে চলে যাবে. এদের মালিক ওরা হয়ে যাবে। এই সম্পর্কে কোন সন্দেহের ব্যাপার নেই। আর এখন সেটা করতে গিয়ে এই বিদেশী ব্যাংকগুলি আসার জন্য আজকে তারা যে সুযোগটা দিচ্ছেন তারা যে আইনটা করেছেন, এই বিদেশী ব্যাংকে যদি কেউ এখানে টাকা রাখে দিল্লীতে যদি তার শাখা থাকে বা কলকাতাতে তা হলে এখন তিনি ইচ্ছা করলে লণ্ডন বা নিউইয়র্কে টাকা তুলতে পারবেন সেই ভাউচার দিয়ে। ব্যাংক ব্যবস্থাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন যে আমরা আগে শুনতাম সুইচ ব্যাংক-এর কথা, যে সেখানে কে কত টাকা রাখে সেটা জানার কথা নয়। এটা নাকি ব্যবসার পলিসি। এখনতো আর সুইচ ব্যাংক লাগবে না, কেউ যেতে হবেনা, এখন ভারতবর্ষের কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলে যাবে, যার উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রন থাকবেনা। এই রকম সর্ব্বনাসা অবস্থাতো কোন দিন হয়নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৫৭ বৎসর-এর মধ্যে এই রকম বিপদের মুখোমুখি আমাদের কোন সময় মাথা দাঁড়াতে হয়নি আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিদেশী ব্যাংকগুলোর যে পারফরমেন্স বা তার কাজকর্ম সম্পর্কে এতো প্রশংসা করেছেন যে তার একেবারে পঞ্চমুখ। অথচ আগে মাননীয় সদস্য বলেছেন এই বিদেশী যে সমস্ত ব্যাংক তাদের একটি শাখাও নেই গ্রামাঞ্চলের সবগুলো হচ্ছে শহরের মধ্যে এমনকি আগরতলা শহরে আছে এবং সেখানে কেউ যদি ডিপসিট করতে চায় টাকা রাখতে চায় ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুলতে চায় তাহলে মিনিমাম ২৫ হাজার টাকা রাখতে হবে এই ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খোলার জন্য। তা না হয় এই ব্যাংকের আশে পাশে যাওয়ারই কোন সুযোগ নেই এবং সেদিক থেকে উর্দ্ধশ্যটা একটাই এগুলোকে বন্ধ করে দাও। ১৯৭৯ ইং সালে কি ছিল, যারা শিল্পপতি, যারা পুঁজিপতি তারাই বেশির ভাগ ব্যাংকের মালিক ছিলেন, তাদের কাছে যে টাকাগুলো আসত এবং তাদের যে মুনাফার বাড়ানোর ক্ষেত্রে শিল্প বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সেগুলোকে কাজে লাগাত। এবং সেই জায়গাগুলো তাদের ক্ষেত্রে সেখানে ব্যবহার করা হতো সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষ তার ধারে কাছে যাওয়ারও কোন সুযোগ ছিল না। আজকে আবার আইন করে আজকে সেই জায়গার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এবং সে দিক থেকে আজকে যেভাবে তার নীতিতে যাচ্ছেন সেই বেসরকারী ব্যাংক নতুন নতুন ব্যাংক আসবে। কিছু মানুষ টাকা রাখবে তারপরে একদিন লাল বাতি জ্বালাবে তারপরে কয়েকশ কোটি টাকা চলে যাবে। কয়েক হাজার কর্মচারী চাকরি এক সঙ্গে চলে যাবে। এই এক সর্বনাশা পথ ধরে চলেছেন। ব্যাংক শিল্পটাকে সর্বনাশা করার জন্য রাষ্ট্রের যে আর্থিক মূল ভিত্তিটা এখন যেগুলো আছে ব্যাংকএ-

ভিত্তি করে আমাদের এটা গড়ে উঠেছিল সেইদিকটা সর্বনাশা করার জন্য। ব্যাংক গুলায় পুঁজিপতি আজকে সেখানকার বহুজাতিক কর্পোরেশান গুলো যারা আসছে তাদের স্বার্থে রক্ষা করার জন্য ঐ যে আই, এম এফ বিশ্ব ব্যাংকগুলোর কাছে বেধে রেখেছেন। তাদের কর্মসূচীটাকে রূপায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মারাত্মক রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছেন। আমি সে দিক থেকে বলব এটার প্রতি কংগ্রেস কমিউনিষ্ট উপজাতি যুব সমিতি করার কোন অর্থনীতিতে ফেইল করছে এটা বিষয় না। এটি সর্বনাশা হয়ে যাবে। আমি সে জায়গায় মধ্যে বলব যে এটা যেটা করতে যাচ্ছে অন্ততঃ ৫১ শতাংশ যাতে সরকারী মালিকানা থাকে ব্যাংকগুলোর হাতে। কিন্তু কোন অবস্থার মধ্যে যাতে ৫১ শতাংশ কম যাতে এই সরকার মালিকানা থাকে, যেটা আইন শুধু ১৯৬৯ ইং সালে পাশ হয়েছিল সেই আইনটা যাতে বহাল থাকে এখন যেই আইন আছে সেই আইনই যাতে থাকে ব্যাংকের ক্ষেত্রে। নতুন যে পথ আছে সেই পথ থেকে আমরা দেশবাসী আমরা বিধানসভার সবাই মিলে যদি ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ জানাতে পারি তাহলে এটা থেকে অন্ততঃ কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য এই বিল যেটা এসেছে তাকে সর্ব সম্মতি ভাবে সবাই সমর্থন করবেন এই আশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন আমি মাননীয় সদস্য রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। শেয়ারে ৬০ শতাংশ বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে কার্যতঃ জাতীয় ব্যাংক বেসরকারী। আরো তিনটি রিজিউলিশান আছে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, রিজলিউশানটি শেষ হয়ে যাক।

শ্রীরতন লাল নাথঃ— আপনি তো বলেছেন এই বিজনেস-এর পর।

মিঃ স্পীকার ঃ — না. এই রিজলিউশানটি শেষ হয়ে গেলে বলবেন।

শ্রীদীপক কুমার রায় ঃ— কালকে আপনি বলেছিলেন, আপনি পারমিশান দিয়েছিলেন আপনার কথা সম্মান জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— নিয়ম হচ্ছে আমাদের রুলস এ ৮৫ দেখবেন ১৭৪ এই জাতীয় কোন নির্দেশ দিতে হয় তাহলে পরে যে দিন সিটিং হয় অন্ততঃ সিটিং-এর আগে এটা দিতে হয়। কাজেই এটা আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি হলো :— শেয়ারের ৬০ শতাংশ এর অধিক বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে কার্যতঃ জাতীয়কৃত ব্যাংক সমূহের নিয়ন্ত্রন ও মালিকানা বেসরকারী হাতে

তুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রী সরকার গ্রহণ করেছে, ত্রিপুরা বিধানসভা তার বিরোধীতা করছে এবং এর স্বার্থে বিরোধী এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছে।"

অতএব: রিজিউলিউশানটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহী হল।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION-Adopted-in-Amended from

মিঃ স্পীকার :— তৃতীয় রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— স্যার, কালকে আপনি পারমিশান্ দিয়েছিলেন আপনি বলেছিলেন।

মিঃ স্পীকার :— এখানে নিয়ম হচ্ছে পেজ্ ৮৫ এ দেখবেন রুলস এ ১৭৪ এই জাতীয় যদি কোন নোটিশ হয় তাহলে সেটি সিটিং এর আগে দিতে হবে। কাজেই আপনি নিশ্চয় জানেন তো। আমি যে নোটিশটা পেয়েছি ঠিক ৪টার সময় ঐ সময়কে কি আর কোন সুযোগ আছে। কাজেই এটা আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না।

শ্রীরতন লাল নাথ :— আমি বলি স্যার. প্রোভাইডেড্ দ্যাট্ স্পীকার যে ইফ হি সেটিসফাইড এবাউট দ্যা আরজেন্সী অব দ্যা মেটার এন্সাউ বাট্ টু বি প্রিভিলেজ টু বি লেইড্ এনি আদার টাইম।

মিঃ স্পীকার :— এটা তো কোন প্রশ্ন উঠে না। ৪ টার পরে দিয়েছেন। আর প্রোভাইডেড মানে কি। কাজেই এটা অনর্থক।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— স্যার, আপনার অনুমতি ক্রমেই এনেছিলাম।

মিঃ স্পীকার :— না, না।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— স্যার, আপনি আমার কথাটা শুনুন। যখন দেশের কথা পত্রিকায় মধ্যে এই ধরণের সংবাদ পরিবেশন হয়েছে সেটা এই হাউসে বলা হয়েছে অসত্য সংবাদ। যেটা এক্সপাঞ্জ করার কথা বলা হয়েছিল, আপনি বলেছিলেন যে যদি কিছু পত্রিকায় উঠে থাকে আপনি প্রিভিলেজ মোশান আনতে বলেছিলেন। আপনার পারমিশানে আমি এই মোশান এনেছি। এটা আমার ইচ্ছা ছিল না। আপনি ইচ্ছা করলেই কনসিডার করতে পারেন। আপনি দয়া করে কনসিডার করেন তা না হলে হাউসের একজন মেম্বারের স্বার্থ কায় ভঙ্গ হবে এইগুলি দেখার দায়িত্ব আপনার স্যার,।

শ্রীরতন লাল নাথ :— মাননীয় সদস্য প্রিভিলেজ মোশান এনেছেন আপনি ইচ্ছা করলেই

এলাউ করতে পারতেন কিন্তু আপনি ডিক-এলাউ করলেন। আমাদের বক্তব্য আপনি যেহেতু শাসক দলের লোক সেই কারণে আপনি স্পীকার হিসাবে নিরপেক্ষ নন এবং যেহেতু দলীয় মুখপাত্র এই জন্য আপনি এটা ডীজ-এলাউ করেছেন। আমরা আপনার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ওয়াক্ আউট্ করলাম।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বিরোধী দলের তারা একেবারেই মানতে রাজী না। তৃতীয় রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপন করছি। রিজিউলিউশনটি হলো :— "The Unicn Gcvernment shculd extend more power to the TTAADC by way cf amending constitution in the line of Karbi Ang Long of Assam (Constitution Amendment of (1995)."

আমি আমার প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করেছি এবং এমেণ্ডম্যাণ্টটা সমর্থন করছি এই কারণে আমি জানিনা খগেন্দ্র জমাতিয়াকে কে বা কারা বুদ্ধি দিয়েছেন, কারণ এই কনষ্টিটিউশান্ এমেণ্ডম্যাণ্ট ১৯৯৫ এটা কেবল মাত্র ৭৩ তম ও ৭৪র্থ এমেণ্ডম্যাণ্ট এটাকে এখানে যা এতে সংযোজন করা হয়েছিল। এর কোন পাওয়ার নেই শুধুমাত্র পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে আছে কিন্তু আমাদের যে দাবী আমরা আরও অনেক ক্ষমতা চাই কাজেই কনসটিটিউশান এমেণ্ডম্যাণ্ট সিক্সথ, সিডিউলড্ এমেণ্ডম্যাণ্ট এর জন্য ৩৬৮ লাগে না, এটা পার্লামেন্টে যে কোন সময় সিম্পল মেজোরিটিতে করতে পারে। ইট ইজ এ ইনকোরপোরেশান অব সেভেন্টি থার্ড ও সেভেন্টি ফোর্থ এমেণ্ডম্যাণ্ট এর কোন পাওয়ারই নেই। আর কোন পাওয়ার নেই। যার ফলে তারা গ্রহণ করে নাই। এটা নিয়ে এখনও যুদ্ধ চলছে। তারা অ গ প সরকার থেকে উইদড্র করে এসেছে। আমরা বলে ছিলাম যে আমরা আরও পাওয়ার দেব। এই ভাবে অ্যামেণ্ডম্যাট করতে, সে আর ফেরী আনছেপি। এখন এটা গভর্ণরের শাসনে আছে। এখন সিক্স সিডিউল এর এটা হচ্ছে ২৪৪ এবং ২৪৪ এর ৩টা ধারা আছে। ২৪৪ এ ওয়ান, ২৪৪ (২) এ্যাণ্ড ২৪৪ (এ) ২৪৪ ওয়ান হচ্ছে ৫ম সিডিউল। ২৪৪ (২) হচ্ছে সিক্স সিডিউল। ২৪৪ (এ) হচ্ছে অটোনোমাস স্টেট। এখন মোর পাওয়ার করতে তো অটোনোমাস স্টেট ছাড়া এর কাজই হয় না। কাজেই খগেন্দ্রবাবু যেটা এনেছেন, এটা অটোনোমাস স্টেটের দিকে। এটাই আমাদের দাবী ছিল। কিন্তু আমার সন্দেহ ছিল শাসক দল এটা সমর্থন করবে না।

এই জন্যই আমি হালকা ভাবে বলেছি, কিন্তু না পেলেও অন্তত কারবিয়াংলং এর মত সাধারণত ঐটা যাতে পাওয়া যায়। কাজেই এটা বিরোধীতা না করে ভালই হয়েছে। আমি এটাকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করলাম। নগেন্দ্রবাবু আমাকে বলেছে যে ভাবে খগেন্দ্রবাবু এনেছেন, তখন আমি জানি যে আপনারা বিরোধীতা করবেন। সিডিউল অ্যামেণ্ডম্যান্ট এটা হচ্ছে সিমপল মেজরিটিতে এবং ৩৬৮ ধারা লাগে না সিম্পল ভাবে এটা করা যায়। আর ২৪৪ অ্যামেণ্ডম্যাণ্ড করতে গেলে কিন্তু ৩৬৮ অনুসারে করতে হবে। কিন্তু এতে টুথার্ড মেজরিটি লাগে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, টুথার্ড মেম্বার ইজ প্রেজেন্ট দ্যা হাউস। সিম্পল ইন প্রেজেন্টস টুথার্ড মেম্বরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— না আর্টিক্যাল সংশোধন করতে লাগবে, ৬ সিডিউল করতে লাগবে না, ৬ সিডিউল এর প্রোভিশন আছে। এটা সংশোধন করতে লাগে না। কিন্তু আর্টিক্যাল ২৪৪ সংশোধন করতে গেলে তখন ৩৬৮ লাগে যাই হোক আমাদের এর আগে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার মিনিষ্টার একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে গত বছরের আগের বছর বোধ হয় সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এর কাছে এই রকম একটা পাঠিয়েছিলেন। ৬ সিডিউল সম্পর্কে তোমাদের কি মতামত আছে এটা জানার জন্য। তখন আমি ছিলাম না। তখন নগেন্দ্র বাবু আরও অনেকেই বসে এটা পাঠিয়েছিলেন। আমাদের এখানে তো আরও অধিক ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। এবং সংর সময় আমরা এই বিধানসভাতেও এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ইভেন ফিনান্সিয়াল পাওয়ার এণ্ড আদার এডমেনিসট্রেটিভ পাওয়ার শোড বি এক্সটেণ্ড মোর। আমরা যেটা সমর্থন করে আসছিলাম অটোনোমাস স্টেট ঐটার কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— তবে প্রশ্নটা হচ্ছে কি যে উনি উনার সঙ্গে একমত।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় বিধায়ককে আমি অভিনন্দন জানাব যে আমাদের অ্যামেণ্ডম্যাণ্ড উনি সমর্থন করেছেন। এটা পরিস্কার স্যার, এখানে আমাদের লাইন ও আমরা ঠিক আছি। আমরা যে অ্যামেণ্ডম্যাণ্ডটা আনলাম এটা সঠিক রাস্তা আছে প্রমান হলো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাঙখল বলুন।

শ্রীবিজয় কুমার রাঙখল :— স্যার আসাম কারবিয়াং লং এবং এ। দি ডিমসনর্থ কাছাড়ে তাদের যে ডিসট্রিক কাউন্সিল আছে এটা হোম মিনিষ্টারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তারা বলেন যে এটার সঙ্গে উদাহরণ দেওয়া ঠিক হবে না এটা হোম মিনিষ্টার-এর সঙ্গে সময় আলোচনা হয়। উনারা বলেন যে ঐটার সঙ্গে উদাহরণ দেওয়া ঠিক হবে না এইভাবে উনারা বলে থাকেন। যাই

হোক এখন আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হল যাতে আমরা এ. ডি সিতে মোর পাওয়ার পাই। ফুল লিমিটেশানে আমরা চাইব অবশ্য এটা উল্লেখ নেই। এখন এখানে আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্যামাচরণ বাবু এই কারবি আং লং আসাম কনষ্টিটিউশনের ৯৫ এর কথা বলেছেন। যাই হোক এটা কিন্তু প্রেজেন্ট হোম মিনিষ্টার তারা ডিস্কারেজ করে তারা বলে আমরা খুব অনেষ্টলি বলব যে এটা বোধ হয় ঠিক না ও হতে পারে ইন দি কেইস অব ত্রিপুরা। কাজেই এখন এখানে মাননীয় বিধায়ক খগেন্দ্র বাবু কিছু এমেণ্ডমেন্ট আনলেন সিক্স সিডিউল অব কনষ্টিটিউশান ২৪৪ (এ) এটার স্পেসিফিক উল্লেখ নাই। বাকি তারা বলতে পারে নাও এক কোটি টাকা এটাই মোর পাওয়ার। এইভাবে যদি বলে থাকে কাজেই এটা স্পেসিফিক সিক্স সিডিউল এর কোন্ আর্টিকেলে আছে মি: স্পীকার স্যার, এখানে আমাদের খুব সেনসেটিভ ব্যাপার এটা। কাজেই এখানে আমার মনে হয় এটা এখনও ইনকমপ্লিট আছে উনি যে এখানে আর্টিকেল এনেছেন মনে হয় না এখানে ইনকমপ্লিট সিক্স সিডিউল আর্টিকেল ২৪৪ (এ) কিংবা ১-এ বি.সি এটা যদি ধরা না হয় তারা কমপ্লিট করতে পারে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবটা অত্যন্ত সময় উপযোগী। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে সেভেন্থ সিডিউল এরপরে সিক্স সিডিউল প্রায় সেই আপনার ১৯৮২ সালে আজকে ২০০১ প্রায় ১৭ বছর।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য আমি একটা প্রশ্ন বলি যেটা শ্যামাচরণ বাবু এনেছেন এবং এটা অলরেডী সংশোধনীতে আনা হয়েছে। এখন শ্যামাচরণ বাবু এই সংশোধনী প্রস্তাবটাকে উইথ ড্র করে নিয়েছেন। তাহলে পরে উইথ ড্র টা ঠিকই আছে। এখন হচ্ছে মূল প্রস্তাব যেটা এটা হচ্ছে খগেন্দ্র জমাতিয়া। এই প্রস্তাবটার সাপোর্টেই আপনার বক্তব্য রাখতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সংশোধনী আকারে যেটা উনি এনেছেন এইভাবেই আমি সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। এই যে ১৭ থেকে ১৮ বছর পরে একটা উপজাতিদের মধ্যে অভিশাপ্য একটা ধারনা ছিল যে সেভেন্থ সিডিউল বা সিক্স সিডিউল হলে পরে গুনাত্মক একটা ডেভ্যলাপমেন্ট হবে একটা বাঁচার পথ হবে। এটা সেই জায়গায় পৌঁছতে পারছে না। সেই কারণেই দিন দিন প্রথমে উপজাতি যুব সমিতি এটাকে অটোনোমাস ষ্টেট ১৪৪ (এ) আর্টিকেল নাম্বার। এটা অটোনোমাস ষ্টেট এটা দাবী করেন ১৯৯৭ সালের ৫ঠা মার্চ থেকে এই দাবীটা উত্থাপন হয়। কিন্তু উত্থাপনের পরে তৎকালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দশরথ বাবু এটা এক বাক্যে না করলেন যে উইদ ইন দি ষ্টেট করা যাবে না। ক্ষমতা আমরা চাইনা। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেছে বামফ্রন্টএর ও অধিক ক্ষমতার যে প্রয়োজন ২৪৪ বলে না বক্তব্য দেওয়া বলে না কিন্তু অধিক ক্ষমতার যে প্রয়োজন সেটা উনারা বলছেন এবং এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষন যে বাস্তব চিত্রে যারা একদিন সিক্স সিডিউল বা সেভেন্থ

সিডিউল এটা চাইতেই বিরোধীতা করেছেন এখন সাপোর্ট করছেন এবং আবার সংশোধনী এটাও করছেন। কিন্তু একটা কথা স্যার, এখানে স্পষ্ট হয় নাই পরবর্তী সময় এটা নিয়ে কথা উঠবে যেটা মাননীয় সদস্য বিজয় খাংখল বলেছেন যে আমি দোকানে গিয়ে চাল দিয়ে আসব কোথায় দেব দোকানটা নিশ্চয়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। যে আমি কত ক্ষমতা চাই ক্ষমতা তো অসীম হতে পারে না একটা লোককে ভারতবর্ষের অসীম ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয় না। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে গাঁও সভার মেম্বার পর্যন্ত তার একটা লিমিটেশন থাকে। ডিসট্রিক্ট কাউন্সিলেরও অধিক ক্ষমতা চাই এই শব্দটা এটা রাজনৈতিক সুর এবং ঠকানো সুরের মত হয় আর্থিক ক্ষমতা কতটুকু। এক কেজী, দুই কেজী, দুই মন না তিন মন একটা পেসিফিক থাকা দরকার। যখন আপনার বিল আসবে বা সংশোধনী প্রস্তাব আসবে তখন কিন্তু এই কথাটা অবশ্যই আসবে স্যার, যে কতটুকু ক্ষমতা দেওয়া যায়। এখন বামফ্রন্ট বন্ধুদের বক্তব্য যে কতটুকু ক্ষমতা দিলে পরে সেটিসফেকশান হবে বরা যাবে স্পষ্ট করে আজ পর্যন্ত বলে নাই। এখানে ইনডাইরেক্টলি যেটা বলেছে যে আর্থিক ক্ষমতা চাই আর্থিক ক্ষমতা আমরাও চাই। এই হাউসের বাইরে গিয়ে আগামীকাল আবার যেন বামফ্রন্টের বাবুরা না বলেন যে আমরা অটোনোমাস ষ্টেট চাই না, ক্ষমতা চাই না। এটা যেন না বলেন। আমি আপনাদের অনুরোধ করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এতে আমি ইনটারেষ্ট। আমি আপনাদের কাছে দশ মিনিট সময় চাইলাম। আমি দেখছি যে মাননীয় মন্ত্রীর উত্তরের মাধ্য আপনাদের যে মূল পাওয়ার এর জন্য মিটিং করলেন। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে সেটা আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যে এর কোন উত্তর এসেছে কিনা। উনি বলছেন যে না আসেনি। আমাদের আশা ছিল মিনিষ্টার, চিফ মিনিষ্টার এটা নিয়েই আলাপ আলোচনা করবেন। মিনিষ্টার নিজে আলাপ করেনি আলাপ করার কোন ইচ্ছা নেই। কাজেই ইস্যু এখানে জাষ্ট দেখাইলেন ট্রাইবেল দরদী।

মিঃ স্পীকার :— এটা ঠিক না। এটা রেজিলিউশান পারফেকটলি ওরা বলেছেন। এর আগে কি বলছেন সেটা ঠিক না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এখানে ট্রাইবেল বিরোধীরা কাদের সঙ্গে; বিজেপি সঙ্গে? ওরা হাউস ছেড়ে চলে গেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মুখে কংগ্রেস ট্রাইবেল বিরোধী শুনতে শুনতে আমরা বিশ্বাস করছিলাম।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION-Adopted 131

সত্যি সত্যি কংগ্রেস ট্রাইবেল বিরোধী। আমরা দিল্লীতে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করলাম যে এটাতো দেওয়া যায়। সি.পি.এম. এই দাবী করছেনা। সিপিএম যা বলে বিশ্বাস করতে নেই।

(গণ্ডগোল)

যাইহোক এতে রেজোলিউশন পাশ করলেই চলবেনা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আমরা সবাই এই দাবী করতে পারি।

শ্রী*বাদল চৌধুরী* (মন্ত্রী): — মাননীয় সদস্যকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে এখানে সিক্স সিডিউল কথা বলা হয়েছে।

শ্রী*শ্যামাচরণ ত্রিপুরা*:— ডিসিশান হয়েছে। সেখানকার এজেন্ডার কোন একটা রেসপন্স না পেলেও একটা ডেলিগেশন পাঠাতে পারি। কিন্তু তার আগে স্কীম তো ফরমিলেট করা দরকার। মূল কংগ্রেস লটস্কীম আছে। কাজেই কি করে গোয়িং দিল্লী। আমরা বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই।

শ্রী*অঘোর দেববর্মা* (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় এ.ডি.সিকে আরো অধিক ক্ষমতা প্রদান করার জন্য একটি প্রস্তাব এনেছেন। তার উপর একটা অ্যামেণ্ডমেণ্টই মূল প্রস্তাব হয়ে যাচ্ছে। এ ডি সি.কে অধিক ক্ষমতা দেওয়া। এটা ঠিকই যে এ ডি.সি যাতে আরো বেশী ক্ষমতা নিয়ে এ.ডি.সি. এলাকায় কাজ কর্ম করতে পারে, ট্রাইবেল কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করতে পারে সেটা দেখতে হবে। এ সব করতে হলে ক্ষমতাতো লাগবেই, এটা আমাদেরও দাবী। এ বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আনার চেষ্টা হয়েছে বহুবার। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে জানতে চেয়েছিলেন, এ.ডি সি. তে তার কি কি করা যেতে পারে সাজেশন দিন। আমি খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি। এটা নিয়ে এই বিধানসভায় বহুবার আলোচনা হয়েছে। এই বিধানসভায়ই বিরোধী দল থেকে প্রস্তাব এসেছিল যে, যৌথ ভাবে আলোচনা করে সর্ব সম্মত একটি প্রস্তাব এনে কেন্দ্রের কাছে পাঠাতে। একদিনও আমরা আলোচনায় বসি। বসেই প্রস্তাব ঠিক করে কেন্দ্রের কাছে পাঠাই। পাঠানোর পর এখন পর্যন্ত কোন বক্তব্য নেই। কোন সে নেই। যেখানে কিছুই বলেননি সেখানে আবার নতুন করে একই ধরনের আর একটি প্রস্তাব কেন্দ্রে পাঠানোর আবশ্যিকতা কি, ভারতের প্ল্যানিং কমিশনের সাথে আলোচনা করতে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে সামিল করতে হবে একথা আমরা বলছি। রাজ্য সরকারের মাধ্যমে অধিক অর্থ বরাদ্দ করুন। জেলা পরিষদকে যাতে এবং বাংলাদ অর্থ কমিশনের নিকট বক্তব্য পেশ করতে পারে সে সুযোগ দিন। এইগুলি মেইন, তাছাড়া আরো আছে। জেলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজ করতে যাতে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করুন। [illegible] আক্ট, ১৯৯০, প্রয়োজনীয় সংশোধন করুন। যাতে জেলা

পরিষদের রিজার্ভ ফরেষ্ট অ্যাণ্ড প্রপোজড রিজার্ভ ফরেষ্টের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে। এই বিষয়গুলি ছিল। আমরা এই পয়েন্ট থেকে এক ইঞ্চিও সরে আসছি না। ট্রাইবেল পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য জমি লাগবে। কাজে কাজেই আমি বলছি, মাননীয় সদস্যদের বিষয়টি অজানা নয়, যেহেতু আজকের দাবীর আগেও আরো ৪/৫টি প্রস্তাব করে পাঠানো হয়েছে। কাজেই এই হাউসে আবার প্রস্তাব এসেছে। আমি বলব আমরা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে চিঠি লিখব। এর পরে যদি না জানায়, তাহলে আবার আমরা সব দল মিলে আমাদের তিনজন প্রতিনিধি আছে পার্লামেন্ট তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রের কাছে রিপ্রেজেনটেশন দেব। কাজেই প্রসঙ্গক্রমে যে বিষয় এনেছেন তা ঠিক নয়। কখন দশরথ দেব চীফ মিনিষ্টার থাকতে কি বলেছেন সেটা বলাটা ঠিক হয় নি। রতনবাবু তা বলেছেন অটোনমাস ডিষ্টিক্টের দাবী একটি দলের জন্য আসতেই পারে কিংবা অটোনমাস স্টেটের দাবী আসতেই পারে। আমরা আমাদের দাবী থেকে এক ইঞ্চিও সরে আসছি না। কার্বি আংলং-এ অ্যামেণ্ডমেন্ট করে আনা হয়েছে। কিন্তু তারপরও তারা কি বলছে জানেন? তারা বলছে, এই ক্ষমতার মধ্যে তারা খুশী নয়। তারা বলছে, ২৪৪ এ্যাকট চালু করতে। সেটা হচ্ছে না বলে তাঁরা বলছে চলে যাবে অটোনমাস স্টেট চালু না করলে। সবগুলিতো আমাদের উপর নির্ভর করে না সেটা বুঝতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারতো আপনাদের বন্ধু। যে ভাবেই হোক বন্ধুত্ব করেছেন। আপনারাও একটু বলে দেখুন না। যে ভাবেই হউক, এ.ডি.সি.কে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য যাতে উন্নয়নমূলক কাজ হতে পারে তাতে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। এছাড়াও ডেভলাপমেন্ট ওয়ার্ক করার জন্য ৯টি দপ্তরে কিছু কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এরপরে আর কি করা যেতে পারে। আমাদের জুরিডিকশনে যা করা সম্ভব সবই করছি। আর যে র পাওয়ার সেটা তো সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করে। কাজেই আমরা সবাই একমত হয়ে এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতিতে ষষ্ঠ তপশিল মোতাবেক ত্রিপুরা রাজ্যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক জন নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান। এটাকে উপেক্ষা করে আমরা বিশ্বাস করি না ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি হতে পারে।

আমি যেটা বলতে চাই ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ-এর অভ্যুদয় ও তার অস্তিত্ব সুরক্ষা করা, তাকে শক্তিশালী করা এবং তাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া এটা নিছক শুধু উপজাতিদের প্রশ্ন নয়। এটা জাতি উপজাতি নির্বিশেষে এই রাজ্যের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন দেশপ্রেমিক যাঁরা তাদের সকলের চিন্তার ফসল। এই রাজ্যে জেলা পরিষদ আসতে পারত না যদি ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল এক সাথে মিলে আমরা এই বিধানসভায় প্রস্তাব না আনতাম। আমাদের অভিজ্ঞতা কি? এই বিধানসভায় বা ফ্রন্ট সরকার প্রস্তাব আনে এবং সেই প্রস্তাব

আনএনিমাসলী পাশ হয়ে যায়। আজকে এই বিধানসভায় উপজাতিদের জন্য যতটা আসন সংরক্ষিত ছিল তখন এতটা আসন ছিল না। আরও কম ছিল, ১৭টা ছিল। এবং নন ট্রাইবেলের সংখ্যা বেশী ছিল। এই প্রশ্ন যখন বারবার আসে তখন কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালীর মধ্যে বিরোধী বাধাবার চেষ্টা হয়েছে। তখন বলায় চেষ্টা হয়েছে যে কংগ্রেস ইজ দ্য পার্টি অব বেঙ্গলীজ এ্যাণ্ড কম্যুনিষ্ট ইজ দাপার্টি অব ট্রাইবেলস। দিস ইজ দ্য হিস্টরী। যেহেতু ট্রাইবেলরা সংখ্যালঘু ভোটের রাজনীতিতে ফয়দা লুঠার জন্য কংগ্রেস এই সর্বনাশা শ্লোগান উপস্থিত করে গোড়া থেকেই ট্রাইবেল বাঙ্গালী বিভেদের বীজ রোপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভোটের লোভে কমিউনিষ্টরা কংগ্রেসে এই অপপ্রচারের কাছে আত্মসমর্পন করে নি। মথা তুলে দাঁড়িয়ে ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালীর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে এই জেলা পরিষদ আনার সংগ্রামে লড়াই করেছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জনক যে কোন কোন সদস্য এখানে দশরথ দেবের নাম উল্লেখ করে বলবার চেষ্টা করছেন যে আপনারাও এক সময় বিরোধীতা করেছেন। কোথায় আমরা ৬ষ্ঠ তপশীলের ব্যাপার বিরোধীতা করছি। ৫ম না, ৭ম না ৬ষ্ঠ তপশীলের প্রশ্নে যুক্ত ভাবে আন্দোলনের যখন প্রশ্ন আসলো, এক সময় মাননীয় সদস্য মহোদয়দের তরফ থেকে প্রশ্ন এসেছে আমরাও আন্দোলন করব উপজাতিদের স্বার্থে। কাজেই এটার মধ্যে অ-উপজাতিদের কোন প্রশ্ন নয়। যে কোন সমাজে সংখ্যা গুরু অংশের মধ্যে যারা গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন, তাদের সমর্থন ছাড়া সংখ্যালঘুরা যতই ঐক্যবদ্ধ হোক তার ন্যায্য গণতান্ত্রিক যে অধিকার সেটা আদায় করতে পেরেছে পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল। আর আমাদের রাজ্যে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন একটা অংশ সংখ্যালঘুদের এই দাবীকে গণতান্ত্রিক ভাবে সমর্থন করে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। আমি যখন ছাত্র আন্দোলনের কর্মী, এম, বি, বি কলেজে পড়ি। তখন দশরথ দেব গণমুক্তি পরিষদের ফাউণ্ডিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে কনভেনশন ডাকেন চিলড্রেনস পার্কের কম্যুনিটি হলে। এখন যেখানে সুকান্ত একাডেমী হয়েছে। ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক হিসাবে আমার সেখানে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল, বিকজ আই ওয়াজ অলসো ইনভাইটেড। তিনি এ্যাকসপ্লেইন করলেন এবং আপীল করলেন ট্রাইবেল বাঙ্গালী নির্বিশেষে যে এই কারণে আমরা ৬ষ্ঠ তপশীল চাই। ৬ষ্ঠ তপশীল ট্রাইবেলদের স্বার্থ তো রক্ষা করবেই, ট্রাইবেলদের স্বার্থ, নন ট্রাইবেলদের স্বার্থ সবার স্বার্থ নিয়েই ত্রিপুরার স্বার্থ। কাজেই ট্রাইবেলদের অগ্রগতির জন্য ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল সবাই এক সাথে মিলে লড়াই করতে হবে।" আপনারা যারা সমর্থন করেন, আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করব আসুন আমরা যুক্ত মঞ্চ তৈরী করি এবং সেই মঞ্চের আহ্বান আন্দোলনে দক্ষিণ ত্রিপুরার জুলাইবাড়ীতে, সুখময় সেনগুপ্ত তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জেল ভরো আন্দোলন, ব্লকের সামনে ডেপুটেশন দেওয়া হয়, পুলিশ গুলি চালায় এবং ট্রাইবেল কমরেড শহীদ হলেন। রক্ত ঝরলো কম্যুনিষ্টদের। কাজেই

আজকে যদি বিকৃত ইতিহাস উপস্থিত করা হয় তাহলে নতুন প্রজন্ম কি শিখবে। আপনাদের ইনারলাইন পারমিট নিয়ে আমাদের প্রশ্ন ছিল। আমরা কেন অস্বীকার করব। কিন্তু কালের বিবর্তনে আমরা বুঝতে পেরেছি এটা হওয়া উচিৎ। কাজেই আমরা এটা গ্রহণ করেছি। কাজেই একটা বিষয়ের সাথে সামগ্রিক বিষয়কে গুলিয়ে ফেলা কি ঠিক? ইতিহাস বিকৃত করলে ইতিহাস কাউকে ক্ষমার করবে না। আমার প্রশ্ন এটাই। আজকে আপনারা লক্ষ্য করেছেন তো যারা একটা প্লী করে হাউস থেকে চলে গেলেন। এর থেকে কি রিয়েলাইজেশন হচ্ছে না? আপনারা তো তাদের সঙ্গে ছিলেন। জেলা পরিষদকে তাঁরা কি ভাবে টুটি চেপে মারবার চেষ্টা করেছিলেন জোট সরকারের আমলে। আমরা জানি না এগুলি? আপনাদের লোকরাইতো জেলা পরিষদ চালিয়েছে। জেলা পরিষদ যখন তৈরী হয় তখন আমি বিধানসভার সদস্য ছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নৃপেন চক্রবর্ত্তী, দশরথ দেব ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার। তাঁদের পলিসিটাই সেদিন ছিল—এটা নূতন শিশু, এটার মধ্যে সরকারের সবচেয়ে ভালো ভালো যে অফিসারগুলি আছে তাদের বাছাই করে পাঠাতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যেখানে কাজ শুরু হয়। জোট সরকার আসার পর সেই সমস্ত কমিটিব অফিসারদের উঠিত করা হয়েছে। বাজেটের টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে, বেতনের টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে এইগুলি তো অভিজ্ঞতা। আমরা যখন ৬ষ্ঠ তপশীলের সম্প্রসারণের কথা বলেছি এবং জানা থাকা ভাল আদবাণী না যুক্তফ্রন্ট সরকার দেবগৌড়া প্রধানমন্ত্রী এবং ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রয়াত তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। এই বিষয়টা দেখার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র দপ্তরের। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষ থেকে, বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমাদের এম. পি, প্রশ্ন তুলেন এবং তখন তিনি বলেন আমরা বিষয়টা পরীক্ষা করব। হোম ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের নেতৃত্বে প্রথম প্রস্তাব আসে। পরবর্ত্তী সময়ে এই প্রস্তাব এখনও রোল করছে ফাইনান্স এখনও নেয় নি এটা জানা থাকা ভাল উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে যে জেলা পরিষদ আছে সেই জেলা পরিষদগুলির সবাইকে নিয়ে যে কমিটি তৈরী হয় এবং তার সামনে যে প্রস্তাব উপস্থিত হয় ত্রিপুরা থেকে একমাত্র প্রতিটি প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সুনির্দৃষ্ট বক্তব্য রাখি। বন্ধু নগেন্দ্র জমাতিয়া দিয়েছিলেম এই যে বিষয়টা আসল আমরা কি সবাই মিলে মত দিতে পারব? আমি দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকসেপ্ট করেছি ইয়েস। কেন আমরা মত দিতে পারব না। সবাই মত দিতে পারবেন। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টারকে রিকোয়েষ্ট করি তিনিকে সবাইকে ডেকে আলোচনা করেন এবং সেই প্রস্তাব পাঠানো হয়! যখন মিটিং হয় আমার দেন ত্রিপুরা অন্য কোন ষ্টেইট তাদের এ, ডি. সি গুলির কোন প্রস্তাব নেই। ট্রাইবেল ষ্টেইট এবং ঐ ট্রাইবেল ষ্টেটের মধ্যে জেলা ভিত্তিক এ. ডি সি তাদের কোন প্রস্তাব নেই। তাই তারা আমার রিকোয়েষ্ট করলেন ইমিডিয়েটলি তোমরা মত পাঠাও। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই

সমস্ত কথাবার্ত্তা বলছেন আমরা কি লোক দেখান বলছি, এটা কথা হলো? এটা ঠিক হল না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু বাস্তব যেটা এটা যদি স্বীকার করার সাহস না থাকে তা হলে সত্য কে জয় করবেন কি করে, সত্যকে জয় করা যাবে না, মূল জায়গায় পৌঁছতে পারবেন না। কাজেই যেটা বলতে চাইছি এখানে অটোনমাস ষ্টেইটের প্রশ্ন আসে না। আবার তার একটা বিবৃতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। যে ক্লাইম অটোনমাস ষ্টেইট আপনার এই যে বক্তব্য এই বক্তব্য আমি খণ্ডন করব। আমি গ্রহণ না করলে আপনি এই বক্তব্য ফেলে যাবেন এটা তো জোর করে আমি পারব না। দিস ইজ ডেমোক্রেসি। মাননীয় সদস্য বিজয় রাংখল এক সময় স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান দেয় নি? আজকে মাননীয় সদস্য বিজয় রাংখল সেখান থেকে ঘুরে এসে আজকে সংবিধান মেনে কথা বলছেন না? এখানেই হচ্ছে আমাদের দেশের গণতন্ত্রের বাহাদুরীটা। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ২৪৪ (এ) যে প্রশ্ন এখানে এসেছে ঘুরিয়ে নাকি ওখানেই আমরা চলে যাচ্ছি, কে বলছে ঘুরিয়ে ওখানেই আমরা চলে যাচ্ছি? ব্যাখ্যা করার মালিক আমরা সবাই। আপনি আপনার ব্যাখ্যা করছেন, আমাদের ব্যাখ্যা তা নয়। আমাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে সিক্সথ্ সিডিউলড্। সিক্সথ্ সিডিউলড্ যে দিন তৈরী হয়েছিল তৎকালীন দেশের যে পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপট এবং তখন সিক্সথ সিডিউলড। যে প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করেছিল আজকের পরবর্ত্তী পরিস্থিতিতে আমরা যেটা মনে করছি আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ঐ সীমাবদ্ধ ক্ষমতার পরিধিতে দাঁড়িয়ে সিক্সথ সিডিউলড-এর যে পারপাসটি তৈরী করেছিল আজকের দিনে সেটা পারপাস ফুলফিল করতে পারছে না। That's all. We think it deserve Amendment for further strengtheing keeping that in view. মাননীয় সদস্য জয়গোবিন্দ বাবু যেটা বলেছেন এমেণ্ডমেণ্ট কি হবে? ইয়েস। আমাদের সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট অ্যামেণ্ডমেণ্ট করার ব্যাপারটা অ্যাক্সেপ্ট করে, ইয়েস, আমরা অ্যাক্সেপ্ট করছি। আমরা বলছি অ্যামেণ্ডমেণ্ট হবে, তারা একটা ষ্টেপ এগিয়ে এসেছেন। তারা নিজেরা সো-মোটো কতগুলি প্রস্তাব দিয়েছেন। সেই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আমাদের মত দিয়েছি, প্লাস আমরা এই ফ্রেমের মধ্যে দাঁড়িয়ে কয়েকটা নতুন প্রস্তাব আমরা দিয়েছি। আমরাই দিলাম আপনাদের সবাইকে ইনভলভ করে। তার মানে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি জনগণ, জেলা পরিষদ, ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যারা তাদের মত। তারা, আমরা দিয়েছি। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট এখন অন্যরা যেহেতু মত দেয়নি, এটা কার্যকরী করতে পারছে না। আবার যদি তারা এই প্রশ্ন আনেন, আমরা মনে করছি এটা যা দিলাম এটা যথেষ্ট না। এটা আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য। হট ডিজায়ারভস ফারদার স্টেংথেনিং সেই জায়গায় আজকে যে প্রস্তাব

এসেছে এন এ মডিফাই ফরম এটা খুব কারেক্ট। এই প্রস্তাবটা আমরা এখান থেকে পাঠাব। মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার বলেছেন, তিনজন এম, পি যারা আছেন, এই প্রস্তাবের কপি আমরা তাদের হাতে তুলে দেব। আমরা বলব এই প্রস্তাবের কপি নিয়ে কথা বলার জন্য। এখন কার সঙ্গেই বা কথা বলবে? সেন্টালে-ত এখন কোন গভর্ণমেন্ট নেই। ব্যুরোক্রেটদের সংগে কথা বলে-ত লাভ নেই। অ্যানিহাউ, সেখানে যখন একটা সরকার স্থিতিশীল হবে সেখানে তাদেরকে আমরা অনুরোধ করব প্লিজ টেক আপ দিস মেটার। কথা বলুন, আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমরা-ত আর একটা প্রসঙ্গে কথাই বলে রেখেছি। দেখুন আমি যেটা বলতে চাই সেটার ডিস্‌ট্রিক্ট প্ল্যানিং। সেটার পেছনেও উদ্দেশ্য একটাই। আপনারাও সেটা নীতিগতভাবে বিরোধীতা করেননি, শুধু বলেছেন সংবিধানে এটার কোন প্রভিশান নাই। আমরা যদি জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করতে না চাই, তার উন্নতি করতে না চাই, তাহলে এটা বাদ দিয়ে আপনার ১৪৩-এ যেটা আছে আমরা সেটাই-ত করতে পারতাম। কেন অটোনোমাস করতে গেলাম। আমরা করতেই গেলাম এজন্য দ্যাট উই আওয়ার অনেষ্ট ইফোর্ট, সিনসিয়ার ইফোর্ট। আপনারা যা বলেছেন আমরা মেনে নিয়েছি। আমরা একটু ও বিরোধীতা করি না। মেনে নিয়ে সেটা পাঠিয়েছি। কাজেই এই জায়গায় কোন প্রশ্ন তুলতে পাড় এটা মনে ব্যথা লাগে, বিভ্রান্ত হয়। নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্ত হবে এবং সত্যি-ত আমাদের বলতে হবে। এই কারনেই কথাগুলি বললাম। আমার এত কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে প্রস্তাব ইউন্যানিমাস প্রস্তাব। যারা নাই আপনারাই এক হয়ে বলেছেন বিশুদ্ধ উপজাতি আন্দোলন। মুইয়া চানাই, চাকুই চানাই জিন্দাবাদ। আমরা কোন দল না, লালও না সাদাও না। আবার আপনারাই সেই কংগ্রেসের সঙ্গে গেলেন। সেই কংগ্রেস যখন একেবারে ছেবড়া হয়ে গেলেন আর কিছু দেওয়ার নেই, ফেলে গেলেন। ফেলে দিয়ে বি,জে,পির সংগে গেলেন। এখন আপনাদের মধ্যে বিভাজন। কেউ বলছেন বি. জে. পির সঙ্গে থাকবে, কেউ বলছে কংগ্রেসের সঙ্গে থাকবে. আবার কেউ বলছে আই, পি এফ টির সঙ্গে থাকবে। আমাদের এখানে কিছু কিছু পত্রিকা লিখছে অদৃশ্য শক্তি। এইরকম অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে আপনাদের কারোর মিটিং হয়। এগুলিতে আপনারা হাবুডুবু খাচ্ছেন। ফলে বাজেট আলোচনার সময় আমার বন্ধু বলবার চেষ্টা করেছেন দিশাহীন বাজেট তিনি ছিলেন না, আমি উনাকে বলেছিলাম, নিজেরা বেদিশা হয়ে ঘুরছেন, ফলে আমরা যে দিশা দিচ্ছি, সেই দিশা ঠাহর করতে পারছেন না কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বন্ধুবরকে বলব আমাদের দিশা ঠিক। এখন আপনারা সঠিক দিশায় যদি আসতে চান উই আর ব্রড এনাফ টু হেল্প ইউ ইন দিস রিগার্ড অ্যাণ্ড লেট আস গো টুগেদার। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মাননীয় অঘোর বাবু যা বলেছেন তার সংগে সেভেনটি থার্ড এবং ফোর্থ করলে হয়ে যায়। আর যেটা চীফ মিনিষ্টার বলেছেন এটা আপনাদের দোষারোপ করছিনা। ৭৪-এ ত আমরা, সি.পি.এম মিলে আন্দোলন করছি। অভিরাম দেববর্মা এবং আমি ছিলাম জয়েন্ট কনভেনার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ এখন আমি মূল রিজলিউশানটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি।

সংশোধিতআকারে রিজলিউশানটি হলো :— "The Union Govt. Should extend more power to the TTAADC by way of amending 6th schedule of the Constitution."

রিজলিউশানটি সংশোধিত আকারে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

VALEDICTORY SPEECH MADE BY THE SPEAKER.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, ২০ ১-২০০২ আর্থিক যে বাজেট এই বাজেট অধিবেশনের আজকে হল শেষ দিন এবং আমাদের যা বিজনেস ছিল কর্মসূচী যা ছিল তা শেষ হয়েছে। এই অধিবেশনে অনেক ঘটনা হয়েছে' ঘটনার অবতারনা করে লাভ নেই। আজকে সভায় আপনারা সবাই মিলে বিভিন্ন কায়দায় এবং হাস্য সম্পদভাবে সভাকে পরিচালনা করেছেন তাতে বলা চলে এটা দলমত নির্বিশেষে একটা উপভোগ করার মত হয়ে উঠেছে। আমি খুবই আশান্বিত ছিলাম। কিন্তু সভার শেষ লগ্নে আমি খুবই অনুতপ্ত হয়েছি। পরিষদীয় ব্যবস্থার রীতি নীতি সেটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন এবং যারা বিরোধী পক্ষের আছেন তারাও জানেন এবং কংগ্রেস যারা করেন নিশ্চয়ই তাদেরও জানার কথা। তারা জেনেশুনে আমার মনে হয় এখানে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য তুলে এখান থেকে চলে যান। এটাই হল আমার পরিতাপের এবং এজন্য আমি খুব অনুতপ্ত হয়েছি। যাহোক সভার কাজ পরিচালনার জন্য আপনারা যারা বিরোধী আছেন, বিশেষ করে টি. ইউ, জে এস বা যারাই আছেন এবং সরকার পক্ষের যারা আছেন, অন্যরা যারা আছেন, যারা আছেন, যারা আমাকে সাহায্য করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। এই সভা পরিচালনার জন্য আরক্ষা দপ্তরের অফিসার থেকে কর্মীবৃন্দ এবং আমার ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড বন্ধুগণ তারা বিভিন্ন ভাবে সভাকে সাহায্য করেছেন এবং যারা দূরদর্শনের কর্মীবৃন্দ, সাংবাদিক যারা আছেন তারাও আমাকে এই সভা পরিচালনার প্রশ্নে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। এছাড়া আমার বিধানসভার সচিব সমেত অন্যান্য অফিসার এবং সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ যারা আছেন এই

বিধানসভা পরিচালনা ক্ষেত্রে যারা সাহায্য করেছেন তাদেরকে সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী করছি।

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No.—58

Name of the members : Sri Prakesh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Scs, OBCs & Minorities Welfare Department be please to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস / ছাত্রাবাসগুলিতে তপঃজাতি আবাসিক ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ডের বর্তমান হার বৃদ্ধি করার জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) বর্তমানে এধরনের কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No.—202.

Name of the member :— Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে নতুন অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র স্থাপনের কোন প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করছেন কিনা?

২) করলে কতটি ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩) ব্লক ভিত্তিক I.C.D.S. Social Education ইনসপেকটর অফিস চালু রয়েছে কিনা?

উত্তর

১) হাঁ।

২) সারা রাজ্যে ১৫৫টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

ANNEXURE—'A'

ব্লকের নাম	পূর্বের ব্লক এলাকা ভাগ করার পর বর্তমান সংখ্যা	নতুন অনুমোদিত সংখ্যা	মোট
১	২	৩	৪
১) গৌরনগর	৮০	৩৬	১১৬
২) দামছড়া	২৯	—	২৯
৩) জম্পুই হিল	৩৫	২৯	৬৪
৪) আমবাসা	৭১	০৯	৭৪
৫) কল্যানপুর	৪১	১২	৬৫
৬) পদ্মবিল	৪০	১১	৫১
৭) হেজামারা	৫৯	—	৫৯
৮) বক্স নগর	৪৬	০৩	৪৯
৯) কাঁঠালিয়া	৪৫	১৬	৬১
১০) কাকড়াবন	৬১	২৭	৮৮
১১) ঋষ্যমুখ	৫০	১০	৬০
মোট—	৫৬১	১৫৫	৭১৮

৩) না।

Admitted Starred Question No.—302

Name of the member :— Sri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের মালিকদের আর্থিক অবস্থা খতিয়ে দেখতে চার সদস্যক ষ্ট্যাডি কমিটি কবে গঠন করা হয়েছিল ?

২) উক্ত কমিটি কবে নাগাদ তাদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল ?

৩) উক্ত কমিটির রিপোর্ট জমা দিতে বিলম্বের কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৯৯ ইং সালের ১৮ই জানুয়ারী চার সদস্যক স্ট্যাডি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

২) স্ট্যাডি কমিটি গঠিত হওয়ার দুই মাসের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা থাকলেও তা জমা পড়ছে গত ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে।

৩) সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না হওয়ার কারণে স্ট্যাডি কমিটির রিপোর্ট পেশ করা বিলম্বিত হয়েছে।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No.—58

Name of the member :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, জমুরা হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য কোন বিষয় শিক্ষক এখনও দেয়া হয়নি ; এবং

২) সত্য হলে, কবে নাগাদ উপরোক্ত বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয় শিক্ষক দেয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) প্রয়োজনীয় সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No. 59

Name of the member :- Sri Kajal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিতে কতটি শিক্ষকের পদ শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে ; (পোষ্ট ভিত্তিক হিসাব)

২) তার মধ্যে এস সি, এস.টি ও জেনারেল এর কতটি পদ রয়েছে ; (আলাদা আলাদা হিসাব)

৩) শূন্যপদগুলি কবে নাগাদ পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৪) না করা হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ২২৬৫টি শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। শূন্যপদগুলির পোষ্ট ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) A/T (H/S)/Post Gradaute Teacher ৩০৬টি

খ) A/T (High/Middle)/Graduate Teacher ১০৪৮টি

গ) A/T (Pry)/Under Graduate Teacher ৯১১টি

২) শূন্যপদগুলির সংরক্ষণ ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নরূপ :—

	এস সি	এস.টি	জেনারেল	মোট
ক) A/T(H/S) Post Graduate Teacher	৭৯ (১টি P.H. সহ)	২২৭ (২টি P H ও ২টি ESM সহ)	—	৩০৬
খ) A/T (High/Middle/ Graduate Teacher	৩২৫ (২টি P.H. ও ২টি ESM সহ)	৭১৩ (৫টি P.H ও ৪টি E S.M সহ)	—	১০৪৮
গ A/T (Pry)/ Under Graduate Teacher	১২৬ (৩টি P.H. ও ২টি ESM সহ)	৩০২ (৫টি P H ও ৫টি ESM সহ)	৪৮৩ (২০টি P.H. ও ১১টি ESM সহ)	৯১১
	৫৩০	১২৫২	৪৮৩	২২৬৫

৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর) প্রয়োজন ভিত্তিক শূন্য পদগুলি পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

Admitted Un-Starred Question No. 70

Name of the member :— Sri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch, Cast O B.Cs & Minorities Welfare Dept', be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সর্বশেষ লোক গণনা অনুযায়ী রাজ্যের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ ও,বি,সি সম্প্রদায়ভুক্ত।

২) ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯৩ ইং সাল থেকে ২০০০ ইং সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ও,বি,সি সম্প্রদায় [illegible] কোন কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে;

উত্তর

১) সর্বশেষ লোক গণনায় (1991 Cencus of India) ও,বি,সি সম্প্রদায়ের পৃথক জনসংখ্যার হিসাব নেই।

২) উক্ত সময়ে ও,বি,সি সম্প্রদায়ের কল্যাণে বিভিন্ন খাতে যে টাকা ব্যয় হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :— ২

(২)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	১৯৯৩—৯৪	১৯৯৪ ৯৫	১৯৯৫—৯৬	১৯৯৬—৯৭	১৯৯৭—৯৮	১৯৯৮—৯৯	১৯৯৯ ২০০০
১	২	৩	৪	৫	৬			
১)	শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্প							
ক)	বুকগ্রান্ট							
খ)	চাকুরী প্রার্থীদের প্রাক	—	—	২৮ ৪৬	১৪ ০০	২৭ ৭০	—	৬০ ০০
	নিয়োগ প্রশিক্ষণ	—	—	—	—	—	—	০ ২৫
গ)	ডঃ বি,আর, আম্বেদকর স্মৃতিপুরস্কার	—	—	—	—	—	৩ ৬৯	৫˚৪০
২)	ও,বি,সি জনগণের উন্নয়নে লোকশিক্ষা / সংস্কৃতি / প্রচার/উৎসব/প্রদর্শনী ইত্যাদি।	—	—	১ ৮২	১˚০০	৯ ৯৫	০˚৮৩	১ ৬০
৩)	কেন্দ্রীয় প্রকল্প							
ক)	প্রাক মাধ্যমিক বৃত্তি (১ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যান্ত)	—	—	২৯ ০০	১১˚০০	১৯˚৯৯	১২ ৮২	৪৯ ৩৭
খ	মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি	—	—	৫ ৬৪	৭ ০০	৬˚৯৮	১৪˚৪০	১২.৭৯
গ	ছাত্রাবাস নির্মান	—	—	—	—	—	—	—
ঘ	ছাত্রীনিবাস নির্মান।	—	—	—	—	—	—	—
	শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়	—	—	৪৫ ৮২	৪৩˚০০	৬১ ৬২	৩১ ৭৪	১২৯ ৩৭

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	১৯৯৩—৯৪	১৯৯৪—৯৫	১৯৯৫—৯৬	১৯৯৬—৯৭	১৯৯৭—৯৮	১৯৯৮—৯৯	১৯৯৯—২০০০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২।	অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প।							
ক)	প্রয়োজন ভিত্তিক ঐতিহ্যগত জীবিকা নির্বাহী উন্নয়ন প্রকল্প।	—	—	২১'০৪	২৪'০০	—	—	—
খ)	মহিলা ও অন্যান্য তাঁতীদের উন্নয়ন প্রকল্প।	—	—	৭ ০৫	৭'০০	—	—	—
গ)	রাবার চাষ প্রকল্প।	—	—	২'৩২	৮'২৩	৯.৯০	৭'৯০	১'৬৯
ঘ)	নিউক্লিয়াস বাজেট।	—	—	৯ ৫১	১৪ ৪৫	১২'৫২	১০'৬৭	২০'০০
ঙ)	ও বি সি সংক্রান্ত সার্ভে	—	—	৩ ৭৫	—	—	—	—
চ)	ও, বি, সি সমবায় নিগম	—	—	৩২'৬৪	২৫'০০	২০'০০	—	—
	অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পে মোট ব্যয়:—	—	—	৭৬'৭৫	৭৮'৬৮	৪১'৫২	১৯ ৫৭	৪১'৬৯
৩।	বেতন ভাতা ও প্রশাসনিক ব্যয়।	১'৬৭	২'৬০	৫'০০	৬ ০০	৭'৫০	৭'৯৪	৯'৬৫
	মোট ব্যয়	১ ৬৭	২'৬০	৫'০০	৬'০০	৭ ৫০	৭ ৯৪	৯৬৫
	সর্বমোট ব্যয়	১'৬৭	২'৬০	১২৭'১৭	১২৭'৬৮	১১০'৬৪	৫৯'২৫	১৮০'৬৫

প্রশ্ন

৩) উচ্চশিক্ষা, চাকুরীতে নিযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও, বি, সি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে কিনা ; এবং

৪) না হলে, তার কারণ কি ?

উত্তর

৩) না।

৪) সংরক্ষণ বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং আইনগত জটিলতা জড়িত এতএব উচ্চশিক্ষা চাকুরীতে

নিযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বি, সি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও সাংবিধানিক ও আইনগত জটিলতার কারণে তা এখনো করা যায়নি।

ii) এ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে ঠিক হয়েছে যে প্রতিনিধিগণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করবেন এ জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে তারিখ ও সময় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

Admittee Un-Starred Question No.– 76

Name of the member : – Smt Baijayanti Kolai

Will the Honble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to stase :--

প্রশ্ন

১] জম্পুইজলা সুধন্য মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় জম্পুইজলা গার্লস হাইস্কুল ও দক্ষিণ টাকারজলা হাইস্কুলে বর্তমানে মোট কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা আছে : (স্কুল ভিত্তিক হিসাব) এবং

২] উক্ত স্কুলগুলিতে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১] জম্পুইজলা সুধন্য মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে মোট ১৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন। জম্পুইজলা গার্লস হাইস্কুলে মোট ১৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন। এবং দক্ষিণ টাকারজলা হাইস্কুলে মোট ৭ জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন।

২] জম্পুইজলা সুধন্য মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা মোট ৬ জন, যেহেতু জম্পুইজলা গার্লস হাইস্কুল ও দক্ষিণ টাকারজলা হাইস্কুল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় নহে, তাই উক্ত স্কুলগুলিতে কোন বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকা দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। এই কারণে উক্ত স্কুলগুলিতে কোন বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নাই।

ANNEXURE—'C'

(Written Statement of Reference Cases)

Reply laid on the Table of the House on 16th March, 2001 by the Minister-in-charge of Scheduled Castes Department on the matter of Urgent Public Importance raised by Shri Sudhan as & Shri Amitabha Datta, Member of Legislative Assembly.

"বর্তমান আর্থিক বৎসরে SC পুনর্বাসন স্কীমে সুবিধা প্রাপকদের নাম নির্বাচিত হওয়া সত্বেও এই স্কীম কার্যকরী না হওয়া সম্পর্কে।"

উত্তর

তপশীলি জাতি অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী ও সংখ্যালঘু কল্যাণ বিভাগ তপশীলিদের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প রূপায়িত করছে সেগুলি সাধারণতঃ দুভাগে বিভক্ত।

যেমন :— ক] শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প। খ] অর্থ নৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প। তন্মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়নের উপর দপ্তর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ অপ্রতুলতার কারণে বিভাগ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি রূপায়িত করতে পারছে না। ফলে, এস, সি, পুনর্বাসন স্কীমে পরিকল্পনাখাতে কোন টাকা বরাদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছেনা।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সহায়তা দান প্রকল্পের (SCA) মাধ্যমে যে টাকা পাওয়া যেত তা দিয়ে যথাসম্ভব রূপায়িত করা হতো। বর্তমান আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা দান প্রকল্পের (SCA) অর্থ মঞ্জুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মাবলীর অমূল্য পরিবর্তন করেছেন এবং কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন. কোন— তপশীলিকে কোন প্রকল্পের জন্য পুরোপুরি সাহায্য বা গ্রান্ট দেওয়া যাবে না। এই ক্ষেত্রে তপশীলিদের তপঃ জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে ঋণ নিতে হবে এবং এই ঋণের আর্থিক মূল্যের উপর সর্বাধিক ১০,০০০ টাঃ কেন্দ্রীয় সহায়তা দান প্রকল্প থেকে ভর্তুকী হিসাবে দেওয়া যাবে। ফলে বর্তমান আর্থিক বছরে ২০০১ ইং সনে যে সমস্ত তপশীলি জাতি পরিবার তপশীলি পুনর্বাসন প্রকল্পে সাহায্য পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়ে আছে তাদেরকে পুরো টাকা অনুদান হিসাবে মঞ্জুরী দেওয়া সম্ভব হবে না। যদি কোন পরিবার তপঃ জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে ঋণ নিতে ইচ্ছুক হয় তাহলে তাকে ঋণ দেওয়ার জন্য কর্পোরেশন থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতি পরিবার ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ভর্তুকী হিসাবে পাবে।

ঋণদান প্রকল্পে প্রত্যেক বেনীফিসিয়রীকে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে এবং এর মধ্যে দশ হাজার টাকা ভর্তুকী থাকবে।

ANNEXURE—'D'

(Written Statement on Calling Attention Noties)

Reply laid on tde Taple of the House on 16th March, 2001 by the Health & Family Welfare Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Basudev Majumder and Shri Binduram Reang, Member of Legislative Assembly.

বিষয় :— "ত্রিপুরা রাজ্যে চক্ষু ব্যাঙ্ক স্থাপন করা সম্পর্কে।"

উত্তর

Corneal transplantation এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গত ৩ বৎসর যাবৎ জি, আর,

আম্বেদকর হাসপাতালে উপলব্ধ আছে এবং চক্ষুদান সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় আইন ও এরাজ্যে ১৯৯৮ ইং সনে পাস হয়েছে। চক্ষুদান করার জন্য ৫০০ সম্মতি পত্র (Pledge Grd) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে ছাপানো হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ২৫৫ জন মরনোত্তর চক্ষুদান করার জন্য সম্মতি জানিয়ে (Pledge Card) জমা দিয়েছেন। এরাজ্যে আজ অব্দি Corneal transplantation করাতে চেয়ে কোন আবেদন দপ্তরে জমা পরেনি। জাতীয় গড় অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৩০০০ লোকের Corneal transplantation করার চাহিদা থাকতে পারে। মৃত ব্যক্তির Corneat সংগ্রহ মৃত্যুর পর যত তারাতারি করা যায় ততই ভাল, সর্বাধিক ৪ থেকে ৫ ঘন্টার মধ্যে এ কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। এখন পর্যন্ত এরাজ্যে Corneal tranplantation করা হয়নি কারণ মরনোত্তর কোন চক্ষু আজ অব্দি দান হিসাবে পাওয়া যায়নি। চক্ষু পাওয়া গেলেই বি, আর, আম্বেদকর হাসপাতালে Corneal transplantation অপারেশন করা যাবে, চক্ষুদান বিষয়ে জনগণকে সচেতন এবং উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এরাজ্যে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে।

Reply laid on the Table of the House on 16th March, 2001 by the Home Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Kashiram Reang, Member of Legislative Assembly

১১ই মার্চ, ২০০১ ইং সোমবার 'স্যন্দন' পত্রিকায় (প্রথম পৃষ্ঠায়) ''সাংসদের বাসগৃহে পাপীরাই সাহেনশা'' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে ''

গত ১১-৩ ২০০০ ইং তারিখে বগাফাস্থিত TSR-র দ্বিতীয় বাহিনী শান্তিরবাজার থানাধীন ধর্মাফা রিয়াং পাড়ার সিভিক অ্যাকসন প্রোগ্রাম সংগঠিত করে। এতে বিলোনীয়া মহকুমার Civil Administation-র অফিসার, দপ্তর এবং থানার পুলিশ অফিসারগণ উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান সফল করে তোলেন। জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। প্রায় তিন শতাধিক ব্যক্তি এই সুযোগ গ্রহণ করেন। এই পাড়াটি শান্তিরবাজার থানা থেকে ৬ ছয়) কি, মি পূবে অবস্থিত। মাত্র ২ কি, মি. দূরত্বেই রয়েছে TSR-এর দ্বিতীয় বাহিনীর ক্যাম্প।

বর্তমান সাংসদ শ্রীবাজুবন রিয়াং এ, ডি, সি সদস্য শ্রীমনীন্দ্র রিয়াং ও প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীগৌরাশঙ্কর রিয়াং প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগত এই গ্রামের অধিবাসী। এই গ্রাম থেকে মাত্র ২ কি, মি দূরে অবস্থিত বগাফা আশ্রম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যা রাজ্যের খ্যাতনামা বিদ্যালয় হিসাবে গণ্য সবেমাত্র এই বিদ্যালয়ে স্বর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। শিক্ষাঙ্গনে সবকটি নিয়মশৃঙ্খলাই এই বিদ্যালয়ে রয়েছে। ধর্মাফা রিয়াং পাড়াতেই মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একটি বিশেষ কোচিং সেন্টার রয়েছে তাছাড়া উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল রয়েছে। ধর্মাফা রিয়াং

পাড়া যোগাযোগবিহীন গ্রাম নয় এবং অপরাধ প্রবণও নয়। গত দুই বছরে দুটি অপরাধ সংগঠিত হয়। প্রথমটি ৬/৩/২০০০ ইং তারিখ দুস্কৃতি দ্বারা শ্রীমধুসূদন দাস পিতা মৃত রামচন্দ্র দাস অপহৃত হয়ে ফিরে এসেছেন। দ্বিতীয়টি ৯/৪/২০০০ ইং তারিখ T T A A D C নির্বাচনের প্রাক্মুহূর্তে শ্রীমতি পার্বতী রিয়াং স্বামী বর্তমান M. D. C শ্রীমনীন্দ্র রিয়াং এর স্ত্রী অপহৃত হয়ে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। নিরাপত্তা রক্ষীরা তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছে এবং সাফল্য ও পেয়েছে।

গত ৪/১০/১৯৯৮ এবং ৩০/৩/১৯৯৯ তারিখে দুই জন কট্টর উগ্রপন্থী পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় এবং ৩০৩ রাইফেল ও একটি SLR উদ্ধার করা হয়। সম্প্রতি পুলিশ ও TSR যৌথ উদ্যোগে ৮ (আট) জন অপহৃত ব্যক্তিকে চাকাকো সংলগ্ন চাপিয়া অঞ্চল থেকে উদ্ধার করেছেন।

রাস্তাঘাট পানীয় জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এতটা খারাপ নয় যতটা কথিত রিপোর্টে বলা হয়েছে। তবে এগুলিতে আরো সুযোগ সুবিধা প্রয়োজনের নিরিখে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

Reply laid on the Table of the House on 16th March, 2001 by the Health & Family Welfare Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Kajal Chandra Das & Shri Prakash Ch. Das, Member of Legislative Assembly

৬ই মার্চ ২০০১ ইং স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রশাসনিক উৎকর্ষতার আর এক নিদর্শন। অবসরের পাও জি, বি'তে বিভাগীয় প্রধানের অবৈধ চেয়ার দখলে বিস্ময়"।

উত্তর

ডাঃ দিলীপ দেববর্মা ২৮-২-২০০১ ইং অবসর গ্রহনের পর স্বাস্থ্য অধিকর্তার মৌখিক অনুমতি ক্রমে ৩১-০৩-২০০১ ইং পর্যন্ত হাসপাতালে কাজ করেছেন। কিন্তু বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অবসর গ্রহনের পর কোন কাজ করেন নি। ২৮-২-২০০১ ইং (বিকাল) হইতে জি, বি. হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ত্রিপুরার জনসাধারনের স্বার্থে ডাঃ দিলীপ দেববর্মার সার্জিকেল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য ১ (এক) বছরের পুনঃ নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ANNEXURE—'E'

Admitted Postpond Starred Question No.—253

Name of the member :— Sri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state.

প্রশ্ন

১] রান্নার গ্যাস ছাড়া পেট্রোলের কোন সন্ধান ও, এন. জি, সি, পেয়েছে কিনা ?

২] পেয়ে থাকলে কোথায় এবং সঞ্চিত ভাণ্ডারের অনুমিত পরিমান কত ?

৩] না পেলে পেট্রোল সন্ধানের জন্য কোন রকম চেষ্টা হচ্ছে কিনা ?

৪] না করা হলে তার কারণ ?

উত্তর

১] না।

২] প্রশ্ন উঠে না।

৩] হ্যাঁ।

৪] প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—'F'

Postpened Un-Starred Question No.—72

Name of the member : Sri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Transport Department be please to state.

প্রশ্ন

১] ১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০১ সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত টি, আর, টি, সিতে লাভ লোকশানের পরিমাণ কত (বছর ভিত্তিক হিসাব);

২] উক্ত সময়ে কতটি বাস ও কতটি ট্রাকগাড়ী ক্রয় করা হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব) ; এবং

৩] এই একই সময়ে কতটি বাস ও কতটি ট্রাক নিলামে কত টাকায় বিক্রি করা হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১] ১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০১ সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত টি, আর, টি, সির ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ :—

i]	১৯৯৩—৯৪	অর্থবৎসর ক্ষতি—	৫,৩৯,৭৮ ৪৯৩,৭৯ পঃ
ii]	১৯৯৪—৯৫	”	৫,৬২,৬৫০,২৯ ২৮ ”
iii]	১৯৯৫—৯৬	”	৬,৭৫,৮৬ ৬১৪,৫৪ ”
iv]	১৯৯৬—৯৭	”	৭,৫২,৬৬,৬০৯,৯৬ ”

v] ১৯৯৭—৯৮ " ৮,৪১,৯৬,৪৭৬,৮৫ "
vi] ১৯৯৮ —৯৯ " ৯,৬৪,৮০,৯৯২,৬৯ "
vii] ১৯৯৭—২০০০ " ১০,৫১ ৬৩,৪৫১,২১ " [Provisional]
viii] ২০০০—২০০১, ৩১ শে জানুয়ারী হিসাব এখনো শেষ হয় নাই। টি, আর, টি, সিতে লাভের কোন পরিমান নাই।

২] উক্ত সময়ে যে বাস ও ট্রাক গাড়ী ক্রয় করা হইয়াছে তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

বৎসর	বাস	ট্রাক
১৯৯৩ ইং	১০টি	×
১৯৯৪ "	১ "	×
১৯৯৫ "	১৫ "	৪টি
১৯৯৬ "	৮ "	৫ "
১৯৯৭ "	৪ "	×
১৯৯৮ "	৮ "	×
১৯৯৯ "	৩ "	×
২০০০ "	১০ "	×
২০০১ "	২ "	×
মোট—	৬২টি	৯টি

৩] উক্ত সময়ে যে অকেজো বাস ও ট্রাক নিলামে বিক্রী এবং তাহার মূল্যের হিসাব নিম্নরূপ :—

বৎসর	বাস	মূল্য	ট্রাক	মূল্য
১৯৯৩ ইং	—	—	—	—
১৯৯৪ "	—	—	—	—
১৯৯৫ "	৬৩টি	৩৭,৪৩,৫৬৪-৩৫ প!	—	—
১৯৯৬ "	—	—	—	—
১৯৯৭ "	২৮ "	২১,১১,৩৫৪,০০ পঃ	১২টি	৭,২৫,৩৪২,০০
১৯৯৮ "	—	—	—	—
১৯৯৯ "	—	—	—	—
২০০০ "	—	—	—	—
২০০১ "	—	—	—	—

Postpond Un-Starred Question No.—134

Name of the member :— Sri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১১ই মার্চ ১৯৯৮ থেকে ৭ই জুন ২০০০ পর্য্যন্ত কয়টি আত্মহত্যার ঘটনা সারা রাজ্যে ঘটেছে (থানা ভিত্তিক হিসাব এবং

২) এর মধ্যে কয়টি ঘটনা তদন্ত করে পুলিশ চার্জশীট দাখিল করেছে। (থানা ভিত্তিক হিসাব)?

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর

১১ই মার্চ ১৯৯৮ ইং সন থেকে ৭ই জুন ২০০০ ইং সন পর্য্যন্ত মোট ১৭৫৩টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে পুলিশ মোট ১৭৮৫টি ঘটনার চার্জশীট দাখিল করেছেন।

থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেয়া গেল।

THE DETAILS STATEMENT OF SUICIDE CASE

PS-WISE DURING 11-03 98 TO 07-06-2000

Sl. No.	Name of Ps	No of Suicide Cass	Hanging	C/S.	F/R	P/I	Poisoning	C/S	F/R	P/I	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	R.K. Pur	98	45	—	44	01	53	—	50	03	
2)	Killa	04	02	—	02	—	02	—	02	—	
3)	Santirbazar	17	09	—	08	01	08	—	03	—	
4)	Baikhora	31	08	—	08	—	23	—	22	01	
5)	Belonia	56	23	—	21	02	33	—	29	04	
6)	P.R. Bari	46	17	—	17	—	29	—	28	01	
7)	Birganj	17	07	—	07	—	10	—	09	01	
8)	Natunbazar	13	07	—	07	—	06	—	06	—	
9)	Ompi	03	—	—	—	—	03	—	03	—	
10)	Taidu	01	01	01	—	—	—	—	—	—	
11)	Sabroom	25	13	—	12	01	12	—	10	02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12)	Manubazar	26		11	—	10	01	15	—	13	02
13)	Jirania	55		40	—	30	10	15	—	10	05
14)	East Agartala	195		100	—	70	30	95	—	55	40
15)	West Agartala	105		40	—	35	05	65	—	45	20
16)	Airport	29		19	—	10	09	10	—	07	03
17)	Sidhai	61		32	—	30	02	29	—	20	09
18)	Amtali	58		34	—	30	04	24	—	20	04
19)	Bishalgarh	136		84	—	72	12	52	—	50	02
20)	Takarjala	14		10	—	07	03	04	—	04	—
21)	Khowai	116		46	—	32	14	70	—	45	25
22)	Kalyanpur	39		15	—	09	06	24	—	17	07
23)	Teliamura	53		30	—	22	08	23	—	20	03
24)	Sonamura	25		11	—	09	02	14	—	08	06
25)	Melagarh	35		17	—	12	05	18	—	12	06
26)	Jatrapur	18		16	—	13	03	02	—	01	01
27)	Kalamchoura	16		05	—	04	01	11	—	09	02
28)	Kamalpur	66		31	—	31	—	35	—	35	—
29)	Salema	24		18	—	18	—	06	—	06	—
30)	Ambasa	25		15	—	15	—	10	—	10	—
31)	Manu	20		11	—	11	—	09	—	09	—
32)	Chamanu	02		01	—	01	—	01	—	01	—
33)	Ganganagar	—		—	—	—	—	—	—	—	—
34)	Gandacharra	03		03	—	03	—	—	—	—	—
35)	Raisbayabari	02		01	—	—	01	01	—	01	—
36)	Kailashahar	70		28	—	28	—	42	—	42	—
37)	Fatikroy	45		23	—	23	—	22	—	22	—
38)	Dharmanagar	74		24	—	24	—	50	—	50	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39)	Choraibari	36	17	—	17	—	19		—	19	—
40)	Panisagar	40	22	—	22	—	18		—	18	—
41)	Kanchanpur	27	13	—	13	—	14		—	14	—
42)	Pecherthal	26	12	—	12	—	14		—	14	—
43)	Damchara	01	—	—	—	—	01		—	01	—
44)	Vanghmun	—	—	—	—	—	—		—	—	—
	Total—	1753	861	—	740	121	892		—	745	147